সমর্পণ।

শ্রীনিত্য নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

—উৎসর্গ—

সুখে দুঃখে সদা যাঁর অনন্ত করুণা,
আমারে করিত রক্ষা দৃঢ় বর্ম্ম সম,
জন্ম হ'তে যাঁর সাথে মম প্রাণ-মন
গাঁথা ছিল একসূত্রে, যাঁহার প্রভায়,—
অন্তরের তমোরাশি হ'ল বিদূরিত,
ক্লান্তি ধৈর্য্য ক্ষমা যাঁর গঠনে সন্তান,—
কল্পনাতে থাকে পরিম্লান,—সেই দেবী,
সেই গুরু—সেই মোর প্রশান্ত শিক্ষক,—
পঙ্গু করি' চিরতরে ছেড়ে গেছে মোরে।
তাপ-দগ্ধ মাতৃ-হৃদি করিতে শীতল,
অর্পিলাম "সমর্পণ,"—ভক্তি-শতদল।

তাঁরই দীন সন্তান
শ্রীনিত্য নিরঞ্জন ভট্টাচার্য

সমর্পণ

[এক]

জগতে যতকিছু দাতব্য বস্তু আছে তারমধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ, বলেন হরিহরপুরের জমিদার বাটীর নবাগতা কুলবধূ শ্রীমতী ইন্দুমতী, শ্রোতা,—তাঁর স্বামী বসন্ত চৌধুরী।

স্বামীগৃহে প্রথম পদার্পণে তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর স্বামীর "সাজান বাগানে" সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৃক্ষটি নাই ; নাই এই উন্নত পল্লীতে বালক-বালিকাগণের মাধ্যমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

দুই একবার আসা-যাওয়ার পর, স্বামীকে কতভাবে উৎসাহিত করেন বিদ্যালয় স্থাপনের পূণ্যকার্য্যে। অন্ধকে অর্থদান অপেক্ষা চক্ষুঃদানই শ্রেয়ঃ, অজ্ঞ মানুষ অন্ধ। জ্ঞানালোক তাকে চক্ষুষ্মান্ করে। অর্থ অর্থীর কল্যাণকর, কিন্তু বিদ্যা চির-কল্যাণকর।

বিদ্যাসাগরেরও দৃষ্টান্ত দেন। দয়ার সাগরের যত রকমের দান ছিল তন্মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। কত মনীষী প্রতিভাধর সেখান থেকে সৃষ্ট হয়ে দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। মানুষ চায় আলো, তাই দিয়ে তিনি পেতে চান আনন্দ। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব করাই একান্ত কামনা। আর এইটুকুই হবে তাঁর বৈতরণী পারের কড়ি।

মনোরমা পত্নী ইন্দুমতীকে তাঁর মুগ্ধ স্বামী তাঁর মায়ের যাবতীয় অলংকার উপহার দেন। হাসিমুখে গ্রহণ করে স্বামীকে সুখী করেন তিনি, কিন্তু পায়ের

দিলেন না। স্বামী কতবার বললেন ঐগুলি পরলে তাঁকে কেমন দেখায় তার দেখতে ইচ্ছা হয়। ইন্দুমতী তার উত্তরে ঈষৎ হেসে বললেন—

জগৎ মাঝে অসার জানি রতন আভরণ,
পতিই সতীর প্রাণ পরম ভূষণ।

স্বামী তাঁর না-ছোড়, এ উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। স্বামীর মনোভাব বুঝে স্নেহকাতর কণ্ঠে বললেন, "রাগ করোনা লক্ষ্মীটি, কেন পরিনা শোন, যে গহণা মা যৌবনে গায়ে দিয়ে সুন্দরী সেজে স্বামী দেবতাকে সুখী করেছিলেন, সেই গহণা আমাদের গায়ে পরলে মাকে ছোট করা হয়, আর আমাদেরও অকল্যাণ হয়।"

এই উত্তরের পর বসন্ত আর গহণা পরার কথা বলেননি।

তবে কি এগুলো সিন্দুকেই থাকবে ? বসন্ত বললেন।

না, তা থাকবে কেন, আমিই পরবো, বলেন ইন্দুমতী।

আনন্দে ও সোৎসাহে বসন্ত বললেন, পরবে ! পরো, আমার বড় দেখতে ইচ্ছে হয়।

ইন্দুমতী ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, শোন, তুমি স্বামী পরম গুরু, তোমার কথা লঙ্ঘন করিনি কখনও, শুধু আজ এই প্রার্থনা করি আমার কথাটি তুমি রাখবে ?

বসন্ত স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন, কবে রাখিনি তোমার কথা ? বলো, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

দেখ, গহণাগুলো আমি পরবো, তবে ও আকারে নয়। ঐগুলো দিয়ে এই গ্রামে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য হাইস্কুল করে দাও। তোমার বংশধর আসছে, তারও পড়ার ব্যবস্থা হবে। তা'হলে মায়ের আত্মা ও আমার প্রাণ তৃপ্ত হবে। কাতরভাবে স্বামীর হাতদু'টি ধরলেন।

আচ্ছা-আচ্ছা, তাই হবে। আমরা তো "যো-হুকুমের দল।"

ইন্দুমতীর মত সুখী সেদিন বোধহয় আর কেউ ছিল না। আনন্দ-চন্দ্রের-দ্যুতি মুখখানিকে শতগুণ উজ্জ্বল করে তুললো, রক্তিম অধরে আরও লালিমাভা ফুটল। গোলাপী গণ্ডদু'টি ঈষৎ ফুলে উঠল স্বামীগর্ব্বে। কর্ণ-কুণ্ডল দুটী দুলিয়ে, পদ্মমুখখানি মুখের কাছে নিয়ে স্নেহভরে বলল, তুমি কত দেছ, তবু কত চাই, চেয়ে পাই বলে আশা আর কিছুতেই মেটে না। স্বামী, তুমি কল্পতরু।

আমার তো কিছু নেই তোমায় দেই ; আছে শুধু·······বড় বড় চোখ দু'টি আনন্দে সজল হ'ল, ঢিপ করে স্বামীর পায়ে প্রণাম করল।

বসন্ত হাত ধরে তাকে তুলে স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, কাজ নিতে তুমি ওস্তাদ, কত রঙ্গই জান, তোমরা স্ত্রীরা মোহিনী, আর পুরুষ ওই মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে রিক্ত হয়ে যায়। সাধক কবি তোমাদের সম্বন্ধে কী বলেছেন শুনবে ?

"দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লেহু চোষে,
দুনিয়াভর বাউরা হোকর
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

বলে উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসলেন।

ঐ হাসিতে যোগ দিয়ে ইন্দুমতী বলল, তা'হলে আমি বাঘিনী, হালুম করে ঘাড়ে পড়ি ? আবার হাসল। পরে বলল, তা নয়গো, আমাদের পক্ষেও বলার লোক আছেন, কবিগুরু বলেছেন,

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি' পদে দেয় তপস্যার ফল
তোমার কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।

*　　　*　　　*

তবস্তন-হার হ'তে নভস্থলে খসি' পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা,·······"

আরও বলব ? বিদ্রোহী কবি বলেছেন,—

"তাজমহলের পাথর দেখেছ ? দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে সাজাহান।"

আর আমার বাবা বলেন,

"কর্ম্ম-প্রেরণা দানিতে মানবে,
মুছাতে অশ্রুবারি,
সৃষ্টির মাঝে এনেছেন ধাতা,
বিজয়-লক্ষ্মী নারী।"

কিগো চুপ করলে যে? আর শুনবে? একটি সাধক ঐকথা বলেছেন, কিন্তু হাজার হাজার সাধক আমাদের পক্ষে বলেছেন।

বসন্ত মুগ্ধভাবে বললেন,—না না ঢের হয়েছে, আর না, বক্তৃতায় ডুবিয়ে দেছ। তোমাদের কাছে আমরা শিশু, পরাজয় আমাদেরই।

মৃণাল-বাহুতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ইন্দুমতী বললো, না গো না, পরাজয় হবে কেন তোমাদের? নারী-পুরুষের জীবন-যুদ্ধে জয়শ্রী যে তোমাদের গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দেন। বেশ আর না, খাবে চল, কথায় কথায় ভুলে গেছি।

হু'টী মুগ্ধ-হৃদয় রবি-করোজ্জল আকাশে সন্তরণ দিচ্ছে।

[দুই]

বাংলাদেশের প্রজাপালক জমিদার বলে যাঁদের খ্যাতি ছিল, বাঁকুড়া জেলার হরিহরপুরের বসন্ত চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। জয়ন্ত তাঁর কনিষ্ঠ, দশ বছরের ছোট। জমিদারী মাঝারী রকমের। জমিদারীর বিশালতা অপেক্ষা তাঁর মনের বিশালতা ছিল অনেক বেশী। তাই তাঁর জমিদারীর প্রত্যেক প্রান্তেই পৌঁছেছিল তাঁর অকপট হৃদয়ের স্নেহাবরণ, যেমন পৃথিবী পেয়েছে নীল আকাশের ওই স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপ।

প্রজাকে পুত্রের ন্যায় মনে করে তিনি তাদের অভাব অভিযোগের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। প্রজাদের কাছ থেকে দূরে গেলে পাছে তাদের দুঃখকষ্ট হয় এই ভেবে কলকাতায় বাড়ী করেন নি। প্রজাদের যে কোন অভিযোগ প্রতিকারের সঙ্গেআপোষ করত অবিলম্বে। সমচোখে দেখতেন তিনি সবাইকে,— জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে। ভক্তি প্রীতি ক্ষমা ও মমতার উৎস ছিল তাঁর মহৎ হৃদয় যেমন জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রাণরসের উৎস, ঐ মহাসূর্য্য।

দীর্ঘায়ত ঋজুদেহ, বলিষ্ঠ সুঠাম, যৌবনদীপ্ত মুখমণ্ডল, প্রশান্ত উজ্জ্বল। অন্তর তাঁর মুখদর্পণে প্রতিফলিত। জয়ন্ত আকৃতিতে জ্যেষ্ঠের অনুরূপ, প্রকৃতিতে

আরও সরল ও আত্মভোলা। বসন্ত ও জয়ন্তকে রেখে তাঁদের মাতা যোগমায়াদেবী আজ দুই বৎসর পরলোকগতা। শরীরের অবস্থা দিন দিন হ্রাস হচ্ছে বুঝে পুত্র বন্ধুর মুখ দেখে মরার সাধ পূর্ণ করতে চাইলেন। তাঁর "বেল-ফুলের" কন্যার সঙ্গে বসন্তর বিয়ে দিয়ে পুত্রকে সংসারী করলেন। নবাগতার হাতে সবভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যথাসময়ে ৺গঙ্গালাভ করলেন। সেদিন থেকে ইন্দুমতী এই সংসারের গৃহলক্ষ্মী। তাঁর অমায়িক মধুর ব্যবহারে সকলেই সুখী। জয়ন্ত মাতৃশোক ভুলল এই ভ্রাতৃবধুকে পেয়ে। ইন্দুমতী তাকে ডাকেন "দেবর লক্ষ্মণ" বলে। বসন্ত ম্যাট্রিকপাস করেননি মাতাপিতার মৃত্যুশোকে ও জমিদারীর চাপে পড়ে। আর জয়ন্ত বি,এ, পড়ে পিসিমায়ের বাড়ী থেকে, বিলাসপুরে।

বসন্ত জমিদারী পরিচালনা করেন বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। জমিদারী বিশেষ বড় না হলেও তার জ্বালা কম নয়। প্রজাদের নানা অভাব অভিযোগ ও তার প্রতিকার প্রভৃতি ব্যাপারে এক মুহূর্ত্ত ও শান্তি নেই। প্রজারা আগের মত আর গোবেচারী নেই। তার উপর বহিরাগত স্বার্থান্বেষী কতকগুলো লোক এসে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। অন্য জমিদারীতে তারা সহজেই কতকটা কৃতকার্য হয়েছে কিন্তু এখানে বড একটা সুবিধা করতে পারছেনা। তবু তারা একেবারে হাল ছেড়ে দেয়নি। এই সব বিঘ্ন উপদ্রব দূর করে প্রজা শান্ত রাখতে যে বিচার-বিবেচনা ও উপস্থিত বুদ্ধি বাৎলাতে হয় ও অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় তাতে জীবন দিন দিন দুর্ব্বহ হয়ে উঠছে, রুক্ষ হচ্ছে মরুর মত। কিন্তু তাঁর জীবন মরুতে ইন্দুমতীই মরূদ্যান। তার প্রেমই তাঁকে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দেয়।

ইন্দুমতীর ইচ্ছানুসারে বসন্ত প্রজাদের অবস্থার সঙ্গে সম্যক অবহিত আছেন। তাদের জীবন মান কিসে উন্নত হয় তার জন্য বিশেষ ব্যস্ত।

গ্রামের রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও সরল, বর্ষায় কর্দ্দমাক্ত হয় না। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে প্রত্যহ বাজার, হাটে বাজারে পচা বাসী মাছ মাংস বা ভেজাল যুক্ত খাদ্যাদি কেউ কেনাবেচা করতে পারে না, জমিদারের কড়া হুকুম। হোমিওপ্যাথিক ও এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারখানা আছে কয়েকটি, অর্দ্ধমূল্যে প্রজাসাধারণ ঔষধ পেয়ে থাকে। ইন্দারা ও পুষ্করিনীগুলির অধিকাংশই গভীর ও নির্ম্মল জলপূর্ণ। কেউ রোগীর কাপড় কাচতে বা গো-মহিষাদি স্নান করাতে বা বাসন মাজতে পারেনা।

প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কয়েকটি কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই একটিও। মোটের উপর দরদী জমিদারের সুশাসনে প্রজারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। সকলের প্রাণেই শান্তি বিরাজিত। আর এই শান্তি আসছে শান্তি কুঞ্জ ওই জমিদার বাটি থেকে।

কিন্তু হায়! ওই যে সুকোমল পুষ্পটী তার অভ্যন্তরে কালকীট প্রবেশ করে দংশনে ও বিষে জর্জ্জরিত করে অকালে তাকে বৃন্তচ্যুত করল কেন? কেন পাষাণ হৃদয় কালপুরুষ তার দৃঢ় নির্মম হাতে এই শান্ত ক্ষুদ্র পরিবারের হৃদ্‌পিণ্ড সবলে ছিনিয়ে নিলেন? আশা করে বাঁধল তারা সুখের ঘর দুরন্ত ঝটিকা তাকে চিরদিনের মত ভেঙ্গে দিয়ে গেল কেন? কে দিবে এই "কেন"র উত্তর।

এই "কেন" র উত্তর আজও অজ্ঞাত, চিন্তাশীল মানুষের ক্ষুরধার বিচার বুদ্ধি অবশ্য এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় নাই। অনেক সূক্ষ্মনীতি সূক্ষ্ম তর্ক চালিযে কেউ বলেছেন প্রারব্ধ, কেউ কর্ম্মফল ইত্যাদি। অবশ্য কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে।

কিন্তু আজও তাহা রহস্যাবৃত। এই "কেন" চিরন্তন প্রহেলিকা হয়েই আছে। যা ঘটে, মানুষ তাই দেখে, ও তা থেকেই সুখ দুঃখ বোধ করে। তার পিছনের পটভূমিকা দুজ্ঞেয় রহস্য আঁধারে আবৃত।

আজ কয়দিন থেকেই ইন্দুমতীর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। খিডকীব পুকুর থেকে স্নান করে তাডাতাড়ি আসতে পড়ে যান। আঘাত লাগে পেটে। স্বামী মফস্বংলে, জয়ন্ত পিসিমায়ের বাড়ী। উত্তরোত্তর জ্বর বাডতে লাগল, আর চুপ করে থাকা উচিৎ না। তাই রামীদাসীকে পাঠালেন ডাক্তাবের কাছে ওষুধ আনতে। শতকরা আশীজন বাঙ্গালী মেয়েরা ডাক্তারের কাছে নিজেদের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় দিতে যে ভুল করে ইন্দুমতীও তাই করলেন। আটমাস অন্তঃসত্বা, এই কথা চেপে শুধু জ্বরের কথা ডাক্তারের কাঁছে বলে পাঠালেন। ডাক্তারেরও ভুল হ'ল। মেয়েদের চিকিৎসা করতে হলেই রোগীকে দেখে, বা জ্ঞানী ব্যাক্তির নিকট ভাল ভাবে জেনে ওষুধ দেওয়া উচিৎ এ ধারণা তাঁর হলনা। ফলে দাগ কয়েক ওষুধ খেতে না খেতে পেটে ভীষণ যন্ত্রণা, ছট্‌ফট্‌ করছেন। জ্বর বাডছে, ১০৩°, ১০৪° ডিগ্রী। পুরাণ কর্ম্মচাবী হরিদাস চক্রবর্ত্তী মহাফ্যাসাদে পড়লেন। ঝি চাকর কর্ম্মচারীতে বাড়ীপূর্ণ, কিন্তু রোগীর আপন

জন কেউ নেই। জয়ন্তও বাড়ী না। বড়বাবুকে খবর দিতে রায়পুর লোক পাঠান হয়েছে। ইন্দুমতীর পিত্রালয়েও জয়ন্তকে টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে। সকালে ডাক্তার বাবুকে পাঠান হ'ল।

সুরেশ ডাক্তারের চোখ কপালে উঠল।

রামী বলল, আপনি কী ওষুধ দেছ? চার দাগ খাবার পর থেকে মা তোলা আছাড় খাচ্ছে। মাকে খুন করে ফেললে? তুমি ডাক্তার না কসাই। কাঁদতে লাগলো, —সে অনেক দিনের ঝি।

ঐ অবস্থায় রামীকে তিরস্কার করে ইন্দুমতী বললেন, ডাক্তারবাবুকে অমন বলছিস কেনরে? ওঁর কি দোষ? যদি দোষ হয়ে থাকে সে আমার, কারণ আমি সব কথা বলিনি। আর তোরও তো বলা উচিৎ ছিল।

রামী কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক, আর তোমার অসুখ; আমার মাথার ঠিক ছেলনা। আমাদের ভুল হতে পারে, উনি ডাক্তার, ওঁর ভুলে মানুষ মরে, ওঁর ভুল হবে কেন? কাঁদছে—সে।

ডাক্তার একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন আমারও যে দোষ হয়নি, মা, তা নয়। আমারও রোগী দেখা উচিৎ ছিল।

গোমস্তাবাবু বললেন, ডাক্তারবাবু এখন যাতে ভাল হয়, মা সত্বর সেরে ওঠেন তার ব্যবস্থা করুন। বাবুরা কেউ বাড়ী নাই। সব দায়িত্ব এখন আমার। আর তা ছাড়া আমরা খাচ্ছি ঐ মালক্ষ্মীর কৃপায়। ওঁর কিছু হলে আমরা বাঁচব না। এই বলে তিনি হাউ-হাউ কাঁদতে লাগলেন।

ইন্দুমতী তাঁকে ডেকে বললেন, বাবা কাঁদবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি সেরে উঠব। বাবুকে আনতে কে গেছে?

সতীশকে পাঠিয়েছি মা, সে ছুটতে ছুটতে গেছে, এখন বাবুকে রায়পুরে পেলে হয়।"

ডাক্তারবাবু রোগীকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করে ম্লানমুখে বাইরে এসে বললেন, গোমস্তাবাবু, সত্বর কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমি ভাল বুঝছিনে।"

বৃদ্ধ হরিদাস শুষ্কমুখে বললেন, "সেকি কথা। এত খারাপ হয়েছে? বাবুরা যে কেউ বাড়ী না—।

আমি কি করি ? ভগবান রক্ষা করো, আজ সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তো দেখা দরকার।"

এসব রোগে দেরী করা উচিৎ না, আরও আগে যাওয়া উচিৎ ছিল, ডাক্তারবাবু বললেন।

তবে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করি। পালকীর ব্যবস্থা করি ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য। ডাক্তারবাবু আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে। আমি কিছু বুঝিনা।

কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্চে শুনে রোগীণী বলল, "বাবুরা বাড়ী না এলে আমি কোথাও যাব না। আবার লোক পাঠান।"

ডাক্তার স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, তা কি হয় মা ? আপনি অবুঝ হবেন না। কলকাতায় গেলে আপনি শীগগীর সেরে উঠবেন, সেখানে বড বড ডাক্তার, কত আধুনিক ওষুধ ও যন্ত্রপাতি। সেখানে মরা বাঁচে মা। বডবাবু বাড়ী এলেই কলকাতায় যাবেন। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

ম্লান হেসে ইন্দুমতী বললেন, —কলকাতায় তাহলে কি কেউ মরেনা বলতে চান ? দেখুন সত্বর বডবাবুকে আনার ব্যবস্থা করুন, তিনি না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যাবো না। আবার লোক পাঠান। জ্বরে ও যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে লাগলেন।

বাড়ীসুদ্ধ লোক খুব ভাবিত, গুরুতর বিপদের ভাবী আশঙ্কায় সকলেই সন্ত্রস্ত। গোমস্তাবাবু ও ডাক্তারবাবু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করতে লাগলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। পুনরায় দুজন লোক পাঠান হ'ল। দুপুর অতীত, অপরাহ্ন সমাগত, তখনও কোন লোক এলনা। রোগীকে আর একটা ইনজেকশন দেওয়া হ'ল। ডাঃ তারকবাবু এলেন। তিনিও রোগীকে কোলকাতা প্রেরণের কথা বললেন। ঘুমের ওষুধ দেওযা হযেছে—রোগী ঘুমাচ্ছে।

রোগী হঠাৎ বলে উঠলো, খোকা পডবে, —ইস্কুল কোরে দিলে না, তাই সে রাগ করে চলে গেল ! ঐ দ্যাখ, কারা খোকাকে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে ধরা ! খোকাকে নিয়ে যাচ্ছিস ? ছাড, ছাড খোকাকে, ভাল চাস তো, নইলে,—

বিকারের ঘোরে ভুল বকৃছে।

এমন সময় উঠানে গাডীর শব্দ হোল। বডবাবু পাগলের মত

হোয়ে ঘরে ঢুকলেন। রোগীর আপদ মস্তক দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন,—ডাক্তার বাবু ইন্দুর হয়েছে কি? আপনারা করছেন কি?

ইন্দু ইন্দু আমায় ফাঁকি দিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তুমি যে,—ডাক্তারবাবু কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন নি কেন? এখনই কলকাতা থেকে ডাক্তার আনতে পাঠান। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেললেন।

রোগী হঠাৎ বলে উঠল, খোকা পড়বে—ইস্কুল করে দিলে না?....তাই খোকা ... আঃ....আঃ.....

ইন্দু তোমার ইস্কুল কাল থেকে তৈরী হবে, তুমি সেরে ওঠ। আমি আদর্শ ইস্কুল করব, প্রতিজ্ঞা করছি। গহনাগুলি..........হু হু কোরে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

ইন্দুর হাত খানা ধরে কাঁদতে লাগলেন, বললেন, কি দোষে আমায় ছেড়ে যাচ্ছো ইন্দু, তোমায় কি কোন দুঃখ দিইছি, কটু কথা বলেছি কোন দিন?

ইন্দুর ভ্রাতাও মাতা এই সময় কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকলেন। মাতা কন্যার বুকের উপর পড়ে কত কথা বললেন, কত কাঁদলেন।

রোগীর জ্ঞান হোল, ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, এত দেরী করে এলে মা, আমি যাচ্ছি, আমার কপালে এতো সুখ সইলোনা। ডেকে দাও মা ওঁকে, পায়ের ধুলো নিই, বলে হাঁপাতে লাগলেন। চোখ অর্দ্ধনিমীলিত—জল পড়ছে।

বসন্ত ডাক্তাবের সঙ্গে কথা বলছিলেন, এসে রোগীব কাছে বসলেন।

রোগী বললো, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্চেনা—জোর করে ওরা আমায় নিয়ে যাবে, ঐ ত্যাখ কট্‌মট্ করে তাকাচ্ছে আমার দিকে। পায়ের ধুলো দাও ওরা ছাড়বে না।

শীর্ণ ডান হাতখানি স্বামীর পাযের উপর দিযে কপালে ঠেকালেন। কথা জড়িযে যাচ্ছে। পবে মাযের পাযের ধুলো নিযেও মাথায় দিলেন।

রোগী স্বামীর মুখের দিকে তাকিযে বললেন, কত দুঃখু, কত ব্যথা তোমায দিযেছি আমায ক্ষমা করো। স্বামী ইষ্টদেব—খোকা আমার ইস্কুল ....

এমন সময় জযন্ত ডাক্তার নিযে ঘরে প্রবেশ করলেন। ডাঃ সিংহ কলকাতাব ধাত্রী বিদ্যা বিশেষজ্ঞ প্রধান চিকিৎসক। ঘরে ঢুকেই বললেন, এঃ, এখন কি করতে আনলেন? এতো শেষ মুহূর্ত্ত।

জয়ন্ত আকুল হোয়ে কাঁদছেন, মিনতি করে বললেন, আপনি দেখলেই সারবে, ডাক্তারবাবু আপনি দেখুন, অমন অভরসা দেবেন না, আমাদের আর কেউ নেউ।

বসন্ত বললেন, ডাক্তারবাবু, দয়া করুন, সংসারটা ভেসে যাবে।

কী করব, বসন্তবাবু, মরা তো বাঁচাতে পারি না। হঠাৎ জয়ন্তের অনুরোধ মনে পড়ায় বললেন, "হ্যাঁ তবে অনেক সময় মরাও বাঁচে। আচ্ছা, দেখি।" ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে চিকিৎসকগণকে বাহিরে ডাকলেন, বললেন, "শেষ মুহূর্ত্ত, পাঁচমিনিট বড়জোর, কোন ওষুধই আর কাজ করবে না। তবে কলকাতা থেকে এসে একটা কিছু না দিলে ওদের মনে ভীষণ আঘাত লাগবে। একটা কোরামাইন ইনজেকশান দিই চলুন।"

ডাক্তার ভিতরে এসে ইনজেকশান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় ইন্দুমতী শীর্ণ হাত নেড়ে বললেন, আর ফুড়বেন না ডাক্তারবাবু, অনেক হয়েছে; স্বামীর দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে বললেন, স্কুলে পাডার ছেলেদের মধ্যে তোমার দুষ্টু খোকা পালিয়েছে। তাদের জন্য ইস্কুলটা কোরে দিলে তাব পড়া হবে, আমি সুখী হবো, বলো করবে?

জয়ন্তকে কাছে ডেকে, তার হাত ধরে বললেন, "কেঁদনা ভাই, আমার দেবর লক্ষ্মণ, তোমাদের দু'ভাইকে আমি ঠিক রাম লক্ষ্মণের মতো দেখেছি,—তোমার দাদাকে দেখো, তাঁকে আবার সংসারী করো। তোমাদের ছেলেদের জন্যে ইস্কুলটা করে দিও। আঃ···আঃ····আঃ। আশীর্ব্বাদ করি উর্ম্মিলার মতো স্ত্রী পাও, তোমার আদর্শ ছেলে হবে।" ভীষণ শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। জয়ন্ত পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ও কাঁদছে।

ডাঃ সিংহ ইনজেকশান দিয়েই ঘড়ি দেখে বললেন, আমি এই গাড়ীতেই যাবো, আমি চললুম।

অপ্রীতিকর মুহূর্তের পূর্বেই তিনি যেতে চান।

বসন্তের ইংগিতে জয়ন্ত একশ দশ টাকা ডাক্তারবাবুকে দিতে গেলেন। ডাঃ সিংহকে কিছুটা বিচলিত দেখাচ্ছিল, আর্দ্র স্বরে বললেন, মৃত্যুদৃশ্য অনেক দেখেছি এ জীবনে, মৃত্যুর কাছ থেকেও ফী নিয়েছি, কিন্তু এই সাধ্বী নারীর মৃত্যুদৃশ্যে আমি অভিভূত হয়েছি—আমার চিত্তবিকার ঘটেছে। আমার জীবনের হিসাবের

খাতায় অনেক ভুল ধরা পড়ল। আর ভুল করব না। আমি ওটাকা নিতে অক্ষম। মাপ করুন। পরক্ষণেই কি চিন্তা কোরে বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ টাকা নেব, দেখি টাকাটা,—হাতে নিয়ে রোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মা, মহেন্দ্র ডাক্তার কসাই, লোকে বলে ; কিন্তু কোন্ শুভক্ষণে ভাগ্য জোরে আজ তোমার স্পর্শ পেয়েছিলাম, তাই আমার লোহা মন সোনা হয়ে গেল। আমি দেখলাম মৃত্যুপথ যাত্রী তুমি এখনও লোকের কল্যাণ কামনা করছো, ইস্কুল তৈরীর চিন্তা নিয়ে যাচ্ছ। আর আমরা সারাজীবন করলাম কি ? বেশ, যাও, সতীর যোগ্য স্থানে। তোমার স্কুলের সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার জন্য এই টাকা সমেত মোট পাঁচ হাজার টাকা আমি দান করলাম। আর আমি হবো তোমার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষক ; বলতে বলতে জলভরা দুই চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে রোগীর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ডাক্তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ী অন্ধকার করে সকলকে শোক সাগরে নিমজ্জিত কোরে সতীরাণী ইন্দুমতী লোকান্তর গমন করলেন। আত্মীয় স্বজন প্রজাপুঞ্জ সকলেই নিদারুণ আঘাতে কাঁদতে লাগলেন।

বৃদ্ধ হরিদাস চক্রবর্ত্তী আকুল কণ্ঠে বললেন, আমরা আজ সত্যিই মাতৃহীন হলাম। মালক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে গেলেন। এমন মিষ্টি মধুর ব্যবহার আমরা আর পাব না।

বসন্ত পাষাণ-মূর্ত্তির মতো স্থির, এক দৃষ্টে জন্মের মত সতীর মুখ-জ্যোতিঃ দেখছেন।

জয়ন্ত তার দাদাকে ধরে বসে আছে, এই দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন দুর্বৃত্ত রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের পর কাতর শ্রীরামকে ততোধিক কাতর লক্ষ্মণ সান্ত্বনা দিচ্ছে।

মহা কোলাহলে হরি ধ্বনির মধ্যে একটি জ্বলন্ত জীবন অশ্রু নিষিক্ত নদী-জলে নির্ব্বাপিত হলো। বিচিত্র রঙে আকাশটা চিত্রিত কোরে সূর্য গেলেন অস্তাচলে। আকুল করা সুরের গান ভেসে আসছিল উদাসী হাওয়ায়।

জলধি ওপারে সুদূর অম্বরে,
মিশে গেল সুর অভিমান ভরে।

নিদাঘ নিশায় উতলা হাওয়ায়,
নাচাত মন প্রাণ থরে বিথরে।

প্রভাত হাওয়ায় বাজিত বীণা,
সকরুণ তানে তুলিত মূর্চ্ছ্না,
সহসা ঝটিকা কালো মেঘে ঢাকা
উড়াইল তারে চিরদিন তরে।

বাজিবে কিগো আর সেই রাগিনী
হৃদয়ে জাগিবে কি সেই সে ধ্বনি,
ভেঙ্গে গেছে লয়, থেমে গেছে সুর,
রনিছে রেশ তার জীবন' পরে!

[তিন]

ইন্দুমতী-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের কথা মুখে মুখে অনেক দূর রাষ্ট্র হয়ে গেল। চারিদিক থেকে অনেকেই দেখতে আসছেন। বিদ্যালয় তো কতই হচ্চে চারিদিকে, তবে এটিকে দেখার কী আছে? কিন্তু এই বিদ্যালয়ের বিশেষ একটি আকর্ষণ আছে। একজন মহিলার জীবনের নব-রূপায়ণ এই বিদ্যালয়। তাঁর অন্তিম ইচ্ছার "তাজমহল"।

ডাঃ সিংহ কলকাতায় বড় বড ঘরের চিকিৎসক। তা' ছাড়া কয়েকটি অভিজাত ক্লাবের সভ্যও আছেন। তিনি যেথানেই যান সর্ব্বত্র এই বিদ্যালয়ের কথা বলেন। সকলেই মুগ্ধ হোয়ে শোনে, আর ইস্কুল পরিদর্শন ও সদাশয় জমিদারের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। বাস্তবিক আজকালকার দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। পরিদর্শকরা আবার কেহ কেহ জমিদার বাটীতে অতিথি হয়ে দু'একবেলা থেকে রওনা দেন। সে সময় তাঁরা যে আদর ও সেবা যত্ন পান তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আজ কয়দিন জয়ন্তদের পিসেমসায় রাজেনবাবু পিসিমা ও পিসতুতো বোন রমলা এসেছে।

এখন সকাল। দু'জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একখানা দামী মোটরকারে এসে নামলেন। একজন ডাঃ সিংহ ও অপর ব্যক্তি তাঁর বন্ধু মিঃ এ, পি, চ্যাটার্জ্জী, ব্যারিষ্টার, পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করেন। প্রচুর পয়সা করেছেন। বালীগঞ্জে তার মস্ত বাড়ী আছে। চারটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে ভদ্রলোকের। বড় ছেলে বিলাত-ফেরত ডাক্তার, দিল্লীতে প্র্যাকটিশ করে, তার পরবর্ত্তী দু'টি লণ্ডনে, ছোটটী বার্লিনে উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছে। বড় দু'টি মেয়ে বি,এ, পাশ, বিয়ে হয়েছে, ছোটটী শুকতারা আই, এ পড়ে।

ভদ্রলোকের চেহারায় বার আনা, পোষাকে ষোলআনা সাহেবীয়ানা। চুরুট টানছেন—বার্ম্মাসিগার—গন্ধে মাতৃ দুগ্ধ উঠে আসে এত উগ্র। সেকহ্যাণ্ডের পর পরিচয় করিয়ে দিলেন ডাঃ সিংহ। মেয়ে দু'টিকে যথেষ্ট দিয়ে ইউ, পি, তে দুটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারে বিয়ে দেন, কিন্তু বনিবনাও হল না। দুঃখ করে বলতেন,—প্রবাসী-বাঙালী দেবতা, এই ধারণা আমার ছিল। তাই দু'টী মেয়ের বিয়েই ওদিকে দিয়েছিলাম,—কিন্তু ফল বিপরীত হয়েছে,তারা নারীর মর্য্যাদা বুঝল না। তাই এবার ছোটটিকে বাংলা দেশে ভাল বংশে বিয়ে দেবো। পল্লীগ্রামে হয় তাতেও আপত্তি নেই, শুধু ভাল ঘর চাই, যারা নারীর মর্য্যাদা দিতে জানে। তাঁর স্ত্রীরও এই মত।

ঘরে এসে বসলেন সকলে। মিঃ চ্যাটার্জ্জী চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন। চোখে মুখে তৃপ্তির মৃদু হাসি। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর চা-পান হ'ল, সঙ্গে বাড়ীর তৈরী খাবার, নারিকেল নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলী প্রভৃতি। দুজনে পরম পরিতৃপ্ত।

ডাঃ সিংহ বললেন, লক্ষ্মী মারা গেছে, তিনি থাকলে আরও কত রকম হোত।

কোন শুভক্ষণে, কী সুনজরে ডাঃ সিংহ এদের দেখেছিলেন। সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ।

মানুষের বয়সের নির্দ্দিষ্ট একটা সীমা আছে; যার ও ধারে গেলে মানুষের স্বভাব ক্রমশঃ হোতে থাকে শান্ত, সংযত, আসতে থাকে ধর্ম্মের চেতনা। যিনি

-কুসুমে কীট, চাঁদে কলঙ্ক, মানবে দানব ছাড়া কিছু দেখতেন না, এই সীমা রেখা পার হলেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হোতে থাকে স্বচ্ছসরল। মিঃ চ্যাটার্জ্জীর পুরাদস্তুর সাহেবীয়ানায় ভাটার টান এসেছে তলায়। পরকীয়া ছেড়ে স্বকীয়া হতে চলেছে তাঁর প্রবৃত্তি। রং বদলাচ্ছে মিঃ চ্যাটার্জ্জীর। চেয়ার টেবিলের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠা-সন, কাঁটাচামচের পরিবর্ত্তে হস্তাঙ্গুলি, চপ কাটলেটের পরিবর্ত্তে রসকরা, নাড়ু, হুইস্কি স্যাম্পেন এর পরিবর্ত্তে খেজুরের রস, ডাবের জল, কোটপ্যাণ্টের পরিবর্ত্তে ধুতি চাদর,—মন্দ লাগেনা তাঁর আজকাল। সহরের রুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম জীবন অপেক্ষা শান্ত পল্লীর মধ্যে অনাড়ম্বর শান্ত জীবন অনেক বেশী মধুর, তিনি অনুভব করছেন আজকাল। তাই ডাঃ সিংহ বলামাত্রই তিনি এসেছেন এখানে।

বসন্ত এই মাত্র মহাল থেকে এলেন—ডাঃ সিংহ পরিচয করিয়ে দিলেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখলেন।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী এদের আদর-আপ্যায়ণে বিশেষ মুগ্ধ। ডাক্তারের সঙ্গে শতমুখে এদের প্রশংসা করলেন। আর এই ঘরে ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মত প্রকাশ করলেন। ডাঃ সিংহ বললেন, কিন্তু এঁরা যে কায়স্থ? মিঃ চ্যাটার্জ্জী বললেন—আমি ও সব মানিনে, সদ্বংশের ভাল পাত্র হোলে আমি যে কোন ঘরে কাজ করতে পারি, আমি বড় দু'টি মেয়ের বিয়েও ঠিক এই ভাবে দিয়েছি, ওদের আপত্তি না থাকে তো শুভকাজ শীঘ্র হোক। এটা এমন কিছু না, কতকটা কুসংস্কার বলা যেতে পারে। অসবর্ণ বিবাহ, আজকাল চালু হয়েছে।

ডাঃ সিংহ বললেন,—রাজেন বাবুও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী, আচ্ছা বলে দেখি,—হাঁ একটা কথা—আপনার মেয়ে কি দোজবরকে পছন্দ করবে? আর তা'ছাড়া আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে কি মত করবে?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী বললেন, আমার উপর কেউ কথা বলবে না। আর স্ত্রীর মতে বড় দু'টী মেয়ের বিয়ে হওয়ায় এবং তারা সুখী না হওয়ায় তিনি এটীর বিয়েতে কোন কথা বলবেন না। তুমি কথা তোল, বর্ণভেদ আমি মানিনে।

সেদিন দুপুরে আহারাদির পর ডাঃ সিংহ ওদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুললেন। অনেকক্ষণ আলোচনার পর দুই পক্ষই সম্মত হোলেন। ছেলে দেখে

পছন্দ হ'য়ে গেল, মেয়ে দেখে এদের পছন্দ হোলে আগামী ২০শে ফাল্গুন বিয়ের দিন পর্য্যন্ত স্থির হ'য়ে গেল। যৌতুক বা পণের কোন দাবী নেই। হেড পণ্ডিত মশায়কে ডাকলেন রাজেন বাবু। তিনি এ বাড়ীর হিতৈষী। সব শুনে বললেন, বিয়েটা প্রতিলোম হ'ল। প্রতিলোম বিবাহে সংসারে 'অশান্তির সৃষ্টি' হয়। তিনি এর বেশী বলতে চাইলেন না, রাজেন বাবুও এ কথায় তেমন গুরুত্ব দিলেন না। যাইহোক শুভদিনে পবিত্র লগ্নে কুমারী শুকতারা তার জীবনের তেইশটি বসন্তের ফুলে গাঁথা মালাখানি বসন্তের গলায় পরিয়ে দিলেন। আরম্ভ হ'ল দাম্পত্য জীবনের হাসি কান্নার পালা। ভগবান করুন এই মালা যেন কাঁটার জ্বালা না দেয়।

এই বিবাহে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী জয়ন্ত। তার ব্যস্ততার আর সীমা নেই, ষ্টেশন থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য তোরণ, প্রধান তোরণে কলকাতার প্রসিদ্ধ নহবৎ, সমস্ত বাড়ীটি সুসজ্জিত ক'রে সে ভ্রাতার বিবাহ দিতে গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরেছে বর-কনে নিয়ে। কনের সাথে এসেছে একটি ঝি, নাম সোফিয়া যেমন কৈকেয়ীর সাথে এসেছিল মন্থরা।

পাড়ার বউরা পিসিমার সঙ্গে বউ পরিচয় করাতে এসেছে। পাথরে দুধ আলতা মিশিয়ে আনা হ'য়েছে, নূতন বউ দাঁড়াবে।

হঠাৎ নব বধূ বলল, "আপনি বুঝি জয়ন্তবাবুর পিসিমা ?"

হ্যাঁ মা, জয়ন্ত তোমার দেওর, ঠাকুর পো বলে ডেকো। শুকতারা বলল, আমি ও সব বলতে পারব না। তা ওটা কেন ?

বিয়ের লক্ষণ ও গুলো, শুভ চিহ্ন,—সবাই করে, —পিসিমা বললেন।

মুখটা বাঁকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে শুকতারা বলল, "ভারী তো বিয়ে, তা' দুপায় আলতা। যত সব কুসংস্কার, গেঁয়ো ব্যাপার।"

অবাক সকলে। এত ঝাঁঝ, এত অবজ্ঞা নূতন বউএর।

পিসিমা বললেন, "মা, দাঁড়াও একটু, এতক্ষণ হ'য়ে যেত যে।"

শুকতারা শ্লেষের সঙ্গে বলল, একজন দাঁড়ালেই হবে। ওকে দিয়েই কাজ সেরে নিন। আমার গা টলছে, কোথায় শো'ব বলুন ?

পিসিমা বললেন, সেকি! গা টলছে, কেন? চল মা শোবে চল। রামী, তোরা বাক্সগুলো নিয়ে আয়। ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন পিসিমা।

জয়ন্ত করুণ চোখে তাকাল দাদার দিকে। বসন্তের মুখ বড়ই ম্লান। আনন্দের লেশটুকু নেই সেখানে।

সোফিয়া শুনছে সব দাঁড়িয়ে।

উমাচরণ পণ্ডিতের স্ত্রী বললেন, "যা যায়, তা আর হয়না।"

শ্যামের মা বললেন, "খুব মেজাজী বৌ হবে।"

সোফিয়া গর্জ্জন করে বলল,—দিদিমণির নিন্দা করছ, আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি। বলে হনহন্ করে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

[চার]

দু'বছর গত হ'ল। সুচতুরা মায়ের পরামর্শে ও সোফিয়ার কান ভাঙ্গানিতে শুকতারা জাঁকিয়ে বসেছেন এ বাড়ীতে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে। জমিদারীর কাজ-কর্ম, খাতা পত্র, আয় ব্যয় সব তিনি তদারক করেন স্বয়ং। খুড়তুতো ভাই যতীনকে এনেছেন জমিদারী আদায় তহশীল প্রভৃতি তত্বাবধান করতে, ম্যানেজারের মত। বসন্তবাবু যেন সদর কর্ম্মচারী, জয়ন্ত মফঃস্বলের নায়েব। আদায় করেই টাকা ইরশাল করতে হয় তাঁর কাছে।

অমন রাশভারী বসন্তবাবু প্রথমা স্ত্রীর শোকে ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে যেন কেমন হয়ে গেছেন, নিতান্ত অসহ্য হলে মাঝে মাঝে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন, কিন্তু পরক্ষণেই বংশের সুনাম ক্ষুন্ন হবার ভয়ে ক্রোধ সংবরণ করেন অতিকষ্টে। দুর্জ্জয়-ময়ীকে স্বাধীনতা দিয়ে শান্ত রাখেন অশান্তির ভয়ে—দুরন্ত নদীর বেগ কমাতে যেমন বাঁধ সরাতে হয় ভাঙ্গনের ভয়ে।

শেষ ফাল্গুন। লাটের কিস্তির মুখ। মহালে মহালে জোর আদায় চলছে। বসন্তবাবু কাছারী বাড়ীতে বসে খাতা পত্র দেখছেন। ভৃত্য যতীশ গড়গড়া দিয়ে গেল। কর্ম্মচারীরা শঙ্কিতভাবে রয়েছেন। এমন সময় বীরগাঁয়ের জন দশেক প্রজা এসে বড়বাবুকে সেলাম জানাল।

বড়বাবু বললেন, কি খবর মহম্মদ ব্যাপার কি ?

মহম্মদ বলল, আমাদের একটা নিবেদন আছে বাবু।

বল, কি হ'ল আবার ?

আমাদের কাছ থেকে যতীনবাবু হাল খাজনার সঙ্গে ফি টাকায় এক আনা করে সুদ নিয়েছেন। বলল মহম্মদ।

আর মালেকের ঘরে ছোটবাবুর নাম নেই। নূতন ছাপানো চেক, বলল পরেশ।

তোমরা দিলে কেন ?

না দিয়ে কি করি বাবু, দুটো ভোজপুরী দারোয়ানকে দিয়ে ঐ গোপালকে বাড়ী থেকে ধরে এনে বেঁধে মেরেছে। দেখাত গোপাল, মহম্মদ বলল।

গোপাল জামাখুলে গায়ের চাবুকের দাগ দেখাল।

বসন্ত দেখে শিউরে উঠলেন। বললেন, এতদুর,—কই, দেখি দাখলেগুলো ? সবগুলি দেখলেন। বললেন নতুন চেক বই ছাপান হয়েছে দেখছি, জয়ন্তের নাম নেই। আদাযকারী দেখছি অনিল দে, জমিদারের ঘরে স্বাক্ষরকারী যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায, বাঃ খুব সুন্দর। তোমবা আপত্তি করেছিলে ?

মহম্মদ বললো, হ্যা, যতীনবাবু উত্তরে বললেন, হালসনের খাজনার সুদ নেওয়া আইন হযেছে।

হুঃ, জমিদার দুজন, একজনেব নামে ষোলআনা আদায় হোল কোন্ আইনে, জানতে চাইলে ?

পরেশ বলল, "হাঁ যতীনবাবু উত্তর করলেন, বডবাবু ষোলআনা ষ্টেটের মালিক। জযন্ত তাঁর আপন ভাই না। ছোটবেলায মা বাপ মারা যাওযায বডবাবুর বাবা ছোটবাবুকে মানুষ করেন। তবে তাঁর চলার মত তাঁকে কিছু দেবেন কথা ছিল"।

জয়ন্ত আমার সহোদব ভাই না। ভাল আবিষ্কার করেছে এই দুদিনের মধ্যে। ছোটবাবু এসব দাখলে দেখেছেন ? বডবাবু বললেন।

পরেশ বলল, হাঁ আমবা দেখিযেছি।

কি বল্লে সে ?

দাখলেগুলো দেখে সুন্দর মুখখানা আষাঢের মেঘের মত হ'লো। বললেন, "দাদা এ অন্যায় কিছুতেই করেননি। যাক্ তোমরা সুদ দিওনা।"

"কী বিশ্বাস আমার উপর। জয়ন্ত আমার শুধু ভাই নয়—সে আমার ভাই,

সে আমার বন্ধু, মন্ত্রী, রক্ষক, আমার ভরসা। চক্রবর্ত্তি মশায়, এই দাখলে গুলোর সুদ কেটে সুদের টাকাগুলো ওদের ফেরৎ দিন বড়বাবু বললেন।

গোমস্তাবাবু আদেশ পালন করলেন। প্রজারা যেতে উদ্যত হ'লো। বড়বাবু বললেন, দেখ, মহম্মদ, পরেশ, ভবিষ্যতে তোমরা হালসনের খাজনার সুদ দিওনা, আর এক নামের চেকে খাজনা দিও না।

প্রজারা সেলাম করে চলে গেল।

বসন্ত বললেন, "সঙ্গদোষে কতদূর নেমে গেছি, এখনও কতদূর নামতে হবে। জয়ন্ত আমার পাতানো ভাই! কী সর্ব্বনাশ! এরা সব পারে। আচ্ছা দেখি।" আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

রুমা দুধ খাওয়াচ্ছে শিশু বিকাশকে। সোফিয়া শুকতারার চুল বেঁধে দিচ্ছে। দু'মাস বসন্তের ছেলে হ'য়েছে—রুমা নাম দিয়েছে "বিকাশ।"

একে শুকতারা মেজাজী, তার উপর প্রথম ছেলে হয়েছে। তিনি আরও গর্ব্বিতা হয়েছেন। স্বামীকে দেখেই বলল "প্রজা কণ্ট্রোল করার ক্ষমতা তোমার নেই। আস্পর্দ্ধা দিয়ে ফেলেছ, আমি গোড়া থেকেই দেখছি, যতীন প্রজা দমন করতে একেবারে ওস্তাদ। হাল খাজনার সুদ আদায় করেছে ও।"

যতীন মহাল থেকে এসে ওখানে বসেছে, বললে, "কিছুতেই কি দেয়, বেঁধে-মেরে আদায় করেছি। শালারা লোক চেনেনি। কিন্তু বড গাঁয়ের প্রজারা দিচ্ছেনা, জয়ন্তবাবু তাদের উস্কানি দিচ্ছে। সুদ দিতে নিষেধ করেছে। ওখানেও মার ধরাতে হবে।"

বডবাবু বললেন, "দেখ যতীন সুদ নিতে যেওনা। আর গায়ে হাত দিওনা। সুদ দিতে যদি বারণ করে থাকে ত ভালই করেছে।"

"কিসে ভাল করল শুনি, এই ত জমিদারী, নামে তালপুকুর ঘটী ডোবেনা। আয় না বাড়লে ছেলেপিলেদের চলবে কিসে? খুব ত গুণধর ভাইয়ের সুখ্যাতি ক'রছ।" শুকতারা রাগে গস্ গস্ করছে।

"দেখ, বেআইনী সুদ নিলে, প্রজাদের মারধোর করলে, ভুলকরে দাখলে লিখলে আদায়কারীর শ্রীঘর বাস তো হবেই, আর জমিদারীও বাজেয়াপ্ত হবে।" আবার বললেন, "ইংরেজ এখনও এদেশে রয়েছে। আয় বাড়াতে আর হবে না, একেবারে সমূলে ধ্বংস। জয়ন্ত ভালই করেছে।"

শুক বলল, "দেখ ভয় দেখিওনা। যতীন তোমার কথায় ভয় করবার ছেলেই নয়। আলবৎ সুদ আদায় করবে, প্রজারা মুখ বুজে দিচ্ছে।"

বসন্ত বললেন, "না তা নয়। তারাই এসেছিল আজ আমার কাছে ভীষণ রেগে। যতীনকে মহালে যেতে নিষেধ করেছে। আমাকে ও জয়ন্তকে ছাড়া আর কারও কথা শুনবে না।"

শুনবে জুতোর আগায়,—যতীন বলল রাগে। তোমার ভাইএর নাম আমার সামনে ক'রনা। ওর মুখ দেখলে পাপ, তোমার অসুখের সময় তোমার গুণধর ভাই মেজদির ঘরে রাত্রে গিয়ে তার হাত ধরে টানে। জিজ্ঞাসা করে দেখ সোফিয়াকে, শুকতারা বলল রাগে ঠোঁট চেপে। ঠিক এই সময় মহাল থেকে বাড়ী ঢুকছিল জয়ন্ত, তার নাম বৌদির মুখে শুনে সে থম্‌কে দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে সব শুনল। মনে ভীষণ আঘাত লাগল। ভাবছে এরা যে সর্ব্বনেশে মেয়েছেলে—এত মিথ্যা বলতে পারে? নাঃ, কাপুরুষের মত সহ্য করা যাবেনা। এর উত্তর দিতে হবে। আমার চরিত্রদোষ দেখাল? ভিতরে গেল। গর্জ্জন করে বলল, দাদা সব মিথ্যে, আমাদের ঘর ভাঙ্গতে এসেছে—আজই এই দুটোকে তাড়াও এখান থেকে। তাড়াও—তাড়াও—।

যতীন গর্জ্জন করে উঠল, মুখ সামলে কথা বলো, তোমার বাড়ী আসিনি, বা তোমার খাইনা জয়ন্ত।

"দাদা, অনুমতি দাও, অনুমতি দাও, আর সহ্য হয়না। উঃ জ্বলে গেলো, দাদা পায়ে পড়ি তোমার। একবার—একবার অনুমতি দাও, আমার সম্পত্তি অপহরণ করছে, আমার চরিত্রে দোষ দেখাচ্ছে।"

আচ্ছা ঠাণ্ডা হ', ভেবে দেখি, বসন্ত বললেন।

জয়ন্ত বলল, ভেবে দেখি? এতে ভাবার কি আছে—দেখছোনা আমায় সম্পত্তি চ্যুত করেছে। এখন ভিটাচ্যুত করছে, আমার চরিত্র দোষ দিচ্ছে। ওরা যুক্তি ক'রে করছে। তুমি ওদের না তাড়াবে ত তবে আমি এখানে থাকব না—বলে ছুটে গেল ইস্কুলের মাঠের দিকে।

জয়ন্ত ফের, যাসনে, যাসনে, আয়—দেখছি কী করা যায়, বসন্ত চেঁচিয়ে বললেন। জয়ন্ত ফিরল না—চোখের বাহিরে চলে গেল।

শুকতারা প্রভৃতি হাস্‌তে লাগল।

আরও একটা বৎসর কেটে গেল, সুখে দুঃখে। তবে বসন্তের সুখ, ব্যাঘ্র-তাড়িত ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে মৌচাক থেকে ক্ষরিত একবিন্দু মধু আস্বাদনের মত।

জয়ন্ত নিরুদ্দেশ, কোন সংবাদ চেষ্টা করেও পাননি বসন্ত।

উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা ঘটেনি এর মধ্যে। একদিন, সন্ধ্যায় শাঁক বাজছিল পল্লীর ঘরে ঘরে। চাঁদ উঠেছে পূব আকাশে থালার মত।

বামস্কন্ধে ছোট একটি কালীমূর্ত্তি, দক্ষিণ হস্তে সুনন্দার বাম হস্ত ধরে দাঁড়াল এসে জয়ন্ত বাটীর দরজায়। ছুটে এল লোক কাতারে কাতারে। বসন্ত বাড়ী নাই। বড়গিন্নী প্রভৃতি আসলেন, হাসলেন বিদ্রূপের হাসি।

[পাঁচ]

সেদিন বেলা দশটা। গৃহস্থালীর সব কাজ সেরে সুনন্দা স্নান করে এলেন এই মাত্র। মাথার সামনের দিকের চুলগুলো একটু আঁচড়িয়ে কপালে টিপ, সিঁথিতে সিন্দুর, পায়ে আলতা দিয়ে এবং গরদের শাড়ী প'রে, পূজার্ঘ্য নিয়ে মন্দিরে পূজার যোগাড় করতে যাবেন, এমন সময় তাঁর স্বামী জয়ন্ত হন্তদন্ত হ'য়ে গম্ভীর মুখে ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। স্বামীর বিবর্ণ মুখের উপর দৃষ্টিপাত করেই সুনন্দা উদ্বিগ্নভাবে বললেন, "একি, কী হয়েছে তোমার? এমন চেহারা কেন? বলি অসুখ বিসুখ হয়নি তো?" গায়ে হাতদিয়ে দেখলেন সুনন্দা।

জয়ন্ত বললেন, পূজায় যাচ্ছো, আমায ছুলে? তা হোক্ দেবতা অপবিত্র হন না—স্বামী স্ত্রীলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা। সত্য বল কি হয়েছে? কাতরে বললেন সুনন্দা।

"দাদা আমায়—দাদা আমায়—"দুবার চেষ্টা করেও বলতে পারলেন না, চক্ষু দিয়া দুটী অশ্রুর ফোঁটা মাটীতে পড়ল। দুঃখের আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

সুনন্দা বুঝলেন তাঁর আত্মভোলা স্বামীর সরল হৃদয়ে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত, ভ্রাতৃবধূ শুকতারা প্রভৃতি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। বুদ্ধিমতী সুনন্দা আজ কয়-দিন থেকেই এর আভাষ পাচ্ছিলেন, কিন্তু স্থির না জানা পর্য্যন্ত তিনি কিছুই বলেননি। এ স্বভাব তার নয়। লছমনঝোলার পাথরের বুকে তার জন্ম, শিক্ষা হিমালয়বাসী এক সাধুর নিকট। তাই আবেগ প্রবণতা, কলহ প্রিয়তা তার চরিত্র থেকে নির্ব্বাসিত। জন্মেছে সেখানে স্থিরা বুদ্ধি, শান্ত সংযত বিচার বিবেচনা, আত্মসম্মান জ্ঞান, ও দৃঢ় কর্ত্তব্যবোধ। দয়া মায়া ভক্তি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, যেন পাষাণ-দেবতার নিম্মাল্যের কুসুম।

স্বামীর মানসিক অবস্থা বুঝে শান্ত করবার জন্য বললেন, "আচার্যমশায় বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ৺কাশীতে গুরুদেবের দর্শনে গেছেন, তোমাকেই এই ক'দিন পূজা করতে হবে। সময় বয়ে যায়, শীগগির স্নান করে নাও। মাকে প্রাণের ব্যথা জানাও। তাঁর কৃপায় সব বিপদ কেটে যাবে। মা যে বিপত্তারিণী। পূজার পর সব শুনবো, এখন ওঠ। বিকাশ ও মধুময়ের স্কুল থেকে আসার সময় হ'ল। আর দেরী ক'রনা ওঠ।

জয়ন্তের মনে বাথাব নদীতে বাণ ডেকেছে। এত বড় নিম্মম আঘাত দাদার তরফ থেকে আসবে, তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি। পাপীয়সীদের কুহকে রামের ন্যায় দাদা তাঁর নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছেন। তাকে তার ন্যায্য পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছেন। সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক,—জয়ন্তকে তার পিতৃপরিচয় থেকে বঞ্চিত করছেন। জয়ন্ত বসন্তের পিতার পালিত পুত্র এইরূপ প্রচার করছেন।

জয়ন্ত ধীরে ধীরে উঠে জামা খুললেন। সুনন্দা তেলের শিশি ও গামছা দিয়ে, সত্বর মন্দিরে যেতে নির্দ্দেশ দিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

দেবী করুণাময়ীর মন্দির। অভ্যন্তরে দেবীমূর্ত্তি ও সুনন্দা। হঠাৎ দশ বৎসর পূর্ব্বেকার স্মৃতি তার মনে ভেসে উঠল।

৺বদ্রীনারায়ণ থেকে ফেরার পথে লছমনঝোলায় একরাত্রি বিশ্রাম না ক'রে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হ'ল না। সন্ধ্যা হয় হয়। আশ্রয়ের চেষ্টায় ফিরছেন জয়ন্ত ও তার সঙ্গীগণ। জয়ন্ত একাকী একদিকে এসে পড়েছেন। ছোট্ট একটী কুটীর,—ভিতরে কেউ আছে কিনা জানবার কৌতুহল হ'ল, আর একটু নিকটে আসলেন। একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে গেল। একটি ১৫।১৬ বছরের মেয়ে

সুশ্রী তবে রোগা, বাইরে এসে জয়ন্তকে দেখেই চিরপরিচিতার মত বলল, আঃ বাঁচলাম, শীগ্‌গির আসুন। আপনার কথাই বাবা বলছিলেন, আমি জানি আপনি আসবেন, বাবার কথা মিথ্যে হয় না, আর দেবী করুণাময়ীও বলেছেন "ভয় নেই।"

ছুটে গেল মেয়েটি, দেবীর পদতলে প'ড়ে শিশুর মত কাঁদতে লাগল,—

মা করুণাময়ী, এত করুণা তোমার? এক ডাল ভেঙ্গে গেল, অন্য ডাল ধরিয়ে দিলে? অবোধ সন্তানকে রক্ষা কর মা কালি।

জয়ন্ত তখন দুই এক পা করে এগিয়ে গেলেন কুটীরের দিকে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন,—কুটীরের উত্তর দেওয়ালের নিকট প্রস্তর নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি। নিত্য পূজার সবকিছু পাতানো সেখানে। তার সম্মুখে হাত তিনেক দূরে অজিন শয্যায় শায়িত জটাজুট ও রুদ্রাক্ষ মালাধারী, সিন্দুর চন্দনে লেপিত ললাট—এক সন্ন্যাসী মূর্ত্তি; বয়স অনুমানে বুঝলেন একশ' বছরের কম নহে। নাভিশ্বাস উঠেছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে চোখ দুটী ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলে উঠল। জ্ঞান সম্বিৎ ফিরল। শীর্ণ, দুর্ব্বল ডান হাতখানি সঞ্চালিত করে জয়ন্তকে কাছে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ক্ষীণস্বরে বললেন, এত দেরী করে এলে? অনেক বলার ছিল, কিছুই যে বলা হ'ল না। ওরা অপেক্ষা করছেন; ঐ দেখ, করুণাময়ী ও সুনন্দা, আমার মা ও মেয়ে। ওদের ব্যবস্থা না করে মরতে পারছি না। আঃ আঃ কথাগুলো বলার ধমকে হাঁপাতে লাগলেন। একটু সুস্থ হয়ে বললেন,—"এ দুটীর ভার নিয়ে আমায় ছুটি দাও,—কইরে সুনন্দা,—"

সুনন্দা ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীর পাশে গিয়ে বসেছেন। বললেন, এইযে আমি বাবা।

"দেখি মা তোর ডান হাতখানা,—এটী আমার পালিতা কন্যা, এর বাপ মা এই তীর্থে এসে এর জন্মের পরে একরাত্রে এইখানেই মারা যায়। এর বয়স তখন চারদিন। আমি একে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছি। কোন হীন বংশের নয়, সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্য।

নিজের বুকের উপর দু'জনের ডান হাত দু'খানি একত্রিত ক'রে দেবী মূর্ত্তির দিকে ফিরে বললেন, "কি বল মা, তোমার মত আছে তো?" একদৃষ্টে দেবীমূর্ত্তি সামান্য ক্ষণ দেখেই জয়ন্তর দিকে ফিরে বললেন, "ঐ গ্যাখ, মা হাসছেন, মত দিয়েছেন।" বিড়বিড় ক'রে কয়েকটি বৈদিক শ্লোক আবৃত্তি করে বললেন, "এই তোমার

অনুলোম বিবাহ হ'ল, সুনন্দা তোমার ধর্ম্মপত্নী। একে গ্রহণ ক'রে সুখী হও।" যাও, দু'জনে মাকে প্রণাম করে এস। মায়ের কপালের সিন্দুর সুনন্দার সিঁথিতে দাও।

মানুষ অবস্থার দাস। এখানে কারও শক্তির জারিজুরি খাটে না। ইন্দুমতীর মত ভ্রাতৃবধুকে অকালে হারিয়ে, শুকতারার নির্ম্মম ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে, জয়ন্ত সন্ন্যাসী হবার সংকল্প ক'রে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। নানাতীর্থ ঘুরে শেষে এখানে আসেন। কিন্তু একি হ'ল?

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ মত সব কিছু করলেন। দেবীর কপালের সিঁদুর সুনন্দার সিঁথিতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নবসনা মলিনার রূপ যেন শতগুণ বেড়ে গেল। কন্যার বিবাহের পর পিতামাতা নিশ্চয়ই এদৃশ্য দেখেছেন।

সন্ন্যাসী মুগ্ধনয়নে দেখছিলেন; নবদম্পতী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলেন আভূমি নত হ'য়ে। তাদের হাত দুটি নিজের ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করে কি বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হ'ল। হাত পা ঠাণ্ডা কঠিন অসাড় হ'ল। আস্তে আস্তে চোখ দু'টী মুদ্রিত হ'ল এজন্মের মত।

বুকের উপর প'ড়ে সুনন্দা কাঁদলেন বহুক্ষণ। জয়ন্ত চিন্তামগ্ন। ধীরে উঠে বসলেন সুনন্দা।

এখন মৃতের সৎকার কেমন করে করি, সুনন্দা? রাত্রে বাইরে যাওয়া যাবে না, সকালে সব হবে—সুনন্দা বললেন।

পরদিন প্রত্যুষে দু'জনে যথারীতি মৃতের সৎকার করলেন। কুটীর পরিষ্কার করে স্নানান্তে অশ্রুচোখে সুনন্দা স্বামীকে মায়ের পূজা করতে বললেন, জয়ন্ত বললেন, "আমি যে মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানিনে সুনন্দা।"

সুনন্দা বললে, "দেবতা মানুষের কাছে একটি জিনিষই চান,—সেটি ভক্তি, দেবতা ভক্তির কাঙ্গাল। মন্ত্র ভুল হলে দেবতাকে ভুলের মাশুল দিতে হয় না। বাবা তীর্থে গেলে আমি কতবার পূজা করেছি। আমি কিছু কিছু শিখেছি চল দেখিয়ে দিচ্ছি।

পূজা সাঙ্গ করে দেবীর প্রসাদ দু'জনে গ্রহণ করলেন।

বেলা দুই ঘটিকায় দেশের উদ্দেশে রওনা হ'ল দুজনে। সন্ন্যাসীর সমাধিতে বার বার প্রণাম করে জলভরা চোখে সুনন্দা বলল, বাবা তোমার দেখান পথে আমার যাত্রা সুরু হল। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই যাত্রা শুভ হয়।

দেবীকে মস্তকে ও সুনন্দার দক্ষিণহস্ত ধরে একদিন সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনির মধ্যে জয়ন্ত এসে দাঁড়ালেন বাড়ীর দরজায়, সেদিনও ছিল আজকের মতো বুদ্ধপূর্ণিমা।

ক্রটিহীন ভাবে পূজার আয়োজন করলেন সুনন্দা, ভক্তি নম্রচিত্তে, জয়ন্তও মায়ের পূজা শেষ করলেন, শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে নিবেদন করলেন সব দুঃখ।

ঘরে আসা অবধি সুনন্দার মাথার উপর দিয়ে কতই না লাঞ্ছনার ঝড় বইছে। সে "অজ্ঞাতের মেয়ে" তার "জন্মের দোষ আছে" হতভাগী, রাক্ষসী সোনার সংসার ছারখার দিতে এসেছে প্রভৃতি অজস্র বজ্রবাণ তার মাথায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে দিনরাত। এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিচ্ছে যা শুনে মরা জ্যান্ত হয়ে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু ঘরভাঙ্গার ভয়ে সে নীরবে সব সহ্য করছে। পাষাণের সহিষ্ণুতা তার বুকে, মুখে মৃদুহাসির মধুরতা।

নালিশ করেনি, প্রতিবাদ জানায়নি, এমন কি স্বামীকে পর্য্যন্ত জানতে দেয়নি এর বিন্দুবিসর্গ। যখন একান্ত অসহ্য হয়, ছুটে যায় করুণাময়ীর কাছে, তার প্রাণের ব্যথা নিবেদন করে বুক হালকা করতে। পুনরায় ফিরে এসে সংসারের কাজে ডুবে যায়। দোতলায় তার স্থান হয়নি, রান্নাঘরে তাকে আজও ঢুকতে দেয়নি। তাছাড়া সংসারের সব কাজই করতে হয় স্বহস্তে। তার আচরণে কোথাও একতিল ফাঁক নেই, ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। কেবল বড় যাকে সে বশ করতে পারছে না কিছুতেই, তাঁর বাতের শরীর, বড়লোকের মেয়ে স্বামীও গরীব না, সর্ব্বোপরি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তিনি, কাজেই আরাম তাকে গিলে রেখেছে, নড়ে বসতে গেলেও একে ওকে ডাকতে হয়। তাঁকে নিয়ে সকলেই শশব্যস্ত। ইন্দুমতীর মত স্ত্রীকে হারিয়ে, তার স্থলে এই উগ্র বদমেজাজী স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ত অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা পেয়ে বসন্ত ক্ষোভে দুঃখে কেমন যেন হয়ে গেছেন। পূর্ব্বের সে তেজ নেই, সে দেহ-লালিত্য ও মনের স্ফূর্ত্তি নেই। দিন দিন উদাসীন হয়ে পড়ছেন, সংসার, স্বজন, প্রজাপুঞ্জ ও এমনি নিজের প্রতি। শুকতারার অশ্রদ্ধা জ্বালিয়ে রেখেছে তার মনের মধ্যে ইন্দুমতীর চিতা, রাবণের চিতার মত।

[ছয়]

বাঙলাদেশে এক সময় ইংরাজ প্রীতি এত উগ্র হয়েছিল যে, আলোক প্রাপ্ত বাঙ্গালীর অনেকেই বাঙ্গালী হওয়া অভিশাপ মনে করে নিজেদেরকে ইংরেজী ধাঁচে গড়ে তুলতে আপ্রাণ সাধনা করেছেন। দেহে কালা আদমী হলেও মনে প্রাণে ধলা আদমী বন্‌তে চেষ্টা করতেন। কর্ত্তাকে বাবা, বাবুজীর পরিবর্ত্তে সাহেব, গিন্নীকে মা ডাকার পরিবর্ত্তে মেমসাহেব বা বিবি সাহেব বলে না ডাকলে দাসদাসীদের নিস্তার থাকত না। বাঙ্গালী নানা দোষের আকর, এই ধারণা তাদের মনে এত বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বাঙ্গালী জাতির প্রতি ঘৃণা অস্থিমজ্জায় ঢুকেছিল। এই ময়ূরপুচ্ছধারী বায়সেরা দাসদাসীগণকে "ব্লাকনেটীভ" "ব্লাডিনেটীভ" বলে ইংরাজদের অনুকরণে গালিও ঝাড়তেন। অথচ এত অনুরক্ত ভক্ত হওয়া সত্বেও তাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে প্রভুরা আহার করত না বা এক ক্লাবে প্রবেশ অধিকার দিত না। চিঠি বা দরখাস্তে ইয়োর ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট-না লিখলে ভক্তের নিস্তার থাকত না।

ডাঃ হ্যারিশ রে এরূপ একজন কক্ষচ্যুত বাঙ্গালী। তাঁর পৈত্রিক নাম হরিশচন্দ্র রায়, জন্ম তার বর্দ্ধমান জেলার একটি নাতি সমৃদ্ধ পল্লী অঞ্চলে, মধ্যবিত্ত সভ্রান্ত পরিবারে। দানধ্যান ক্রিয়া কর্মে দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাদের অঞ্চলে ডাক্তারের একান্ত অভাব, চিকিৎসার শোচনীয় দুরবস্থা দেখে হরিশের পিতা পুত্রকে ডাক্তারী পাশ করিয়ে দেশে বসাতে মনস্থ করেন। তাই পুত্রকে যথা সময়ে মেডিকেল কলেজ ভর্ত্তি করে তার ওপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে হরিশ বিপথ গামী হতে পারেনি। ছাত্র হিসাবে সে মন্দ ছিল না। ফলে, মাতা পিতার মনের আশা পূর্ণ করে, হরিশ যথা সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সে দিন এই ভদ্র পরিবারে কী উৎসবের আয়োজন ও আনন্দের সমারোহ হয়েছিল। আত্মীয়স্বজন অতিথি অভ্যাগতে বাড়ী পূর্ণ ও সরগম হয়েছিল। দরিদ্রগণকে অর্থ-বস্ত্র দান, ভিখারীগণকে ভূরি ভোজনে ও

বস্ত্রদানে তুষ্ট করা হ'ল। সপ্তাহ গত হল, হৈ চৈ কোলাহল ঠাণ্ডা হ'ল। তখন হরিশের মা কাত্যায়নী দেবী একদিন সন্ধ্যায় কর্ত্তার নিকট আরজি পেশ করলেন। কর্ত্তা অভ্যাস মত সন্ধ্যায় আফিং এর মৌতাত চড়িয়ে গড়গড়ায় অম্বরী তামাক সেবন ও সান্ধ্য-তন্দ্রা উপভোগ করছিলেন। গিন্নীর অন্যদিন এ সময় তিলমাত্র অবসর থাকেনা। আজ সব কাজ ফেলে কর্ত্তার কাছে এসে বললেন, বেশ তো, শিবঠাকুব, বুঁদ্ হয়ে বসে আছে। আমার বকশিস্ কই? হেসে বললেন।

আমার গঙ্গাজল বেলপাতা কই কাত্যায়নী? কর্ত্তা বলেন ফুলবেলপাতার পরিবর্ত্তে দামী নামী আফিং অম্বুরী তামাকে সন্তুষ্ট হও। কালি তামাকটা বদলে দে। ভৃত্যকে ডাকলেন গিন্নি।

কর্ত্তা বললেন, আজ এত আদব কেন? দেবী কাত্যাযনী বললেন, বকশিস্ নেব বলে।

কিসের বকশিস্?

আমার ছেলে ডাক্তারী পাশ করেছে তোমার মুখ উজ্জ্বল করেছে—তার বকশিস্।

কর্ত্তা হেসে বললেন, ও-এতক্ষণে বুঝলাম—

তা গিন্নী ঠিক কবে বলত ছেলেটা কার?

হ্যাঁ ঃ হ্যাঁ ছেলেটা তোমার, তবে..........আর "তবে" কেন? তা হলে কে কাকে বকশিস্ দেবে?

হ্যাঁ, তা হলে আমাকেই দিতে হয়; আমি দেব, তুমি নেবে।

দেখ, যে বকশিস্ দেব নেবে বল?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। শিব ভিখারী, যা পান তাই নেন, ছাই ভস্ম-ফণী; অত বাদ বিচার নেই।

গিন্নী হেসে বললেন, তবে ছাই ভস্ম তোমায় দেব না, ভাল জিনিষই দেব হাসতে হাসতে উঠে গেলেন।

রাত্রে কর্ত্তা খাচ্চেন, গিন্নী খাওয়াচ্ছেন পাশে বসে, এটা ওটা।

আজ এত আয়োজন কেন? আর যে পারি না, আর কিছু আছে নাকি?

আছে বৈকি,—বকশিস্ এখনও বাকী। সুধা হাতে লক্ষ্মী আসছেন। ওই

যে তোমার বকশিস। গিন্নী সস্নেহে ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে পরমান্নের বাটি হাতে একটী সুন্দরী পঞ্চদশীর আবির্ভাব হল। রাখল কর্ত্তার সম্মুখে।

এ কে ?

ওই তোমায় বকশিস্ দিলাম—তোমার ভাবী পুত্র বধু। ও পাড়ার সুরেশের মেয়ে না ? দেখছেন মেযেটীকে ?

হ্যাঁ বড় লক্ষ্মী মেযে, গিন্নী বললেন।

এখন তো বিযে দেব না, আগে ....

আমি কথা দিযেছি, আর তুমিও বকশিস নেবে স্বীকার করেছো।

আহা তা তো করেছি, কিন্তু,.... ....

এতে আর "কিন্তু" নেই-লক্ষ্মী অযাচিত এসেছে, তাকে বরণ করে ঘরে তুলতেই হবে।

তা তো ঠিক, কিন্তু ওরা যে কিছু দিতে পারবে না।

নাই-বা দিল, খুব গরীব, কোত্থেকে দেবে বল ? তবে মেযেটী লক্ষ্মী।

তুমি কি কথা দিযেছ ?

হ্যাঁ,—কি আর করি বল,—না বলতে পারলাম না। ওই তো আমার পুত্রবধু "না" বলব কেমন করে ?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—তুমি যখন কথা দিযেছ তখন আমারও দেওয়া হযেছে। তবে প্রস্তুত হও।

গহনা গাঁটি তৈরী করতে দাও।

হরিশ বাড়ী এসে এই অপরূপ জীবটীকে বাড়ীতে বিচরণ করতে দেখে হক-চকিয়ে গেল, কিন্তু কারণ খুঁজতে বসল না। অনধিকার চর্চ্চা সে করে না।' কারণ তার পিতা মাতা জীবিত। যে কারণেই তার আগমন হোক, তার বাপ মা-ই বুঝবেন। কলকাতার ধনী আবহাওযায বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের নব্যতান্ত্রিক স্বাধীনতার মধ্যে দীর্ঘদিন থাকায হরিশের মনের একটা লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন এসেছে। আগে যেমন পল্লীর যুবকদের সঙ্গে গান বাজনা, পিকনিক, আমোদ প্রমোদ হৈ চৈ প্রভৃতি করে গ্রাম গুলজার করে বেড়াত, আজ আর তা তেমন ভাল লাগেনা ; তাদের সঙ্গে আর তেমন ভাবে মেশে না। ডাকলে শরীর ভাল না বলে পাশ কাটায়। কলকাতায় এখন তার অনেক বন্ধু, সব চেয়ে

অন্তরঙ্গ হল পার্শীবাগানের নামজাদা ব্যারিষ্টার অতুল মিত্রের পুত্র প্রতুল, এম, এ,ল, পাশ করে পিতার কাছে শিক্ষানবিশী করছে। সে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়তে যাবে, তাই তার বন্ধু ও বন্ধুরবাপ হরিশকে বিলাতী ডিগ্রী নেবার জন্য প্রায়ই বলছেন। হরিশ এটা সৎপরামর্শ বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারেনি। কারণ সে তার পিতামাতাকে চেনে, কিছুতেই তাকে বিলাত যেতে দেবেন না। অথচ তাকে যেতেই হবে। চিন্তার পাহাড় তার মাথায়। কেমন করে সে বাপ মাকে রাজী করাবে, টাকা নেবে। বিলাত তাকে যেন অহরহঃ হাতছানি দিচ্ছে। বাড়ী এসে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। বড় ছেলে গিরীশের বিশেষ লেখাপড়া হয়নি তাই এই ছেলেটীর উপর মাতা-পিতার বিশেষ লক্ষ্য ও ভরসা। পিতা অত্যন্ত রাশভারী মেজাজের লোক। মাও তাঁর অমতে বিশেষ কিছু করেন না।

প্রথমে হরিশ তার বউদি রূপশ্রীকে এই কথা জানাল। সবশুনে তার বউদি বলল, দেখ গ্রামের রাস্তার চৌমাথায় ডিসপেন্সারী ঘর তৈরী হচ্ছে, ফারনিচার কিনতে দেওয়া হয়েছে, বাবা, এখন কিছুতেই রাজী হবেন না, অন্ততঃ আমি বলে বাবাকে দুঃখ দিতে পারব না। শেষে হরিশ তার দাদাকে জানায়, গিরিশ ও ঠিক ঐ কথা বলে। এই ভাবে কয়েকদিন যায়।

হরিশকে মা খাওয়াচ্ছেন। তার মুখ বিষণ্ণ, প্রায় কিছুই খাচ্চে না। মা বললেন, হ্যাঁরে হরিশ, তোকে এমন মন মরা দেখি কেন? ভাল ভাবে পাশ করলি, তোর ডাক্তার খানা তৈরী হচ্ছে, আসবাব কিনতে দেওয়া হয়েছে সামনের মাসে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন—এমন সুশ্রী মেয়ে আর হয় না, যেন লক্ষ্মী প্রতিমা, তবু তোকে মন মরা দেখি কেন?

হরিশ বলল, মা আমার মরা মনকে জীয়ন্ত করতে যে কারণগুলো দেখালে, তাতে মৃত্যুর পরে জন্মের আশাটাও লোপ পেল। দেখ আমি কষ্ট করে যে বিদ্যা শিখেছি, পাড়াগায়ে বসলে কিছু দিনের মধ্যে আমি একজন কম্পাউণ্ডার হয়ে যাব। আর নিজের পায়ে না দাঁড়ান পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করব না।

এমন সময় রূপশ্রী বাগদত্তা নীলিমাকে টানতে টানতে তার সামনে আনল। হাসতে হাসতে বলল, দেখ দেখি রূপ?

মা উঠে গেলেন।

রূপশ্রী বললো, এর উপরের রূপটা যেমন চোখ জুড়ানো ভেতরের রূপটাও আরও মন গলানো।

"বিধি বুঝি গড়েছিলো বসি নিরজনে,"—দেখ বৌদি, সুরূপা কুরূপা সুশ্রী বিশ্রী কোন প্রশ্নই আমি তুলব না, মা-বাবার মনে আঘাত আমি দেব না, তাদের মতে আমার মত। তবে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। এই মেয়েকেই আমি বিয়ে করব, তবে দুবছর পরে, বিলেত থেকে ফিরে এসে। তুমি বাবা মার মত করাও, আগে মানুষ হই।

রূপশ্রী গম্ভীর মুখে বললো, ভাবিয়ে দিলে ঠাকুরপো, খুব সোজা কাজ নয়। তাঁরা যে রাজী হবেন মনে হয় না। দেখি ওকালতি করে। তবে যদি একান্তই রাজী করতে পারি তবে জেনো, বিয়ে করেই যেতে হবে। নীলিমাকে পেলে তাদের মন থাকবে ঐ দূর নীলিমার মত স্থির শান্ত আর তোমার মনটাও ভেসে বেড়াবে ওই নীলিমার গায়,—বিরহী যক্ষের মতো, হয়ত আবার একালের নতুন মেঘদূত তৈরী হতে পারে।

হরিশ অগত্যা এই সর্তেই রাজী হল। রূপশ্রী রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বলল, মা ভবানী কাকার ছেলেটা বুঝি বাঁচল না।

মা বললেন, সেকি অমন রত্ন ছেলেটাকে বাচাতে পারলে না। ভালভাবে চিকিৎসা করাল না বোধ হয়।

না মা; চিকিৎসার ত্রুটি করেনি, বড বড ডাক্তার দেখেছেন—তাঁরা বলছেন, ও রোগের চিকিৎসা এখন এদেশে আসেনি, সে রকম ডাক্তারও নেই।

মা বললেন। ডাক্তারের অভাবে মানুষ মরছে। রূপশ্রী বললে,—থাকবে কোত্থেকে ? ভাল ভাল ছেলেকে তো তাদের বাপ মা বিলেত যেতে দেবেনা, জাত যাবে যে—

বুঝিনা কেন দেয়না ; যে দেশে না গেলে কোন বিদ্যাই ভাল ভাবে আয়ত্ত হয়না, প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়না—সে দেশে পাঠাবে না কেন ? মা বললেন, তিনি ভাল জানেন হরিশ বিলেতে যাবে না।

রূপশ্রী বলল—সবাইতো তোমার মত বোঝেনা, মা, ঠাকুরপো যদি মানুষ হবার জন্য বিলাত যেতে চাইত তুমি কি বাধা দিতে ? কিন্তু সে যে যাবে না।

মা বললেন, বাধা দেব কেন? সুরটা খুব নরম। রূপশ্রী আনন্দ দেখিয়ে বলল, এই তো মার মত কথা, এমন মা না হলে কি ছেলে বড় হয়?

এমন সময় পাশের বাড়ীর বউ রূপশ্রীর সখি বন্দনা—সেখানে এল।

রূপশ্রী তাকে শুনিয়ে বলল—বন্দনা, আমাদের কেমন মা দেখছিস্, ঠাকুরপো যদি বিলাত যেত মা বাধা দিতেন না। এই মাত্র মা বললেন—কিন্তু সে যে কিছুতেই যাবে না।

মা বললেন, কেন বাধা দেব? ছেলে মানুষ হোক কোন মা না চায়?

এখন বন্দনা বলল,—হরিশ ঠাকুরপো এই মাত্র আমাদের বাড়ী বসে ভবানী দত্তের ছেলেব অসুখের কথা বলছিল, আরও বলছিল—সে বিলাত যাবে ডাক্তারী পডতে—আলোচনা হচ্ছে আমি শুনে এলাম।

রূপশ্রী বললে সত্যি নাকি? তা হ'লে বেশ হয়।

বন্দনা বললো হ্যাঁ আমি এই শুনে আসছি—ঠাকুরপো বিলাত যাবে,—সেখান থেকে দুবছর পরে ফিরে নীলিমাকে বিয়ে করবে।

মা নিরুত্তর, মুখ ম্লান।

রূপশ্রী মার মুখের অবস্থা দেখে বলল, ঠাকুরপো যদি দুবছব পরে বড় ডাক্তার হয়ে আসতে চায তাতে মার মত আছে এই মাত্র শুনলে—তবে মায়ের বাগদত্তা ওই নীলিমাকে বিযে করেই যেতে হবে তা বলে দিচ্ছি।

মা পূর্ব্ববৎ গম্ভীর, একটু পরে বললেন, তোমরা ওসব খেয়াল ওর মাথায় ঢুকিও না।

রূপশ্রী বলল, না-না, আমবা ববং বাধাই দেব। ওর কিসের অভাব? চৌমাথায় ওর ডাক্তারখানা তৈরী হচ্ছে, আসবাব কিনতে দেওয়া হয়েছে। তবে কি জানেন মা; আজকালকার ছেলে, ওদের মতে খানিকটা লয় দিতে হ'বে। জানি কি, যদি না ব'লে পালিয়ে যায়? তখন দু'কূল যাবে। তার চেয়ে বিয়ে দিয়ে, আরও একটা বাঁধন ক'সে ছেড়ে দিন,—আপনি ও বউ মাঝে মাঝে পত্র দেবেন, দেখবেন, বড ডাক্তার হ'য়ে ঠিক দু'বছর পরে ফিরে আসবে।

এমন সময় হরিশ সেখানে আসল ও বলল মা, শুনেছ ভবানী কাকার ছেলেটার খুব বাড়াবাড়ি, রোগ ধরা পড়ছে না। আর তোমরা মায়েরা এর

জন্য দায়ী। তোমরা ছেলেদের বিলেত যেতে দাও না। আমি বিলেত যাব মা।

রূপশ্রী ফস করে বলল, দেখ ঠাকুরপো, আমাদের মা—সে মা নন। তুমি যদি যেতে চাও, যাও। মায়ের মত আছে। তবে হ্যাঁ, মার একটা কথা রাখতে হ'বে—ওই নীলিমাকে মা ঘরে আনবেন কথা দিয়েছেন। ওকে বিয়ে করেই তোমায় বিলেত যেতে হবে।

একটু চিন্তা করে হরিশ বলল, বেশ—মা'র মতেই মত। মা'কে প্রণাম করল হরিশ।

মায়ের মুখে মেঘের ছায়া, গম্ভীর মুখে বললেন, তোমরা সব ষড়যন্ত্র ক'রে কৌশলে আমার মত করিয়ে নিলে, যাও,—এখন কর্ত্তার মত করাও।

রূপশ্রী বলল, কর্ত্তার মত যদি আমরা করাব তো, আপনার পায়ে এত ফুল জল ঢাললাম কেন? ওটা আপনার কাজ, আমরা ওখানে গিয়ে মার খেতে পারব না।

মা হেসে বললেন, যা হয় আমার উপর দিয়ে হোক্ কি বল? বৌমা, তুমি খুব চালাকের মেয়ে। যাও সব, দেখি কি করতে পারি।

সকলে পায়ের ধুলো নিলো।

মা কাত্যায়নী হাঁসলেন, কিন্তু তার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল হরেক রকমের বিলাতী চিন্তায়।

হরিশ তার বৌদিকে "তর্কচঞ্চু" উপাধি দিল। দুই দিন ক্রমাগত তর্ক—আলোচনা, বাক্‌বিতণ্ডা এমনকি ঝগড়া পর্য্যন্ত হলো কর্ত্তা গিন্নীতে। কর্ত্তার ধনুকভাঙ্গা পণ, মা কাত্যায়নী ও কম যান না।

লক্ষ্য করেছ দরজার পাশ থেকে এরা সব, শুনছে,—হরগৌরী সংবাদ।

শেষে মা শেষ অস্ত্র ছাড়লেন। স্নানাহার ত্যাগ হল। পুত্রবধুর কাছে স্ত্রীর অনশনের কথা, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা শুনে কর্ত্তা মহাভাবিত হলেন, পরে বললেন, মা যদি ছেলে ছাড়তে পারে, আমি পারব না কেন? রূপশ্রীকে বললেন, বৌমা, তোমার মাকে খেতে বল, আমি মত দিচ্ছি, কপালে যা আছে তাই হোক্।

মায়ের এক চোখে হাসি এক চোখে কান্না।

বিলাত যাওয়ার উদ্যোগ ও বিবাহের প্রস্তুতি এক সঙ্গে চলতে লাগল—সমান ভাবেই।

ফাল্গুনের এক মধুর লগ্নে দুটী হৃদয় পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হল, নীলিমা নতুন সংসারে প্রবেশ করল।

প্রতুল মিত্রের মায়ের অসুখ ও অন্যান্য কারণে প্রায় বছর দেড়েক আরও কেটে গেল। দিন স্থির হয়েছে, ১৫ই সেপ্টেম্বর। টিকিট কেনাও হয়েছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যারতির শঙ্খ বাজার সঙ্গে নীলিমা দেবী একটি কন্যা প্রসব করলেন। রং কাগজের মত সাদা, নাক মুখ চোখ তুলি দিয়ে আঁকা, যেন অজন্তার শ্বেত পাথরে খোদিত নারী মূর্ত্তি।

বাড়ী আনন্দে পূর্ণ হল, কর্ত্তা গিন্নীর সুখের সীমা রইল না। ভাবলেন যাক্ আর হরিশ মন্দ হ'তে পারবে না। এদের ফেলে কোথাও থাকতে পারবে না।

রূপশ্রী হরিশের ঘরে গিয়ে দেখলেন, সে খুব ব্যস্ত, ট্রাঙ্ক গোছাচ্ছে, হাসতে হাসতে বলল—

বউ পাঠিয়ে আঁতুড় ঘরে, ট্রাঙ্ক গুছিয়ে বর ফেরে। নাও, এখন কী খাওয়াবে বল ?

বৌদি তোমার জন্য একটা ভাল বিলাতী খাবার আনব। তুমি আমার জন্য খুব খেটেছ।

ছ্যাঃ—ছ্যাঃ ছ্যাঃ, রক্ষে কর আর খেতে চাইনে, তোমার বিলেতী খাবারের কাঁথায় আগুন।

"কেন ? বিলেত পৃথিবীর সেরা দেশ, সেখানকার সব ভাল।"

দেখ ঠাকুরপো বিলেতের সব ভাল কিনা জানিনে। তবে বিলাতী খাবার, গান আর মেমগুলোকে আমার আদৌ পছন্দ হয় না, মেমরা পুরুষদের সঙ্গে ড্যান্স করে। সাবধান, ও তালে নেচনা—নাও, এখন চল, মেয়ের মুখ দেখবে, নাম রাখবে।

আগে দেখার মত হোক, এখনই কি দেখব ? হরিশ বলে। বটে, মনে মনে কল্পনায় যার মুখ দেখছ রাতদিন, সে আজ সশরীরে হাজির, তার মুখ দেখবে না ?

আর যখন দেখার মত হবে, তখন তো তুমি বিলেতে। আচ্ছা ঠাকুরপো, কি নাম রাখবে বল তো?

তুমি জেঠিমা, তুমিই ঠিক কর।

একটু চুপ করে কান পেতে রূপশ্রী পাশের বাড়ীর একটা গ্রামোফোন রেকর্ড শুনল—গানটা ছিল,—

—"মধু মাধবী রাতে, ফুল দোলাতে"—

ঠাকুরপো, ওই শোন, নাম পাওয়া গেছে, খুব মিষ্টি নাম।

কি, ওই মধু মাধবী? হরিশ বলল।

আরে মধু মাধবী কি মেয়ের নাম হয়? শুধু "মাধবী"।

তবে "মধু" রয়েছে যে, ও কথাটা বাদ দেবে কেন? হরিশ বলে।

মাধবীর সঙ্গে মধু থাকবেই; যেখানে মাধবী সেখানেই মধু।

তবে তাই হোক্ তোমার দেওয়া মাধবী নামই হোক, হরিশ হাসতে হাসতে বললো।

উভয়ে মেযে দেখতে গেল।

পরদিন ১৪ই সেপ্টেম্বর সকালে শুভক্ষণে গুরুজনের পদধূলি মাথায় নিয়ে হরিশ বিলাত যাত্রা করল। গিরীশ বোম্বাই পর্যন্ত জাহাজে তুলে দিতে গেল।

ব্যথার আঘাতে কর্ত্তার বুকটা ফেটে যেতে লাগল, রাম বনবাসে দশরথের মতো। তবে এই বিচ্ছেদের মধ্যে স্ত্রীর সেবা, পুত্রবধুগণের ভক্তি ও পরিচর্য্যা আর শিশু পৌত্রীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

এই ভাবে দিন কাটতে লাগল।

[সাত]

বিকাশ ও মধুময়, দুই ভায়ের দুই ছেলে। বিকাশ, মধুময় অপেক্ষা দু'বছরের বড। কিন্তু মধুময়ের দৈহিক গঠন বিকাশের অপেক্ষা অনেক উন্নত ও দৃঢ; দেখলে, মধুময়কে বড বলেই মনে হয়। রং উভয়েরই ফর্সা, মধুময়ের রং আরো উজ্জ্বল। মধুময়ের মাথা ভরা ঝাঁকড়া চুল, হাত দুটি দেহের তুলনায় কিছু বেশী

দীর্ঘ, যেন আজানু লম্বিত। কপাল প্রশস্ত, সুডৌল নাক, আয়ত চোখ দুটীতে এমন স্নেহলকমনীয়তা আছে একবার দেখলে আর একবার না দেখে থাকা যায় না। কাছে ডাকতে ইচ্ছে হয়।

তার প্রকৃতি তার নামের মধ্যেই নিহিত। নামটাই তার অন্তরের পরিচয় মুখটা তার দর্পণ। তার জন্ম মুহূর্ত্তে কালীমন্দিরের ভক্ত পূজারী রামানন্দ আচার্য্য নিত্য অভ্যাস মত প্রভাতে যখন, "মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"—এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে জগৎকে মধুময় ও শান্তিময় করার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন শ্রীভগবানের পায়ে, তখন নবজাতকের জন্ম ঘোষণার শঙ্খধ্বনি হয়। ভক্তিমতী সুনন্দার পুত্র জন্মেছে বুঝে তিনি তখনই তার নাম করেন "মধুময়"। আর বিকাশের নাম রাখেন তার মাসিমা, ঝুমা, দুবছর পূর্ব্বে।

দুই ভায়ে বেশ মিল, চোখ জুড়ায় দেখলে। কিন্তু লেখাপড়া, খেলা ধুলা, খাওয়া দাওয়া, প্রভৃতি একসঙ্গে ওদের করার উপায় নেই। বিকাশ শোয় দোতলার ঘরে, আর মধুময় নীচে সিঁড়ির ঘরে, যার যার মায়ের ঘরে। মধুময়ের মা অজাতের মেয়ে, সে জন্য রান্নাঘরে ও দোতলায় স্থান পায়নি আজও। এত অপমান নীরবে সয়ে চলেছে সুনন্দা, জয়ন্ত মাঝে মাঝে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বিস্ফো-রণ ঘটাতে চায় কিন্তু সুনন্দা শান্ত করেন তাঁকে নানা কথায় বুঝিয়ে।

পর পর দু'বছর ফেল করে বিকাশের দুটী বছর নষ্ট হয়, তাই লেখা পড়ায় মধুময় তাকে ধরে ফেলেছে। এখন তারা দশম শ্রেণীর ছাত্র।

ব্যারিষ্টারের নাতি ও জমিদারের ছেলে বিকাশের সঙ্গে অজ্ঞাত কুলশীলার পুত্র মধুময়ের ঘনিষ্টতায় শুকতারার গাত্রদাহ হয় কিন্তু মধুময়ের সঙ্গে মিলেমিশে পড়লে লাভ বই লোকসান হবে না বুঝে এখন চুপ করে থাকেন। মধুময়ের সঙ্গে বিকাশের পড়ায় কিছুটা মনোযোগ এসেছে। মধুময়ের কাছ থেকে লেখাপড়ার ব্যাপারে বিকাশ অনেক সাহায্যও পায়, দুই ভায়ে আলোচনা করে পড়ে।

মধুময় ইন্দুমতী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। শিক্ষকেরা সকলেই সুখ্যাতি করেন ও ভালবাসেন। তাঁরা বলেন, ইস্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এত ভাল ছাত্র আর একটিও আসেনি। সে নিশ্চয় বৃত্তি পাবে শিক্ষক মহাশয়গণের দৃঢ় ধারণা। লেখাপড়া ছাড়া ব্যায়াম চর্চ্চার প্রতি মধুময়ের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ব্যায়াম শিক্ষার বই কিনে সে কতকটা আয়ত্ত করেছে নিজে। কলকাতার

একটি বিশিষ্ট ব্যায়াম আখড়ার সঙ্গে সে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ব্যায়ামাচার্য্যের নিকট ছুটিতে গিয়ে নানাবিধ আসন, প্রাণায়াম মুদ্রা এবং নানা রকমের ব্যায়াম কসরৎ সে আয়ত্ত করেছে, দিন দিন তার দেহ হয়ে উঠছে বলিষ্ঠ, পেশী বহুল ও সুঠাম। তার দেখাদেখি বহু ছাত্র ছাত্রী এখন তার কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করছে। সে জন্য এ গ্রামে ও গ্রামে চার পাঁচটী ব্যায়াম কেন্দ্র খুলতে হয়েছে। গ্রামের ভাই বোনদের মধ্যে মধুময় এনে দিয়েছে বাঁচার মন্ত্র উৎসাহ উদ্দীপনা।

বিকাশের ঝোঁক গানের দিকে, ব্যায়ামের বার রিং, বারবেলের পরিবর্ত্তে তবলা, হারমোনিয়াম নিয়ে সঙ্গীতের চর্চ্চা করে সে। গলার স্বরটা তার কিছু মিষ্ট।

আজ রবিবার, এখন বেলা ন'টা। মধুময় খুব ভোরে উঠে সাইকেলে শেরপুর জাফরপুর, চক্রধরপুর, নন্দীপুর, বাঘমারী গ্রামের তার প্রতিষ্ঠিত আখড়ায় ব্যায়াম শিক্ষা দিয়ে এই মাত্র ফিরল। তার সঙ্গে কুড়িজন তরুণ, সকলেই তার সমবয়সী, অনেকেই তার সহপাঠি। কালিদাস, রবীন, হামিদ, রোমজান, পরেশ, মানসী, কল্পনা, মলিনা প্রভৃতি তার কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করে। বাহিরের ঘরে গিয়ে দেখে বিকাশ হারমোনিয়াম নিয়ে গান শিখ্‌ছে। তার বোন কল্পনা, মধুময়ের বোন মানসী, ও পাড়াব মেয়ে মলিনা, মঞ্জু প্রভৃতি কয়েকটী মেয়ে সেখানে গান শুনছে। মধুময়কে দেখেই কল্পনা বললে, আজ আমাদের ব্যায়াম শেখবার দিন ছিল, তুমি কোথায় ছিলে ?

মধুময় ব'লল আমি ঠিক সময়ে এসে তোদের শেখাব,—তাই খুব ভোরে সাইকেলে বেরিয়ে গিছলাম, কিন্তু দেরী হ'য়ে গেল, কিছুতেই আটটায় ফিরতে পারলাম না। দেখ্‌ তোরা জন পাঁচেক মেয়ে প্রথমে ভাল ভাবে শিখে নে, তার পর তোরাই অন্যমেয়েদের শেখা। দিন দিন সংখ্যাও বাড়ছে, আমার একার পক্ষে নিয়মিত শেখান সম্ভব হবে না।

মলিনা বললো, বেশ তাই ভাল হবে, আমাদের ভাল ভাবে আগে শেখাও, পরে আমরাই শেখাব। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল মধুময়ের দিকে।

মধুময় বিকাশকে বলল, দাদা চল, নৌকা বহিচ খেলে আসি। এরা সেইজন্য এসেছে, এখন ওঠ।

শুকতারা পাশের ঘরে ছিলেন, তিনি এঘরে এসে হাত নেড়ে বললেন, ও সব চাষাড়ে খেলায় বিকাশ যায় না, তোমরা যাও! আর তা ছাড়া

কালকে ইস্কুলে প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনে ওকেই গান গাইতে হ'বে, হেডমাষ্টার ওকেই ভার দিয়েছেন, ও ছাড়া আর গাইবে কে ? ও সব তোমরা পারবে না। গান যে বড শক্ত জিনিষ এ বই মুখস্তর ব্যাপার নয়। ওকে ডিষ্টার্ব করো না। তোমরা যাও।

এতটা যে শুনতে হ'বে মধুময় তা জানত না, বালক হলেও তার প্রানে,—শুধু তার কেন, সকলের প্রাণে বেশ আঘাত লাগল। জানলে সে কিছুতেই বিকাশদার সঙ্গীত সাধনায় "ডিষ্টার্ব" করে চাষাডে খেলায় কিছুতেই ডাকতে আসতনা।

বিষণ্ণ মুখে সবাই চলে গেল,—যেন এক ঝাঁক উডন্ত বালক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষুদ্র কায়া স্বচ্ছতোয়া বেতসী নদীতে আনন্দের বান ডাকল। কোথায় উডে গেল জেঠাইমার শান দেওয়া বিষাক্ত বাক্যবাণ। আনন্দ এমনি জিনিষ। মনের গ্লানি দূর ক'রে একে সরল ও সতেজ করে। আর জীব মাত্রেরই এটী প্রাথমিক চাহিদা। কারণ জীব আনন্দে জাত, আনন্দই জীবন, আনন্দ হীনতাই মৃত্যু। তাই আনন্দলাভের জন্য মানুষকে অনেক মূল্য দিতে হয়।

নৌকা ছুইখানি, একুশজন তরুণ, দুই দলে বিভক্ত হ'ল। দশ ও এগার, মধুময় প্রথমোক্ত দলের নেতা, সে পাকা মাঝি। হামিদও কম যায় না, সে অপর দলের।

এক মাইল দৌড, ছু'পারে বহুদশক। নৌকা দুখানি ছুটল, তীব্রবেগে, নক্ষত্র গতিতে, বেতসীর বুক চিরে, যেন দুটী মত্ত রেসের ঘোডা, বাজি মাৎ করতে ছুটছে।

হামিদের হালে যখন পানি পায় দু'বার, মধুমযের তিন, এত ক্ষিপ্র সে, কাজেই এগিয়ে চলল, একহাত, দু'হাত, শেষে বিশগজ পিছনে ফেলে জিতল মধুমযের দল। কী হাসি, কী আনন্দ, কী উল্লাস ধ্বনি।

হামিদ হেসে মধুময়ের গলা জডিয়ে বলল, আজ ফার্ষ্ট হলে, আবার কাল ফার্ষ্ট প্রাইজগুলো তোর জন্য বাছাই করা হচ্ছে। কী ভাগ্য জোর তোর।

মধুময় সকলকে উৎসাহ দেবার জন্য বলল,

"ফার্ষ্ট হয়ে লাষ্ট হয় যদি "পড়া" ত্যজে
লাষ্ট হয়ে ফাষ্ট হয় যদি "পড়া" ভজে॥

Failure is the pillar of success. Never mind.

সকলে খুব এক চোট হাসল। সকলেই মধুময়দের বাড়ী আসল। যার যে জামা কাপড় পরে নিলে, মধুময়ের মা মুড়ি ও নারিকেল নাড়ু খেতে দিলেন সবাইকে, মহা আনন্দে তারা খেতে লাগল ; খেলনা কেবল বিকাশ। সুনন্দা সকলের সঙ্গে তারেও দিলেন একবাটী।

সোফিয়া দেখে গিয়ে জানাল শুকতারাকে। ঝড়ের মত এসে ঝাঁঝাল গলায় বললো, বলি ছোট বৌ, এসব চাষাড়ে খাবার আমার বিকাশকে দিয়েছ কেন ? এসব তার সহ্য হয় না, তুমি জান, তবু দিয়েছ, ওকে মারতে চাও ? তোমার স্পর্দ্ধা তো কম না।

লজ্জিত ভাবে সুনন্দা বলল, দিদি সকলকে দিয়েছি, মধুময়কেও, ও খাবার খেয়ে যদি মরে, তবে সেও বাদ যাবে না।

মুখ বিকৃত করে শুকতারা বলল, না-বাদ যাবে না। মুড়ি পান্তা খাওয়া যাদের অভ্যাস, তারা ও-তে মরে না। একের খাদ্য অপরের বিষ। ওসব ছোট লোকের খাদ্য ; আমার বিকাশ ওই সব খায় নাকি ? আমার বিকাশের সঙ্গে মধুময়ের তুলনা ? ফেলে দে বিকাশ।

ছেলেরা খাওয়া বন্ধ করে দেখছে।

তোমরা খাও বাবারা, তোমাদের কিছু হবে না, তোমরা যে গরীব। ক্ষুণ্ণ-স্বরে বললেন সুনন্দা।

খাওয়া শেষ হ'লে মধুময় বন্ধুদের বলল, হামিদদের গ্রামের রাস্তায় আজ মাটী ফেলার কথা। ঝুড়ি কোদাল নিয়ে তোমরা ভাই তিনটের সময় হাজির হয়ো, সম্মতি জানিয়ে সকলে চলে গেল।

শুকতারার হিংসা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে ছোট তরফের উপর, বিশেষ ক'রে মধুময়ের উপর। কারণ সে প্রতিবার প্রথম হ'যে উত্তীর্ণ হয় এবং প্রচুর পুরস্কার পায়। বিকাশের মা হ'য়ে এই সব চোখে দেখতে হয় ; তাই অসহ্য। বিষ ঢালেন যখন তখন এই সুনন্দার উপর। সুনন্দা মুখ বুজিয়ে সব সহ্য করে, সে জানে, "যে সয়, সে রয়," আর হিংসার মত পাপ নেই।" তার ধৈর্য্য দেখে শুকতারাও চমকে যায়। চরম পন্থা গ্রহণ করতে পারছেনা সে কিছুতেই। সংসার ভাঙ্গবার ছল খুঁজে বেড়াচ্ছে অহরহঃ।

আজ পারিতোষিক বিতরণী সভা হবে। এই বিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্য অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে, তাই নিমন্ত্রণ পেয়ে বহু সুধী ব্যক্তি সমাগত হয়েছেন, সভামণ্ডপ সুদৃশ্যভাবে সজ্জিত। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা সকলেই বেশ প্রফুল্ল। সম্পাদক বসন্তবাবু প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কর্মব্যস্ত। পুরস্কারগুলি টেবিলের উপর স্থাপিত। কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ কলেজের অধ্যক্ষ সভাপতি হবেন, তিনি উপস্থিত। মঞ্চোপরি চেয়ারে উপবিষ্ট। ডাঃ সিংহও পূর্ব্বেই এসেছেন, এটা যেন তাঁর নিজের কাজ। মণ্ডপ দর্শকে পূর্ণ, স্ত্রী ও পুরুষ। স্ত্রী বিভাগে ঝুমা ও শুকতারা সামনের দুটী চেয়ারে আসীনা গর্বিত ভাবে, তাঁর পুত্র সভায় গান গাইবে। তাঁর পিছনের বেঞ্চে সুনন্দা ও পাড়ার মেয়েরা।

যথা সময়ে সভার কার্য আরম্ভ হ'ল। উদ্বোধন সংগীত গাইতে বিকাশের ডাক পড়ল। বিকাশ মঞ্চে গেল, মুখ শুষ্ক, ভয়ে বিবর্ণ। হারমোনিয়ামের নিকট বসে ইতস্ততঃ করছে। প্রধান শিক্ষক তাকে গান আরম্ভ করতে বললেন। সুর দিল সে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে, কিন্তু গাইছেনা। প্রধান শিক্ষিকা কাছে এসে বিকাশ গান ভুলে গেছে মনে করে গানের প্রথম কলিটা বলে দিলেন। তবুও সে গায় না। মধুময় নীচে বসে সাহস দিচ্ছে, সকলে হৈ চৈ করছে, সভা পণ্ড হয়, তখন প্রধান শিক্ষিকার কথায় ছাত্রীদের সঙ্গীত শিক্ষিকা মালতী দেবী বিকাশের কাছে বসে বললেন, গাও আমার সঙ্গে। সম্পাদকের পুত্র, তাই এত কাণ্ড করা হচ্ছে। মালতী দেবী হারমোনিয়ম বাজাতে লাগলেন, তবু বিকাশের মুখে "রা" নেই। রাগে লাল হচ্ছেন আর একজন, প্রকাশ করছেন, ও সব পক্ষ-পাতিত্ব।

বিকাশের মা বাবা যাতে মনঃক্ষুণ্ণ না হন ও সময়োচিত কাজ করার জন্য প্রধান শিক্ষক বললেন, "ছেলেমানুষ নারভাস্ হয়ে পড়েছে, ওর দোষ নেই, এখন অন্য কেউ গানটা গেয়ে দিক।" মালতী ডাকলেন মানসীকে— মধুময়ের বোন। সে অসঙ্কোচে গেয়ে দিল গানটী। সভাপতিকে ও ইন্দুমতীর প্রস্তর মূর্ত্তির গলায় যে মেয়েটীব মাল্যদান করার কথা ছিল তাকে বাদ দিয়ে সম্পাদককে কিছু খুসী করার জন্য কল্পনাকে ডাকা হ'ল। সে এসে মাল্যদান করল। আরম্ভ হ'ল আবৃত্তি। প্রথমেই

জুলিয়াস সিজার থেকে ব্রুটাসের উক্তির খানিকটা আবৃত্তি ক'রল মধুময়। কচ ও দেবযানী, কালিদাস ও মলিনা, লক্ষণ ও বিভীষণ, হামিদ ও পরেশ প্রভৃতি অনেক কিছু হল। মধুময়ের ইংরাজী উচ্চারণ শুনে সকলেই মুগ্ধ। আবৃত্তির পালা শেষ হলে পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হ'ল। মধুময় পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার প্রথম পুরস্কার, ইংরাজীতে সর্ব্বাধিক নম্বর পাওয়ার পুরস্কার, বিতর্কের জন্য প্রথম পুরস্কার, বাংলা রচনা প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার, আবৃত্তির জন্য প্রথম পুরস্কার, সর্ব্বাধিক দিন ক্লাশে উপস্থিতির জন্য পুরস্কার, সর্ব্বোপরি বিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সুদেহী ছাত্রের জন্য ডাঃ সিংহের দেওয়া "ইন্দুমতী স্বর্ণপদক" লাভ করল। প্রত্যেক বারই প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্বল্পকথায় মধুময়ের প্রশংসা করছিলেন। চারিদিকে মধুময়ের প্রশংসা শোনা যাচ্ছিল। মধুময়ের পুরস্কার গুলি মধুময়ের হাত থেকে বিকাশ নিচ্ছিল। জ্বলে মরছিল বিকাশের মা। দু'এক জন কিছু কিছু বক্তৃতাও করলেন।

ডাঃ সিংহ বললেন, যে মহীয়সী নারী তাঁর অমূল্য জীবন দিয়ে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন,—সেই স্বর্গতা ইন্দুময়ী দেবীর দেবর-পুত্র মধুময় তাঁর বিদ্যালয়ের সর্ব্বপেক্ষা ভাল ছাত্র রূপে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করল। তাঁর আত্মা আজ সত্যই তৃপ্তিলাভ করল। শ্রীমানের দীর্ঘজীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

সভাপতি মধুময়ের মুখশ্রী ও দেহসৌষ্ঠব দেখে পূর্ব্বেই আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি তাঁর ভাষণের পর মধুময়কে কাছে ডেকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। আর সকল ছাত্রকে মধুময়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বললেন। সভা ভঙ্গ হ'ল মালতীদেবীব বিদায সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে। সকলেই হৃষ্টমনে বাড়ী ফিরল। কেবল শুকতারা ডুবে গেল হিংসার ঘন কৃষ্ণ মেঘের আড়ালে। ঝড় আসন্ন। সুনন্দার সুখের ঘর ভগ্নোন্মুখ।

[আট]

পুরস্কার বিতরণী সভায় শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পারল না শুকতারা, গাত্রদাহ হ'ল। হিংসায় জ্বলছে, আর ভাবছে, চারিদিকে শুধু "মধুময়" আর

মধুময়। যেন মধুময়ের চেয়ে আর ভাল ছেলে হয় না। যাবতীয় পুরস্কার তাকেই দেওয়া হল? কেন, বিকাশ কি এতই খারাপ? তাকে সুযোগই দেওয়া হল না? যতসব পক্ষপাতীর দল। ঝুমা ও সোফিয়াকে নিয়ে রাগে গর গর করতে করতে বাড়ী এল।

সোজা নিজের ঘরে গিয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। ঝুমা পাশে গিয়ে বসল, সোফিয়া বাতাস করতে লাগল। মোটা মানুষ হাঁপিয়ে পড়েছে। দোজবরের স্ত্রী হয়ে এবাড়ীতে এসে অতিরিক্ত আরামে ও বিশ্রামে বিয়ের সময়কার দোহারা চেহারা এখন মেদ বহুল হয়ে গেছে, তাই নড়তে গেলেই কষ্ট হয়। তাই জিহ্বার খাটুনি বেড়েছে। এতবড় সংসার, যত সব পরগাছা বসে বসে অন্ন ধ্বংশ করছে। স্বামী কিছু দেখে না, তাই জমিদারীর কাজকর্ম্ম সবকিছুই তাঁকে দেখতে হয়।

কিছুক্ষণ মুখগুঁজে থাকার পর ঝুমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বলত দিদি, তবলা না হ'লে গান হয়? বিকাশ বিনা তবলায় গাইতে পারে না। বিকাশ কেন, কোন ভাল গায়কই গাইবে না। বিকাশ তবলার জন্য অপেক্ষা করছে, আর ওর কাছ থেকে হারমোনিয়ামটা কেড়ে নিল? আর গাইতে দিল কিনা মধুময়ের বোনকে?"

"কে বলত ওই মেয়েটা, হারমোনিয়াম সরিয়ে নিল? খুব স্পর্দ্ধা তো ওর,"। ঝুমা বলল।" ওগো, মেয়েদের গানের দিদিমণি, মালতী শুক বলল ওর এত সাহস। বিকাশকে বলল্ব কিনা ওর সঙ্গে গাইতে? আমার বিকাশ মেয়েমানুষের ত্রিসীমানায় যায় না, আর সে গাইবে মেয়ে মানুষের সঙ্গে গান? কী অপমান তাকে করেছে! একটা পুরস্কারও ওকে দিল না? রচনার পুরস্কারটা বিকাশেরই পাওয়া উচিৎ। মধুময় সেদিনও বলেছে, বিকাশ ওর চেয়ে ভাল রচনা লেখে। সম্পাদকের ছেলে বলে একটু ভয়ও করল না? ঝুমা রাগে মুখ ভঙ্গী করে বলল।

শুকতারা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "ভয় করবে কেন? অতো ম্যাদামারা সম্পাদক হ'লে কেউ ভয় করে নাকি? ডাঁট-ওয়ালা হ'লে দেখতে কত পুরস্কার বাড়ী ব'য়ে এসে দিত। আর দশবার সেলাম ঠুকতো। আজ বাড়ী আসুক ওর ভাল মানুষগিরি বার করে দেব, বিষ ঝাড়ব।"

ঝুমা বলল, আরও একটা অপমান করেছে, মালা দেওয়া একটা সামান্য কাজ, আর সেটা করালে কিনা সম্পাদকের মেয়ের দ্বারা ? কী দুঃসাহস ওদের।

শুকতারা বললে,—"শুধুকি তাই ? আমার মেয়ের দ্বারা মালা দেওয়াল কিনা আমার মরা সতীনের পাথুরে-গলায় ? যার নাম করলে পাপ হয় ;—গা রী-রী করে জ্বলে যায় ! পাঁড় মুখ্যু আনাড়ী জংলীর মেয়ে, মরেও শত্রুতা করছে আমার সঙ্গে। দাঁড়াও, ওর একটা ব্যবস্থা করতে হবে, সরাতে হবে ওটাকে ওখান থেকে। যেমন করেই হোক্। আর দেখে নেব ওই বুড়ো হেডমাষ্টারকে, আর ওই মালতীকে।"

ঝুমা বলল,—আগে যতীন আসুক, তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করতে হবে, তার হাতে লোক আছে—তবে খুব গোপনে।

ক্রোধ প্রতিশোধের একটা যে কোন পথ পেলেই সাময়িক শান্ত হয়।

এমন সময় যতীন দু'টী দারোয়ান সঙ্গে মহাল থেকে ফিরল। উপর থেকে দেখল উপরওয়ালারা, হাতে তারা আকাশের চাঁদ পেল। যতীন শুকতারার খুড়তুতো ভাই, ইউ, পি, স্কুলের মাষ্টার ছিল। যতীনের কাছে বসে দুই বোন দশমুখে একখানাকে শতখানা করে পরিচয় দিচ্ছে, যতীন যেন দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

যতীন ও নিজেকে একজন শক্তিমান ও বিচক্ষণ মনে করে মত প্রকাশ ক'রছিল, শেষে গম্ভীর মুখে বলল, আমি শীগ্‌গির এদেরকে শায়েস্তা ক'রে দিচ্ছি, শয়তান শাসন আমাকে করতেই হ'বে।

এমন সময় বিকাশ ও কল্পনা মধুময়ের যাবতীয় পুরস্কার নিয়ে সেখানে রাখল।

বিকাশ বলল, মা দেখ, মধুময় কতগুলো প্রাইজ পেয়েছে, আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল।

কল্পনা বলল, আর সবগুলোই ফার্ষ্ট্ প্রাইজ, কী গর্ব্ব তার।

যতীন সেগুলো একটা একটা ক'রে দেখছে ও পড়ছে।

শুকতারা বারুদে আগুন পড়ার মতো হয়ে বলল, "মধুময় পেয়েছে তা তোদের কী ? লক্ষ্মী ছাড়া বাঁদরের দল, মধুময় তোদের কে ? ফেলে দিয়ে আয়। পুরস্কার না তো ছাই, যত সব এক-চোখের দল।"

ঝুমা বলল শ্লেষ দিয়ে, ছোটগিন্নী বোধ হয় আমাদের সবাইকে লজ্জা দেবার জন্ম দেখতে পাঠিয়েছে নীচ থেকে,—কী অহংকার।

কল্পনা বলল, "কাকীমা মন্দিরে গেছে মধুদাকে নিয়ে, এখনও বাড়ী আসেনি, আর কাকিমাও এখনও এসব দেখেনি। আর মধুদা আমাদের দুজনকে এসব দিয়েছে।

যতীন বলল, ওকি কেউ দেয় নাকি? শুধু এখন দেখতে দিয়েছে ভাল ভাল পুরস্কার।

কমা বলল, ভাল না, ছাই। আমার ভাইরা কত ভাল ভাল পুরস্কার পেয়েছে, ঘর ভর্তি হয়ে রয়েছে।

ইন্দুমতী সোনার মেডেলটা হাতে করে যতীন বললে, এটা প্রায় এক ভরি সোনা হবে। এটা কে দিল?

শুকতারা বলল, সেই মর্কট ডাক্তারটা, মরার জায়গা পায় না, মরতে এখানে আসে জ্বালাতে। কেবল শোন, "ইন্দুমতী—ইন্দুমতী" ইন্দুমতী যেন ওর ছেলেদের মা ছিলো। মরে গেছে, তাই তার শোকে জলে মরছে। ব্যাটা যেন কখনও মেয়ে মানুষ দেখেনি। সামনে পায় তো ডাক্তারকে চিবিয়ে খায়, এমনি ভাব।

রচনা প্রতিযোগিতার প্রাইজটা হাতে নিয়ে যতীন বলল, "রচনায় বিকাশই ভাল, এটা মধুময়ের পাওয়া উচিৎ হয় নি। এটায় অবিচার হয়েছে।

তুই বলত যতীন, অবিচার হয়নি? শুকতারা বলল ভাইএর দিকে চেয়ে। ভাইএর পাণ্ডিত্যের উপর তার খুব আস্থা।

যতীন আবার বলল,—একশ বার বলব, অবিচার হয়েছে। সকলের সামনে বলতে পারি,—সে সময়ে আমি যে পৌছাতে পারলাম না তা হ'লে বুঝিয়ে দিতাম কতবড ধড়িবাজ হয়েছেন।

শুকতারা বলল,—তুই হেডমাষ্টারের সঙ্গে বলতে পারবি?

কেন পারব না? বাঘ নাকি? শুধু বলা? ঘাড় ধরে স্বীকার করাব পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। আসুক না আজ। যতীন লম্ফ ঝম্প দিয়ে বলতে লাগল॥

কি করে ক'রবি?

কেন, বিকাশ তো মধুময়ের চেয়েও ভাল রচনা লেখে, আর মধুময়ও তা স্বীকার করে, ছোঁড়াটা তো ভাল, ওর বাবা মা যত খারাপই হোক।

কাল রচনা প্রতিযোগিতার দিন। কালই পরীক্ষা হোক, আজই হেডমাষ্টারকে একথা জানাব। আর প্রতিযোগিতায় রচনার বিষয় ঠিক ক'রে দেব আমি। বোর্ডে লিখে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে। কাপড়টা তোলা মাত্র যা লেখা দেখবে ছেলেরা সেই বিষয়ে রচনা লিখবে। তা হ'লেই মধুময়ের বিদ্যে ধরা পড়বে। বিকাশ ফার্ষ্ট হ'বে নিশ্চয়, তখন আচ্ছা করে শিক্ষা দেব ঐ হেডমাষ্টারটাকে।

শুধু হেডমাষ্টারকে নয়,—সম্পাদককেও। কেন অমন কানাগোবোদা হেডমাষ্টার রাখে। বাড়ী আসুক, বিষ ঝাড়ব। শুকতারা বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলল।

যতীন মহাল থেকে ঘা খেয়ে এসেছে। প্রজারা তাকে চায় না, কেউ কেউ অপমানও করেছে। এই ভাবে চললে তাকে পাততাড়ি গোটাতে হ'বে, তাই জামাই বাবুকে হাতে রেখে মহালে নিয়ে প্রজা ঠাণ্ডা করতে হ'বে। তাঁকে চটালে চলবে না। প্রকাশ্যে বলল, না, আজ কিছু বলো না, মহালে খুব গোলযোগ, আমাকে কেউ খাজনা দিচ্ছে না। জয়ন্ত আদায় করছে তার আটআনা। প্রজারা তাই ব্যবস্থা করেছে।

শুকতারা গর্জ্জে উঠল, তাই নাকি? ওর আট আনা কিসের? ও তো এক আনাও পায় না। তবে তো আর একদিনও সহ্য করতে পারি না ওদেরকে। এ বাড়ী থেকে না তাড়ালে তো চলে না। এই তো জমিদারী, তা দু' ভাগ হলে আমার ছেলে মেয়ের চলবে কিসে? নাঃ এ কাঁটা তুলতেই হবে।

যতীন বললে, "দু'একটা দিন পরে, পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক্, একটা অছিলা চাইতো। জমিদারী খাওয়াচ্চি ওকে।

হাঁ সেই ভাল। সকলে মত দিল।

সোফিয়া বললে, "দিদি, ইন্দুমতীর মূর্ত্তিটা"........

শুকতারা বললে, আর দেখ যতীন, ইস্কুলের দালান থেকে মূর্তিটা দূর করতে হবে। আমি ঐ আপদ সহ্য করতে পারছিনা, খুব গোপনে কেউ যেন জানতে না পারে, তার জন্য দশবিশ টাকা খরচ হয় করো।

যতীন বলল, আগে প্রতিযোগীতাটা হ'য়ে যাক্। লোক কে দেখাই কি অন্যায় অবিচার আমাদের উপর করছে ছোট তরফ, আর তাদের ধামা ধরার দল।

এখন সন্ধ্যে সাতটা। হেডমাষ্টারমশায় বসন্ত বাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে গল্প করছেন, অন্য কোন বাজে গল্প নয়, ইস্কুলের কথা। মধুময় যাতে এবার ইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। তার স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার কথা, খাওয়া দাওয়ার কথা, তার পড়ার কথা প্রভৃতি।

ঝড়ের মত সেখানে গিযে শুকতারা বলল, "হেডমাষ্টার মশায়, আপনি কতদিন মাষ্টারী করছেন ? সারাজীবন নিশ্চয়"।

বৃদ্ধ হেডমাষ্টার হকচকিযে গেলেন। এমন প্রশ্ন জীবনে কোথাও শুনেন নি।

শুকতারা পুনরায বলল,—"মধুমযের চেযে কি আর ভাল ছেলে দেখেননি ? ক্ষেপে যাওযার মত হলেন যে,—"মধুময মধুময করে" .

প্রধান শিক্ষকের মুখ দেখে বোঝা গেল, তিনি ভিতরে বেশ চটেছেন, খুব আত্মসম্মান-জ্ঞানী তিনি।

বসন্তবাবু তা লক্ষ্য করে স্ত্রীকে ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

রাগে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে শুকতারা বলল, "কেন যাব, তুমি যদি মেয়ে মানুষ না হ'তে আমি বাইরে আসতুমনা। আজ সকলে মিলে একটা ষড়যন্ত্র পাকিযে আমাদেব অপমান ক'রল এই পুরস্কার বিতরণী সভায ফেলে।"

প্রধান শিক্ষক মহাশয স্তম্ভিত, কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না বিস্মিত ভাবে বললেন, কী বল্লে মা, তোমাদের অপমান করা হ'ল ? ভুল বুঝেছ, এত সম্মান পেযেছ,—স্বপ্নের অগোচর। যে সব বিশিষ্ট অতিথিরা এসেছিলেন, তাঁরা শতমুখে তোমাদের সুখ্যাতি করে গেছেন, বিশেষ করে মধুমযের।

মধুময়ের নাম শুনে আরও রেগে শুকতারা বলল, মধুময়ের সুখ্যাতিতে আমার কী এসে গেল ? সে আমার কে ? তার লেখা পড়া হ'ল আর না হ'ল তাতে আমার কী ?

এক্ষেত্রে আর কিছু বলার নেই চুপ করে রইলেন শিক্ষক, বুঝলেন সংসারে ভাঙ্গন ধরেছে।

শুকতারা বলল, "এই যে প্রাইজ দেওয়া হ'ল, এটা কি ঠিক বিচার করে দেওয়া হয়েছে ? বিকাশ কি একটাও পেতে পারত না ? এত খারাপ ও ?"

প্রধান শিক্ষক মহাশয় নির্ব্বাক, শুনছেন, উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করা যাবে না, তাই চুপ করে আছেন।

প্রতিপক্ষ চুপ ক'রে থাকলে শুকতারার রাগ বেড়ে যায়। বলল, আপনারা সব পক্ষপাতিত্ব ক'রে ফার্ষ্ট প্রাইজগুলো মধুময়কে দিয়েছেন।"

ইচ্ছা না থাকলেও প্রধান শিক্ষক উত্তর করলেন "মা, পরীক্ষার উত্তর পত্র-গুলো ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক দেখেছেন। তাদের বিচারে নম্বর দিয়েছেন। দুই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা মিলে সম্পাদক ও পরিচালক মণ্ডলীর সামনে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে আর এই প্রাইজগুলো স্থির করা হয়েছে, এতে পক্ষপাতিত্ব থাকবে কেন ? আর তাতে লাভ কী ? আমরা বরং তোমার স্কুলের শিক্ষক, তোমারই খাচ্চি, তোমার উপর অবিচার করব ?"

"তবে বিকাশের কাছ থেকে হারমোনিয়াম কেড়ে নেওয়া হ'ল কেন ? বিকাশ তবলার জন্য অপেক্ষা করছিল।"

ওটাতো তবলার গান নয় মা, ওকে অনেক সুযোগ দেওয়া হ'ল, কিছুতে যখন পারল না হৈ চৈ হচ্ছে দেখে অন্য লোক আর কেউ নয়, তোমারই বাড়ীর মেয়ে মানসী গাইল।"

সুনন্দা সব শুনছে পাশের ঘর থেকে।

এমন সময় যতীন বলল, "আমি ছিলাম না, তবে রচনার পুরস্কারটা বিকাশের পাওয়া উচিৎ ছিল। রচনা ও খুব ভাল লেখে, এখানটায় খুব অবিচার হয়েছে বলে মনে হয়।

রুমা বলল, মনে হয় আবার কী ? নিশ্চয় হয়েছে। লাখবার হয়েছে।

বসন্তবাবুর অসহ্য হচ্ছিল, আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। বললেন না পেলে কি জোর ক'রে দিতে হবে নাকি ?

রুমা বলল, তাও দিতে হয়, ওর মধ্যে ব্যবস্থা করে। সম্পাদকের ছেলে নয় ? সব জায়গায় আইন খাটালে চলে না।

শিক্ষক মহাশয় বললেন, "আমি এটা জানতাম না। যাক্ কাল রচনা প্রতিযোগীতার দিন আছে, কাল রচনার পরীক্ষা হোক্। আমি একটা

রচনার বিষয় বাংলার মাষ্টার মশায়কে ঠিক করে রাখতে বলব। আর রচনার প্রাইজটা মধুময়ের কাছ থেকে ফেরৎ নিলে হবে। কাল আপনারা সকলেই থাকবেন, বিজয়ী ছাত্রকে ওই পুরস্কারটাই দেওয়া হ'বে। অধ্যক্ষ মহাশয় এখনও আছেন, তাঁকে কালকে থাকতে অনুরোধ করি।”

যতীন বলল, “যে পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে, ওটা আর ফিরিয়ে নিয়ে কাজ নেই, আর একটা দেওয়া হোক্। আর দেখুন, রচনার বিষয়টা আমি স্থির করব। প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে হলের বোর্ডে লিখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখব,—সকলে ব'সলে কাপড় তুলে দেওয়া হবে। তিরিশ মিনিট সময়—পঁচিশ নম্বর।

প্রধান শিক্ষক বললেন, “বেশ তাই ভালো।”

সুনন্দা এতক্ষণ সব শুনছিল, এখন আস্তে আস্তে দরজার পাশ থেকে বলল, “মাষ্টার মশায়, মধুময় কাল এই পরীক্ষা দেবে না। আপনি মাপ করুণ। ওর ক্ষতি হবে। ঐ প্রাইজটা না হয় ফেরৎ দিচ্ছি।”

যতীন ফস্ করে বলে ফেলল, “দেখলেন তো, ভয় পেয়েছে, আমি বুঝি কিছু কিছু। অবিচার নাকি হয় নি?”

সুনন্দা কি ক্ষতির কথা বলেছে প্রধান শিক্ষক তা বুঝতে পারলেন না। দরজার দিকে ফিরে বললেন, “পরীক্ষার ভয় কেন কর মা? দু'দিন পরে ওরা সেণ্টারে পরীক্ষা দেবে তার আগে যত পরীক্ষায় বসবে, ততই ওদের ভয় ভাঙ্গবে। এতে ভাল ছাড়া খারাপ হয় না। তা'ছাড়া আমরা ভিন্ গাঁয়ের শিক্ষকেরা পক্ষপাতী হয়ে যাচ্ছি যে মা। দেখা যাক না, কি হ'য? এখন উঠি বাত হয়েছে।”

ব্যথা নিয়ে প্রধান শিক্ষক চলে গেলেন।

তিনভাই বোনে উপরে গেল।

শুকতারা যতীনকে বলল, “হ্যাঁরে যতীন, ও পার্ব্বে তো?”

যতীন বলল, “দেখ না, আমি কি করি। রচনার বিষয় ঠিক করেছি—“একটি মাছির আত্মকাহিনী”। আমি সারা রাত ওকে মুখস্ত করাব, আমার লেখা আছে, তোমরা এখন যাও, আমি ওকে নিয়ে বসি। চালাকী না করলে কেউ বড় হতে পারে না। এই ঘরে আমাদের খাবার দিয়ে যেও।”

"আচ্ছা তুই ভাই লেগে যা কাজে," শুক বলল ও দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

যতীন খুঁজে খুঁজে একটা খাতা বা'র করল, বাড়ী থেকে আনা কাগজ পত্রাদির মধ্য থেকে। রচনাটা বার করে বলল, "পড় এটা, একেবারে মুখস্থ করে ফেল। কাল রচনা প্রতিযোগীতায় এটাই থাকবে। তোকে ফাষ্ট হতেই হবে।"

"আচ্ছা" বলে পড়তে লাগল বিকাশ, "আমরা মাছি, আমাদের ছ'খানা পা, তার মধ্যে সামনের দু'খানি হাত। আমরা মাছি, আমাদের ছ'খানা পা, তারমধ্যে সামনের দুখানি হাত। ভীষণ দুলছে আর পড়ছে।

দেখতে দেখতে রাত্রি দশটা বাজল। নিজে খাবার নিয়ে এল শুকতারা, দেখল ছেলে ভীষণ পড়ছে। যতীন পাশের খাটে ঢুলছে। দরজার শব্দ শুনেই বলল, " তার পরে ?"

বিকাশ পড়ে, "আমরা সামনের হাত দিযে খাই, আমরা সামনের হাত দিয়ে খাই।"

শুকতারা বলল. "আগে খেযেই নাও তোমরা।"

বিকাশ মাকে দেখে আরও মন দিযে পডতে লাগল, "আমরা পা দিয়ে হাঁটি ও পাখা দিয়ে উডি।"

শুকতারা খেয়ে পডতে বলল, কিন্তু বিকাশ বলল, "মা, তুমি যাও, আর একটু পরে খাব।"

"বেশ তাই, আজ রাতে ঘুমিও না, যদি খুব ঘুম লাগে মামার খাটে অল্প একটু শুয়ে নিও।"

শুকতারা দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে যতীন বলল, "আয বিকাশ, খেযে নেই, তার পর খেয়ে পডবি সমস্ত রাত।"

খেয়ে নিল দু'জনে। বিকাশ পুনরায় পড়া আরম্ভ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাত-ঘুম এসে ভর করল দুজনকে। যতীন ঘুমাচ্ছে, বিকাশ পড়ছে,—

আমরা পা দিয়ে হাঁটি, পাখা দিয়ে উড়ি,—আমরা পা দিয়ে হাঁটি, পাখা দিয়ে উড়ি—ও মামা, ঘুমিও না, আমার ভয় করে।

মামা একটু বসার মত ভাব দেখিয়ে বলে, "নে পড়''।

বিকাশ আবার পড়ে, আমরা পা দিয়ে উড়ি পাখা দিয়ে হাঁটি, আমরা পা দিয়ে উড়ি, পাখা দিয়ে হাটি।

ঘুমের ঘোরে ভুল হয়ে যাচ্ছে।

এইরূপে তন্দ্রা নিদ্রা জাগরনে রাত্রি অবশেষে চম্পট দিল পা দিয়ে উড়ে ও পাখা দিয়ে হেঁটে।

সকাল থেকে বিকাশকে মধুময়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হ'ল না, এক রকম নজর বন্দী রাখা হয়েছে, জানি কি, সে ছেলে মানুষ। যদি সে রচনাটা মধুময কে বলে দেয়। আজ তাদের মানসম্ভ্রম সব কিছু ওর উপর নির্ভর করছে। বিকাশের বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তার মন, মেজাজ ও পেট ভাল থাকে, দোতলার ঘরে বসে দুই বোনে বুকভরা স্নেহ, ক্ষীর করে খাওয়াল। ষ্টোভে খাবার তৈরী হল। প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ তার মাথায় দিল। তাদের আশা, বিকাশ আজ প্রকাশ হবে পূর্ণচন্দ্রের মত সগৌরবে; আর খদ্যোতেরা লজ্জায় মুখ লুকাবে ঝোপে, ঝাড়ে, আঁধারে।

আব মধুময়? পাচকের দেওয়া আধসিদ্ধ ডাল ভাত আর একটু তরকারী খেয়েই ছুটল। তার মা আজ পূজার ঘরে সকাল থেকে,—পুত্রের মঙ্গল কামনা করছেন দেবীর পায়ে। শক্তির কাছে শক্তি, কল্যাণীর কাছে কল্যাণ ভিক্ষা করছেন।

তিনি ভালই জানেন, দেবতার বা গুরুর কৃপা ভিন্ন কেউ অভীষ্ট লাভ করতে পারে না, সুখী হয় না, শান্তি পায় না। মানুষ ছায়াবাজীর পুতুল, বাজীকরণ না নাচালে তার নাচার কেন, নড়ারও শক্তি নেই। আর গুরুকৃপা লাভ করতে হ'য় অকুণ্ঠ ভক্তি দিয়ে, ঐ একটি বস্তুই আছে যা দেবতা গ্রহণ করেন। তাছাড়া ঐসব ভক্তিহীন ষোড়শোপচার? ভস্মে ঘি ঢালা।

[নয়]

পবিত্র শান্ত পরিবেশ, দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ভবন পূর্ণ হ'ল। সাড়ে দশটা বাজতে চললো। সভাপতি, বিচারক, জ্ঞানী-গুণী, বহুসজ্জন, শিক্ষক শিক্ষিকা, সম্পাদক, ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ স্থানে বসেছেন। শুকতারা ও

তাঁর ভগ্নি পূর্ব্বেই এসেছেন। সাড়ে দশটায় পরীক্ষা হওয়ার কথা। মাত্র একমিনিট বাকী। সকলেই এসেছে, কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড করা, আজ যার অগ্নি পরীক্ষা এবং তার সঙ্গে শিক্ষক-মণ্ডলীর মান-সম্মান রক্ষা, সেই মধুময় এখনো আসেনি। প্রধান শিক্ষক চিন্তিত, তাঁর মুখ শুষ্ক। ভাবছেন কাল তার মা পরীক্ষা না দেওয়ার কথা বলেছিলেন, হয়ত সেজন্য এল না।

যতীন বলল, দেখুন মাষ্টার মশায়, মধুময়ের জন্য পরীক্ষা দেরীতে আরম্ভ করা বা বন্ধ করা চলবে না। দেখুন মাত্র এক মিনিট বাকী।

হেড মাষ্টার মহাশয় বললেন, সভাপতি যা করবেন তাই হ'বে, আমার বলার কিছু নেই।

সভাপতি বললেন, এখনও তিন মিনিট বাকী। নিজের ঘড়ি দেখলেন। পরে বললেন, দরকার পরীক্ষা হওয়ার। এখানে জেদাজেদি বা আইনের কচকচি আনা উচিৎ হবে না। কি একটা অসুবিধায় সে পড়েছে নিশ্চয়ই।

রমা দাঁড়িয়ে বলল, এটা কি পক্ষপাতিত্ব না ?

না, কিছুতেই না. আপনারা কি বিনা পরীক্ষায় জয় চান ? সভাপতি বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন।

যতীন বলল, না তা চা'বো কেন ? তবে তার জন্যে পরীক্ষা পিছুবে না ব বন্ধ থাকবে না।

সকলেই রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে অধীর আগ্রহে।

এদিকে সকালে উঠেই বড়গিন্নী পাচককে টিপে দিয়েছে, মধুময়কে দেরী করে ভাত দিতে, তাই পাচকও ভাত দেয় দেরীতে ; তাও আধসিদ্ধ ডালভাত। দুর্জ্জনকে সবাই মান্য করে। একালের ধর্ম্ম। মধুময় তাই নাকে মুখে গুজে মাকে প্রণাম করতে মন্দিরে যায়—এটা তার নিত্য অভ্যাস ; মা তখন পূজায় ডাকতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করে মাকে পেল, দেবীকে ও মাকে প্রণাম করে আসতে দেরী হয়েছে তার।

সকলের আগে হামিদ দেখতে পায়, বলল, "ঐ যে আসছে।"

সকলেই দাঁড়িয়ে দেখে বলল, "ঐযে আসছে, খুব হৈ-চৈ হ'ল—

সকলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, কেবল তিনজনের মুখ ছাইএর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাবল, আপদ এসে গেছে, না এলেই ভাল হ'ত।

যতীন বোর্ডের আবরণ তুলে দিল। ছেলেরা দেখল লেখা আছে, "মাছির আত্মকাহিনী।"

সকলেই লিখতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ ক'রে বিকাশ। কারণ সে সারা রাত যতীন মামার তত্ত্বাবধানে এই রচনাটী মুখস্থ করেছে। কেবল মধুময় কলম হাতে নিয়ে বসে আছে, চিন্তিত মুখে।

যতীনের দলের খুব আনন্দ। বাজিমাৎ করবে আজ বিকাশ। ঐ বড় কাপটি বিকাশের ভাগ্যে নাচছে। মহা হৈ হৈ, রৈ রৈ করে, তারা মধুময় ও পক্ষপাতী মাষ্টারগুলোর মুখ পুড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে।

মধুময়ের ভাব দেখে শিক্ষকবৃন্দ চিন্তাকুল। প্রধান শিক্ষক ভাবলেন, মধুময় নিশ্চয় ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু সাহস দেওয়ার উপায় নেই,—একেই তাঁরা পক্ষপাতী। পাঁচ মিনিট গত। দেওয়ালের ঘড়িতে ১০-৩৭। তু'মিনিট ফাষ্ট যাচ্ছে।

এইবার মধুময় কলম খুলল। আরম্ভ করল লিখতে, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, একাগ্র মনে "গণেশের কলমের" মত চালাচ্ছে। কী পরিষ্কার লেখা, যেন মুক্তা সাজাচ্ছে।

বিকাশ প্রথম প্রথম জোর লিখেছে, এখন ভাবছে, কখনও ঝিমোচ্ছে, হাঁই তুলছে, ওই রকম। যতীন একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে। ভাবল, মুখস্থ জিনিষ টপ করে লেখা হ'য়ে গেছে ওর। অন্যান্য ছেলেরা কতক কতক লিখছে।

যতীন আর সহ্য করতে পারছে না বিকাশের এই সময় নষ্ট করা। আরও লিখুক। ঘড়ির কাঁটা তুইটার কৌণিক পরিমাণ ক্রমেই কমছে।

এগারটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী ; চার, তিন, তুই,—মধুময় এসে খাতা রাখল, সভাপতির টেবিলে প্রথম। তারপরে আর আর ছেলেরা।

যতীনের মনে খুব বিশ্বাস, বিকাশের রচনা উৎকৃষ্ট হবে, কারণ সেটা তারই রচিত রচনা। তাই প্রস্তাব দিল, "যার খাতা সেই পড়ুক," সভাপতি মহাশয় বিচারক ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী শুনতে পাবেন ও তাঁরা বুঝতে পারবেন কোনটা উৎকৃষ্ট।"

সভাপতিও তাতে রাজী হলেন।

নাম ডাকা হতে লাগল উপর থেকেই, এক মিনিট, দেড় মিনিট লাগতে লাগল প্রত্যেকের খাতায়। এবার বিকাশ পড়ছে ;—

"আমরা মাছি, আমাদের দু'খানা পা, তার মধ্যে সামনের দু'খানি হাত,....

শ্রোতৃ-মণ্ডলী, বিশেষ করে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল, "পা আবার হাত হয় নাকি ? চেঁচিয়ে বলল একজন।

যতীন তাড়াদিল, চুপ কর, তোমরা কী বুঝবে, মূর্খের দল।

আবার হাসি। প্রধান শিক্ষক একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমরা চুপ কর, নচেৎ আমরা সভার কাজ করতে পারি না। সকলে নিস্তব্ধ হ'ল।

বিকাশ পড়ছে, "আমরা সামনের হাত দিয়ে খাই, আমরা গিলে খাই তাই ডিম পাড়ি ; আমরা পা দিয়ে উড়ি ও পাখা দিয়ে হাঁটি ; রাত্তিরের ভাত-ঘুমের সেই ভুল রয়ে গেছে। সভা আবার ভেঙ্গে পড়ল হাসিতে। শিক্ষক মহাশয় আবার তাড়া দিলেন। যাই হোক এই ধরণের লেখা। মামার লিখিত রচনা, বিকাশ পড়া শেষ করল,—দু'তিন মিনিটে। এবার ডাক পড়ল মধু-ময়ের। দর্শক মণ্ডলীর প্রায় সকলে করতালি ধ্বনি করল। একটা নবম শ্রেণীর ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মধুরেণ সমাপয়েৎ।"

সহকারী প্রধান শিক্ষক বললেন না শুনেই মন্তব্য করছ ? ঠাণ্ডা হও।

আর একটি ছেলে বলল, ও আর শুনতে হবে না স্যার, শোনা আছে, অমৃত।

মধুময় খাতা হাতে উঠে দাঁড়াল, আধ মিনিট চোখ বুজিয়ে কী যেন বলল, তারপর ধীরে উদাত্ত স্বরে পড়তে আরম্ভ করল। শিরোনামা প্রথমে পড়ল। মানুষ ভাই,—

আমার আত্মকথা শুনবে ? আমি অতি ঘৃণ্য নিকৃষ্ট জীব, আর তোমরা শ্রেষ্ঠমানব। নিকৃষ্টের কাছে শ্রেষ্ঠের কী প্রয়োজন থাকতে পারে ? তবে যখন শুনতে চাও, বলি।

জগন্মাতার আমি তোমাদের মতই মানব সন্তান ছিলাম। কোন একটি অন্যায় কাজ করায় মা আমাকে "ছি ছি" করতে লাগলেন। মায়ের মনে আঘাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারার রূপান্তর হল,—যেমন তোমরা আজ আমায় দেখছ। মা "ছি" করাতে জগৎ আমাকে সেদিন থেকে "মাছি" বলে উপহাস করতে লাগল। হায়! আমার অজ্ঞান কৃত অপরাধের জন্য এমন কঠোর শাস্তি। আমারও তো রক্ত-মাংসের শরীর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের আমিও তো দাস, তাই ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে আমিও

মায়ের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, "আমিও তোমার মানব সন্তানদের মারাত্মক চিরশত্রু হয়ে রইলাম। কোন অস্ত্রের দ্বারা নয়, বিষ খাইয়ে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব, অথচ তারা জানতেও পারবে না। হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র এমন কি ক্রূর সর্পকেও তারা বশ করতে এবং তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, কিন্তু আমার হাতে তাদের নিস্তার নেই। মাতৃ সমক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা আমি আজও ভুলিনি। তাই অতি নিরীহ গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে মানুষের অন্নদাস হ'য়ে তাকে প্রতি নিয়তই ধ্বংস করে যাচ্ছি।

জন্ম আমার অতি নিকৃষ্ট স্থানে, দূষিত দুর্গন্ধময় পচা ডোবা ও নর্দ্দমার মধ্যে। তোমাদের মত আভিজাত্য আমার নাই, থাকবে কোথা থেকে? পূতিগন্ধ সমাচ্ছন্ন জঘন্যস্থানে আমার জন্ম, জন্ম যার নরকে, কর্ম্ম তার নারকীয়।

জন্মাই আমরা হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। তোমরাই আমাদের "রক্ত-বীজের বংশ" বলে গালি দাও। প্রথমে হই শ্বেতকায় ডিম, তিন কি চারদিন পরে আমাদের আকার হয় কতকটা লম্বা ও ফিকে রংএর, তখন হই শুককীট। আরও পাঁচ ছয়দিন পরে হই কালচে রংএর, মূককীট; তারও দুই তিন দিন পরে হই পূর্ণাঙ্গ মাছি।

তখন থেকে আরম্ভ হয় আমাদের কর্ম্মের সূচনা। যে কর্ম্ম আমি করি, তা অতি অন্যায়, হিংসাত্মক। হিংসার মত মহাপাপ আর নাই। হিংসায় আত্মোন্নতি হয় না, আত্মাবনতি হয়। দেখ, আমি সব বুঝি, সব জানি, আমি জ্ঞান-পাপী। বুঝেও এ অন্যায় হতে বিরত হতে পারি না। অন্যায় করতে করতে এমন অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি যে অন্যায়কে আর অন্যায় বলে মনেই হয় না। বিবেকের অনুশাসন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, অনুশোচনা আর দীর্ঘশ্বাস আনে না। ঠিক জহ্লাদের অবস্থা, ফাঁসির দড়ি টানতে টানতে আর তার দ্বিধা হয় না।

আমি কি খাই জান? আমি সর্ব্বভুক। ক্ষীর, ছানা, কালিয়া, পোলাও, আম, কাঁঠাল থেকে আরম্ভ করে পচা জানোয়ারের মাংসাস্থি ও নর্দ্দমার দূষিত গ্যাসজল এমনকি বিষ্ঠা পর্য্যন্ত। কলেরা রোগীর মল ও বমি, যক্ষারোগীর থুথু, গয়ার, বসন্ত রোগীর গুটিকায় ও ক্ষতে, যার যেখানে ক্ষত দেখি পূঁজ ও রক্তের লোভে ছুটে যাই। যে সব বিষ আমি হজম করি, তোমরা তার

অণুমাত্র নিয়ে একদিনও বাঁচতে পার না। তবু আমি নীলকণ্ঠ নই। এই জন্যই তোমরা পরছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিকে মক্ষিকা বৃত্তির লোক বল।

যে সব জিনিষ আমি খাই সঙ্গে সঙ্গে তাতে মলত্যাগ করি মিনিটে কুড়ি পঁচিশ বার। আমরা তোমাদের খাদ্যে যে মলত্যাগ ও বমি করি তোমরা খালি চোখে তা' দেখতে পাও না। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের নবজাত বংশ-ধরের দুধে মিশিয়ে দিয়ে যাই কলেরা রোগের বীজাণু, সঙ্গে সঙ্গে স্নেহের দুলাল, একমাত্র বংশধর শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করে তার মায়ের কোলে। নব বিবাহিত স্বামীর ভোজ্যে মিশিয়ে দিই যক্ষা রোগীর থুথু গয়ার ; ফলে, সুন্দর সুঠাম দেহ হয়ে আসতে থাকে শীর্ণ কঙ্কাল। দুনিয়ায় তার সব কিছু থাকতেও সে পরিত্যক্ত হাঁসপাতালের নির্জন প্রকোষ্ঠে। দিন কতকপরে সে নেয় চিরবিদায়। সীমন্তিনীর সিঁথির সিঁদুর দেই মুছে, তার নারীত্বের মাতৃত্বের সকল আকুতি করে দেই ব্যর্থ। বিড়ম্বনা হয় তার একমাত্র সম্বল। ধনীর দুলালী হয় পথের কাঙ্গালিনী। এই তো আমার কাজ, এতেই শান্তি, এতেই তৃপ্তি, সুখ ও আনন্দ।

প্রতিহিংসায় হয়েছি আমি অন্ধ, আমি দুর্দান্ত, আমি উন্মাদ, আমি সৃষ্টি-কর্ত্তার বিরুদ্ধে করেছি বিদ্রোহ-ঘোষণা। তোমাদের কবি বলেছেন,—

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি"

হ্যাঁ, সে কথা ঠিক, তোমাদের ঘরে আমিই মারী, তাই নিত্য আমি আনি মহামারী,

"আমি শয়তান,—

বিশ্বের সৌন্দর্য্য-ধ্বংশে নিত্য চলে মোর অভিযান"।

তোমরা বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারে তোমাদের কতই না বাহাদুরী। আমি সৃষ্টি করি, কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষা, বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি, আর তোমরা আবিষ্কার কর পেনিসিলিন ষ্ট্রেপটোমাইসিন ষ্টিভামিন ইত্যাদি। কিন্তু কতটুকু প্রতিকার পাও এতে তোমরা? ঔষধ নির্ব্বাচনের ভুলে কতই না লোকের জীবন যায়।

তোমাদের মধ্যে আজ কাল কারও কারও মস্তিষ্কে গজিয়েছে মাছি ধ্বংসের কথা। আবিষ্কৃত হয়েছে ইতিমধ্যে ফিনাইল, ডিডিটি স্প্রে ইত্যাদি।

কিন্তু জেনো, ওগুলো কিছু না, আমরা চিরদিন যে গন্ধে অভ্যস্ত ওগুলোর গন্ধ তা থেকে কতকটা পৃথক বলে প্রথমে আমাদের অসহ্য লেগেছিল, কেউ কেউ শ্বাসরোধে মারাও গেছিল। কিন্তু আর ভয় পাইনা। বুঝে নিয়েছি তোমাদের ধাপ্পাবাজি।

পৃথিবী আর এক মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় কাঁপছে। ভগবান না করুন, যদি একান্তই বাধে, হাইড্রোজেন বা আণবিক বোমার হাত থেকে মাছিকুল বাঁচলেও বাঁচতে পারে কিন্তু মানব কুল যে নির্ম্মূল হবে তা আমি হলপ করে বলতে পারি।

—আমি সেইদিন হ'ব শান্ত,—

মানুষ যেদিন হইবে আপনি মানবের কৃতান্ত॥

তবে জন্ম-বিবর্ত্তনের ফলে যদি কোন দিন আবার তোমাদের মত মানুষ হ'তে পারি তখন আরম্ভ হবে আমার জীবনের নব অধ্যায়। কিন্তু আপাততঃ সে জীবন সুদূর পরাহত। এই আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পাঠ শেষ করল মধুময়, নমস্কার জানাল সবাইকে।

জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল,—পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করতালি দ্বারা গগন বিদীর্ণ করতে লাগল। শব্দ থামল, সকলের দৃষ্টি মধুময়ের উপর। অধ্যক্ষ ডাকলেন তাকে, মধুময় এসে দাঁড়াল, যেন নম্রতার প্রতিমূর্ত্তি; বিচারক সব খাতাগুলিতে নম্বর দিলেন, তুই—তিন, চার। বিকাশ পেল, তুই। আর মধুময় পেল চব্বিশ, একটা নম্বর দিলেন না; কিন্তু লিখলেন এর চেয়ে ভাল রচনা এই সময়ের মধ্যে তিনিও লিখতে পারেন না। তিনি মধুময়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, আর ঠিকানা দিয়ে বললেন, পাশ করে যখন কলকাতায় পড়তে যাবে তখন অবশ্য অবশ্য আমায় সঙ্গে দেখা করবে তোমার মত ছেলেকে আমি সাহায্য করব, যে ভাবে পারি। এ জীবনে অনেক ভাল ছেলে দেখেছি, কিন্তু……সামনে আর সুখ্যাতি করলেন না। "দীর্ঘজীবি হও" বলে আশীর্ব্বাদ করে সেই বড় কাপটি তার হাতে দিলেন বিচারক।

সকলেই জয়ধ্বনি দিতে লাগল মধুময়ের।

বিকাশকে ডাকল তার মা, সে মধুময়ের কাপ নিতে যাচ্ছিল। তারা বিকাশকে নিয়ে অন্য পথে বাড়ী গেলো।

হু' একটা ছেলে বিকাশ ও যতীনকে শুনিয়ে বলল, "চল, এবার আমরা পা দিয়ে উড়ি আর পাখা দিয়ে হাঁটি। সভা ভেঙ্গে গেছে।"

সকলে উচ্চ হাস্য করে চলে গেল। যতীন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে রাখল ওদেরকে, যদি দিন পায়,—

এই নির্লজ্জ ব্যাপারে সম্পাদক বসন্ত বাবু একেবারে মরমে মরে গেলেন, অপমান তাঁর বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল। আর পদে পদে অপমানিত হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে, তাও গোপনে ঘরের কোণে নয়, প্রকাশ্য সভা সমিতিতে দেশ বিদেশের লোকের সামনে।

[দশ]

আত্ম-সম্মান-জ্ঞানহীন মানুষ,—অমানুষ। বসন্তবাবু একজন মানুষের মত মানুষ বলে আপামর সাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ভক্তি পেয়ে এসেছেন এতদিন। আজ তাঁর জমার খাতায় হাত পড়েছে। কিসে কি হচ্ছে, লোকে তো ভিতরের ব্যাপার জানে না ; তারা ভাবছে, নিজ পুত্রের ব্যর্থতায় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মধুময়ের সৌভাগ্যে বড় বাবুর ঈর্ষা হচ্ছে। বসন্তবাবু যে এটা একেবারে বুঝছেন না, তা নয়, কিন্তু তার হয়েছে ত্রিশঙ্কুরের "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। বিবাহের পরদিনেই বৌ-পরিচয়ের সময়ে শুকতারা তারা ঠিকরে দিয়ে বসন্তকে দিশেহারা করে দিয়েছে ; তাই সেদিন থেকে তাঁর দাপট ক্রমশঃ শিথিল হচ্ছে। তাঁর জ্ঞান-বিবেক হচ্ছে অস্বচ্ছ। যেন কোন দানবীয় শক্তি তাঁর ক্ষুদ্র শক্তিকে হরণ করে কুক্ষিগত করছে।

তিনি আজকাল রীতিমত ভয় করেন তাঁর স্ত্রী ও তার দলবলকে। শুধু তাঁর বংশের সুনাম ও নিজের ক্ষয়িষ্ণু সম্ভ্রমকে রক্ষা করতে তিনি ঘরের কেলেঙ্কারী চেপে রেখেছেন।

তিনি কাপুরুষ নন, দৃঢ় হ'তে পারেন ইচ্ছা করলে ;—কিন্তু তা'তে ফল হ'বে আরও খারাপ ; কেলেঙ্কারী হ'বে আরও সুদূরপ্রসারী, আহত সিংহিনী

আরও ভয়ঙ্করী। তাই সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর হাতে আত্ম-সমর্পণ করে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

সকলকে বিদায়-আদায় দিয়ে সম্পাদকের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করে বাড়ী ফিরতে অনেকটা দেরী হ'ল।

তিক্তমনে বাড়ী ফিরে উপরের ঘরে গেলেন, দেখলেন, গোলটেবিল বৈঠক চল্‌ছে। জামা খুলছেন তিনি।

যতীন বলল, "জামাইবাবু, ছোটবাবু তো মহালে আগুন জ্বালাচ্ছেন,—তিনি আট আনা অংশের খাজনা তাঁর নামের চেক দিয়ে আদায় করছেন। কতক কতক নায়েব তাঁর বাধ্য হয়েছে। প্রজারা আমার কাছে খাজনা দেবে না,—মিটিং করছে—সেটা অবশ্য জয়ন্ত বাবুর উস্কানিতে। এখন কি করা যাবে, বলুন, লাটের কিস্তির মুখ।"

বড়বাবু বললেন, "তোমরা সকলে একটা যুক্তি বাৎলাও, দেখ কী করলে ভাল হয়।"

"তুমি বুঝছনা যতীন, উনি এ সব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আর থাকবেন না, কারণ ওঁর ভাই এখন দেখা-শুনা করছে, তোমায় তাড়িয়েছে, ওঁর মনের আশা পূর্ণ হয়েছে। আমার বিকাশ পথে বসুক আর ওঁর মধুময় রাজা হোক্, এই তো চান। তুমিও দিদি কাল চলে যাও, আমি দু'চার দিন পরে যাচ্ছি, বাবাকে বলো। বেশ গরম ভাবে ঝাড়লো শুকতারা।

বসন্ত বাবু নিরুত্তর। ভাবলেন, কথা বললেই এখন বিপদ। ওরা প্ল্যান ক'রে বসে আছে, "বোবার শত্রু নেই" এই ভাব নিলেন।

শুকতারা পুনরায় বলল, "উনি এখন ইন্দুমতীর স্বর্গে বাতি দিচ্ছেন। তার পরকাল আর ভাই-এর ইহকাল যাতে সুখের হয়, তার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। আর কোন দিকে দেখার ওঁর সময় নেই।

রুমা বলল, "বসন্ত, এগুলো কিন্তু ভাল করছনা, পরে পস্তাবে। এখনও নিজের গণ্ডা বুঝে না ও। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হবেই একদিন। জয়ন্ত চালাক, সে বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে, তুমি পথে বসবে। তোমার তো বয়েস হচ্ছে, মরলেই ফরসা। তোমার স্ত্রী বাচ্চা দু'টোর হাত ধরে কার দোরে গিয়ে দাঁড়াবে? ওই জালিয়াত ভাই,

আর চালিয়াৎ ভাই-বউ, তখন শিয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবে। এ আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। আর চারিদিকে এইসব ঘটছে। এখনও হুঁসিয়ার হও, ভাইকে অত বাড়তে দিও না। আজি তাড়াও এ বাড়ী থেকে।”

শুকতারা গর্জ্জে উঠে বললে, “আরে, ও ভাই কিসের? ও ভাই নাকি? পালিত ভাই।”

যতীন বললে, “তাই নাকি? তা' এতদিন বলোনি কেন? তা হ'লে ও খাজনা আদায় করে কেন? আপনি মহালে মহালে গিয়ে প্রজাদের জানিয়ে দিন এই কথা। আর আমি ষোল-আনা ষ্টেটের ম্যানেজার এটাও বলে দিন। তারপব আর সব ব্যবস্থা আমি কবব। এখন ইস্কুলেব বাতিক ছাড়ুন, জযন্তবাবু ও দিকে ফাঁক কবে দিচ্ছে। ইস্কুল করলেন আপনি, আর মজা লুটছে জযন্তবাবুর ছেলে। দেশে দেশে তার নাম করছে, আর আপনি বদনাম কুড়াচ্ছেন। আমাব লেখা রচনা আমার ভাগ্নে পড়েছে, আর ছোটলোক ব্যাটারা কিনা উঠে বাধা দেয, ভুল ধবে? হাবামজাদা ব্যাটারা জানে না, ওটা কার লেখা?

বসন্ত আব থাকতে পাবলেন না। বললেন, “তোমাবা ভাই বোনে মিলে আমাকে আর ডুবিও না। ওই ছাই বচনা, কেউ প্রতিযোগিতায পড়ে? যেখানে অত বড বড লোক বযেছেন? আব ওটা তোমার লেখা রচনা বলা উচিৎ ছিল।”

যতীন রাগত ভাবে বলল, “ও রচনা বোঝার লোক ওখানে একজনও ছিল না, আর এই মুখ্যুব দেশে একটাও নেই।”

বসন্ত বললেন, “হ্যাঁ, যে দেশে পা দিযে উড়ে আর পাখা দিযে হাঁটে, সেই পণ্ডিতের দেশে ও বচনা ফার্ষ্ট প্রাইজ পাবে।”

এই শ্লেষে শুকতারা একেবারে ক্ষিপ্তা হযে উঠলেন, ঝাঁঝাল গলায় বলল, “তুই ও তো কম মুখ্যু নয, উলুবনে গেছিস মুক্তো ছড়াতে? দশবারে যে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে না, সে ওর মর্ম্ম কী বুঝবে?

উপরে আসার অধিকার নেই, সুনন্দার, তাই সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শুনছে। গা শিউরে উঠছে তার, স্বামীকে বলে কি?

স্ত্রীর হাতে এই অপমান রক্তমাংসের দেহ নিয়ে কোন স্বামী সহ্য করতে

পারে না। বসন্ত মাটীর মানুষ, তবু তাঁর ক্রোধ তাপমান্ যন্ত্রের শেষ অঙ্কে পৌঁছাল।

"উঃ উঃ"—ক'রে অসহ্য যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করে উঠলেন। অনেক কষ্টে রাগ সামলালেন।

সুনন্দা ঘরে আসা অবধি ভাশুরকে পিতার মত মান্য করেন, কারণ তাঁর ভাশুর অত্যন্ত ভাল মানুষ। আজকের মত রাগতে আর কোন দিন দেখেন নি, ভাল মানুষের রাগ সহজে হয় না, আর হ'লে জ্ঞান থাকে না। ভাশুরের আজকের ভাব তাঁর ভাল লাগল না। অত্যাহিত ঘটার পূর্ব্বলক্ষণ।

যতীন এখনও আমমোক্তারনামা রেজেষ্ট্রী করে নিতে পারেনি। দুই এক দিনের মধ্যে হওযার কথা ছিল। দেখল, জামাইবাবু খুব রেগেছেন, দুর্ঘটনা ঘটে আর কী। তাঁকে ঠাণ্ডা কবার জন্য বলল, "ছেড়ে দিন ওসব বাজে কথা, আসল কথাটা হোক্,—আচ্ছা, জয়ন্তবাবু কি সত্যি সত্যি আপনার ভাই ?

শুকতারা ভাইএর নাম শুনে স্বামীকে অপমান করার আর একটা সুযোগ পেয়ে বলল, "হ্যাঁ ভাই, তবে ওঁব বাপের সাতপাকের স্ত্রীর ছেলে নয়," ব্যঙ্গ ভরে হাসল।

আর যায কোথা। বারুদের স্তূপে যেন আগুন পডল। নিজের অপমান এতক্ষণ কোনক্রমে সহ্য করছিলেন, কিন্তু স্বর্গতঃ দেবতুল্য পিতার এই অপমান তাঁর পুত্রবধূর কাছ থেকে, আর সহ্য হলনা। ভেজান দরজা সশব্দে খুলে ছুটলেন সিঁডি দিযে, নিজের নীচের ঘর থেকে বন্দুক আনতে। সব কটাকেই শেষ করে নিশ্চিন্ত হবেন তিনি।

সিঁডিতে ছিলেন সুনন্দা, দরজার শব্দ শুনেই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই তিনি ছুটে গিযে ভাশুরের বিছানার তলা থেকে বন্দুক নিযে লুকাতে গেলেন, কিন্তু সময পেলেন না, লুকাতে পারলেন না কাজেই বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন ঘরের এক কোনে।

উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে এসে বিছানার তলায় বন্দুক না পেয়ে, ঘরের কোনে বন্দুক হাতে ভ্রাতৃবধূকে দেখে চীৎকার করে বললেন, "বউমা, বন্দুক দাও, শেষ করব ওগুলোকে, বন্দুক দাও, দাও বলচি" কাঁপছেন তিনি।

"পাবেন না" ধীরে গম্ভীরভাবে বললেন সুনন্দা।

চীৎকার করে বললেন, "কী পাবনা, পাবনা ? দেবেনা বন্দুক ? আচ্ছা, আচ্ছা দাঁড়াও।" দেওয়ালের গায়ে খাঁড়া ঝুলছিল। খাঁড়ার কথা মনে হয়নি সুনন্দার। বসন্ত সেই খাঁড়া নিতে ছুটে গেলেন।

সুনন্দা ভাবছেন, কী করা যায় এখন ? হাতের বন্দুক তো রাখাও যায় না বাড়ীতে আর কেউ নেই। পাঁচিলের দরজা বন্ধ। বাড়ীর ভিতরে কেউ আসতেও পারছেনা।

উপায়ান্তর না দেখে বন্দুক হাতে সুনন্দা দাঁড়ালেন সিঁড়িতে, পথ রোধ করে খাঁড়া উঁচু করে ছুটে আসছেন বসন্ত। দেখেন সুনন্দা পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে।

ক্রোধে চীৎকার করে বললেন, "বউ মা. সর, পথ ছাড়, পথ ছাড, পথ ছাড বলছি।"

সুনন্দা ব্যথা-কাতরমুখে বললেন, "আমায় না কেটে উপরে যেতে পারবেন না, আগে আমায় মারুন কাটুন," মাথায় কাপড় নেই, চুল এলোমেলো।

"কী আমার সঙ্গে এত শত্রুতা করছ তুমি। সকলে মিলে আমায় বেঁধে মারছ ? বটে, তবে এই দেখ, বলেই খাঁডা নিজের গলায় বসাতে তুলেছেন পডেছে আর কী।

সুনন্দা তৎক্ষণাৎ হাতের বন্দুক উঠানে ছুডে দিয়েই সিংহিনীর মত ক্ষিপ্রগতিতে খাঁড়া সমেত হাত ধরেই বললেন, "বাবা উন্মাদ হয়েছেন, ঠাণ্ডা হোন, আত্মহত্যা মহাপাপ, কেন মরবেন, কীসের দুঃখু আপনার ?"

বসন্ত ও সুনন্দা উভয়েই হাঁপাচ্ছেন। বসন্তের চোখ লাল, জবার মত। সুনন্দা "বাবা" বলে হাত ধরতেই দেহের এত শক্তি কোথায় গেল। দেবীর স্পর্শে বসন্তের শরীরে জেগে-ওঠা দানবী-শক্তি পর্য্যুদস্ত হ'ল। সুনন্দা তাঁর হাত থেকে খাঁড়া নিয়ে দূরে ফেলে দিলেন। বালতির জল পায়ে ঢালতে লাগলেন। ক্রোধ রূপান্তরিত হ'ল দুঃখে। কেঁদে ফেললেন, ইতিপূর্ব্বে কেউ তাঁকে কাঁদতে দেখেনি, সাধ্বী স্ত্রীর মৃত্যুতেও না।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, "আমায় মরতে দিলেনা যদি, তবে বাঁচতে দাও, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচতে দাও, তোমরা এবাড়ী থেকে চলে যাও, এখানে তোমাদের থাকতে দেবেনা ওরা, তোমরা চলে যাও, আমায় বাঁচাও!

তোমাদের জন্তই এই অশান্তি। বউমা, আমায় বাঁচালে যদি, তবে বাঁচতে দাও, তোমরা আজই, হ্যাঁ আজই চলে যাও এ বাড়ী থেকে।

আমি এ মুখ তোমাকে দেখাতে পারব না, তুমি আজই চলে যাও, ওই পুকুর ধারের ছোট কোঠায়, আর জমিদারীর কিছুই দেবনা তোমায়, খা'ক ওরা। খুঁদ-কুঁড়ো যদি কিছু দেই মা, হাসি মুখে নিও, লক্ষ্মী তুমি, আঁচল তোমার ভরে উঠবে থরে থরে, "আর মধুময় ?" কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে। "তাকে আমি ভিখারী ক'রে পথে তুলে দিলাম, আশীর্ব্বাদ করি, সে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হোক। তোমায় আজও রান্না ঘরে ঢুকতে বা ওপরের ঘরে যেতে দেয়নি ওরা, দেবী-তুমি, এত অসম্মান স'য়ে রয়েছ, কিন্তু এ অপমান স'য়ে আর থেক না মা, আজই তুমি চলে যাও।

সেবার মরতে বসেছিলাম, উৎকট বসন্ত রোগে, জয়ন্ত মরতে দেয়নি, যমের সঙ্গে লড়াই ক'রে ফিরিয়ে আনল, আর আজ তুমি ওদেরকে মারতে বা আমাকে মরতে দিলে না। তোমরা আমাকে মরতে দাওনি, তাই আমি তোমাদেরকে মারলাম, হ্যা হ্যাঁ আজি যাও এ বাড়ী থেকে, দূর হও, দূর হও, লক্ষ্মী এখনই দূর হও,...... ..

সুনন্দার তুই চোখ জলে পূর্ণ। বিকাশ, মধুময়, কল্পনা ও মানসা এই মাত্র খেলা ক'রে ফিরল। বিকাশ ও কল্পনা বাবাকে ও কাকিমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভীতমনে উপরে গেল। মধুময় জেঠার কাছে গিয়ে বলল, "জেঠা, কী হয়েছে, অমন করছ কেন? বন্দুক, খাঁড়া ওখানে পড়ে কেন? মা, কী হয়েছে বলনা ?"

মধুময়ের গলা জড়িয়ে জেঠা বললেন, "বাবা, কিছু হয়নি, তুমি শুনো না, তবে হ্যাঁ, একটু শোন, ওরা তোমায় বৃত্তি পেতে দেবে না, বারদিন ঝগড়া, এ পাপের বাড়ীতে থাকলে তুমি মাথা ঠিক রাখতে পারবে না, ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে না, ওরা তাই চায়। আরও একটা কথা, এমনকি ওরা হয়ত তোমায় কিছু করতেও পারে। তাই আমি তোমায় তাড়িয়ে দিচ্ছি এ বাড়ী থেকে, তুমি আর একদিনও থেকনা এখানে, হ্যা আজই চলে যাও, এখনই। আমার ইস্কুলের মুখ তোমায় উজ্জ্বল করতেই হবে, তোমায় বৃত্তি পেতেই হবে। যাও বাবা, মা বোনের হাত ধরে এ বাড়ী

থেকে চলে যাও এক মুহূর্ত্তও থেকনা আর। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

লছমনকে পুকুর ধারের ছোট কোঠার চাবি দিয়ে সুনন্দা ঘর পরিষ্কার করতে বললেন। রামীর দ্বারা বিছানা পত্র ও আবশ্যক কিছু কিছু জিনিষ পত্র যৎ-সামান্য ও বাড়ীতে পাঠালেন। সমস্ত বাড়ীটা একবার ঘুরে এলেন সুনন্দা। খাঁড়া ও বন্দুকটী কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। সন্ধ্যার শাঁখ বাজছিল তখন চারিদিকে। সুনন্দাও প্রদীপ জ্বাললেন লক্ষ্মীর ঘরে, শাঁখ বাজালেন।

বসন্তের চোখ দিয়ে হু হু করে জল পড়ছে, প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল।

খাঁড়া ও বন্দুকটী সেখানে পড়ে আছে, ভাশুরকে প্রণাম করলেন। মধুময় মানসীও প্রণাম করল।

সুনন্দা বললেন, "বাবা, আপনার জন্য আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি, আপনি সুখী হোন্ শান্তি পান। কিছুই দাবি করবনা আপনার কাছে, আপনি যা' দেবেন, তা'ই নেব হাত পেতে। শুধু আশীর্ব্বাদ করুন, মধুময় যেন প্রকৃত মানুষ হয়। আর একটা প্রার্থনা, দুঃখকে বাড়তে দেবেন না, সহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করুন। আর এই বন্দুকটী ও খাঁড়াখানা আমি নিয়ে যাচ্ছি, সময় বুঝে আমি আবার পাঠিয়ে দেব। চল মধুময়, চলে এস মানসী, লছমন এগুলো নাও"।

সন্ধ্যার শাঁখ বাজছিল তখনও অনেক ঘরে। সপ্তমীর আধখানা চাঁদ আকাশ থেকে পাঠাচ্ছিলেন সন্তপ্ত মুখে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্না। শুকতারার ব্যবহারে সাঝতারা আজ বড়ই মর্ম্মাহত। লজ্জায় মুখ লুকালো খণ্ড মেঘের আড়ালে।

আর একবার বাড়ীর দিকে তাকিয়ে সুনন্দা চললেন নূতন সংসারে, ছেলেমেয়ের হাত ধরে, দুঃখের পাহাড় মাথায় করে।

সুনন্দা এক কথায় এত সত্বর সব ছেড়ে যাবে বসন্ত ভাবতে পারেন নি। কিছুদূর যেতেই তিনি ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, "বউমা, ফেরো, যেওনা, যেতে হবে না তোমাদের। আমি বলছি, ফেরো, মধুময়, বাবা, ফিরিয়ে আন—তোর মাকে, ফিরিয়ে আন। আমি অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি—এ বাড়ীর লক্ষ্মী দূর করে দিলাম।

উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুকতারা ও তার দল। শুকতারা হেসে বলল, যাক্ আপদ দূর হ'ল, বাঁচা গেল, দিন যায়,—।

[এগারো]

গিরীশ আর একবার গেলেন কলকাতায়, হরিশ তার নতুন বাড়ীতে এসেছে কি না দেখতে। সে দিন তার বাড়ীর ভিতর গেলেন না বা ভাইএর সঙ্গে দেখাও করলেন না।

বাড়ীর ফটকে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ, যদি কোন চাকর চাকরাণী বাইরে আসে, তার কাছ থেকে জানবেন বাড়ীর হালচাল। একজন দাড়িওয়ালা লোক, পরিচয় দিল সাহেবের বাবুর্চ্চি, তার কাছ থেকে গিরীশ জানলেন যতটুকু তাঁর জানার। বাইরে ফটকের পাশে লেখা আছে "ডাঃ হ্যারিস রে।" মেম সাহেবও আছেন।

বাড়ী গিয়ে তিনি সব খুলে বললেন। বাবা দুঃখিত, মা মর্ম্মাহত, নীলিমা ব্যথায় জর্জ্জরিত, মাধবী পিতাকে দেখার জন্য বিশেষ ব্যস্ত।

বৃদ্ধ বললেন, "আট বছর তাকে দেখিনি, আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, আমি একবার দেখতে যাবো, না দেখে আমি থাকতে পারছি না, আমি যাবো, তবে সেখানে থাকবো না বা জল স্পর্শ করব না। সে জাত খুইয়েছে, বাবুর্চ্চি রেখেছে, মেম এনেছে।"

মাধবী বলল, "দাদু, আমি বাবাকে দেখতে যাবো। বাবাতো এলো না; কেন, এল না দাদু?"

"কী ক'রে জানব দিদি; বাপ, মা, স্ত্রী, কন্যা সব ভুলে সে কেমন করে আছে, কত বড় টান তাকে টেনে রেখেছে, আমার দেখতে হবে। গিরীশ, কাল যাবার ব্যবস্থা করো। ছোট বৌমা আর মাধবীকে আমি রাখতে যাবো।"

গিরীশ বললেন, আমি বলছিলাম, মা-ও আপনি দু'দিন পরে যাবেন। কাল বৌমা ও মাধবীকে নিয়ে আমি যাই, দেখি কী রকম ব্যাভার করে।

মা বললেন, "আমি একটু দূর থেকে দেখে আসব, আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।"

রূপশ্রী বললে, আট বছর যদি না দেখে থাকতে পারেন মা, আর দু'চারটে দিন পারবেন না ? সে আপনাদের যাওয়ার মত জায়গা নয়, যদি কখনও হয় নিশ্চয় নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে। ছেলে যদি বাপ মায়ের সম্মান না রাখে, সে-তো কুপুত্র, তার মুখ নাই বা দেখলেন ?"

কাত্যায়নী দেবী বড় দুঃখে বললেন,—"বউ মা, যা' বললে, তা হয় না, এটা বলা সহজ, করা কঠিন। কথায় বলে "কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনও নয়।" অপত্য-স্নেহ পিতামাতাকে অন্ধ করে দেয়; তাদের শত দোষ থাকলেও মা-বাপের কাছে তারা নির্দ্দোষ নিষ্পাপ শিশু। কতদিন সে মুখখানা দেখিনি, তার "মা" ডাক শুনিনি, আমি কি আর বেঁচে আছি ? আগে মা হও তখন বুঝবে।"

রূপশ্রী বললে—"তবে আপনিও যান।

মা বললেন—"না যাওয়ার কথা বলছিনে, ওরাই আগে যাক্, তবে বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছে কি না তাই।"

বৃদ্ধ বললেন, "হারে পুত্র! তোরা এত আঘাত দিতে পারিস্ ? একটু চিন্তা করিস নে পূর্ব্বের কথা!"

নীলিমা ও মাধবীকে নিয়ে গিরীশ দশটার গাড়ীতে যাবে, রূপশ্রীও সঙ্গে যাবেন ঠিক হ'ল। যথাসময়ে দু'খানা গরুর গাডীতে পল্লীর মেঠো পথ ধরে সকলে ষ্টেশনে এল।

যাত্রার সময়ে সেকি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। বৃদ্ধ মাধবীর গলা জড়িয়ে বললেন—"বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় সব ভুলে গেলি দিদি ? এ বুড়োর কথা একবারও ভাবলিনে ?

"না দাদু, আগে আমরা যাই, তোমায় পরে নিয়ে যাব। মাধবী দাদুর গলা জড়িয়ে কাঁদ কাঁদ সুরে বলল, তোমার এখন যেতে নেই।"

"বাবাকে শাসন করিস্ কিন্তু,—বৃদ্ধ বললেন। ট্রেণ চলছে, গাড়ী কলকাতার কাছাকাছি আসছে, রূপশ্রী মাধবীকে সাজাচ্ছে ভাল পোষাকে মনের মত করে, গহনা আদি দিয়ে হিমানী পাউডার কুঙ্কুম নিযে। একেই তো পরমা সুন্দরী সে, তার উপরে স্নেহশীলা জেঠাইমা রূপশ্রীর শিল্পী মনের রূপচর্চ্চা ও বেশ-বিন্যাসে কিশোরী মাধবীকে দেখাল, যেন কোন্ স্বপনপুরীর রাজকন্যা তার সুখশয্যা থেকে ভাব-নিদ্রা ভেঙ্গে সবে মাত্র উঠেছে। রূপশ্রী বাড়ী থেকে নীলিমাকেও ভাল

ভাবে সাজিয়ে এনেছেন ; উদ্দেশ্য যেন ওই আপদ্ মেমটা বুঝতে পারে, কালা আদমীর দেশে ধলা আদমীও আছে, সাহেব বিবি যেন দুজনেই আকৃষ্ট হয় ও নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। আর বাড়ী থেকে তাড়াতে হলে যেন একটু হিসাব করেই তাড়াতে হয়।

ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে যথা সময়ে থামল। একটা ট্যাক্সিতে উঠল সবাই। ভাল দোকান থেকে কিছু ফল কিনল। রূপশ্রী মাধবীকে কিছু পবাল, ও কিছু রাখল, মেয়েরা খুব ভালবাসে, যদি প্রয়োজন হয়।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাড়ীর দরজায়। গেটের মধ্যে আর একটা সুদৃশ্য মোটকার দাঁড়িয়ে।

নামল সকলে ; দ্বিধাসংকোচ এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করল। ধীরে ধীরে যেতে লাগল বাড়ীর মধ্যে, ভয়ে ভয়ে। আগে মাধবীর হাত ধরে নীলিমা, তার পিছনে রূপশ্রী, সবার পিছনে গিরীশ। বিরাট বাড়ী, একটা নয়, দুটো। একটা পূর্ব্বে, রাস্তার ধারে,—অপরটা পশ্চিমে। মধ্যে সুদৃশ্য পুকুর ও তৃণাচ্ছাদিত 'লন'. পুকুরের চারিপাশ বাঁধানো। পাশে নানা রকমের ফলগাছ। পূর্ব্বের বাড়ীর গায়ে লেখা "সানরাইজ" এবং পশ্চিমের বাড়ীর গায়ে লেখা "মুনরাইজ", খুব সুন্দর।

ড্রাইভার রঘুনন্দন দেখছে এই জীবগুলিকে, অপলকে। ভাবছে, এরা বোধ হয় বাড়ী ভুল করেছেন, কারণ সাহেব তাঁর কেহ কোথাও নেই বলে কাউকে বাড়ী ঢুকতে দিতে তাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন। তবু এদের চেহারা ও সাজসজ্জা দেখে সে মানা করতে পারছে না, দেখছে, ও ইতস্ততঃ করছে।

সসম্ভ্রমে গিরীশ জিজ্ঞাসা করল, আপ্ কিস্‌কো চাহাতে হ্যা, বাবুজী ?

গিরীশ বললেন,—"হরিশ বাবুকো, হামারা ছোটা ভাই, হরিশচন্দ্র চনদর রায—বিলাত ফেরৎ ডাক্তার।

ড্রাইভার বললে,—হামারা সাহেবভি বিলাৎ ফেরৎ ডাগ্তার হ্যায় মিঃ হ্যারিশ রে।

গিরীশ বললেন—ওহি হুয়া, শ্রীহরিশচন্দ্র রায বিলাতসে "মিঃ হ্যারিস রে" হোকর লটকায় আযে হ্যাঁয়, ও হামারা ছোটা ভাই হোতে হ্যাঁ। ইসি লড়কীকে পিতা হ্যাঁ।

ড্রাইভার বলল, "নেহি হ্যাঁ, তব্ এ ঘর নেহি হ্যাঁয়, আপ্ উন্‌কা ঘর ভুল গয়ে হ্যাঁয়। হামারা সাহেব মেমসাহেবকে সাথ সাদি কিয়া হ্যাঁ। উন্‌কা কোই লড়কা-লড়কী আভি তক্ নেহি হুয়া।

গিরিশ একটু সন্দেহের সুরে বললেন, আচ্ছা ড্রাইভার সাব, আপকো সাহেব কেয়া ঘরমে হ্যাঁয়। "হ্যাঁ মগর, আভি বাহারমে যা রহে হ্যাঁ—একটু বাড়ীর দিকে দেখে বললো, ওহি বাবু আগয়ে।"

দেখল সকলে, পুরাদস্তুর সাহেব। বিলাতী কোট, প্যান্ট, হ্যাট, নেকটাই, হাইপালিশ জুতা প'রে মশ্‌মশ্ করতে করতে ও পাইপ টানতে টানতে সেখানে এলেন। সকলকে একবার বিরক্তভাবে দেখে বললেন—রঘু, ইয়ে লোক কৌন হ্যাঁ ? মাধবীকে দেখছে একদৃষ্টে, ভাবছে, বাঙ্গালীর মেয়ে এত সুন্দর হয় ?

ড্রাইভার উত্তর করল,—"কেয়া মালুম হুজুর, আপকো চাহাতে হ্যাঁ।

গিরিশ একটুখানি পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এখন সামনে ফিরতেই হরিশ বলল, Elder, you have come again ? That's bad ! Who are they ? রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করল।

গিরিশ উত্তর করলেন, "ওই তোমার স্ত্রী ও কন্যা, এই তোমার বৌদি। মাধবীকে বলল, "মাধবী ওই তোমার বাবা"।

মাধবী দেখছে তার বাবাকে একদৃষ্টিতে, জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম সাক্ষাৎ, জীবনে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

মাধবী একটু পরে বিস্মিতভাবে বললো,—ওই আমার বাবা !

জ্যাঠা বললেন,—হ্যাঁ।

দু'এক মিনিট ইতস্ততঃ করে ছুটে সে বাবার কাছে গেল। হাত ধরে বলল, "বাবা তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ? আমি ও মা কত কাঁদি,—বাড়ীতে ঠাকমা দাদু কত কাঁদছেন, তুমি ভারি দুষ্টতো ! এই নাও," বলে একগোছা ফুল বাপের হাতে দিল।

হরিশ সেগুলি না নিয়ে তাকে দুঃখ দিতে পারল না ; তাকে কোলে নিতে ইচ্ছে হ'ল, পিছন ফিরে তাকাল।

মেম ঘরে শুয়ে "হ্যামলেট" নাটক পড়ছিল। হৈচৈ শুনে বাইরে এসে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছে, হরিশ তা' জানতেও পারল না।

হরিশ দু'হাতে মাধবীকে বুকে তুলে নিল ও বলল,—"তুমি এলে কেন?
"তোমায় দেখতে, বাঃ রে বাবাকে দেখব না?

বাবাকে দেখেছো? হরিশ বললে।

হ্যাঁ, এইতো আমার বাবা, বলে গলা জড়িয়ে ধরল।

—আচ্ছা, এটা নাও, মেমের জন্য একছড়া জড়োয়া নেকলেস এনেছিল, খুব হাইক্লাশ জুয়েল সেট করা; মেমের অত ভারী পছন্দ হয়নি তাই ফিরিয়ে নিজের জুয়েলারী থেকে বদলিয়ে আনতে যাচ্ছিল। হঠাৎ এই ব্যাপার।

মাধবীর গলায় পরিয়ে হরিশ বললো, বাঃ বেশ দেখাচ্ছে! এখন তোমরা বাড়ী যাও, ক্যামন?

তুমিও চল আমাদের সঙ্গে, ঠাকমা দাদুকে দেখতে ?
আচ্ছা, আর একদিন যাবো, ক্যামন?

তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো, আমি মা এখানে থাকবো।

না, এখানে তোমাদের থাকতে নেই, ব'লে মাধবীকে নামিয়ে দিল। গিরিশের দিকে ফিরে বললো, "You have done wrong to bring them here without my consent. Take them back again, yes, at once."

গিরিশ অপ্রতিভভাবে বলল,—"তোমার বৌদি ও আমি এখনই চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমার ওয়াইফ ও ডটার ওরা থাকবে বলে এসেছে।"

একটু ব্যঙ্গভাবে হেসে হরিশ বলল, "My wife, my daughter! Why do you talk non-sense? I have no Bengali wife,—I hate it!"

মেমটা ইতিমধ্যে আরও এগিয়ে এসেছে,—আর একটা থামের আড়াল থেকে সব দেখছে ও শুনছে।

গিরিশ অপমানিত বোধ করল, একটু সরে গেল, রূপশ্রী ও নীলিমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে। রূপশ্রীর ইঙ্গিতে নীলিমা গিয়ে মাটিতে নত হয়ে স্বামীকে প্রণাম করতে গেল। হরিশ লাথি মারতে গিয়ে কিভেবে সরে গেল। বলল, "Uncultured rustic woman, get out."

নীলিমা আজ দশ-এগার বছর পরে স্বামীর এই ব্যবহারে একেবারে কেঁদে ফেললেন, মাকে কাঁদতে দেখে মাধবীও কাঁদছে। তার শিশু মনে খুব লেগেছে।

রূপশ্রী আর থাকতে পারলো না। সামনে এসে বলল, ঠাকুরপো পৈত্রিক চোখ দু'টো বিলেতে রেখে এসেছো, তাই মেয়ে, বৌ, বাপ-মাকেও চিনতে পারছ না। ঐ তোমার দাদা, আমি তোমার বৌদি, যারা বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তোমায় মানুষ করার জন্ম বিলেত পাঠিয়েছিল, তুমি আমায় "তর্কচঞ্চু" বলে কত ঠাট্টা করেছিলে, খুব মানুষ হয়ে এসেছো! তোমার বাপ-মা কেঁদে কেঁদে মরার মত হয়েছেন, তোমার সাধ্বী স্ত্রী আজ দশ বছর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে পথের দিকে চেয়ে দিন গুণেছে, তোমার লক্ষ্মীর মত মেয়ে কাঁদছে, আর তুমি মেম নিয়ে সং সেজে ঢং করছ! দেখ, বিলেতে অনেকে যায়, তোমার মত গোল্লায় কেউ যায় না! স্পষ্ট বললে, তুমি কোন বাঙ্গালীর মেয়েকে বিয়ে করনি? নীলিমা তোমার স্ত্রী নয়? তবে এগুলো কি? কার ফটো এসব? এত অধঃপতন কারও হয় না, যাক্ ভালই করলে, একদিন আপশোষ করবেই। এই অপমানের ভয়ে মা বাবাকে আসতে দেয়নি। আর এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়, চলে এস মাধবী।

মাধবী কাতর চোখে আর একবার বাবার দিকে চাইল।

দৃঢ়কণ্ঠে রূপশ্রী বললে, "চলে আয় নীলিমা। স্বামীকে গাড়ী ডাকতে বললে, গাড়ী এলে সকলে উঠল, দু-এক মিনিটের মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হ'ল।

মেম আড়াল থেকে এখন আত্মপ্রকাশ করল, সামনে এল। লণ্ডন Women welfare Society-র প্রাক্তন সম্পাদিকা সে। চোখে মুখে এক অপূর্ব্ব নাটকীয় ভঙ্গি এনে বলল, "The young girl looks like young Ophelia, who are they, Dr. Ray?"

None to me, সোজা উত্তর।

মেম সাহেব বলল, "No body to you! Still she dared to call you her husband? They are impostors, I see. I will send them to police and on my way back home, I shall have the necklace changed—please let me have it, quick.

মহাফাঁপরে পড়েছেন ডক্টর রে, মেমের হার মেয়ের গলায় পরিয়ে। কোথা পাবেন সে হার এখন? ভাবছেন তিনি, আবার বলে কিনা, ওদের পুলিশে দেবে! একি সর্ব্বনাশ! মেয়ে, বৌ, ভাই, ভাইবৌ সব হাজতে যাবে! ভিতরে ভিতরে ঘেমে যাচ্ছেন ডাক্তার।

রঘু, উন্‌কো জলদি বুলাও, পাকড়ো। মেম বলল।

মেম সাহেবের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা স্বয়ং তার মনিবেরও নেই, রঘুনন্দন তা জানে। তবু সাহেবের দিকে তাকাল অনুমতির জন্য, কিন্তু হ্যাঁ-না কোন জবাব পেল না।

মেমকে খুসী করার জন্য কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে রঘু বলল, মেমসাব, ওলোগ চল গ্যয়ে, উন্‌কা পাতা নেহি হ্যাঁ।

সামান্য একটু চিন্তা করে মেমসাহেব গাড়ীতে উঠে বলল, চালু কোরো হাওড়া ষ্টেশন, জলদী। ডাক্তারকে বলল—Give me the necklace, sharp, Dr. Ray.

ইতস্ততঃ করছেন ডাক্তার। এ পকেট ও পকেট হাতড়িয়ে বলল, No, it's missing।

সাশ্চর্য্যে মেম বলল, Missing। হাসল।

মিস্ সিলভিয়া খাস ইউরোপীয়ান লেডী। সদ্য বিলাত থেকে এসেছে, গায়ে তার এখনও হাইড পার্কের ফুলেল-হাওয়া জড়িয়ে রয়েছে। সে থানায় সত্য-মিথ্যা যা হোক একটা সংবাদ দিলেই আপাততঃ কতকগুলো নির্দ্দোষকে নিয়ে পুরবেখন হাজতে, মান ইজ্জত সব নষ্ট হবে। মাধবী তার অমন সুন্দর মেয়ে, সে-ও যাবে হাজতে। ভাবতে শিউরে উঠল ডাঃ রে, হাতের পাইপটার উপর রাগ ঝাড়ল, ছুড়ে ফেলে দিল। মেমের গাড়ীর নিকট গিয়ে বলল, Let the devils go, their plan fails, that's their sufficient punishment. Let's go to the jewellery, don't worry.

No, not at all. I'll see to the last. Driver, drive quick. বুঝল মেম রেগে গেছে।

ওদের থানায় পাঠালে একটা ব্যবস্থা করতে হবে, এই ভেবে ডাক্তার গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেম নিষেধ করল। অগত্যা সাহেবের ইচ্ছা থাকলেও মেমের উপর জোর খাটাতে পারল না। এ বাঙালীর মেয়ে নয়; মনে হ'ল তাঁর স্ত্রীর কথা।

গাড়ী পুরাদমে ছাড়ল, কিন্তু বেশী দূর যেতে হ'ল না, সামনের ক্রসিংএ এসেই দেখল,—সেই গাড়ী দাঁড়িয়ে, রাস্তা বন্ধ। গাড়ীর পাশে গাড়ী এসে থামল।

রূপশ্রী বা আর কারোর মাধবীর গলার হার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা মনে হয়নি, ক্রসিংএ এসে গাড়ী থামলে মাধবীর গলায় হার দেখে সকলে ভুল বুঝতে পারল। গাড়ী ফিরিয়ে হার ফেরত দিতে যাবে এমন সময় মেমের গাড়ী পাশে দাঁড়াল। রঘুনন্দনকে দেখেই এবং হারদাতাকে না দেখে মেমের সামনে ড্রাইভারের হাতে হার দেওয়া যেতে পারে স্থির করে হাত বাড়িয়ে গিরিশ বললেন,—"ড্রাইভার সাব, ইস্ হারকো বাবুকো লটা দিজিয়ে, ও যো হ্যায় লড়কীকা গলামে ভুলসে পেহ্নানা দিয়া থা।"

মেম ড্রাইভারকে বলল,—তোম্ মাৎ লেও, Ask them to return.

গিরিশ বললে, We can't go back, then we shall miss the train, Madam?

Never mind. Return my necklace to the giver. মেম গম্ভীরভাবে বলল।

Not possible to go now, গিরিশ বলল। Is it! Then let me inform Police. মেম বেশ গম্ভীরভাবে বললে। বাংলায় বললে, পুলিশে হামি সম্বাদ দেবে।

গিরিশ ভাবছে, এ কি করলে ভগবান, অপমানের চূড়ান্ত হ'ল, তবু এখনও আক্ষেপ মেটেনি, আবার পুলিশে দেবে! ভাবছেন, খুব মুশকিলে ফেলেছে তো, যাই, যা'বলে করা ছাড়া উপায় নেই। গাড়ীর সময় চলে যাচ্ছে, তা কী করা যাবে!

গাড়ী ফিরল, মেমের গাড়ী পিছনে। বাড়ী এসে দেখে সাহেব বাড়ী না। মেম নামল, ওদের নামতে বললো, সকলে তাই করল।

• গিরিশ ভাবছে,—একি জ্বালা, এইবার মেমের পালা, লাঞ্ছনা করবে সে।

মেম তার সঙ্গে সবাইকে আসতে বলল, মাধবী ভয় পাচ্ছিল, তার হাত ধরে বলল, "আইস, ভয় কেয়া।" মাধবী তার হাসিমুখ দেখল, ভয় দূর হ'ল, বেশ যাচ্ছে তার সঙ্গে।

রূপশ্রী ভাবছে, এ আবার কী আপদ, মেয়েটাকে নিয়ে চলে যায় যে, তাই তারা পিছনে পিছনে "মনু রাইজে" গেল। সেখানে মেমটী একটী বড় সোফায় বসল, আর সকলকে বসতে বলল। মাধবী মেমের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে

আছে—মেমকে খুব ভাল লেগেছে মাধবীর। শিশুই সর্ব্বাগ্রে মানুষ চিনতে পারে।

সিলভিয়া এদেশে আসার পূর্ব্ব থেকেই বাংলা শিখছিল, এখানেও একজন শিক্ষিকা প্রত্যহ বাংলা শিখিয়ে যায়। এখন কিছু কিছু বাংলা বলতে ও বুঝতে পারে সে। সকলে বসলে মেম এক এক করে সব ঘটনা শুনে নিল ও তাদের বিয়ের ফটোগুলি দেখতে লাগল ও নিজে রাখল। ভাবছে, মানুষ এত নীচ হতে পারে? একজনের জন্য এতগুলি জীবন নষ্ট করছে? এত সুন্দরী স্ত্রী, এমন চাঁদের মত মেয়ে, এমন সজ্জন আত্মীয়স্বজন, বাপ-মা, সবাইকে ত্যাগ করতে চলেছে। তাদের চিনতে পর্য্যন্ত পারছে না! এত মিথ্যা বলেছে, এত ধাপ্পা দিয়েছে আমার সঙ্গে? নাঃ, এর সঙ্গে কিছুতেই জীবন কাটান যাবে না। এঁরা এসে আমার অনেক উপকার করেছে,—এঁদের আমি কিছুতেই বঞ্চিত করতে পার্ব্বনা।

প্রকাশ্যে বলল,—"আপনারা এই বাড়ীতে থাকবে—হামি দেখি কী করতে পারে।"

একজন ভৃত্যকে ডেকে কিছু টাকা দিয়ে ওদের জন্য চা ও জলখাবার আনতে বলল, পরে তাদেরকে বাথরুম দেখিয়ে দিল, রাত্রের সব কিছু ব্যবস্থা করে দিল নিখুঁতভাবে।

মেমের এখনকার ব্যবহার সকলের মন্দ লাগল না। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সকলেই স্নান জপ আহ্নিক সেরে চা পান করল। মেম মাধবীকে নিয়ে "সানরাইজে" চলে গেল।

সাহেব ফিরলেন রাত্রি আটটায়। মেমের ঘরের ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, মেয়ের সঙ্গে মেমের খুব ভাব জমেছে, এরই মধ্যে এক নতুন হারমোনিয়াম কেনা হয়েছে, মাধবী গান গাইছে, মেম একমনে শুনছে ও মেয়েটাকে দেখছে। মেয়ের গলায় সেই মিসিং হার ঝক্‌ঝক্ করছে।

ডাক্তার ভাবছে,—কী সর্ব্বনাশ! ওদের ধরে এনেছে? আমি ধরা পড়ে গেছি—এখনই লঙ্কাকাণ্ড হবে, নাঃ আপদগুলো এসে আমায় কী বিপদেই ফেলেছে, আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে, দেশে না ফেরাই উচিৎ ছিল!

আবার ভাবছে, মেয়েটা ত বেশ গায়? দেখতেও খুব ভাল, মেমকে বশ

করলে কী করে? নিশ্চয় গান শুনিয়ে মেম গান ভালবাসে তাই গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে।

চিন্তা করছেন, কী করে "ম্যানেজ" করবে, এমন সময় মেম দেখতে পেয়ে দরজার কাছে গিয়ে বলল, "Come in, Dr. Ray ?

সাহেব শঙ্কিত মনে ভিতরে এলেন,—ভাবলেন এইবার তুমুল বাধাবে।

হাসিমুখে মেম বলল,—"My darling sings so sweet and looks pretty well. Hear please.

মাধবীকে ইঙ্গিত করল গাইতে, মাধবী গাইছে, গান শেষ করে মাধবী বাপের কোলের মধ্যে গিয়ে মুখ ধরে আদর করে বলল,—"বাবা আমি নাচতে পারি, দাদু আমার নাচ-গান খুব ভালবাসে।

চিন্তিত মনে ডাক্তার বললেন,—হুঃ।

আর কোন কথা হলনা সে রাত্রে কেবল, মেম মাধবীর গলার হারটী দেখিয়ে বলল," Your missing necklace, Dr. Ray."

ডাক্তারের ভিতরেও ঝড উঠল এই ছোট্ট কথায়, বেরিয়ে গেলেন নিজের ঘরে।

সকালে উঠে সকলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হল, মাধবী সকালে উঠেই মেমের কাছে চলে গিয়েছে,—মেম তাকে নিয়ে বোটে রোয়িং করছে, মুনরাইজের বারান্দা থেকে সকলে তাকিয়ে দেখছে।

ডাক্তার এই ফাঁকে বেশ রেগে ওদেরকে চলে যেতে বলল, গিরিশ বললে আমরা এখনই যেতে চাই, কিন্তু মেয়েটা মেমের কাছে, তাই,—

ডাক্তার সুরদাসকে ডেকে মেয়েটাকে আনতে বললেন। মেম পুষ্করিণী থেকে বারান্দার ঘটনা কিছু কিছু দেখতে পেয়েছে, সুরদাস গিয়ে মেয়েকে চাইতেই মেম সব বুঝতে পারল—বলল, "বলিবে খোঁকী থাকিবে হামার কাছে।"

সুরদাসের মুখে মেমের কথা শুনে ডাক্তার বিরক্ত ভাবে বললেন,—"That can't be' তা' কেমন ক'রে হ'বে। একটু চিন্তা করে বললেন,—আচ্ছা, খুকী থাক, মেম যখন বলছে। আমি দু'একদিন বাদে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তোমরা এখনই যাও।"

নীলিমা এখন মুখের ঘোমটা একটু সরিয়ে বলল, "না দিদি, ওকে নিয়েই যাব, রেখে গেলে আর ফিরে পাবনা।"

এখন সকাল, ডাক্তারের চোখে নেশার ঘোর নেই, নীলিমার সুশ্রী মুখশ্রী দেখে ডাক্তার ভাবল, এও মন্দ না, তবে কালচার নেই।

ডাক্তারের আর একটা মন প্রতিবাদ করল, কালচার নেই তাই তার কাছে তুমি "স্বামী, প্রভু," আর যার কালচার আছে তার কাছে তুমি "চোর"।

সকলে নীচে এল, পুকুর থেকে মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাবে,—এমন সময় মেম আসছে, তাদের যেতে দেখে মেম বললে, "হামি যাইতে না বলিলে যাইতে পারিবে না,—ঘরমে যাও।"

কেউ তার মনের ভাব বুঝতে পারছে না, কী করবে, কী করতে চায়, কিছুই প্রকাশ করছে না, সংশযে প্রাণ যায়।

গিরিশের বাড়ী না গেলেই নয়, বাবা মা মৃতপ্রায়।

মুনরাইজের সামনের লনে চেয়ার টেবিল ফুলদানী সাজান হচ্চে। মেম ওঁদের সকলকে সেখানে ডাকল। তার হাতে ক্যামেরা, ডাক্তার ও মাধবী সেখানেই ছিল। ডাক্তারের বামদিকে গিরিশকে, ও তার বামদিকে রূপশ্রীকে, ডাক্তারের ডান দিকে নীলিমাকে ও তার মাঝখানে মাধবীকে বসতে বলল। ডাক্তার উঠে দাঁড়াল, ওরাও কেউ রাজী হয না। মেম তখন নিজে সকলের হাত ধরে বসিয়ে দিল ও একটা ফটো তুলে নিল। পরে চা এল, এদের পূজা জপ হয়নি বলে খেলেন না।

মেম সেখানে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, "Do you want me or your Bengali wife, Dr. Ray?"

ডাক্তার সাশ্চর্য্যে বলল "I want you and none else."

Then transfer all your property to my name, can you?

ডাক্তার হাসিমুখে বলল,—"Oh yes', certainly I'll do it to-day.

ডাক্তার সেই দিনই বাড়ী, জুয়েলারী, সব কিছু মেমের নামে দলিল করে দিল।

ঐ দলিল কয়েকদিন পরে হাতে পেয়ে মেম খুব খুসী হ'ল। পরে ডাক্তারের অজ্ঞাতে সেই সব সম্পত্তি মাধবীকে বার আনা ও নীলিমাকে চার আনা লিখে দলিল রেজিষ্টী করে দিল।

সেদিন বিকালে চায়ের টেবিলে, মিস্ সিলভিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল ডাক্তারকে, "Can't you love your wife, Dr. Ray" ? ডাক্তার এই প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেল। ইতস্ততঃ করে বললে—"No." "Why not ? Has she committed any offence ? Speak truly. ডাক্তার পুনরায় দ্বিধা সঙ্কোচের সঙ্গে বলল,—"No, no, not so much,"

Then why do you forsake her ? She is loveable, try to love her and live with her. I have transferred all my property to both your wife and daughter. You have played me false, I will fly to London.

ডাক্তারের চোখে সব আঁধার হয়ে গেল, অনেক অনুনয় বিনয় করে বলল, Leave the idea, I'll do anything for you."

মেমের কাছ থেকে সম্মতির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু একটু হাসল, অবজ্ঞা মিশ্রিত ব্যঙ্গের হাসি।

গিরিশ পরদিনই বাড়ী গেছে, বাকী সকলের এরই মধ্যে মেমের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা জমেছে।

সেদিন সকাল থেকে মাধবীর সঙ্গে খুব মেলামেশা করে নাচগান শুনে, নিজের যাবতীয় অলঙ্কার মাধবীকে পরিয়ে ও দলিল দু'খানি তার বাক্সে রেখে, মাধবীকে বুকে নিয়ে স্নেহময়ী মাতার মত আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "ডারলিং বাড়ীতে হামার মাতা কত কাঁদিতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিয়ে আবার আস্‌বে, তুমি কাঁদিবেনা, ক্যামন ?"

মাধবী তার গলা জড়িয়ে ধরেছে, কিছুতেই ছাড়বেনা। তার দুই চোখ জলে ছলছল করছে।

মেম পুনরায় তাকে আদর করে বললেন,—"তুমি কাঁদিলে হামি যাইতে পারিবে না, হামার মা মরিয়ে যাবে, হামি যাই—আবার আস্‌বে কেমন ?

মাধবী ঘাড় নেড়ে অনুমতি দিল, তার মাথায় কপালে চুমা দিয়ে, কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল সেই বিদেশিনী ম্লান মুখে। নীলিমাকে একখানা কার্ড দিয়ে বলল, "ডাক্তার যদি তোমাদের উপর কোনদিন অত্যাচার কোরে হামাকে এই ঠিকানায় জানাইবে।"

ডাক্তার একটি কথাও বললেন না, জানেন কোন ফল হবে না—ভীষণ জেদী ও।

রূপশ্রী বললে,—"ধর্ম্মের জয় হবেই। নারী নারীর ব্যথা বোঝে। এখন মিঃ হ্যারিশকে শ্রী হরিশ করতে হবে।

সূর্য্য উঠেন প্রাত্যহিক নিয়মে, আবার অস্ত যান।

[বার]

যথা সময়ে মধুময় তার মাতাপিতা ও শিক্ষক মণ্ডলীর মনের আশা পূর্ণ করে, "ইন্দুমতী-উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের" মুখ উজ্জ্বল করে ও বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে বৃত্তিলাভ করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হল।

আর বিকাশ ? ষড়যন্ত্র করে মধুময়কে ওরা ঘরছাড়া করলেও বিকাশের সুচতুরা মা ও মাসি বিকাশকে মধুময়ের কাছ ছাড়া হ'তে দেয়নি। পূর্ব্বের মতই বিকাশ মধুময়ের কাছে বসে লেখাপড়া করত। তারা জানে, ভাল ছেলেরা প্রশ্ন বুঝতে পারে তাই মধুময়ের সঙ্গে থাকলে ও পড়লে বিকাশ পাশ করবে, অন্যথায় ফেল অনিবার্য্য। বিকাশও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ল।

অবশ্য বিকাশের মা ও মাসি বলতে ছাড়ল না যে, মধুময়ের সঙ্গে বিকাশ যদি আড্ডা না দিত তা'হলে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ত।

মধুময় পাশ করাতে ধুমধামের সঙ্গে ৺করুণাময়ীর পূজা-হোম ও দরিদ্র -নারায়ণ ভোজন করান হল।

আর বিকাশ পাশ করাতে জমিদার বাড়ীতে হ'ল বড় রকমের প্রীতি-ভোজ, নিমন্ত্রিত হ'ল মাতুল বাটীর সব ও তাঁদের অভিজাত আত্মীয় স্বজন। এই অভিজাত সম্মেলনের এক ক্ষুদ্র কোনে "অজ্ঞাত কুলশীলার" পুত্র মধুময়েরও একটু স্থান হ'ল না।

জয়ন্ত স্ত্রীকে বললেন, "ব্যাভার দেখলে ?"

সুনন্দা বললেন, "অন্যায় কী হ'ল, ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্য, ওদের মনে কী আছে কে জানে।"

মধুময় ভর্ত্তি হ'ল কলিকাতার একটী প্রসিদ্ধ কলেজে, আর থাকার স্থান নিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর একটী দ্বিতল মেসে। আর বিকাশ উঠল বালীগঞ্জে মামার বাড়ীতে, ভর্ত্তি হ'ল কাছাকাছি একটী কলেজে।

মধুময় উঠতে লাগল, শিক্ষা-তরুর "বিজ্ঞান শাখায়," আর বিকাশ "কলায়"। এইভাবে দিন যায়।

মধুময় কলকাতা এসেই সেই ব্যায়াম আখড়ায় ভর্ত্তি হয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করে। ফলে, তার দেহ হয়ে উঠছে পেশীবহুল, বলিষ্ঠ ও কান্তিমান। ইতিমধ্যে কলেজে তার খুব সুনাম হয়েছে, অধ্যাপকেরা সকলেই তাকে ভালবাসেন, ছাত্রদের তো কথাই নেই। সকলের সঙ্গে তার প্রণয়, তবে অন্তরঙ্গতা পেয়েছে অন্নময়, তাপস, হিরন্ময়। মধুময়ের কাছে এরা ব্যায়াম শিক্ষা করে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে মধুময় উঠল বিজ্ঞান শাখার মধ্য-পর্বে, যথাসময়ে, সগৌরবে।

আর বিকাশের ঝোঁক সঙ্গীতে। ক্লাশের মধ্যেও কখন কখনও পড়া ফেলে অন্যমনে গুণগুণ ক'রে গান গায়। জমিদারের ছেলে, দেখতেও ফুটফুটে, গানে ঝোঁক, গলাও ভাল, রঞ্জনা দেবীর দৃষ্টি পড়ল।

রঞ্জনা দেবীর কৃপা দৃষ্টি লাভ করেছে বিকাশ, তাই দেবীকে প্রসন্ন করা ও তাঁর অনুগ্রহ লাভ করাই হ'ল তার মুখ্য কাজ, বিদ্যাশিক্ষা গৌণ। ফলে দেবীর অনুগ্রহপুষ্ট দেহের ভার কলার নলপা ডাল রাখতে পারল না; ফলে, পপাত ধরণী তলে, রঞ্জনা ও তার মাতার সান্ত্বনায়, আঘাত বিশেষ লাগল না তার গায়। বিকাশের একশ' টাকার মাসোহারা, সব নেয় রঞ্জনারা।

রঞ্জনা বললে—"ট্রাই এগেন"।

তার মা বললে, "পাশ ফেল একই কথা, তবু আবার চেষ্টা ক'র।"

কিন্তু বিকাশ বাড়ী গেল না। খবর গেল। বাড়ীতে হুলুস্থুলু পড়ে গেল।

রুমা গেছে, ঝুমা এসেছে, সে বললে, "বিকাশের কি দোষ? কলেজটা খারাপ—"

শুকতারা বললে, "খারাপ মানে? রদ্দি যারে বলে। ভূতের দল কলেজ করেছে, ছেলেদের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায়। বিকাশ তো ছেলে খারাপ না।"

নিতান্ত অসহ্য না হ'লে বসন্ত বাবু উত্তর করেন না। শুনেই যান। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে মধুময় তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু পাশের পর ওরা আর স্বীকার করল না। প্রকাশ্যে বললেন, ছেলে ভাল, যতক্ষণ মধুময় কাছে ছিল। মামার বাড়ী রেখেই ওর ক্ষতি করা হয়েছে। আমি মধুময়ের কাছে মেসে রাখতে চেয়েছিলাম। তোমরা আপত্তি করেছিলে, এখন দেখ, ফলটা কী হ'ল।

পূর্ব্বে এ সব কথায় আগুন জ্বলে যেত। কিন্তু বসন্ত কর্তৃক বন্দুক ও খাঁড়া দিয়ে ওদেরকে খুন করতে উদ্যত হওয়ার ও সুনন্দা জয়ন্তকে জমিদারীর যৎসামান্য দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার দিন থেকে শুকতারার ঝাঁঝটা কিছু কমেছে।

শুক বললে, "আমরা না হয় বলেছি, কিন্তু তুমি শুনলে কেন? কেন রাখনি ওকে মেসে, তোমাদের মধুময়ের কাছে।"

"আমার বাপের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার না-ই বা হ'ত। এখন আবার তাকে এনে রাখো মেসে, কে বারণ করেছে?"

অগত্যা তাই সাব্যস্ত হ'ল। মধুময় মাসে মাসে বাড়ী আসে, কিন্তু মনো-কষ্টে যায় না ও বাড়ীতে।

ডাকান হ'ল তাকে, মধুময় জিজ্ঞাসা করল মাকে। অনিচ্ছায় মা সম্মতি দিলেন, কিন্তু জ্যাঠার সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে আলাপ করতে, বাড়ীর মধ্যে যেতে বা কিছু খেতে নিষেধ করে দিলেন।

মধুময় জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করল বৈঠকখানায়। জেঠিমা বাড়ীর মধ্যে ডাকলেন, মধুময় কাজ আছে বলে গেল না। জ্যাঠা বিকাশের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, সে যতটুকু জানে বলল।

বসন্তবাবু তখন বললেন, "মধুময়, মেসে তোমার ঘরে তোমার দাদাকে একটী সিট করে দাও।"

মধুময় বলল, জ্যাঠা, মেসে একটা মাত্র সিট এখনো আছে বটে। কিন্তু আমার ঘরে নাই একটিও।

জেঠিমা বললেন, ওরই মধ্যে যা হয় করে নাও ওকে। তোমার দাদা তো? সে তো মধুময় বলতে অজ্ঞান।

মধুময় বলল, চারটে সীট, চার জন ছেলে আছে, আমি ছাড়া আর সকলে

বড়লোকের ছেলে। তারা কষ্ট সহ্য করবে কেন?

তুমি বা গরীব কিসে? তোমার বাপের হাতে প্রচুর টাকা, খা'র করছে না, মেরে ফাঁক করে দিয়ে গেছে। জেঠিমা বললেন।

বসন্তবাবু বললেন, বাজে কথা ছাড়, যত সব,—

বসন্তবাবু জানেন, শেষ আদায়ের সব টাকা বুঝিয়ে দিয়ে জয়ন্ত খালি হাতে চলে গেছে, ওই পুরাণ কোঠায়।

শুকতারা ছাড়ার পাত্র নন, রুক্ষ স্বরে বললেন, কেন ছাড়ব? ওইটুকু ছেলে আমায় ঘা দিয়ে কথা বলে। আমিই ওদের পথে বসিয়েছি বলতে চায়।

মধুময় এসব চিন্তাও করেনি। মনে পড়ল মায়ের সতর্কবাণী। এত বড় আঘাতে সে নড়ল না, অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মধুময়কে জ্যাঠা বললেন, বাবা, তোর দাদাকে একটু মানুষ করে নে। জ্যাঠার শেষ ভরসা এই পুত্র বিকাশ। সে মানুষ হ'লে একটু সুখ শান্তি পাবেন এই আশা তাঁর। পুত্রের হাতে সুখী হ'তে চান। জেঠিমার কথায় তার মনঃকষ্ট হলেও জ্যাঠার কথায় তা দূর হ'ল। তবে আপাততঃ ঐ সিটটাই আটকাই; পরে আমার ঘরে খালি হ'লে দাদাকে সেখানে নেব। আপনি দাদাকে আনার ব্যবস্থা করুন।

ও ভারটাও তোমাকে নিতে হবে, বাবা। আমার শরীর ভাল না। আমি পত্র দিচ্ছি। জ্যাঠা সস্নেহে বললেন।

'ঝুমা এক ডিস খাবার এনে মধুময়কে খেতে দিল।'

জ্যাঠা অল্প কথায় একটা পত্র লিখে দিলেন বিকাশকে মধুময়ের হাতে, মধুময় চলে গেল,—খাবার প'ড়ে রইল।

[তের]

মেম চলে যাওয়ার পর সব আক্রোশ পড়ল নীলিমার ওপর, কারণ তিনি এসে তাঁর স্বামীর সুখের নীড় ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর স্বপ্ন সঙ্গিনী বিহঙ্গিনীকে তাড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কষ্টার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি যাদুমন্ত্রে মেমটাকে বশীভূত করে কৌশলে গ্রাস করেছেন, আর সর্ব্বোপরি মেমের কাছে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী

সাজিয়েছে। তাই তাঁর মন খুব গরম, মেম যাওয়ার ছুদিনের মধ্যেও হরিশচন্দ্র উদয় হলেন না "মুন রাইজে"। শুধু ছ'শ টাকা এল সুরদাসের মারফৎ—সংসার খরচ বাবদ।

টাকা দিয়ে সে বললে, মা, যা লাগে বলবেন, আমি ও রঘু কিনে এনে দেব। মিষ্ট ভাষী ভৃত্য সে এ বাড়ীর।

মন্তপায়ীরা ছুশ্চিন্তা ও মনোকষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে যা করেন, ডাঃ রে তাই করছেন ; সুরার সুরে চুর,—একেবারে ভরপূর।

সুচতুরা রূপশ্রী ও বুদ্ধিমতী নীলিমা দেখল, এই মানুষটা মানসিক বিকার গ্রস্ত। এটা একটা ব্যাধি, তাঁকে এই ব্যাধিমুক্ত করতেই হবে, নচেৎ তাদের ভবিষ্যৎ পদ্মপাতায় জলের মতই অনিশ্চিত। আর এই রোগের ঔষুধ হ'ল ওই মাধবী। তাকে দিয়ে তাঁর ঐ পান দোষ ছাড়াতে হবে। যাতে করে ডাক্তার হ'য়ে উঠবেন বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বেকার মত সভ্য, শান্ত, হৃদয়বান্। তাই মাধবীকে সর্ব্বাগ্রে গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক, সনাতনী হিন্দুপন্থায়, যাতে বিলাতী গন্ধ কেটে যায় গুগ্ গুল ও ধূপ ধূনায়।

"সান রাইজ" বাড়ীর সামনের ঘরে ডিস্‌পেন্সারী খুলেছেন ডক্টর রে। ভর্ত্তি হয়েছে ছু'জন কম্পাউণ্ডার ; সকাল সাড়ে ছটা থেকে নটা পর্য্যন্ত ডিস্‌পেন্সারীর কাজ করে বেরিয়ে যান জুয়েলারী দেখতে। জমিদারী যা' কিনেছেন তাও দেখতে মফঃস্বলে যেতে হয় মাঝে মাঝে।

মনোছুঃখে সব কর্ত্তব্যে ইতি করেছেন ডক্টর রে। ঘরের মধ্যে বসে থাকেন সব সময়—সঙ্গী তাঁর, গ্লাস ও বোতল।

এখন শীতের সকাল, বর্ষার জলে ধৌত-নির্ম্মল আকাশের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের সোনার সূক্ষ্মতারের মত সহস্র রশ্মি—মুক্ত বাতায়ন পথে এসে পড়েছে ডাক্তারের চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে, যেন স্নান করিয়ে দিচ্ছে তাঁকে আলোকের অজস্র ধারায়। শরীর তাঁর অনাদরে অযত্নে ক্লিষ্ট, মনও হতাশায় ক্ষুণ্ণ।

সামনের টেবিলে মেমের সেই প্রিয় "হ্যামলেট" বইখানি তার স্মৃতি বুকে নিয়ে এখনও পড়ে আছে। ডাক্তার তুলে নিলেন হাতে, খুলে পড়ছেন হ্যামলেটের সেই স্বগতঃ উক্তিটী, "To be or not to be, that is the question."

বললেন, হ্যামলেট বাঁচবে কি আত্মহত্যা করবে বুঝতে পারছেনা। আমারও হয়েছে সেই অবস্থা একটু পরে বললেন, হ্যামলেটের প্রণয়িনী ওফেলিয়া মরে গেল, আমার ও প্রায় তাই হ'ল সিলভিয়া চলে গেল। যতসব বাজে উপসর্গ এসে তাকে তাড়াল, আচ্ছা দাঁড়াও,—

এমন সময় চা ও খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল মাধবী, শুভ্র পোষাকে, হাসিমুখে, যেন সেবাব্রতা কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল্ এলেন রোগীর ঘরে ঔষধ পথ্যাদি নিয়ে। দরজার শব্দে ডাক্তারের চিন্তা স্রোত বাধা পেল। দেখলেন মাধবীকে অপাঙ্গে, ঘৃণামিশ্রিত স্নেহের সঙ্গে।

মাধবী সেগুলো বাবার সামনে টেবিলের উপর রেখে সস্নেহে আদেশ করল, বাবা চা জুড়িয়ে যাবে, খেয়ে নাও শিঘ্‌গির।

পেশাদারী হাতের পরিচর্য্যায় অভ্যস্ত ডাক্তার দেখছেন খাবারের থালা ও মাধবীকে। খাদ্যগুলি কতদূর রসনা তৃপ্তিকর তা এখনো জানা যায়নি, কিন্তু যিনি এগুলির কারিগর তাঁর যে রুচিবোধ ও পারিপাট্য-জ্ঞান আছে তা বেশ বোঝা যায়। কী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন—স্নেহ রসে মধুর।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, খুকী এগুলো কে করেছে।

মাধবী বললে, খুকী বললে আমায়? ওঃ নাম জান না বুঝি? আমার নাম মাধবী। বিলেত গিয়ে সবাইকে ভুলে গেছ বুঝি?

ডাক্তার বললেন, ওঃ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, আর খুকী বলব না। তা মাধবী, এগুলো কে করেছে?

মাধবী বলল—মা, খুব ভোরে উঠে, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, খুব ভাল খাবার, আচ্ছা খেয়ে দেখ?

ভ্রূকুঞ্চিত করে ডাক্তার বললেন, ওসব খাবার আমি খাইনে, তুমি নিয়ে যাও।—

কেন খাও না বাবা? ওগুলো তো খুব ভাল খাবার। ও, তুমি বুঝি এইগুলো খাও? টেবিলের উপর থাকা গ্লাস বোতল হাতে তুলল। পুনরায় স্নেহের সুরে বলল, ফার্ষ্টবুকে পড়নি, ওয়াইন মেড হিম ম্যাড্", মদে তাকে পাগল করেছিল—সেই মদ তুমি খাও? মদ খেতে নেই, শরীর খারাপ হয়, আর লোকে মাতাল ব'লে ঘৃণা করে। আমার বাবা তুমি, তোমায় লোকে

ঘৃণা করবে আমি সহ্য করতে পারব না। এগুলো আমি ফেলে দিই, বলা মাত্রই করা।

ডাক্তার বললেন ব্যস্তভাবে, ফেলনা, ফেলনা, ফেলনা মাধবী, ততক্ষণে গ্লাস বোতল চূর্ণ হোল নীচের চাতালে পড়ে। বাবার কাছে এসে হাত ধরে বলল, নাও খাও, দুষ্টুমি কোর না, পিতার উপর কন্যার জোর সর্ব্বাধিক।

কী খাব?

চা, খাবার।

না, ভাল লাগছেনা, তুমি নিয়ে যাও, আমি খাব না, রাগতঃ ভাবে পিতা বললেন।

মন খারাপ? আচ্ছা, দাঁড়াও, মনটা ভাল করে দেই—দাদু ভাই এর শরীর মন এমনি ক'তদিন খারাপ হ'ত তোমার জন্য, উঠতেন না, খেতেন না, আমি গান শুনিয়ে মন ভাল করে দিতাম, তবে খেতেন।

তোর দাদু ভাই-এর শরীর এখন কেমন আছে রে? ডাক্তার বললেন। আর কেমন, বেশীদিন আর বাঁচবেন না, তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে মরার মত হয়েছেন। ঠাকুমাও তাই, আমি চলে এসেছি, হয়তো আর মোটেই খাচ্ছেন না। মাধবী খুব দুঃখিত ভাবে বলল।

তবে তুমি এলে কেন? ডাক্তার বললেন।

—বাবাকে দেখতে, বাঃ রে, তোমার বাবাকে তুমি দেখনা বলে, আমার বাবাকে আমি দেখব না? পরের বাবাকে আমি আর কত দেখবো? আমার বাবার কষ্ট হচ্ছে, তাইতো ছুটে এলাম মা-কে নিয়ে।

এই উত্তরে ডাক্তার চমকে গেলেন। বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে আর দু'জনকে আনলে কেন?

ওঃ, জ্যাঠা জেঠিমা? মা ওদের এনেছে সঙ্গে করে তা আমি কী করব? একা তোমার কাছে আসতে আমাদের সাহস হচ্ছিল না, তুমি নাকি বিলাত থেকে কেমন হয়ে এসেছিলে তাই, নাও, তুমি শীগগীর খেয়ে নাও, খাও বলছি, হাত চেপে ধরল।

না, তুমি আগে গান গাও, তবে খাব।

তোমাতে দাদুতে কত মিল, দাদুও ঠিক ঐ কথা-ই বলেন। আগে গান

শোনাতে হবে, তবে খাবেন তিনি। ভাল চাকরী আমার হয়েছে। কত মাইনে দেবে বলতো ?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, কোথায় পাব,—আমি তো ভিখারী। কেন ? এ সব বাড়ী-গাড়ী সব তোমার।

আগে ছিল, এখন সব তোমার ও তোমার মা'র। আমার আর কিছুই নেই। তোমরা থাকতে দিলে থাকব, না দিলে পথে দাঁড়াব। বেদনাক্লিষ্ট মুখ তাঁর।

মাধবী ব্যথিতা হ'ল। তুমি খাও বাবা, আমি আসছি বলে ছুটে মুনরাইজে গেল। মাকে বলল, মা দলিল দু'টা দেখি ?

নীলিমা বললেন, কেন রে ? কী হবে ?

দরকার আছে, বাবা দেখতে চাইছেন। দাওনা তুমি।

আচ্ছা, দিচ্ছি তুই আগে খাবার খেয়ে নে।

আগে দাও—পরে খাব।

দলিল দু'টো বার ক'রে দিলেন নীলিমা। মাধবী নিয়ে ছুটল উর্দ্ধশ্বাসে।

এদিকে মাধবী চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সেই খাবার গুলো বাইরে নীচে ফেলে দিলেন। নীলিমার হাতের খাবার তিনি খাবেন না বা তার সংস্পর্শেও যাবেন না।

খালি ডিস্ সামনে রেখে মুখ নাড়ছেন ডাক্তার, যেন মাধবী বুঝতে পারে তিনি খেয়েছেন।

মাধবী দলিল হাতে ঘরে ঢুকেই দেখে ডিস্ ও কাপ খালি, আর তার বাবা মুখ নাড়ছেন।

মাধবী একবার পিতার মুখের দিকে, আর একবার খাবারের ডিসের দিকে দেখছে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে, বার বার। এতো অল্প সময়ে ডিস মুছে অত খাবার কেউ খেতে পারে না।

ধরা পড়ে গেছেন মনে করেই ডাক্তার বললেন, "মন্দ হয়নি এগুলো, বেশ ভাল হয়েছে,"—মুখ নাড়ছেন তিনি।

মাধবী ঘরের চারিদিকে দেখে বাইরে গিয়ে নীচে দেখল, খাবারগুলো পড়ে রয়েছে, কাকে খাচ্ছে।

দলিল দু'টো টেবিলের উপর রেখে ম্লান চোখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

মাধবী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার শত বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা অনুভব করলেন। ভাবলেন, আশ্চর্য্য শিশু, এত আত্মসম্ভ্রম বোধ এই বয়সে? তার মনে আঘাত দেওয়া ভাল হয়নি। দরজা খুলে দেখলেন, তার চিহ্নও দেখা গেল না। ধীরপদে বিষণ্ণমুখে ঘরে এলেন। দলিল দু'টো হাতে নিয়ে জানালার কাছে গেলেন, দেখলেন, নীচে খাবারের টুকরোগুলো কাকে তখনও খুঁটে খাচ্ছে।

[চৌদ্দ]

সেদিন রবিবার, দুপুর বেলা, মধুময় পড়ছিল আসন্ন বি. এস. সি. পরীক্ষার পড়া, মেসে তার রুমে। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। সে যখন যে বিষয় পড়ে, পরে চোখ বুজিয়ে মনে মনে সেই বিষয়টী অনুধ্যান করে। এটা তার চিরাচরিত অভ্যাস। আজও তাই করছিল। গুরুতর পরিশ্রম, শরীরটাও কতকটা অবসন্ন। তাই বুকের উপর একখানা বিজ্ঞানের বই রেখে চিন্তা করতে করতে এইমাত্র একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে সে। সেই সময়কার তার ভঙ্গীটি দেখে মনে হ'ল যেন সে শবাসনে বিজ্ঞান-সাধনা করছে।

হঠাৎ ঘুমের ঘোরে, অনুচ্চস্বরে সে বলে উঠল, "একি মা! এ কি মূর্ত্তি তোমার? শীর্ণ কঙ্কাল দেহ, চক্ষু জ্যোতিঃহীন, কোটরাগত, মুখবর্ণ পাণ্ডুর, রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ, হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধপ্রায়, অথচ দেবীমূর্ত্তি, কে মা তুমি?"

মধুময় তন্দ্রার মধ্যেই পর্দ্দার ছবির মত দেখল, পরপর তিনটী মূর্ত্তি এক দেহে লীন হ'য়ে একটী হ'য়ে তার সামনে দাঁড়াল। সেই তিন মূর্ত্তি আর কেউ নয়, তার অচেনাও নয়,—তাদের দেবী করুণাময়ী, তার গর্ভধারিণী সুনন্দা দেবী ও তার জন্মভূমি পল্লীমাতার মানচিত্রে অঙ্কিত—নারীমূর্ত্তি।

কী যেন বলছেন সেই মূর্ত্তি ক্ষীণস্বরে,—মধুময় উৎকর্ণ হ'ল, শুনল, বৎস, আমি তোর দুঃখিনী পল্লীমাতা।

মধুময় বলল, "একি মা, তুমি কাঁদছ? তোমার চোখে জল। বল কী চাও?"

"সন্তান, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নাও, আমায় রক্ষা কর, বাঁচাও,—দেখ, আমার দুর্দ্দশা। কৃতীসন্তান সব আমায় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে নগরীর বুকে, আর আমি দিন দিন হয়ে যাচ্ছি শ্মশান।"

"কী করতে আদেশ কর মা ?"

"বৎস, আদর্শ পল্লী গঠনের ব্রত নাও। আজ বাসন্তী অষ্টমী আমার সম্মুখে শপথ কর।"

"একা আমি কী করতে পারি মা ? সে যে দুরূহ কাজ, কতটুকু শক্তি আমার ?" মধুময় বলল।

"হ্যাঁ তুমি একাই পারবে, তোমার বাহুতে অসীম শক্তি, মনে প্রগাঢ় ভক্তি তুমিই পারবে। সর্ব্বপ্রথম তুমিই অন্ততঃ একটা আদর্শপল্লী গঠন করে পথ দেখাও। দেখুক সকলে পল্লীমায়ের কোলে কত সুখ, কত শান্তি, কত আনন্দ। তখন ছুটে আসবে নগর-বিলাসীর দল, এই ক্ষুদ্র পল্লীর বুকে, ক্ষুব্ধ অন্তরে, শান্তি পেতে। তুমি পথ দেখাও।

মধুময় জেগে উঠল ধড়মড় করে। বসে চিন্তা করছে একি দেখলাম ? একি সত্যি ? না স্বপ্ন ? এখনও যেন সেই ছায়ামূর্ত্তি দেখছে সে। মূর্ত্তি বলেছেন, "আজ বাসন্তী অষ্টমী", দেখি, উঠে ক্যালেণ্ডার দেখল, সত্যিই সেদিন বাসন্তী অষ্টমী।

তার ডাইরীখাতা বার করল সে, লিখল তাতে এই অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত, পাছে ভুলে যায়।

মধুময় ভাবছে, শপথ করলাম কেন ? বিলাতে যাব, পল্লী গড়ব কখন। আবার ভাবল, মায়ের কাজ, মা করিয়ে নেবেন। আমার চিন্তার কিছু নাই।

সত্যিই তো পল্লীমাতৃকা বাংলার আজ কী দুরবস্থা। পল্লীর যে সন্তানটী মানুষ হয় সে কলকাতায় চলে যায়। যারা যেতে পারে না তারাই অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য নিয়ে আধমরা অবস্থায় দিন কাটায়।

শিক্ষা শেষ করে আমি পল্লীর সেবায় আত্মনিয়োগ করব, আদর্শ পল্লী গড়ব।

পরদিন অনুপমদের বাড়ী গিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে বলল এই অদ্ভুত স্বপ্ন

বৃত্তান্ত। অনুপম, তাপস, হিরণ্ময় শুনে অবাক হয়ে গেল। অনুপমের মা বসুধারা দেবী ও বোন গায়ত্রীও শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল।

অনুপম বলল, "মায়ের ডাক, সাড়া দিতেই হবে।"

তাপস বলল, "তোমাকেই এই ভার দিয়েছেন, কারণ তুমিই এইভার বইতে সম্পূর্ণ সক্ষম। হারকিউলিস তুমি।"

হিরণ্ময় বলল, "তা'ছাড়া তুমি ছেলেবেলা থেকে পল্লীর সেবা করছ কিনা, তাই, তুমি পল্লীকে ভালবাস। চল, আমরাও তোমার সেবকদলে যোগ দেব।"

অনুপম জজের ছেলে। আই. এস. সি. পরীক্ষার পর দারুণ ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় তার চিকিৎসকেরা তাকে পড়া ছাড়তে পরামর্শ দেন। তার মাতা-পিতা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান, একটা ছেলে, তারও এই অবস্থা। পুরী, মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠান, প্রভূত অর্থব্যয় করেন, ফল বিশেষ কিছুই হয়নি। খুব দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল এই দম্পতির। যাকে পান, তার সঙ্গে পরিচয় দেন এই দুঃখের কথা। দেওঘরে একদিন এক সাধু তাঁকে সদ্‌গুরুর কাছে থেকে দীক্ষা নিতে বলেন। তিনি বলেন, দীক্ষার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হ'লে মানুষের দক্ষতা বাড়ে, বিপদে আপদে প্রায়ই পড়ে না, আর পড়লেও অভিভূত হয় না শান্তি পায়। বিপদ যিনি দেন, উদ্ধারের পথও তিনি বলে দেন। শিব রুষ্ট হ'লে গুরুই ত্রাণকর্ত্তা।

তাই এই জজ-দম্পতি কাল বিলম্ব না করে সদ্‌গুরুর সন্ধান করেন দিনরাত। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, তাই সদ্‌গুরুর সন্ধানও মিলে যায় ৺বৈদ্যনাথধামে। দুই ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এই দম্পতি সেইখানেই দীক্ষা নেন। বাড়ী এসে নিষ্ঠার সঙ্গে জপধ্যানাদি করতে থাকেন।

এরই এক সপ্তাহ পরে একদিন ভোরে অনুপম হেদুয়ায় হাওয়া খাচ্ছিল। সেই সময় মধুময় ব্যায়াম করতে যাচ্ছিল আখড়ায়। লক্ষ্য পড়ল, অনুপমের উপর। দুঃখ হ'ল তার এই যুবকের চেহারা দেখে। এই বয়সে এই চেহারা। ভাবছে হায়! ব্যায়াম-বিমুখ হয়ে এই মহান্ বাঙ্গালী জাতি আজ ধ্বংস হতে চলেছে। "স্বাস্থ্য সব সুখের মূল" ভুলে গিয়ে জাতি আজ মূলধন হারাতে বসেছে।

অনুপমও মধুময়ের উন্নত বলিষ্ঠ দেহ দেখল। কে যেন ভিতর থেকে তাকে বলে দিল, ওঁর সঙ্গে আলাপ কর, ওই তোমার বাঁচার মন্ত্র দেবে। মধুময়

তখন কয়েক গজ এগিয়ে গেছে। পিছন থেকে অনুপম ডাকল, মধুময় দাঁড়াল। অনুপমের সব কথা শুনে তাকে আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা ও ব্যায়ামের কতকগুলি প্রক্রিয়া শিক্ষা দেয়। নিষ্ঠার সঙ্গে অনুপম চর্চ্চা করতে থাকে। ছয়মাসে অনুপমের ওজন বাড়ল ছয় পাউণ্ড। তার মাতা পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মধুময়কে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতে লাগলেন। তদবধি মধুময় এ বাড়ীর ছেলের মত। পাড়ার ছেলেরা কেউ কেউ ঠাট্টাকরে বলল, "শুকনো কাঠে ফুল ফুটেছে।"

ব্যায়ামের এই অদ্ভুত মৃত সঞ্জীবনী শক্তি দেখে পাড়ার অনেক ভগ্নস্বাস্থ্য যুবক মধুময়ের কাছে ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করল। সকলেই মধুময়কে বিশেষ ভালবাসে মধুময়ের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাপস, অনুপম, হিরন্ময়, সলিল তার অন্তরঙ্গ।

অনুপম বলল, "তোমার পল্লীগঠনের কাজে আমরা তোমার সহায় হব। যে কোন ত্যাগস্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত।

তাপস এ্যাডভোকেটের ছেলে—ল' কলেজে পড়ে। সে বলল, "আমার বাবা মালদহ জেলায় রূপসা নদীর ধারে শাবর্ণি গ্রামে একটী বাগান বাড়ী কিনেছেন তার আশে পাশের গ্রামগুলি খুব কদর্য্য। চল আমরা ওখানে গিয়ে আদর্শপল্লী গঠন করি।

হিরন্ময় বলল, তা অত দূর কেন? মধুদাব গ্রামেই হোক আদর্শপল্লী গঠনের কাজ। Charity begins at home.

সকলেই সানন্দে সম্মতি দিল।

মধুময়ের পিতা পেয়েছেন,—মাত্র কুড়িখানি দুঃস্থ পল্লী ও হরিণমারী নামে সাপ কচুরী,শেওলা ও মশায় ভরা পচাজলের একটি বিল—পরিমাণ প্রায় দু'হাজার বিঘের মত। বিলটা গ্রাম গুলোর প্রায় মধ্যস্থলে। এই বিলের পশ্চিম দিকে "বাঘমারী" নামে আর একটা বিল। সেটার পরিমাণ-প্রায় তিন হাজার বিঘের মত। ওটা ডাঃ হরিশ চন্দ্র রায়ের জমিদারীর মধ্যে।

মধুময় বলল, "দেখ ভাই, আমাদের হরিণমারী বিলের পশ্চিম দিকে ডাঃ হরিশ রায়ের বাঘমারী বিল। অকারণ এই দুটো বিল পড়ে রয়েছে। আমাদের এই বিলটা নিয়ে প্রথম কাজ আরম্ভ করি, কাজ ভাল দেখলে লোকে

আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে, তখন হয়ত আমরা বাঘমারী বিলটাও পেয়ে যাব। তাহ'লে আমাদের আদর্শ পল্লী গঠনের স্থানের অভাব হবে না।

অনুপম বলল, "কিন্তু কচুরী ধ্বংস করা যাবে কী করে ?

হিরন্ময় বলল, কেন, বিলের জলটা সরাতে পারলে কচুরী শুকিয়ে যাবে। মধুময় বলল, জল নিকাশ করাই হ'ল একটা সমস্যা, গ্রামের উত্তরে আধ মাইল দূরে নদী। মাঝখানে গ্রাম, প্রথমতঃ ড্রেণ কেটে জল বা'র করতে হ'লে গ্রামের মধ্যে অন্ততঃ দশ বার ফুট, আর নদীর কাছে প্রায় ১৫।১৬ফুট গভীর করতে হবে, আর ঐ গভীরতা বজায় রাখতে চওড়াও করতে হবে অন্ততঃ কুড়িফুট। প্রজারা অত জমি দেবে না।

তাপস বলল, তাদের "ভালর জন্য করা হ'বে, আর তারা দেবে না ?" "দেখ, তারা সারা বছর ম্যালেরিয়ায ভোগে, আব বছরে আটটা দশটা সাপের কামড়ে মরে, এটা হ'লে তাদেরই মঙ্গল তবু তারা বুঝবে না, এত অজ্ঞ তারা।"

হিরন্ময় বলল, অন্যপথ দিয়ে তাহলে জল বা'র করতে হবে। মোটকথা জল নিকাশ না করলে কচুরী ধ্বংস করা যাবে না।"

মধুময় চিন্তিত মুখে বলল, "আর একটা উপায অছে, সেটা হ'লে খুব সহজে কাজ হাঁসিল হয়, তবে তা হবে বলে আমার মনে হয় না। এক রকম অসাধ্য।

অনুপম বলল, "এখন অসাধ্য সাধনই তো করতে হবে। ঘাবড়ালে চলবে না।"

মধুময় বলল, "হরিণমারীর পশ্চিমে বাঘমারী, তার পশ্চিমে ৭।৮ রশি দূরে একটা খাল আছে—দুই বিলের মাঝখানের ভেড়ীটা খানিকটা কেটে আর ৭।৮ রশিতে একটা ড্রেণ দিতে পারলে বাঘমারীর উপর দিয়ে জল নিকাশ করা যায়।"

তাপস বললে, "তবে এটা তো খুব সোজা পথ।"

হিরন্ময় বললে, "যতটা সোজা ভাবছ ততটা সোজা নয়। ঐ বিলের মালিক ডাঃ হ্যারিশ রে, যিনি পূর্ব্বে ছিলেন শ্রীহরিশ রায়। বাঙ্গালী সাহেব, আসল সাহেবদের চেয়েও বাঙ্গালী বিদ্বেষী। সেখানে বড় সুবিধে হ'বে না।"

মধুময় বলল, "আমি আর একটা উপায় ঠিক করেছি, ঐখানটা গরম কালে

শুকিয়ে যায়। যদি ঐ খাল থেকে মাটি কেটে এনে হরিণমারীর পূর্ব দিক থেকে ভরাট করে আসা যায় মন্দ হয় না।

অনুপম বলল, "এটা খুব ভাল যুক্তি, তবে অতদূর থেকে মাটী টানতে লোক ও সময় লাগবে যথেষ্ট।"

মধুময় বলল "আমাদের কুড়িখানা গ্রাম থেকে দু'শ ছেলে নিয়ে আমি পল্লীসেবক সমিতি গড়েছি"। তারা রাস্তা ঘাট মেরামত করছে, কাজ বেশ এগোচ্ছে। গ্রামের শ্রী খুলছে। কিছু কাজ এগোলে সাহেবের কাছে যাব আবেদন নিয়ে।

আগামী শনিবারে গ্রাম দেখতে সকলে যাবে স্থির রইল।

[পনেরো]

মাধবীকে কাঁদ কাঁদ ভাবে আসতে দেখে রূপশ্রী বললেন "কী হয়েছে রে তোর? অমন কাঁদ কাঁদ হ'যে আসছিস কেন? তোর দলিল কী হ'ল?" নীলিমা বললেন "খাবার খেয়েছেন?"

মাধবী ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল "না ফেলে দিয়েছেন, দলিল বাবার কাছে।" "ফেলে দিয়েছেন? কেন। জেঠিমা রূপশ্রী জিজ্ঞাসা করলেন। "জানিনে, বললেন কে তৈরী করেছে?" আমি বললাম মা, তখন বললেন, নিয়ে যাও ওগুলো আমার ভাল লাগেনা।"

নীলিমা বললেন "আমার হাতের কিছু খাবেন না"।

মাধবী বলল, "না খাবেন না, খান কিনা দেখি। আজ না খান, কাল খেতেই হবে।

সেদিন এইভাবে গেল।

ইতিমধ্যে মাধবীর গান ও নাচের জন্য একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হয়েছে, তা ছাড়া বাড়ীর নিকট একটী বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যার পর "মুনরাইজের" দোতলার দক্ষিণের ঘরে যমুনাবাঈ-এর নিকট

মাধবী নাচ শিখছিল। যমুনা যেমন দেখিয়ে দেন, অমনি সে দু'একবারের মধ্যেই আয়ত্ত করে নেয়। ময়ূরের মত সাবলীল গতি-ভঙ্গিমা তার।

খাবার ফেলে দেওয়ার পর মাধবী দুঃখে তার বাবার কাছে যায়নি। সে চলে আসার পর হরিশের পিতৃহৃদয় ব্যথা ও অনুতাপে কাতর হয়। চেয়ারে বসে দলিল দু'খানা হাতে করে নাড়াচাড়া করতে করতে কখনও বা পড়তে লাগলেন; দাতা, মিস্ মেরী সিলভিয়া, গ্রহীতা মিস্ মাধবী রায়-পিতা ডাঃ হরিশ চন্দ্র রায় ওঃ ডাঃ হ্যারিশ রে। সিলভিয়ার কথা মনে হতেই বলল, "এক কথায় তাকে সব দিয়েছিলাম, উঃ কী আঘাত দিয়ে গেল। একটু পরেই বলল, "কী মিষ্টি ছিল তার ব্যবহার, কী মধুর ছিল তার আলাপ। তার কী দোষ? সে তো এক কথায় সব ছেড়ে আমায় নিয়ে ভেসেছিল, এই সব শয়তানীরা চক্রান্ত করে আমার সুখের ঘর ভেঙ্গে দিল। আর নিজেরা এসে দখল করে নিয়ে বসেছে।"

সে দিন বাহিরের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন ডাক্তার। শুনলেন ও বাড়ীতে নাচগান হচ্ছে। বললেন, "বাঃ, খুব ফূর্ত্তি লেগেছে তো? নাচগান না হলে ভাত হজম হয় না, বেশ আমিরী চাল দেখছি। পায়ে পায়ে ও বাড়ীতে এগিয়ে গেলেন। ঘরের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখছেন, মাধবী নাচছে, আর এক জন ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের মেয়ে শিখাচ্ছে। দুজনের পায়ে ঘুমুর আর একটা মেয়ে তবলা বাজাচ্ছে। রূপশ্রী দেখছে, নিলীমা রান্না ঘরে।

ডাক্তার দেখে মুগ্ধ হলেন, নিজে নিজে বললেন, "বাঃ মেয়েটাতো খুব সুন্দর নাচে। আর দেখতেও কী সুন্দর। এ সব শিখল কী করে?" শেষ পর্য্যন্ত দেখে আবার অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন।

রহমান্। বাবুর্চিকে ডাকলেন।

হুজুর!

খানা দেও।

খানা ওবাড়ীতে তৈরী হচ্ছে—আজ থেকে ও বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে, মা-জী খুকীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন। খুকু দিদিমনি বিকেলে আমায় বলেছে।

সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—রহমান, তোমার মনিব আমি না ওরা?

রহমান উত্তর দিল 'না'।

আমার কর্ম্মচারী চাকর-বাকর আর আমায় মানছে না। আমার বাড়ীতে আমি চোর। ক্ষিদের সময় দুটো খেতে পাব না? উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। আমায় পথে তুলে দিয়েছে? "দাঁড়াও,"—বলে দ্রুত পদে ঘরে গেলেন, আলমারি খুলতেই সামনেই দলিলগুলো ছিল, বললেন, "এই দলিল,—বিষবৃক্ষ, সিলভিয়া পুঁতে গেছে, কেটে ফেলি' বলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ছিঁড়ে ফেললেন; আর একটা ছিঁড়তে গিয়ে ভাবলেন, সিলভিয়ার হাতের সই, তার শেষ স্মৃতি। নাঃ থাক্, এটা ছিঁড়ব না, দেখি, বিষবৃক্ষে কি ফল ফলে, কাটতে কতক্ষণ!

রাগ কতকটা বেরিয়ে গেল, গ্লাস বোতলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। রহমানকে রেষ্টুরেণ্ট থেকে রুটি মাংস আনতে বললেন। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে রুটি মাংস এনে টেবিলে সাহেবের সামনে দিয়ে বাইরে দাঁড়াল। সাহেব খাওয়া আরম্ভ করবেন এমন সময় মাধবী "বাবা খাবে এস" বলে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে তার বাবা খাচ্ছেন।

করুণ দৃষ্টিতে তাকাল পিতার মুখের দিকে, পরে প্লেট ও বাবুর্চ্চির দিকে, সব শেষে নজর পড়ল, মেঝেয় পড়ে থাকা ছেঁড়া দলিলের উপর।

মাধবীর বুক যেন ভেঙ্গে গেল দুঃখে, সে সমস্ত দিন তার মাকে একটু বস্তে দেয় নি। বাবার জন্য ভাল ভাল খাদ্য তৈরী করিয়েছে, এখন বাবার সঙ্গে বসে খাবে বলে বড় আশা করে বাবাকে ডাকতে এসেছে; কিন্তু তার বাবাকে খেতে দেখে তার দুঃখের আর সীমা রইল না, কান্নার বেগ তার কণ্ঠরোধ করল। আর একবার পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলে মেয়েদের যা ব্রহ্মাস্ত্র তাই ছাড়ল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "তোমায় আর বাবা বলব না।" ঘর থেকে চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে, সে রাত্রে তাদের খাওয়া হ'ল না। রাত্রে মাধবীর ভীষণ জ্বর হ'ল।

ডাক্তারের খাওয়া বন্ধ হ'ল, মনটায় বেশ অনুতাপ এল। ভাবলেন, মেয়েটার মনঃকষ্ট দেওয়া ভাল হ'ল না, ও ছেলে মানুষ, ওর কী দোষ? শিশু দেবতার সামিল। পরক্ষণেই বললেন, "নাঃ, কোন অন্যায় করিনি, যারা এসে আমার সুখ-শান্তি হরণ করল, আমাকে পথে বসাল, তাদের হাতে খেতে হবে? মেয়ে পাঠালেন নিমন্ত্রণ করতে, খেতে ডাকতে? কেন, নিজেরা আসতে পারেন না? সব বুঝি।"

চিন্তা করতে করতে অনেক রাত্রে ঘুমালেন। উঠতে বেশ বেলা হ'ল। দরজা খুলতেই দেখেন, সতীশ পূজার ফুল বেলপাতা প্রভৃতি নিয়ে যাচ্ছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার,' সতীশ, ওগুলো কী ?"

সতীশ বলল, "মায়ের মঙ্গলচণ্ডীর পূজার ফুল, খুকীর অসুখ।" ডাক্তার শুনে খুব দুঃখ পেলেন কিন্তু সে ভাব চেপে মুখে বললেন, বিদ্রূপের সুরে,—খুকীর অসুখ, তা মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করে কী হবে ? এখন ডাক্তারের পূজা দিতে হবে। যত সব কুসংস্কার।

সতীশ চলে গেল।

ডাক্তার চিন্তা করছেন,—মেয়েটার মনের কষ্টে জ্বর হয়েছে। ভারি ভাল মেয়ে। যেন গডেস্ মিনার্ভা, দেখি কি ওষুধ দেওয়া যায়, না দেখেও তো ওষুধ দেওয়া যায় না। কি করেই বা যাই ওদিকে। এমন সময় দেখেন সুরদাস ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার, "সুরদাস, ওটা কি তোমার হাতে ?"—"হুজুর, ওষুধ, খুকী দিদিমণির অসুখ, খুব জ্বর।

শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "জ্বর, তা ওষুধ আনলে কার কাছ থেকে ?

"আজ্ঞে প্রভাত ডাক্তার।"

"কে আনতে বলল, ওখান থেকে ?"

আজ্ঞে, মা বললেন, "নিকটে কোন ডাক্তার আছে" "তাই আমি প্রভাত ডাক্তারের নাম বলেছি।

ডাক্তার বললেন—"ওঃ আমায় বিশ্বাস হ'ল না। আচ্ছা যাও," সুরদাস চলে গেল।

ডাক্তার বললেন—"আমার চেয়ে প্রভাত ডাক্তার বড হ'ল। ওদের কাছে আমি ডাক্তারই না—গোবদ্যি।

উঃ কী অপমান। আমায় একবার জানালো না ? আমার মেয়ের অসুখ, আর আমি জানতে পারলাম না ? লণ্ডনেব নামকরা ডাক্তার আমি, এত তাচ্ছিল্য ! গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না, তাই ডাকেনি। কিংবা ওরা ভেবেছে আমি ডাক্তারী পাশ করিনি, বিলেত গিয়ে মেম নাচিয়েছি—আর মদ খাওয়া শিখে দেশে ফিরেছি। উঃ কী স্পর্দ্ধা ! অসহ্য।

আবার বললেন, "রোগী না দেখে ওষুধ দিল ? কেমন ডাক্তার-ও।"

"যদি ওই ওষুধ খাওয়ায় ? যদি হিতে বিপরীত হয় ?

নাঃ কেউ তো একবার আমায় ডাকেও না।"

"সুরদাস গিয়ে নিশ্চয়ই বলেছে, তবু ডাকল না ? একবার ডাকলেই তো আমি যেতাম,—"

পরক্ষণেই বললেন, "আমি যাব, মেয়েটার জন্য যাব, মানের দিকে তাকাব না, খুব ভাল মেয়ে, যাই দেখি।

একটু একটু করে ডাক্তার গেলেন ও বাড়ীতে, ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, একটু আড়ালে।

এদিকে সকালে মাধবীর জ্বর একটু কম হলেও এখনও ১০২° ডিগ্রী। চোখ লাল, ছটফট্ করছে, বলছে, "মা, জেঠিমা, বাবাকে ডাক, আমার বাবা খুব বড ডাক্তার, বাবা দেখলেই সারবে, আমি বাবার ওষুধ খাব।"

নীলিমা মেয়ের দিকে চেয়ে জলভরা চোখে বললেন, "তুই বাপের জন্য কেঁদে কেঁদে জ্বর বাধিয়েছিস্, তোর বাবা কি তোর জন্য একটু ভাবেন ? তোর হাতের ছোঁওয়া পর্য্যন্ত খান না।"

মাধবী বলল,-' কেন খান না, মা ? আমরা কী দোষ করেছি ?"

"কী করে জানব মা, বোধ হয় আমি অশিক্ষিত বাঙ্গালীর মেয়ে তাই।"

"বাবা কি সাহেব ?"

"তাই তো দেখছি," মা বললেন।

রূপশ্রী গ্লাসে ওষুধ ঢেলে খেতে দিলেন।

মাধবী বলল, "আমি বাবার ওষুধ খাব," বাবা খুব বড ডাক্তার।

নীলিমা সজল চোখে নিরুত্তর আছেন।

তার জেঠিমা বললেন,—"তোমার বাবা যদি ডাক্তার হতেন তবে জ্যান্ত মেয়েটাকে মেরে ফেলতেন না। খেয়ে নাও, অমন বাবার চেয়ে পর ভাল। আর বড় ডাক্তার হ'লেও সে ডাক্তারী মাথা আর নেই। তুমি এই ওষুধ খাও মা, এঁরাও বড় ডাক্তার,"

নীলিমা বললেন, "তুমি শীগগির সেরে ওঠ, চল, আমরা বাড়ী যাই।"

"কেন, এখানে থাকবে না ?" মাধবী বলল।

নীলিমা বললেন, "না, এত অপমান আর সহ্য করা যায় না। পাঁড়াগা'র বাড়ী ঢের ভাল, সেখানে তবু সম্মান আছে।"

মাধবী গ্লাস হাতে ওষুধ খেতে উদ্যত, ডাক্তার আর অলক্ষ্যে থাকতে পারলেন না। এই কয়দিন ধরে তিনি তাঁর গত জীবনের ঘটনাগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর জীবনের সংগে সংশ্লিষ্ট মা-বাবা-স্ত্রী-কন্যা-ভাই-ভাইবৌ প্রভৃতির আচরণে কোথাও গলদ দেখতে পাননি, বিশেষ করে তার স্ত্রীর আচরণে; যে স্ত্রী এই দীর্ঘকাল স্বামীর কাছ থেকে আদর যত্ন পাওয়া দূরে থাক, কোন সংবাদ পর্য্যন্ত পাননি, দেশে ফেরার পরও যে কেবল অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করছে, আবার সেই স্বামীকে সুখী করবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, বিদেশিনী ইংরাজ মহিলা যার ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে তার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেল,—সেই স্ত্রী আর অপমান সহ্য করতে না পেরে চলে যেতে চাচ্ছে; ডাক্তারের মনে তীব্র অনুশোচনা এল, আর ওভাবে থাকতে পারলেন না, মাধবী ওষুধ খায় আর কী,........

দ্রুত পদে ঘরে ঢুকেই বললেন, "ও ওষুধ খেও না, মাধবী ফেলে দাও—ও ভাল না, বিষ, যে ডাক্তার রোগী না দেখে ওষুধ দেয় তার ওষুধ খেতে নেই,—কে আনতে বলল ওই ডাক্তারের ওষুধ? আমি ডাক্তার না? আমাকে জানান হ'ল না কেন?"

রূপশ্রী বলল. "সাহস হয়নি।"

ডাক্তার বললেন, "কেন, আমি বাঘ নাকি?"

রূপশ্রী বলল, "বাঘ না হলেও. বাঘা-লোক তো বটে।"

ডাক্তার বললেন. "আমি কারোর কাঁচা মাথা খেয়েছি?"

রূপশ্রী বলল—'কম কি করেছো"।

ডাক্তার বললেন, "তোমাদের উপর যাই করি, আমি মেয়েকে অযত্ন করেছি কি?"

"মেয়ের সামনে তার গো-বেচারা মাকে অপমানের একশেষ করলে, মেয়ের ছোঁওয়া খাবার খাওয়া হ'ল না, সে তোমার সঙ্গে থাবে বলে ডাকতে গেল, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, তাই কেঁদে কেঁদে তার জ্বর হ'ল। সমস্ত রাত ঘুমাতে পারেনি,—ছটফট করেছে, মন গরমের জ্বর, শীঘ্র সারলে বাঁচি, চলে যাই।"

ডাক্তার খুব ব্যথা পেলেন, মুখে কিছু প্রকাশ না ক'রে রূপশ্রীর আড়ালে-বসা

নীলিমাকে বললেন, "মাধবীর জ্বর বেশী হ'লে কি তড়কা হয়? ক্রিমি আছে? সর্দ্দির ধাত আছে নাকি?"

নীলিমা মাথার ঘোমটা একটু সরিয়ে বলল, "ওর জ্বর-টর বিশেষ হয় না, তড়কাও হ'তে দেখিনি, সর্দ্দিও নেই।

রূপশ্রী পাশের ঘরে গেল।

ডাক্তার নীলিমাকে বললেন, ডাক্তারকে "কল্" দাওনি কেন?

নীলিমা চুপ করে আছে, পরে ধীরে ধীরে বলল, "কল দিলে যদি না আসে; কল দিলে আবার ডাক্তার আসে না"?

মাধবী বলল, "মার হাতে টাকা নেই, তাই,—

"কেন. সেদিন দু'শ টাকা দিয়েছি; সে কি সব খরচ হয়ে গেছে? আর গেলেও আবার চাইলেই দিতাম,"---

মাধবী বলল, "মা সে টাকা খরচ করেনি, বাড়ী যাওয়ার সময় তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।"

ডাক্তার বললেন, "হু বুঝেছি, আচ্ছা. মাধবী, তোমার এ বাড়ী ভাল লাগছে না? মাধবী বলল, "আমার ভাল লাগছে, কিন্তু মা জেঠিমা বলছেন, যেখানে মান থাকে না, সেখানে থাকতে নেই, আমাদের হাতের ছোঁওয়া খাবার খাও না, কেন খাও না বাবা আমরা বাঙ্গালী, তাই?"

ডাক্তার বললেন, "মান থাকে না। তোমার মা জেঠিমা আমার কী মানটা রেখেছে শুনি? বাচ্ছা মেয়ে পাঠিয়ে চাকরের কাছে নিমন্ত্রণ করা হ'ল, আমি খা'ব কেন? আর যখন খেলাম না তখন নিজেরা গিয়ে ডাকতে পারলেন না? সব দোষ আমার? যাক্—"

ডাক্তার ভাল ভাবে মাধবীর বুক পিট পরীক্ষা করে দেখলেন। একটা প্রেস্-ক্রিপশান লিখে সুরদাসকে তাঁর কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে ওষুধ আনতে পাঠালেন, ততক্ষণ তিনি মাধবীর কাছে বসে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। চারদিন পরে মাধবীর জ্বর ছাড়ল। এ কয়দিন ডাক্তার প্রায় সব সময় "মুন-রাইজে" মেয়ের কাছে থাকতেন। ওখানেই খাওয়া শোওয়া সব। রূপশ্রী খুব খুসী, মাধবী ও, তার আর তো কথাই নেই।

সাত সাগরের পার থেকে এক অপরিচিতা এসে এদের মৃত দাম্পত্য জীবনের

বিচ্ছিন্ন হাড়-এর টুকরোগুলো একত্র করে রচনা করল,—কঙ্কাল; শান্তপল্লীর শ্যামল বধূ রূপশ্রী তা'তে রক্ত মাংস যুক্ত করে গঠন করল,—দেহ; বাৎসল্য রসপুষ্ট মায়াবিনী কন্যারূপিনী নারী মাধবী করল সেই দেহে,—প্রাণ প্রতিষ্ঠা; আর ধর্ম্মসঙ্গিনী-নীলিমা জাগিয়ে তুলল সেই প্রাণে ধর্ম্মীয় চেতনা, সুপ্ত স্নেহ ও লুপ্ত কর্ত্তব্যজ্ঞান। এই তো নারীর শিল্প-সৃষ্টি।

[ষোল]

তাপস, অনুপম হিরণ্ময় ও মধুময়, চার বন্ধুতে নামল ট্রেণ থেকে, সন্ধ্যায়। এরা আসছে পল্লী উন্নয়ন ও আদর্শ পল্লী গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে। গ্রামে তরুণদের মধ্যে সাড়া পড়ল। অনেকে ছুটে এল তাদের মধুদা ও তাঁর বন্ধুদেরকে দেখতে। কালিদাস হামিদ, কমল, কুমুদ, প্রভৃতি পল্লী সেবক দলের নেতারা মধুময়ের সাকরেদ, তারা মধুময়কে প্রাণের মত ভালবাসে। আজ শনিবার,-মধুময়ের বাড়ী আসার দিন,-তাই তারা এসেছে ষ্টেশনে মধুদাকে নামিয়ে নিতে। ছোটবড় সকলেই "মধুদা" আর কেউ কেউ "মধুবেটা" বলেও ডাকে।

মধুময়কে দেখেই প্রতীক্ষমান দলের আনন্দের সীমা রইল না। সকলে তাকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করতে লাগল, কত মিষ্টি মধুর কথা হ'ল, সকলের মুখ হাসিমাখা, মধুময় যেন তাদের "সাতরাজার ধন এক মাণক।"

কলকাতার বন্ধুরা এদৃশ্য দেখে মুগ্ধ। অনুপম ভাবছে, "মধুদা নিশ্চয়ই যাদু জানে। তাপস ভাবছে,—মধুদার কাছে এরা মধুর আস্বাদ পেয়েছে।" হিরণ্ময় ভাবছে, ভালবাসা'ই সব চেয়ে বড় যাদু।

মধুময় তার সহর বন্ধুদের সঙ্গে পল্লীবন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিল। তখন সকলেই নমস্কার ও প্রতি নমস্কার জানিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

ষ্টেশন থেকে শ'খানেক হাত গিয়ে মধুময় তার বন্ধুগণকে এগিয়ে যেতে বলে রাস্তার ধারে একটা কুঁড়ে ঘরের উঠানে গিয়ে ডাকল, "মাইজী, তোম্ কাঁহা গিয়া?" মধুময়ের বন্ধুরা রাস্তায় অপেক্ষা করছে। সেই কুঁড়ের মধ্য থেকে একটা উত্তর এল,-কেঁও মধুবেটা, আয় বেটা আয়। কিতনা রোজ তুমনে নেহি দেখা হ্যায়" বলে এক হিন্দুস্থানী প্রৌঢ়া বাইরে এসে মধুময়ের গায়ে মাথায়

হাত বুলাতে বুলাতে বলল, কেতনা রোগা হয়েছিস রে বেটা, বইঠ যা বেটা।

না মা এখন বসব না,—সঙ্গে অনেক বন্ধু আছে অন্যদিন আসব।

ডাকনা ও লেড়কাদের।

মধুময় ডাকল, তারা সকলে এল, প্রৌঢ়া ঘর থেকে একটা বেঞ্চি দিল, সকলের বসার স্থান হ'ল না দেখে একটা খেজুর পাতার চেটাইও দিল। প্রৌঢ়ার বাড়ীতে মুড়ি, বাতাসা, কলা, নারিকেলের একটা ছোট দোকান, সে নিজে কেনা বেচা করে। এককাঁদি কলা, নারিকেল, ও পাটালি প্রৌঢ়া আনল। মধুময় দেখল, এগুলো খেলে গরীবের কিছু ক্ষতি করা হয়, কারণ টাকা দিতে গেলে প্রৌঢ়া নেবেনা,—রাগ করবে। বলল, "মাইজী আর একদিন আসব, এখনও জপ করিনি, খেতে পারব না।

প্রৌডা বলল, হামি কিছু বুঝিরে বেটা, তুই এখানে জপ কর লে।

মধুময় দেখল হাত ছাড়ান যাবে না, তখন হামিদকে নারিকেল কেটে সবাইকে দিতে বলে নিজে জপ করতে বসল। ওদেব খাওয়াতে পেরে প্রৌঢ়া সত্যই আনন্দ পেল। মধুময় চিন্তা করছে, কীভাবে এই গরীবের ক্ষতিপূরণ করা যায়। তার মায়ের জন্য কেনা একজোডা শাডী থেকে একটা তার হিন্দুস্থানী মাকে দিযে বললো, "মাইজী তোমার জন্য একটা কাপড এনেছি, তুমি পরবে, কেমন?"

আনন্দ আর ধরেনা প্রৌঢ়ার মুখে। প্রশান্ত হাসির রথে জীর্ণ কুটীরে স্বর্গ নেমে এল। বলল, মধুবেটা আমার রাজা হবেরে।

"মাইজী চলি" বলে মধুময় বন্ধুদের নিয়ে রওনা হল, প্রৌঢা ম্লান চোখে চেয়ে রইল।

পথে আসতে মধুময় কেমন করে ঝড-দুর্যোগের রাত্রিতে এই হিন্দুস্থানী নারীর গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, প্রৌঢ়া কেমন করে তাকে পুত্রের মত যত্নে রেখেছিল তার গল্প করতে করতে বাড়ী এল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বন্ধুদের নিয়ে মধুময় মেতে গেল আদর্শপল্লী গঠনের আলোচনায়। দেখতে গেল হরিণমারীর বিল,—ও মাটী কাটার খাল। মধুময় পল্লী বন্ধুদের বলল, ভাইসব তোমরা এখন যাও, কাল সকালে স্কুলের মাঠে হাজির থাকবে,—আমার কলকাতার বন্ধুরা তোমাদের ব্যায়াম কৌশল

দেখবেন। তার পরে ঝুড়ি কোদাল নিয়ে লেগে যাবো ঐ বিল ভরাটের কাজে। আর দেখ, রাখাল প্রভৃতির গালাগালিতে তোমরা ভয় পেওনা, ওতে আমাদের মনের জেদ আরও বাড়িয়ে দেবে। সমালোচনা ভাল।

পরদিন সকালবেলা বালক বালিকাদের ব্যায়াম কৌশল দেখার পর পল্লী-গঠণের কাজ সুরু হ'ল। মধুময় প্রথমে একঝুড়ি মাটি বিলে ফেলল, তারপর ছেলেরা ঝুড়ি কোদাল নিয়ে বিল ভরাট করতে লাগল। বিলের পূর্ব্বদিক থেকে ভরাট আরম্ভ হল। কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা, কী আনন্দ তাদের। মধুময় ইতিমধ্যে একটা কর্ম্মগাথা রচনা করেছে, সে পকেট থেকে বার করে পড়তে থাকল, সকলে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল,—

"মোরা পল্লী-মায়ের সেবকদল,
মনে মোদের মাতৃ-ভক্তি, মাথায় মায়ের আশীষবল।
রাস্তা-ঘাট সব তৈরী করি নালা-ডোবা ভরাট করি,
মশা-মাছি কেউটে মারি চালাই কুডাল, কোদাল, শাবল।
খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করি, দেশের শত্রু নিপাত করি,
রাগ-নিবাবণ রোগীর সেবায় মুছাই আর্ত্তের অশ্রুজল।
জাতিভেদ প্রথা মানব না, হিংসা-বিদ্বেষ করব না,
গডব নূতন স্বর্গরাজ্য জ্বালব জ্ঞানের হোমানল।
উদার আকাশ মুক্ত হাওয়া, দেবে প্রাণের চরম পাওয়া,
পল্লীর কোলে শান্তি পেতে আসবে নগরবাসীর দল।"

মধুময় কালিদাসের হাতে কবিতাটী দিয়ে বলল, কয়েকটা নকল করে সবাইকে মুখস্ত করতে দাও, কাজের সময় গাইলে মনে খুব জোর আসবে।

অনুপম হেসে বলল নগর বাসীর দল এরই মধ্যে তোমার পল্লীতে আসতে আরম্ভ করেছে, রচনাটা খুব ভাল হয়েছে, পল্লীর গঠনের অর্দ্ধেক কাজ যেন আজ হয়ে গেল। শুনেই প্রাণে বল আসে।

তাপস বললে—Well begun is half-done. না তোমার একাজ যত কঠিন হোক আটকাবে না গোডাতেই মালুম হচ্ছে। এত ছেলে পেলে কোথায় তুমি কি যাদু জানো?

হিরন্ময় বললে, পল্লীমা তাইতো ওঁকেই একাজের দায়িত্ব দিয়েছেন,—উনিই যোগ্যতম।

মধুময় হেসে বললে,—আমি যোগ্য ততক্ষণ, তোমরা পাশে যতক্ষণ। আমার নিজের অত গুণ নেই তোমরা ভালবাস বলেই আমার এত গুণ দেখছ।

কালিদাস বললে, মধুদা আমরা তোমায় এত ভালবাসি কেন? কই বিকাশদাকেতো ভালবাসি না? গুণ না থাকলে কি কেউ ভালবাসে? গুণমুগ্ধ হলেই তবে ভালবাসা হয়। ভালবাসা জোর করে পাওয়া যায় না।

হামিদ মধুময়ের গলা জড়িয়ে বলল'—তোমার নামে মধু, প্রাণে মধু, কাজে মধু, তাই "মধুর" লোভে ছুটে এসেছে মক্ষিকার দল, আসছে আর আসবেও।

এমন সময় মানসী, মলিনা, অর্চ্চনা এসে বলল, মধুদা তোমার পল্লীগঠনের কাজে আমাদের নেবে না?

দেখ আমাব কথা খাটলো কিনা, হামিদ বললে।

মধুময় হেসে বলল নিশ্চয নেব। তোদেরকে বাদ দিলে সব বরবাদ হয়ে যাবে যে। তোদের কাজ কোদাল কুড়ালে নয়, এই কাজ কিছুটা এগিয়ে গেলে তোদের কাজ মিলবে। তোমরা যেমন গ্রামে সেবাকাজ চালাচ্ছ তাই চালাও।

মলিনা বলল, তাতো করছি, কিন্তু একাজে গোড়ায় কিছু না করলে সব নামটা হবে যে তোমাদের। মধুময হেসে বলল বেশ তোরা মাটী ড্রেস কর। সকলে সানন্দে রাজী হ'যে কাজ করতে আবম্ভ করল। সেদিন থেকে আদর্শ পল্লীগঠনের কাজ চলল পূরাদমে।

বহুলোক জড হযেছে, বিশিষ্ট কযেকজন এসেছেন, প্রধান শিক্ষকও এসেছেন, তিনি বললেন, 'অযমারম্ভ শুভায ভবতু।'

[সতেরো]

মিস্ মাধবী রায় "নারী প্রগতি সংঘের" সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হয়েছে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে। অন্যান্য যত গুণ তার থাক, পুরুষজাতি বিশেষ করে হিন্দু-যুবকদের উপর তাঁর ঘৃণা অপরিসীম, যেন মজ্জাগত। এই গুণে অন্য কোনও সভ্যা তাঁর সমকক্ষ নহে। তাঁর বক্তৃতার প্রায় বার-আনা

অংশ থাকে হিন্দুযুবকদের বিরুদ্ধে। মস্ত ধনীর একমাত্র কন্যা সে, বিপুল অর্থের অধিকারিণী, কোন অংশীদার নেই, পিতাও সমস্তই কন্যার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কন্যার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। মাধবীর জ্ঞান বুদ্ধি বিশেষ করে সঞ্চয়ী-বুদ্ধি অসীম। তার উপর কথা বলার কিছু নেই, পিতা অনেক রকমে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। পুরুষের উপর তার ঘৃণা থাকায় তার নৈতিক পতনেরও কোন কারণ নেই সুতরাং তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপেরও কোন প্রয়োজন নেই। সে অবাধে চলাফেরা করে সর্বত্র।

মিঃ চন্দ্রকেতু নেটীভ খৃষ্টান, মিস্ রীতা তাঁর ভগ্নি। চন্দ্রকেতু ব্যারিষ্টারী ফেল করে বিলেত থেকে ফিরে ভাগ্যান্বেষণ করছিলেন, এখন মাধবীর ইংরাজীর গৃহশিক্ষক তিনি। এবাড়ীতে তাঁর বেশ আধিপত্য হয়েছে। মাধবীর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে তিনি মুগ্ধ, তাই অলক্ষ্যে আকর্ষণ করছেন তাকে নিজের দিকে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মত। অন্য পুরুষের উপর যাতে মাধবীর দৃষ্টি না পড়ে, সে আকৃষ্ট না হয়, তার জন্য পুরুষজাতির বিশেষ করে হিন্দু-যুবকদের বিরুদ্ধে মাধবীর মনকে বিষাক্ত ক'রে তুলতে নানা সত্য-মিথ্যা গল্প বলেন, পড়ান যেমন তেমন। মায়ের প্রতি তার পিতার আচরণ এবং আরও দু'একটা ঐ রকম দৃষ্টান্ত দেখে একেই তো পুরুষের বিরুদ্ধে তার মনটা কতকটা বিদ্বিষ্ট ছিল, তার উপর মাষ্টারের সত্য-মিথ্যা গল্প, বিলাতের রঙ্গীন মধুর চিত্র প্রভৃতি একসঙ্গে তার মনকে পুরামাত্রায় পুরুষ বিদ্বেষী করে তুলল। এমনি সময়ে নিজের ভগ্নি মিস্ রীতা, লিলি বর্ম্মণ প্রভৃতিকে দিয়ে নারী-প্রগতি-সংঘ গঠনের প্রস্তাব দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় সাড়া ও সমর্থন পেলেন। জন্ম হ'ল নারী প্রগতি সংঘের। পদলোভ মানুষকে আকৃষ্ট করে, তাই মাধবীকে সভানেত্রী করাও হ'ল, রীতা সম্পাদিকা, লিলি কোষাধ্যক্ষা, আর যে প্রতিষ্ঠানে পুরুষের নাম গন্ধ থাকবে না সেখানে একমাত্র মিঃ চন্দ্রকেতু সংঘের উপদেষ্টা হয়ে রইলেন। সভ্যা সংখ্যা এরই মধ্যে দুইশ'তে পৌছেছে।

কাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে,—তবে সবিরাম। এখন সকাল সাতটা। কালকের সভায় যে কাজগুলি অসমাপ্ত রয়েছে, সেগুলি শেষ করতে হবে। তাই ওরা সভানেত্রীর বাড়ীতে এলেন এইমাত্র। মোটরের হর্ণ শুনে মাধবী তার পিসতুতো ভগ্নি জ্যোৎস্নাকে অভ্যর্থনা করে আনতে পাঠান।

প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরেতে তিন কোনা টেবিলে বসলেন সবাই মুখোমুখি। রীতা বলল, দাদা সংঘের যে কনষ্টিটিউশান তৈরী করেছেন, মিস্ মাধবী সেটা পড়ে দেখুন।

মাধবী মৃদু হেসে বলল, "অথর"ই পড়ুন।

চন্দ্রকেতু 'এভার রেডি'। একটু হেসে ও অল্প কেশে পড়তে লাগলেন। "আজ সমস্ত পৃথিবীতে সকল জাতের ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে তুমুল প্রগতি আন্দোলন চলছে তা থেকে আমরা নারীরা যদি পিছিয়ে থাকি তাহ'লে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব কিছুতেই বজায় রাখতে পারব না। ভগবান প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরে নারী সৃষ্টি করেন, আরও নিপুণ হাতে। সেইজন্য নারী পুরুষের চেয়ে সব বিষয়ে বড়,—

১। নারী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী দীর্ঘায়ুঃ ও কষ্টসহিষ্ণু।

২। সৌন্দর্যের জন্ম নারীর দেহে, তাই নারী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর।

৩। নারী পুরুষ অপেক্ষা সত্বর পারদর্শী হয় সকল বিদ্যায়।

৪। নারীই সন্তান উৎপাদনে সক্ষম।

৫। নারীই সন্তান পালনে নিপুণ, পুরুষ এ কাজে একেবারেই অক্ষম।

৬। ভক্তি, প্রীতি, ক্ষমা, ধৃতি, মমতা, করুণা প্রভৃতি নারীর হৃদয়ে স্থান পেয়ে "গুণাবলী" এই আখ্যা পেয়েছে, নচেৎ "কথার কথা" হয়ে থাকত।

৭। নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মপরায়ণা।

৮। দেব, দেবতা, ভগবান ও ধর্ম্ম এসব নারীর সৃষ্ট ও তাদের সেবাযত্নে পুষ্ট। নারী না থাকলে 'দশচক্রে ভগবান ভূত" হতেন।

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, নারীর একটি কথায় পুরুষ তার সব কিছু ফেলে নারীর পিছনে ছোটে। হেলেনের জন্য ট্রয় ধ্বংস হ'ল, সীতার জন্য সোণার লঙ্কা ছারখারে গেল, এক রাজপুত্র নারীর জন্য সসাগরা পৃথিবীর সিংহাসন ত্যাগ করলেন, নারীর স্মৃতিকে অমর করতে সম্রাট শাজাহান পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল করে নিজেও অমর হলেন। যে নারীর একটী কথায় জগতের উত্থান-পতন হয়, আরও সংক্ষেপে

যে নারী জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ, সেই নারী যে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আজ সেই নারী অবজ্ঞাত গৃহ-পালিত প্রাণীর মত। তাই এই "নারী-প্রগতি-সংঘের" প্রতিষ্ঠা। এই সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য,—

১। পুরুষের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নারী বলিদান বন্ধ করা।

২। পুরুষের অধীনতা অস্বীকার করা।

৩। বিবাহ বন্ধ করা, ও পুরুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখা।

৪। শিক্ষা, চাকরী প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

৫। পার্লামেণ্ট ও এসেমব্লীর নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

৬। পোষাক পরিচ্ছদের ফ্যাসানে ও পরিধান বিষযে মেয়েলি ভাব বর্জ্জন করা।

৭। গহনা-আদিত্যাগ।

৮। নারীর নামের ও স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণের "আ" কার, "ই" কাব "উ" কার প্রভৃতি লোপ করা।

৯। কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহারে পুরাপুরি ইংরাজের অনুকরণ করা।

পডার মধ্যে চন্দ্রকেতু মাঝে মাঝে একমাত্র মাধবীর মুখেব প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। মাধবীর মুখ স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল। তিনি পডা শেষ করেই বললেন, "মিস্ প্রেসিডেণ্ট দেখুন কেমন হ'ল। কোন পয়েণ্ট বাদ পডল কিনা"। সোৎসাহে মাধবী বলল, "তা এক রকম মন্দ হযনি, তবে আইন ভঙ্গকারীর একটা শাস্তির বিধান থাকা দরকার।"

চন্দ্রকেতু বললেন, "পুরুষজাতি বিশেষ করে হিন্দু-যুবকদের বিরুদ্ধে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রচারের আর একটা ধারা যোগ করতে হ'বে"।

মিস্ রীতা বলল, হ্যাঁ, আর একটা কথা, আইন মাত্রেরই দু'একটা ব্যতিক্রম থাকে। অনিবার্য্য কারণে যদি কোন সভ্যার বিবাহের প্রয়োজন হয় তবে এই সংঘের অনুমতি ও ব্যবস্থামত হিন্দু ভিন্ন অন্য যে কোন জাতির পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হতে পারবে, এই ক্লজটা রাখলে আমার মতে ভাল হ'য়।

মাধবী উত্তেজিত হয়ে বলল, না, না, তা হতেই পারে না' আইনের আবার ব্যতিক্রম কি? আইন—আইন, বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেই এই 'ব্যাক্‌ডোর' দিয়ে

সবাই ইচ্ছামত চলে যাবে। আইন ভঙ্গকারীর প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখতেই হ'বে। . এবং সেই দণ্ডটা আমার মতে দোষীর মস্তকমুণ্ডন ও দুই হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে,—

লিলি বাধা দিয়ে বলল, শাস্তিটা খুবই কঠোর হ'ল, আমি বলি, সংঘ থেকে সেই সভ্যাকে বা'র করে দিলেই যথেষ্ট, নচেৎ শাস্তির কঠোরতা দেখে, লঘু-পাপে গুরুদণ্ড হবার ভয়ে আর কেউ সভ্যা হতে চাইবে না। আর যে ক'টী এর মধ্যে হযে পড়েছে, তারাও হারাধনের দশটী ছেলের মত একটা একটা করে সরে পডবে। কোন মেয়ে কি তার মাথা মুড়াতে দেয় না কি ?

মাধবী বলল, দোষ না করলে শাস্তি হয় না কি ?

লিলি বলল, ও যে দোষ, তা অল্প বিস্তর সবাই করবে সব সময়। এখনই আমরা এখানে বসেই করছি,—

মিস্ রীতা বুঝল ও বলল, লিলি ও কথা বলো না, আইন যারা করে তারা বেশ চিন্তা কবেই করে, দু'একটী ব্যাতিক্রম সে জন্য রেখে দেয়। আমাদের আইনের ধাবক-বাহক যারা তাদেরকে সাধারণের সঙ্গে এক পর্য্যাযে ফেললে চলবে না। সে আইনে তাদের হাত পা বাঁধা ঠিক হবে না।

মিস্ শোভনা বললে, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না লিলি, কাদের উপর আইনটা প্রযোজ্য হবে না। কারা সেই ভাগ্যবান যারা এই আইনের আওতায় আসবে না ?

রীতা খুব মুসকিলে পডল। সকলকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বলল, সবাই এই আইনের আওতায় আসবে—তবে যারা ধারক বাহক তাদের একটু স্বাধীনতা দিতে হবে, নচেৎ আইন চালু রাখবে কারা ?

মাধবী ঐ প্রসঙ্গ আর বাডতে দিল না। সাধারণ সভ্যাদের দু'টাকা ও বিশেষ সভ্যাদের মাসিক পাঁচ টাকা চাঁদা ধার্য্য হ'ল, প্রতি শনিবার ও রবিবার সভার অনুষ্ঠান করতে হবে। তা'ছাড়া গ্রামে মফঃস্বলে গিয়ে সভা সমিতি করে বক্তৃতা দিয়ে পুস্তিকা বিলিয়ে সংঘের উদ্দেশ্য প্রচার করতে হবে। মেয়েদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। আগামী শনিবার সর্বপ্রথম মাধবীদের বাঘমারী কাছারী গিয়ে সভা করতে হবে স্থির হলো।

চা পান করে সকলে চলে গেল।

আইন সেদিন থেকেই চালু করা হ'ল, পুরুষ কর্ম্মচারী বিতাড়ন আরম্ভ হ'ল সব সভ্যাদের বাড়ী।

[আঠারো]

পরদিন সহরের বড বড কাগজে নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হ'ল।

"পুরুষের সমকক্ষ হ'য়ে ঘরে বাইরে, দিনে রাতে সকল রকমের কাজ করতে সক্ষম ষোল থেকে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ইংরাজী অভিজ্ঞ সুদক্ষ কুমারী কর্ম্মচারী আবশ্যক। ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দাবী সর্ব্বাগ্রেগণ্য। বেতন যোগ্যতানুযায়ী।"

মিস্ মাধবী রায়,
৮এ, কিষণ ষ্ট্রীট।

ডাঃ রায় খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে ভাবলেন তিনি তাঁর কন্যাকে তার মায়ের আদর্শ হিন্দুযানী শিক্ষা ছাড়িযে পাশ্চাত্য ফ্যাসানে শিক্ষিত করছেন, কিন্তু তাঁর কন্যা যেন একটু বেশী এগিয়ে চলেছে, এটা ভাল না; কন্যাকে ডেকে তিনি বললেন, মাধবী, মা, এটা কিন্তু ভাল হচ্চে না। স্ত্রী স্বাধীনতা আমি চাই বটে, কিন্তু এতটা চাই না। ও আমি সমর্থন করতে পারি না।

মাধবী স্মিত হাস্যে বলল, কি বাবা, কোনটা সমর্থন করতে পার না?

পিতা বললেন, পুরুষ কর্ম্মচারী তাড়িযে স্ত্রী কম্মচারী নিযোগতার উপর বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালী বর্জন।

কেন বাবা, খারাপ কিসে? মেয়েরা কি এতই অযোগ্য? এতদিন তারা বিকাশের বা বড হবার সুযোগ পায়নি, আজ তারা যদি নিজেদের ন্যায্য অধিকারের দাবি নিয়ে নিজেদের পাযে দাঁডাতে চেষ্টা করে সেটা কি অন্যায়?

অন্যায় খুব না হ'লেও সামাজিক ব্যাপারে ভাল নয়, তা'ছাড়া যে দাঁড়াতে পারে না, তাকে অন্যের সাহায্যে দাঁডাতে হ'য়। পুরুষ জাতির সঙ্গে কোন সংশ্রব না রেখে নারী-প্রগতি এক প্রকার অবাস্তব। নারী পুরুষের কর্ম্ম ও কর্ম্মস্থল পৃথক। এদের একের কাজ অপরের দ্বারা অসম্ভব। কথায় বলে, "যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে"।

মাধবী উত্তর দিল, বাঃরে যে কাজগুলো নারীরা পারে না বলছ বাবা, আমার মনে হয় খুব ভালই পারে। শাস্ত্র করে, আইন করে, স্ত্রী জাতিকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে।

এমন সময় মাধবীর মাতা ও পিসতুতো ভাই-এর স্ত্রী সুরমা ঘরে প্রবেশ করল। সুরমা হাসতে হাসতে বলল, একি পাগলামী আরম্ভ করেছো বলতো? মাথা দিয়ে হাঁটতে চাও? এ আজগুবি খেয়াল তোমার মাথায় কে ঢুকাল মাধবী?

মাধবী ঈষৎ হেসে বলল, বৌদি, আজ দোষারোপ করছ কর, কিন্তু দু'দিন পরে তারিফ করবে, "রিফর্ম্মার" বলবে, গলায় মালা দেবে। কোন মহৎ কাজ করতে গেলেই গোড়াতে অনেক ধাক্কা খেতে হয়। যিশু ক্রুশ বিদ্ধ হন, গ্যালিলিও ফাঁসী যান।

সুরমা বললেন, প্রেসিডেণ্ট হতে না হতেই বচনগুলো শিখেছো ঠিক্। ওটা তোমার গুণ, না তোমার পদের গুণ, তবে যে কাজ করতে যাচ্ছো তা কতদূর সঙ্গত ভেবে দেখো, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করতে চেয়েছিলেন, আর তুমি চাচ্ছ নিষ্পুরুষ করতে?

মাধবী বললে, তুমি ভুল বুঝেছ বৌদি, নিষ্পুরুষ করব কে বললে তোমায়? পুরুষ শূন্য নারীজগৎ গড়ব। যেখানে নারীরাই হবে সর্ব্বেসর্ব্বা, পুরুষের সেখানে কোন প্রবেশ অধিকার থাকবে না। আমি দেখাব নারী "স্বয়ং-সিদ্ধা"।

সুরমা বলল, সত্যিকারের কল্যাণকর কিছু করলেই তবে প্রশংসা, দিনকে রাত করার চেষ্টা নিছক পাগলামী।

মাধবী গম্ভীরভাবে বলল, কাজের ফল শেষে। সময় দাও, আছ পুরুষের সংসারে গৃহপালিত প্রাণীর মত। স্বাধীনতা, আত্মসম্মান বোধ আর নেই। দেখ—সে চোখ থাকলে দেখতে পেতে কোথায় আছ, সত্বাকে কেমন ক'রে নিঃস্বত্ব করে চলেছো।

মাধবীর মাতাপিতা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন ননদ-ভাজের কোঁদল। এখন উঠে গেলেন।

সুরমা হেসে বলল, তা, হ'লে তুমি কি কখনও পুরুষের ঘর করবে না? বিয়ে?

না, মরেগেলেও না, ও জাতটাকে দেখলে আমার মনের মধ্যে কি রকম হয় জান ? ওই সাপ দেখলে যেমন হয়।

সুরমা ঐ কথা শুনে আরও হেসে বলল—দেখ মাধবী, তোমার ঐ 'না'-র অর্থ আমি বুঝি। ঐ 'না' মানে হ্যাঁ, আর রাগ যা দেখাচ্ছ ওটা "অনুরাগ" ছাড়া কিছুই না।

সুরমা আবার বললে, ভারতের হিন্দুসমাজ, সংসার ও দাম্পত্য জীবন একটা আদর্শ শান্তি-নীড, মধুর পরিবেশ। শ্রান্ত পুরুষ এখানে পায় শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম। ছোটখাট খুটী নাটী থাকলেও এজীবন বড়ই শান্তিময়—মধুময়।

"মধুময়" শব্দটী শোনা মাত্র মাধবীর মন অজানা আনন্দে পুলকিত। যেন এই শব্দটি কত প্রিয় তার কাছে। সেই প্রিয় গানটা তাব মনে পড়ে গেল........
"অরূপের রূপে জীবন আমার কবে হবে মধুময়।"

কেন এত ভাল লাগে মধুময় কথাটি। মুহূর্ত্তে আবেশে বিভোর হয় সে। রক্তের মধ্যে রিন্ রিন্ করে ওঠে তাব শরীর। এই শব্দটার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। শুনলে যেন আরও শুনতে ইচ্ছা করে, যেন নেশা লাগে।

নিজের মৌনতায় নিজেই হঠাৎ চমকে ওঠে সে। ঝেড়ে ফেলে দেয় ঐ দুর্ব্বলতা। তরঙ্গময় জীবন বেছে নিয়েছে সে, ঝড তুফান ঘাত-প্রতিঘাত তার জীবন-সাথী, মনে মনে বলল, "মধুময়" তুমি কে বা কি—আমি জানি না, যেই হও,—দূরে যাও, সরে যাও, আমার চলার পথে ধূমকেতুর মত এসে দাঁড়িও না।

মুখের বিকৃতি ভাব লক্ষ্য করল সুরমা।

মুহূর্ত্তে উঠে দাঁড়াল মাধবী, মৃদু অথচ দৃড়ভাবে বলল, নতুন কিছু একটা করতে গেলেই বাধা আসে প্রতিপদে,—মনের জোরে জয় করতে হবে তাকে। আর আমি তো অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছি না, আমি শুধু এইটুকু প্রমাণ করতে চাই, পুরুষ যা' করতে পারে, নারী তার চেয়ে অনেক বেশী পারে। "অবলা" "দুর্ব্বলা" ব'লে নারীদের যে বিশেষণ দেওয়া হয় ওগুলো নিছক গালি ছাড়া আর কিছুই না। দেহের ডান হাতটার মত বাম হাতটাকেও যদি চালনা করা হ'ত তবে দেহটা আরও শক্তিশালী ও কর্ম্মঠ হয়ে উঠত। কিন্তু পুরুষ তার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নারীকে কোণঠাসা বা ঘরকুণো ক'রে রেখেছে।

সুরমা বলল, তা না হয় হ'ল,—কিন্তু হিন্দু যুবকদের এত গালি দাও কেন? কী অপরাধ তাদের?

দেখ বৌদি, যে সত্যিই বড় তাকে ছোট করে কে? পূর্ব্বে এই বাঙ্গালী, হিন্দু জাতি মহান্ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অতলে তলিয়ে গেছে। সমস্ত বাংলাদেশে জ্ঞানে-গুণে, শক্তি-সামর্থ্যে একটা নিখুঁত মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না। আকৃতিতে, কুব্জ-পৃষ্ঠ ন্যুব্জ-দেহ, প্রকৃতিতে হিংসার ফাঁদ। পরনিন্দা, দলাদলিতে এজাতির যুড়ি মেলে না। ভীরুতা ও অকর্ম্মন্যতার জন্য "ভেতো বাঙ্গালী" একটা প্রবাদই চলে আস্‌ছে।

সুরমা দুঃখিত হ'ল। বলল,—গালি দিতে ইচ্ছে হ'যে থাকে তুমি যত পাব দাও, সোনাকে তামা বললেই সোনা তামা হয না। তবে এতে তোমার ক্ষতি হচ্ছে প্রচুব। আত্মিক পতন হ'তে বাধ্য। তোমার জন্য দুঃখ হয— তুমি এসব শিখলে কোথায? তুমি তো এমন ছিলে না।

মা পাশেব ঘরে ছিলেন, এ ঘরে এসে বললেন, শিখছে ওই নকল ফিরিঙ্গী-টার কাছে। লেখাপডা শেখান যেমন তেমন, ওই সব কু-আদশ ওর মনে ঢুকিযে দিচ্ছে, ওটাকে আমি দেখতে পারি না। তোমার মামা ওটাকে কোত্থেকে ধরে এনে ওর ইংরাজীর মাষ্টার করে ভর্ত্তি করলেন,—সেই এখন যত সব উদ্ভট খেযাল ওর মাথায ঢুকাচ্ছে। এতগুলো লোকের অন্নমারা গেল। পুরুষ বাদ দিযে নারী সমাজ হয নাকি? মাথা বাদ দিলে দেহ থাকে নাকি? এসব পাগলামি ছাড মাধবী।

মাধবী তার মায়ের কথার প্রতিবাদ করল না। একটু পরে নিজে নিজে বলল, পুরুষ চিরদিন নারীর প্রতি অবিচার করে আসছে, আমি আমার জাতের যদি ভাল কিছু করি, তাতে কারো কিছু বলার নেই। আমি দেখাব নারী, পুরুষ অপেক্ষা অনেক বড।

সুরমা বলল, 'বড'র উপর "ছোট" তা'হলে অবিচার করে কেমন করে শুনি? দুর্ব্বল কখনও প্রবলের উপর অত্যাচার করতে পারে নাকি? আর করলেও সে সহ্য করে নাকি? নারী পুরুষের অত্যাচার সহ্য করেই বা কেন?

মাধবী বেশ গম্ভীর ভাবে বলল, সেটা তার সরলতা ও মহত্ব। কিন্তু আর

করবে না, তাই এই নারী-প্রগতি সংঘের জন্ম। দেখে নিও, আমি একটা বিশ্ব-বিপ্লব আনব, এর আমূল পরিবর্ত্তন করব।

সুরমা হেসে বলল, আর তুমিও দেখে নিও, ভুলের বালুচরে বাঁধা তোমাদের ঘর একটা দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়ে যাবে তাসের ঘরের মত, তার চিহ্নও থাকবে না। তোমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। যে পুরুষ জাতের মুণ্ডপাত করছ দিন-রাত তাদের একজনের কাছে তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে একদিন। তখন সে যদি তোমায় গ্রহণ করে, তোমার জীবন ভরে উঠবে কানায় কানায়,—শান্তি-সুধায়।

মাধবী দৃঢ়কণ্ঠে বলল,—"সবাই তোমার মত দুর্ব্বল-চিত্ত নয় বউদি, পুরুষকে উপেক্ষা করার শক্তি আমার আছে, শুধু আমার কেন, আমার সংঘের প্রত্যেকের আছে। দেখ, ভালবাসা নারীদের একটা স্বর্গীয় গুণ, এই গুণ দেখাতে গিয়ে তারা কতই না দুঃখ ভোগ করে। সীতা দেবীর ভাগ্য দেখ, একদিনও সুখী হননি তিনি, সীতা জন্ম-দুঃখিনী,—অথচ কিসের অভাব ছিল তাঁর? নারীরা কেন ভালবাসবে, বিষ-বড়ি খা'বে। আমি এটা বন্ধ করব। তাদের এ রোগ সারাব।"

সুরমা হাসছে, জ্যোৎস্নাও তাই, তবে মুখ চেপে। সুরমা বলল, "দেখো ভাই ডাক্তারী করতে গিয়ে যেন নিজেই রোগ বাধিয়ে বসো না, আমাদের যেন আবার ছুটতে না হয় ডাক্তার খুঁজতে।"

সামনের দেওয়ালে একটা টিকটিকি, "কিট-কিট" করে উঠল।

সুরমা বলল, "সত্যি-সত্যি," দেখলেতো?

মাধবী বলল, "ওসব হাঁচি টিকটিকিতে তোমাদের বিশ্বাস, আমি ও সব কু-সংস্কার মানিনে।

সুরমা পুনরায় হেসে বলল, "আচ্ছা, মাননীয়া সভানেত্রী, আপনারা তো এই ধরুন, বিয়ে-টিয়ে করবেন না, তা আপনাদের পরে এই সংঘ চলবে কাদের নিয়ে?"

মাধবী গম্ভীর ভাবে বলল,—"সে উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ।"

সুরমা মাধবীর মুখটী উঁচু করে তুলে বলল, "বহুৎ আচ্ছা, বেশ পাশ কাটাতে শিখেছোতো এরই মধ্যে?" মা উঠে গেছেন।

সুরমা বলল, "পোড়ারমুখী, অত রূপের ডালি সাজিয়ে, অমন প্রাণ-মাতানো

নাচ-গান, লোক-ভোলানো কলা-কৌশল শিখে বসে আছ তবে কী জন্য? তোমার নারী-সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী আমি বুঝিনে? সভানেত্রী হয়ে সভা করবি এখানে সেখানে, ছুটে আসবে যুবকের দল তোমাদের বক্তৃতা শুনতে ও দেখতে, তখন তোমরাও বাছাই করবে, যেটি মনের মত হবে অমনি চোখে চোখে বাণী বিনিময় করবে,—গোপনে প্রেমলিপি পাঠাবে। হিন্দু যুবকদের বিরুদ্ধে তোমার এই যে নিন্দা, এ স্তুতি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা কিছু বুঝিনে?

মাধবী আরও গম্ভীর ভাবে বলল,—"এক হনুমানের মুখ পুড়ল, সে চাইল সবার মুখ পুড়ুক। এক শিয়ালের ল্যাজ কাটা গেল সে চাইল আর সকলের ল্যাজ কাটা যাক্। দেখ বৌদি. নিজের মত সবাইকে ভেব না। সীতা স্বামী বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেননি কিন্তু উর্ম্মিলা পেরেছিলেন অম্লান বদনে। দেখে নিও, আমি অসাধ্য-সাধন করব।

সুরমা খুব হাসছে মাধবীর ঐ কথা শুনে, বলল, "পার ভাই কর, তোমার কীর্ত্তি থেকে যাবে, কিন্তু জেনো এর আগে কেউ পারে নি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, দেখি শল্য কি করে।"

এমন সময় পরিচারিকা সেলাম দিয়ে জানাল অনেকগুলি মহিলা বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

পোষাক পরিবর্ত্তন করে চুলটা আচড়িয়ে বেশ ফিটফাট হ'য়ে মাধবী এলো তার বৈঠকখানায়। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মাধবী প্রতি নমস্কার করে বসতে বলল। পরে বলল, আপনারা নারী-প্রগতি-সংঘের সভ্য হতে রাজী আছেন কি না, অন্ততঃ যতদিন এখানে থাকবেন বিয়ে করতে পারবেন না। সংঘের নিয়মাবলী বই আজ বরং একটা করে নিয়ে যান, ভাল ভাবে প'ড়ে, ভেবে চিন্তে দরখাস্ত করবেন। ২৫শে নভেম্বর পর্য্যন্ত দরখাস্ত নেওয়া হবে, ২৬শে থেকে ২৮শে পর্য্যন্ত ইণ্টারভিউ-এর দিন। ১লা ডিসেম্বর ভর্ত্তি করা হবে।

সেদিন সকলে চলে গেল ভাবী মনিবকে নমস্কার জানিয়ে।

[উনিশ]

কলকাতা শিমলার একটি ক্লাব। সন্ধ্যায় সভ্যাগণ কেউ কেউ এসেছে, কেউবা আসছে। আগামী সপ্তাহে ক্লাবের থিয়েটার হবে "চন্দ্রগুপ্ত"। শ্যামল

ছায়ার ভূমিকা অভিনয় করবে সে, "আয়রে বসন্ত" গানটী রেওয়াজ করছিল। শ্যামলকে এত সুন্দর ফিমেল পার্টে মানায় যে সাজলে একেবারে অবিকল সুন্দরী-তরুণীর মত দেখায়, তখন তার গ্রীণরুমের লোকদেরই পুরুষ বলে অবিশ্বাসের মত ভাব আসে। তার গানের গলা এত মিষ্টি এবং এত ভাল গান করে সে, সকলে তাকে "সুধা-কণ্ঠি শ্যামলী" বলে ডাকে। তা'ছাড়া ভাল নাচতেও পারে সে। অভিনয় করার জন্য বহু ক্লাব থেকে তার আমন্ত্রণ আসে। রূপার মেডেলের কথাই নেই,—সোনার মেডেল পেয়েছে সে আটটী। লেখা পড়ার দিক থেকেও সে গ্রাজুয়েট।

এমন সময় পুস্পেন খবরের কাগজে মাধবী রায়ের বিজ্ঞাপনটী চেঁচিয়ে পড়তে লাগলো। তখন সকলে "দেখি দেখি" করে হৈ-চৈ করতে লাগল।

ক্লাব সেক্রেটারী রমেন বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার, এমনতো কখনও শুনিনি। এ যে একেবারে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশান'।"

ড্রামাটিক ডিরেক্টর গোপেন বলল, "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ এ যে বিরাট কাণ্ড, জগৎ বুঝি হয় লণ্ডভণ্ড।"

সৌমেন বলল, "উইমেন ফ্রাণচাইজ, কিন্তু বডই মজার ব্যাপার হবে, দেখতে হবে তো।"

শ্যামল বলল, "কীষণ ষ্ট্রীট, বেশী দূরও নয়, শ্রাদ্ধটা কতদূর গড়ায় লক্ষ্য রাখতে হবে।

এমন সময় হীরেন নারী প্রগতি সংঘের একটি পুস্তিকা নিয়ে এসে বলল, "পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্য ছাড়াও আরও একটা আশ্চর্য্য দেখ। পডতে লাগল সে, যেন ষ্টেজে প্লে করছে।

পাঠ শেষ হলে সকলে একদম হেসে নিল। সৌমেন হাসতে হাসতে বলল, "এইজন্য বলে দশ হাত কাপড়ে কাঁচা নেই।"

সম্পাদক কতকটা বর্ষীয়ান, একটু হেসে বললেন, ও কথাটা তোমার সাজে না সৌমেন। দু'একজনের মাথার "নাট্ স্লাক" থাকতে পারে তার জন্যে সকলকে ঐ মাপ-কাটিতে বিচার চলে না।

সুজিত একটু তোৎলা,—এমনি কথা বলছে, কিন্তু আটকালে মুস্কিল। আর রাগলে বেশী আটকায়, সে বলল, "কাঁ-আঁ-চা নেই,ত অবু ক-কড়ে আ

আঙ্গুলে, তু-উলে পিরৃথিবটা-আকে ঘু-ঘুরপাক দেয়। আছ এখন বি-বিপদ, আ-আগে চতুষ্পদ হও ত-তখন বু-উঝবে কাঁচা-হীনার দা-আপট। কাঁ-আঁচা পাকিয়ে লেজ হয়ে যাবে।"

সৌমেন হেসে বলল, "তুমিতো চতুষ্পদ হয়েছ, দেখি তোমার লেজটা।"

পুষ্পেণ বলল, "ল্যাজের কামনা আর কর না ভাই, ল্যাজ তো ছিলই খসে গিয়েছে, আর খসল বলেই মানুষ হলাম। ডারউইন সাহেব প্রমাণ করে দিয়েছেন।

হীরেন বলল, 'ল্যাজ বড সাংঘাতিক জিনিষ, আগুন ধরলে একেবারে লঙ্কা ছারখার।"

গোপেন বলল, শুধু লঙ্কা পুড়বে না,—সেই সঙ্গে নিজের মুখটাও, হীরেন বলল মুখ পুড়লে তখন জাতির মুখ পোড়াবার চেষ্টা করবে। হীরেন তো—তো করে এই কথাগুলি বলল।

হীরেনের এই কথায় সুজিত রেগে বলল, "ন-ন-ন-চ্যাংড়া ছো-ওড়ারা তো-তোরা এ্যা-এ্যা-খন কী বু-বু-উঝবি, ঠে-ঠে-ঠেগবি যখন বু-বু উঝবি ত-তখন কী-কী চীজ ওই কাঁ-কাঁ-আচা খো-খোজার দল। শা-শা—আলারা আবার ভ্যা-ভ্যা-এ্যাঙ্গায়? সুজিত রেগে গেছে। কানাকে কানা, তোৎলাকে তোৎলা বললে তারা রাগ করে।

সম্পাদক বেশ চতুর, হাওয়া গরম হচ্ছে বুঝলেন। সুজিত বড়লোকের ছেলে, সে রাগলে ক্ষতি আছে। থিয়েটারের অর্দ্ধেক খরচ সে একা দেয়, আর ক্লাব ওরই বাড়ীতে বাইরের ঘরে। তাকে শান্ত করার জন্য রমেন বলল, "সুজিত কিন্তু অন্যায় বলেনি, কাঁচা না থাকলেও মেরুদণ্ড ও মস্তিস্ক আছে, সুতরাং শক্তি অসীম। জলের কোন হাড নেই তবু তোড দেখ, বড বড জাহাজ-গুলোকে চুর্ণ করে অতলে ডুবিয়ে দেয। বাতাসের কোন আকৃতি নেই, তবু দাপট দেখেছো,—মুহূর্ত্তে পৃথিবীর নাভিশ্বাস তুলে দেয়।

শ্যামল তখনই রেকর্ডের একটী ভাটিয়ালী গান ধরল,

"—এমনি সেদিন আকাশ জুডে এলো কালো মেঘ,
দমকা-হাওয়ার ঝাঁকি দিয়ে এলো ঝড়ের বেগ
হ'ল সুরু ঢেউ-এর নাচন রে,—দুরন্ত আহ্লাদে,

পরাণ আমার কাঁদে, এমন দিনে হারায়েছি
আমার ঘরের চাঁদে,..........."

গান বন্ধ হল। কোকিল কণ্ঠের গানে সবাই মুগ্ধ হ'ল, ঝড় থামল কিন্তু ফোঁসানি গেল না।

নীরেন বলল, "চন্দ্রগুপ্তের পার্টটী সুজিতকে দেওয়া হোক আমি প্রস্তাব করছি।"

হীরেন বলল, "আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।"

তখন সকলে বলল, "ওই পার্টটী একটু রিহার্সেল দেওয়া হোক্।"

রমেন বলল, "একটু তোৎলা হয়েইতো গণ্ডগোল হয়েছে, নচেৎ চেহারার দিক দিয়ে আসল চন্দ্রগুপ্তকেও ছাপিয়ে যায়।

এবার সুজিত হেসে বলল, "অমি তো ঠিক তোৎলা নই, রাগ হ'লে দু'একটা কথা জড়িয়ে যায়। আর তোরাই তো আমাকে রাগিয়ে দিস্।

রমেন বলল, "তুমি রাগ কেন? অডিয়েন্স কত কথা বলবে, তাতে চটলে সব পণ্ড হবে, তখন আরও জেদ করে ভাল প্লে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পাবে, খবরের কাগজে নাম বেরুবে। এই হল অভিনেতা জীবনের "Secret of success" রাগ দূর কর।"

সুজিত বলল, "আচ্ছা আর রাগ করব না, বেশ, রিহার্সেল দাও। একগাল হাসি। গোপেন বলল, রাগ করত প্লে "ম্যাসাকার" হবে। কিন্তু, নাও ওঠ," সুজিত উঠল, সকলে খুব সতর্ক হয়ে বসে রইল।

গোপেন প্রমট্ করছে, "মা আমি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি,"...

সুজিত এদিক ওদিক দেখে' দুবার গলা ঝেড়ে নিয়ে চোখ বুজল; একটু পরে চোখ চেয়ে বলল, ওর আগে ছায়ার গান না হলে তার ভাব আসছে না।

শ্যামল তৎক্ষণাৎ গানের শেষের দিকটা গেয়ে দিল। প্রমটার আবার বলল, সুজিত বলতে আরম্ভ করে আরকী, হাত দুটো মোচড়াতে মোচড়াতে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে কেউ হাসছে কি না। মুখের এমন ভঙ্গী করছে না হেসে কিছুতেই পারা যায় না। সকলে অতিকষ্টে হাসি বন্ধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দম বন্ধ করে এক রকম আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। পার্ট ভাল হচ্ছে বললে, সকলেরই একটা করে রজেভোগ চ' ও পান জোটে, কিন্তু অনেক কিছু চাপা

যায়, যায়না হাসির বেগ। হাসিতে ফেটে পড়ে দেখে রমেন ও তার সঙ্গিগণ বলে উঠল বাঃ, "বাঃ বেশ হচ্ছে।"

সুজিত ভীষণ রেগে বলল, "ন্যা-ন্যা এ্যকামি পে-য়েছ, আমি কি-কি-কিছু বুঝিনে? ঠা-ঠা-আট্টা করছ? পা-পা-আট বলার আ-আগেই ভাল হয়ে গে-গেল? তো-তোদের ক্লাবে আর থা-থাক-ব না। আমায় ক-কত ক্লা-ক্লাব ডা-ডাকছে।

সৌমেন বলল, দাদা সে তোমার "ড্রামাটিক জিনিয়াস"কে নয়, তোমার পয়সাকে।

প্রযোজক বলল, "দেখ সুজিত আমরা যতটুকু কষ্ট তোমায় দিচ্ছি তুমি আমাদেরকে তার দশগুণ বেশী দিচ্ছ। তোমার ক্লাব ছেড়ে যাওয়া মানে ক্লাব উঠিয়ে দেওয়া। দেখ, আমাদের প্রত্যেকেরই সংসারে জ্বালা যন্ত্রনা পেতে হয়, তোমার এখানে এসে একটু শান্তি নিয়ে ফিরি। তোমার ক্লাব, তুমি যাবে কোন দুঃখে। তুমি একবার বল, আমরাই যাচ্ছি।

এই কথায় সুজিতের মনের আগুনে জল পড়ল। প্রশান্ত হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হ'ল, বলল, তোরা আমায় ঠাট্টা করিস্ কেন?

রমেন বলল, ঠাট্টা করি আনন্দ পাই বলে, তুমি ঠাট্টাও বোঝ না?

সরলতা সূর্য্য কিরণের মত, সাময়িক মেঘাচ্ছন্ন হলেও, অচিরে মেঘমুক্ত প্রসন্নতায় ঝলমল করে, আবৃত থাকে না, চির অনাবৃত সে।

গোপেন বলল, আজকের আসল ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গেল যে, মিস্ মাধবী রায়ের "বিজ্ঞাপন"। ঐটুকু পড়েই তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। এটার দ্বারা পুরুষজাতি বিশেষ করে হিন্দুকেই অপমান করা হয়েছে। নিজে বাঙ্গালী হয়ে বাংলাদেশের বুকে বসে এই আচরণ। নাঃ, এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

সৌমেন বলল তার নারী-প্রগতি সংঘের বইখানা দেখ, প্রতি ছত্রে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিৎ।

পুষ্পেণ বলল, শুধু প্রতিবাদ নয়, এর দস্তুরমত প্রতিরোধ করতে হবে, এবং বেশী বাড়াবাড়ি করলে প্রতিশোধও নিতে হবে, মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করা যাবে না। এ জাতির অপমান।

হীরেন রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন বলে ফেলল,

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে স'হে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে"।

আমরা কিছুতেই এ অন্যায় সহ্য করব না। এর যোগ্য উত্তর দেব কাগজের মাধ্যমে। দেখ পুস্তিকায় লিখেছে, নারী-জাতি পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, পাগলামীর চুড়ান্ত! বড়লোকের মেয়ে, হাতে প্রচুর পয়সা পড়েছে, তাই মাথা বিগড়ে গেছে।

রমেন বলল, "প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সমানে সমানে, তবে হ্যাঁ, একেবারে উপেক্ষা করাও যাবে না। একটা উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে এর মধ্যে ঢুকে।

শ্যামল গানের সুর ভাঁজছে, তাই এদিকে কিছু বলছেনা।

রমেন পুনরায় বলল, "রাজকন্যা বিদুষী বিদ্যাবতীর সঙ্গে মূর্খ কালিদাসের বিয়ে দিয়ে যেভাবে তার দর্পচূর্ণ করা হয়েছিল, এখানেও ঠিক ওই পন্থা ধরতে হবে। মাধবী দেবীর মুখ দিয়েই প্রকাশ করাতে হবে পুরুষালি কাজে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আর হিন্দু যুবকরা ওর নিন্দার অনেক ওপরে। মিস্ রায়ের ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে। দেখ, পুরুষ তাড়িয়ে সব নারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছে। সব কাজ ওরা পারবে না নিশ্চয়, আমি বলি, আমাদের "সুধাকণ্ঠী শ্যামলীকে" ওখানে পাঠান হোক স্ত্রী-লোকের ছদ্মবেশে চাকরী নিতে। আমি জোর করে বলতে পারি শ্যামলীর গুণে মাধবীর রং বদলাবে নিশ্চয়, ভক্ত হবে শ্যামলীর; তারপর একদিন শ্যামার শ্যাম হওয়ার মতো "শ্যামলী" শ্যামল হ'য়ে যাবে। তখন মাধবী লজ্জিত হবে পুরুষ জাতিকে বিশেষ এই হিন্দু-যুবকদেরকে হেয় করার দুঃখে।"

গোপেন বলল "একেবারে ফার্ষ্টক্লাশ হবে, এ যে একেবারে রীতিমত নাটক হ'ল। শ্যামল ছাড়া আর কেউ পারবে না,—ওই যোগ্যতম। ভগবান বোধ হয় পুরুষ জাতের মান রক্ষার জন্য ওকেই সৃষ্টি করেছেন, মেয়ে গড়তে পুরুষ করে ফেলেছেন। বাস্তবিক সাজলে, হুবহু সুন্দরী মেয়েছেলে বলে মনে হয়। আমাদেরই তখন ভ্রম হয়, কত সম্ভ্রম করে কথা বলি সভয়ে সংকোচে।"

পুষ্পেণ বলল,—"আর পার্ট করে কী ফাষ্ট ক্লাশ। অডিয়েন্স বলে, "পাবলিক বোর্ড থেকে এ্যাকট্রেস্ এনেছে"। তাছাড়া কী সুন্দর গান করে।"

শ্যামল এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল, বন্ধুদের আলোচনা, গবেষণা ও উদ্ভট পরিকল্পনা। এখন হেসে বলল, তোমরা তো এতক্ষণ ধরে কানা ছেলেকে "পদ্মলোচন" বানালে। এখন তাকে পাঠাচ্ছ যমরাজের ক্ষেতে "পটল তুলতে" নাঃ বাপের বংশ আর রক্ষা করতে পারলুম না।

গোপেন হেসে বলল, "শ্যাখ্ শ্যামল, "মৃত্যুতো আছেই, তাকে ভয় করে বাঁচা যায় না, বরং "চ্যালেঞ্জ" করলে সে কিছুটা দমে যায়। শোন, একটা ঘটনা বলি, গত শনিবারে দেশে গিছলাম, আমাদের গ্রামে দু'জন নীরদ মণ্ডল ছিল। লোকে "বড় নীরদ "ছোট নীরদ" বলত। বড় নীরদের বয়স বাহাত্তর, অবস্থা খুব ভাল, পাঁচটা লায়েক ছেলে তার। ছোট নীরদের বয়স চল্লিশ, ছেলে নেই, দু'টী মেয়ে, অবস্থা ভাল না। গত রবিবার সকাল ৮৷৯টার সময় বড় নীরদ চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খাচ্ছিল, আর গল্প করছিল দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে। ছেলেরা খামারে কাজ করছিল। এমন সময় বড় নীরদ হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠল, "এই বড়খোকা দা আন, মেজখোকা হেঁসো আন, ছোট খোকা লাঠি আন, দেখি শালাদের একবার, শালারা আমায় নিতে এযেছে; আমি যাব না, ছাড় শালারা, ছাড় বলছি, বড়খোকা শীঘগির দা আন, দেখি কী করে আমায় নিযে যায়, টুকরো করে কাটবো, ·" তার চোখ লাল, চারিদিকে তাকিযে যেন কাদের দেখছে। তার ছেলেরা, পাড়ার বহুলোক এই ব্যাপার দেখতে ছুটে আসছে। "কী হয়েছে" বলে ছোট নীরদও আসছে। উঠান পর্য্যন্ত এসেছে, এমন সময় বড় নীরদ বলছে, "দেখ শালারা পালাচ্ছে, বের শালারা, দূর হ,—দূর হ," এই কথা বলছে, এমন সময় ছোট নীরদ "মা-গো" "বাবা-গো" বলেই উঠানে পড়ে গেল,—আর উঠল না—কান্নাকাটি পড়ল।

গল্প শুনে সকলেই স্তম্ভিত হযে গেল।

রমেন বলল, আজ কাল এই নিযমই চলছে সর্ব্বত্র। শক্তের ভক্ত নরমের বাঘ। ভাল মানুষের বাঁচার উপায নেই। দুষ্টকে সবাই দেখ মান্য করে, তারা কেমন দশের একজন হযে মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছে। হিন্দু যুবকদের যারা বাঁচাবে অপমান থেকে, শ্যামল তুমি তাদের একজন।

শ্যামল বলল,—"বেঁড়েকে আর চোমরা কর না দাদা, আমার বড় ভ করছে। আমি বাঘের মুখে যেতে পারি তবু ও "লেডি-প্যারাডাইজে" নয। ওঁরা ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই, আমার চিহ্নও থাকবে না। আমি পুরুষ হযে, মেয়ে সেজে একপাল যুবতীর চোখের সামনে ঘুরব, অথচ ধরা পড়ব না এ হয় নাকি? বিধুভূষণের টাকা মেরে গদাধর মেযে সেজে শ্যামার চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলো নাকি? মাধবী দেবী কি একা পাগল আমরা কম কিসে?

অথচ আমরাই মাধবী দেবীর মাথার "নাট বলটু শ্লাক" দেখাচ্ছি, তাকে লুনাটিক বলছি, খাঁটী পাগলের লক্ষণ এই, সে মনে করে পৃথিবীর সকলের মাথা খারাপ কেবল তার মাথাই ঠিক আছে। আমাদের সকলেরই রঁাচি যাওয়ার সময় হয়েছে।"

সৌমেন বলল, "মানুষ কত "এ্যাডভেন্‌চারাস্‌" হচ্ছে আজকাল। আর এই সামান্য কাজটা তুই এত বুদ্ধিমান্‌ হয়ে করতে পারবিনে? রঁাচি যেতে হয় ওখান থেকে ফিরে এসে তারপর"।

শ্যামল হেসে বলল, "ওখান থেকে কেউ আর ফেরে না ভাই, "The undiscovered country from whose bourn no traveller returns." দেখ, মেয়েরা পলকে মানুষ চিনতে পারে, এ গুণে ওঁদের সঙ্গে আমাদের তুলনাই হয় না। আমি সেখানে একবাড়ীতে অত চোখের সামনে দিনের পর দিন স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করে যাব, আর ওরা সব চোখ বুজিয়ে থাকবে ধরতে পারবেনা, এ ধারনা শুধু ভ্রান্ত নয়, বাতুলতাও। আমায় মাপ করো, খিড়কীর মধ্যে ফেলে ধোলাই দিয়ে আমার হালুয়া বা'র করে দেবে।"

পুষ্পেণ বলল, "আজকাল মেকীর যুগ চলছে, আসলের কেউ দাম দেয় না তুই নকল মেয়েছেলে সেজে দেখ কত আদর পাবি, আমি "ফোরটেল" করছি"।

অনেক ঠেলাঠেলির পর শ্যামল বন্ধুদের কথায় রাজি হল, সে বলল, "সার্টিফিকেট দেখাতে হবে যে।"

রমেন বলল, "আমরাই যদি সব বলে দেব, তবে তুই আর করলি কি? তোর বোনের নাম তো "মাধুরী" আর সে আই এ পাশ, তোর বোনের সার্টিফিকেট নিয়ে সেই নামেই দরখাস্ত দে।"

তখন সেখানে বসে সকলে মিলে একটা দরখাস্ত লিখল। লিখল শ্যামল, তার বোনের হাতের লেখার মত করে অনেক ধরে। শ্যামল হেসে বলল, "কুছ্‌ পরোয়া নেই, এ লেখা দেখলেই ধরা পড়ে যাব, তখন হয় গারদে, না হয় মর্গে আমার খোঁজ করিস্‌।

সৌমেন বলল, তুই বড় অপয়া, "নারভাস" হ'সনে, আউট-ডোর ডিউটী নিগে যা, আর মালিকের বাড়ী যদি যাস, তবে রাত্রিতে, Heart within

and God overhead, জাতির মান বাঁচাতেই হবে, আমরা কাছে কাছে থাকব, সন্ধান নেব, ভয় নেই।

রাত্রি হয়েছে, সব ঠিক হ'য়ে গেল, কাল শ্যামল "মাধুরী" সেজে দরখাস্ত দাখিল করতে যাবে মিস্ মাধবী রায়ের বাড়ী।

সকলের মুখে আশঙ্কা মিশ্রিত প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হল, আলো-ছায়ার খেলা সুরু হল।

[কুড়ি]

প্রাতঃস্নান ও প্রার্থনা মাধবীর নিত্য অভ্যাস,—তার মায়ের শিক্ষার শেষ চিহ্ন, সব নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি এখনও তার চরিত্র থেকে। প্রার্থনা অন্তে সেই চেলীর কাপড়ে মাকে প্রণাম করল। আজকাল আর সে মন্দিরে যায় না, কিন্তু সংস্কার বশে নমস্কার করল মন্দিরের বিগ্রহকে। মা মন্দিরে যেতে বললে সে বলে, পৃথিবী জোড়া তাঁর মন্দির, সব সময়ই তার মধ্যে সে আছে। মা তার এই উত্তরে কতকটা সন্তুষ্ট হন। আজ সে খুব ব্যস্ত, তাই সংক্ষেপে সারল তার বেশবিন্যাস ও প্রসাধন।

ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক নারী আবেদনকারী বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত।

তাকে দেখে সকলেই উঠে অভিবাদন জানাল। প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে সকলকে বসতে ইঙ্গিত ক'রে নিজেও তার বড় সৌখিন চেয়ারটায় বসল। বলল, আপনারা দরখাস্তগুলি ঐ কাঠের বাক্সের মধ্যে ফেলুন।

সকলে তাই করল।

মাধবী বলল, 'আপনাদের নামের লিষ্ট ও দরখাস্তের নম্বর ওই নোটীশ বোর্ডে টাঙানো হবে। ২৬শে থেকে 'ইণ্টারভিউ' সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে। কার কবে তারিখ পড়ে ওখানে লেখা থাকবে, আপনারা জেনে যাবেন। আর নারী-প্রগতি সঙ্ঘের নিয়মাবলী আপনারা পড়ে দেখেছেন? এর সর্ত্তগুলো সব আপনারা মানতে রাজী আছেন তো?

মাথা নেড়ে সকলেই সম্মতি জানাল, কেবল একটী মাথা নড়ল না। মাধবী তা লক্ষ্য করল, ভাবল, ওই দরখাস্তকারী বোধ হয় সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন ও সর্ত

মানতে ঠিক রাজী না। ত'াহলে পত্র পাঠ ওকে জবাব দেওয়া যেতে পারে৷ ওকে বেশীক্ষণ এখানে থাকতে দেওয়া উচিৎ না, তা'হলে এদেরকে কুযুক্তি দেবে, ভর্ত্তি হ'লে দল পাকাবে, কাজে বাধা দেবে, বিদ্রোহ করবে, তখন অশান্তির একশেষ হবে। এরকম "বিষবৃক্ষ" বাড়তে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হ'বেনা,—অঙ্কুরেই বিনাশ করা ভাল।

প্রচ্ছন্ন উষ্মার সঙ্গে মাধবী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?' "মিস্ মাধুরী চন্দ" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল অনেকটা দূর থেকে। মাধবী ভাবল, মাধবী, ও মাধুরী,—মনিব ও সেবক; বেশ কিছুটা মিল আছেতো? প্রকাশ্যে বলল, "আপনি নিয়মকামুন সব মানতে রাজী আছেন তো?"

"এখনই কি ইণ্টারভিউ হবে নাকি?" মাধুরী বলল।

"না এখন হচ্ছে না, তবে দু'একটা প্রাথমিক প্রশ্ন করছি।

দরখাস্তে সব লেখা আছে,—স্ক্রুটিনির সময় কতক জানা যাবে, পরে ইণ্টারভিউএ সব কিছু। মাধুরী মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে পুনরায় বলল, "বিজ্ঞাপন প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, ইউরোপীয়ান কালচারে ব্রট্-আপ কোন নেটীভ-খৃষ্টান মহিলা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করছেন। তাই দরখাস্ত দিয়েছিলাম, এখন দেখচি তা'নয়।"

"আপনি কি ইউরোপীয়ান কালচার ভালবাসেন?" মাধবী বলল। মাধুরী মুখ নীচু ক'রে রইল। উত্তর দিল না।

মাধবী একে মৌন-সম্মতি মনে করল। নিজের ডাইরীতে "মিস্ মাধুরী চন্দ" এই নামটি লিখে রাখল, ভাবল, আমাকে একটু 'একস্পোজ' করলেও এ বেশ "স্পষ্টবাদী ও সৎ" বলে মনে হয়। "ইংলিশ এটিকেট"-অভিজ্ঞ এরকম লোকেরই দরকার।

পরিচারিকা চা দিয়ে গেল। মিস্ মাধুরী ছাড়া সকলেই এক কাপ করে নিল ও পান করল। মাধবী এটাও লক্ষ্য করল। বলল, "আপনি কি চা খান না?"

মাধুরী মৃদুভাবে বলল, "খাই তবে যখন-তখন খাইনা।" হাতের ঘড়ি দেখে বলল, "এখনও একুশ মিনিট পরে আমার টি-টাইম হবে।"

"আপনি কি সব বিষয়ে এই রকম পাংচুয়াল?"

"না হ'য়ে কি করি বলুন। ইংরাজ আমাদের প্রভু, প্রভু যেমন, ভৃত্যেরও তেমনি হওয়া প্রয়োজন; নইলে সংঘর্ষ ও অশান্তি। মনে করুন, আপনি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করছেন, আপনি মনিব, সেবা চান, সেই সেবকের একমাত্র কর্ত্তব্যই হ'লো, আন্তরিক সেবা দ্বারা মনিবের সন্তোষ বিধান। হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে,—

"পৃষ্ঠতঃ সেবয়েদর্কং জঠরেণ হুতাশনম্,
স্বামিনং সর্ব্বভাবেন পরলোকমমায়য়া"।

মাধবী ভাল সংস্কৃত জানে, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের চাপে এখন একটু হিন্দু কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ছেড়ে ভক্ত হচ্ছে ইংরাজী কালচারের।

মাধবী একটু বিদ্রূপ করেই বলল, "আপনি এই শ্লোকের "স্বামী" অর্থে স্ত্রীলোকের "পতিদেবতার" কথাই বলছেন, কেমন?"

মাধুরীর হঠাৎ মনে পড়ল, নারী-প্রগতিসংঘের কথা, খোদ সভানেত্রীর সামনে সে একি বলে ফেলল ?

"বিবাহ", "স্বামী", "স্ত্রী", "ঘর-কন্যা" প্রভৃতি এদের শোনা শুধু পাপ নয়, অপরাধও। ভাবল, শ্লোকটা বলা ভাল হয়নি, গোড়াতেই বুঝি বিদায় নি'তে হ'লো, আবাহন না হ'তেই বুঝি বিসর্জ্জনের বাদ্য বেজে উঠল। পলক মাত্র মাধবীর মুখের দিকে চেয়েই বুঝল,—দেবী কুপিতা, ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য বলল, "দেখুন, হিন্দুদের শাস্ত্র এমনি "মিস্‌টিসিজ্‌মে" ভরা, যার যে রকম বোধ-শক্তি, সে সে রকম অর্থ পাবে। এই ধরুন, এই শ্লোকে যে "স্বামী" পদটা প্রযুক্ত হয়েছে, এর কেউ অর্থ করবে, স্ত্রীলোকের "পতিদেবতা", কেউ অর্থ করবে.—কর্ম্মচারীর "মনিব", কেউ অর্থ করবে, সেবকের "প্রভু", আবার কেউ অর্থ করবে, -ভক্তের "ভগবান্।"

নিজের কথা ভেবে একটু পরে বলল, 'আমি নারী-প্রগতি সংঘের একজন সভ্যা, আমার কাছে এক ভগবান্ ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই, সব স্ত্রীলোক, তা' পুরুষই হ'ন আর স্ত্রীলোক হ'ন। বৈষ্ণবের যেমন এক কৃষ্ণ ছাড়া আর সব স্ত্রীলোক।'

মাধবীর উষ্মার ভাবটা কেটে গেল, একটু সন্তুষ্টও হ'ল এই উত্তরে। বলল, "বৈষ্ণব ধর্ম্মটা খুব ভাল, ওতে স্ত্রী-প্রাধান্য আছে।"

মাধুরী পুনরায় বলল, "সব পুরুষকে মেয়েছেলে মনে করে নিলেই সব গণ্ডগোল চুকে যায়। অন্ততঃ আমিতো তাই করি। আর যা' ভাবি কাজেও তাই করি।" নিজেকে বাঁচাবার পথ করে রাখছে মাধুরী।

মাধবী বলল, "ওটা মন্দ না, মনে যা' ভাবা যায়, কাজেও তাই করতে হয়।' সকলের দিকে ফিরে মাধবী বলল, "তাহ'লে আজ আপনারা আসুন।"

সকলে উঠল। মাধুরী নিজের ঘড়ি দেখে বলল, "আপনার ঘড়িটা দু'মিনিট স্লো যাচ্ছে। বাঙ্গালীর, বিশেষ করে হিন্দুদের ঘড়ি দু'চার মিনিট স্লো-ফাষ্ট যায়, কিন্তু আপনার"—। বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে সন্তর্পণে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘড়ি মিলাতে উঠল। দম নেই দেখে দম দিল ও সময় ঠিক করে দিল বেশ ক্ষিপ্রতা ও চমৎকার ভঙ্গিমার সঙ্গে।

মাধবী একটু আগ্রহ সহকারে এই নবাগতার ভাব ভঙ্গি লক্ষ্য করছিল।

চেয়ারটাকে ডাষ্টার দিয়ে মুছে যথাস্থানে রাখল, মাধবীর দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করল। পরে লঘু চরণে নৃত্যের ছন্দ রচনা ক'রে মাধুরীর ভ্রাতা শ্যামল ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। হাফ ছেড়ে বাচল সেদিনের মতো।

যতদূর দেখা যায় মাধবী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। পরে ভাবল, ঘড়ির দোষ ধরল! আমার এত দামী ঘড়ি খারাপ? আর যে একশ' টাকার জন্য উমেদারী করতে এসেছে তার ঘড়ি কারেক্ট? নাঃ এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করব না। দেখা যাক্। মাধবী চিন্তা করছে, কী করা যায়।

মাধবীর পার্সোন্যাল এসিস্ট্যাণ্ট তার পিসতুতো বোন্ জ্যোৎস্না। সে সামনে এসে বললে, "মিঃ প্রেসিডেণ্ট,—না, মিস্ প্রেসিডেণ্ট,—না, দিদি, কিছু বলবে? জ্যোৎস্না নারী-প্রগতি সঙ্ঘের উদ্ভট নীতি ও তার সভ্যাদের খামখেয়ালী ভাব আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষকরে তার দিদির মাষ্টার ওই ধড়িবাজ মিঃ চন্দ্রকেতুকে ও তার বোন মিস্ রীতাকে। ওরা যেন কী একটা মতলব নিয়ে ঘোরে, দিদি বুদ্ধিমতী হ'লেও সরল, অত ঘোর প্যাঁচ বোঝে না। তাই সে সতর্ক প্রহরীর মত দিদিকে পাহারা দেয়।

মাধবী জ্যোৎস্নাকে বলল, "রেডিওটা ছাড়্তো? দেখি কার ঘড়ি ঠিক। এত স্পর্দ্ধা! বলে কিনা আমার ঘড়ি খারাপ, স্লো যাচ্ছে!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও দিল, জ্যোৎস্না। রেডিওর ঘড়ি ও দেওয়ালের ঘড়িতে ঠিক এখন ন'টা কাঁটায় কাঁটায়।

মাধবী নিজের ভুল বুঝতে পেরে একটু লজ্জিত হ'ল। জ্যোৎস্নাকে বলল, "কি রকম বুঝলিরে জ্যোৎস্না ?"

"বেশ স্মার্ট "।

শুধু স্মার্ট ? ম্লান হাসি ফুটল মাধবীর মুখে। বোনকে দরখাস্তগুলো নামের আদ্যক্ষর অনুসারে সাজিয়ে নম্বর দিয়ে খাতায় এনট্রি করতে বলে সম্পাদকের বাড়ী চলে গেল কারে। মায়ের শিব পূজার যোগাড করে দেয় প্রত্যহ ড্রাইভার রঘুনন্দন, তাই শিবের কৃপায় ও মায়ের দয়ায় কেবল তার কাজ যায়নি।

[একুশ]

বাড়ী ফিরে মাধবীর মন খুশীতে ভরে গেল, দেখল "কুম্ভকর্ণের মাসী" তার জ্যোৎস্না বোন এই এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব্বের একশ খানি দরখাস্ত ও আরও আশী খানি যা' ইতিমধ্যে দাখিল হয়েছে সর্ট করে খাতায় এনট্রি করে পাকা কেরানীর মত গুছিযে রেখেছে, এবং কোমরে কাপড জড়িযে ঘরের আসবাব মুছ্ছে। তাকে আজ খুব "জলি" ও স্মার্ট দেখাচ্ছিল। আনন্দ করে কখনও বা রাগ করে নারী-সংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মাধবী জ্যোৎস্নাকে বলত, "জ্যোৎস্না তোর বিযে দেব একটা মেয়েছেলের সঙ্গে নচেৎ তোর ঘর-দোর গুছাবে কে ? এত অগোছাল জবরজঙ্গি তুই।"

জ্যোৎস্নার পিতার আর্থিক অবস্থা খারাপ—মাসিক সাহায্য দেয মাধবী। তাই জ্যোৎস্নাকে এনে কাজে ভর্ত্তি করেছে।

গরীবের মেযে হলেও, জ্যোৎস্না এত দীর্ঘসূত্রী ছিল যে এক ঘণ্টার কাজে লাগাত একদিন। সন্ধ্যা আটটায় শোবে আর বেলা সাতটায় উঠবে। এই সময় বুকের উপর দিযে হাতী চালিয়ে দিলেও বা কানের কাছে ঢাক পিটালেও তার ঘুম ভাঙ্গে না। আর ভাইবোন না থাকায় মাধবী জ্যোৎস্নাকে খুব ভালবাসতো, আদর করে জ্যোৎস্নাকে সে বলত, "জ্যোৎস্নাকে কাজ করতে হয় মাসে মাত্র পনের দিন তাও সব দিন সমান না। কাজ না থাকলে ঘুম বাড়ে।"

জ্যোৎস্না বলে, "দিদি মাত্র ষোল ঘণ্টা দিনে রাত্রে ঘুমিয়ে আমার আক্ষেপ মেটে না ; এমন ঘুম ঘুমাতে ইচ্ছে হয়, যে ঘুম আর ভাঙ্গে না, না ঘুমালে কি শরীর ভাল হয় ?"

মাধবী বলে "তুই খাঁটি বাঙ্গালী" ; জ্যোৎস্নার যত দোষ থাক তার মুখ দেখলে সব ভুলে যে'তে হয়। রূপ তার অন্তরের পবিত্রতার সঙ্গে মিশে মুখখানিকে সন্ধ্যারতির প্রদীপের মত উজ্জ্বল দেখায়। তার জ্যোৎস্না নাম সার্থক।

জ্যোৎস্না বলল, "দিদি, তুমি স্নান করতে যাও, মা বসে আছেন। মামীকে মা ডাকে জ্যোৎস্না। আমি এগুলো ঝেড়ে মুছে আধ ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি। এখন বাইরের লোক আসছে, তারা বলবে কি ?"

দরখাস্তগুলো নাড়তে নাড়তে মাধবী বলল, "তুই এত কাজের লোক হলি কী করে ? অবাক করলি যে। মাধুরীর হাওয়া গায়ে লাগল নাকি ?"

"না হয়ে কী করি বল ? একজন এসেই ঘড়ির দোব ধরল, আবার কেউ এসে কী ভুল ধরবে কে জানে। মনিবকে যদি এমনি অপদস্ত হতে হয় কর্ম্মচারীর কাছে তা'হলে কর্ম্মচারীই তো মনিব হয়ে বসবে একদিন।"

"জ্যোৎস্না ও মেয়েটার নাম কি রে ?" একটু অন্যমনস্ক ভাবে মাধবী জিজ্ঞাসা করল।

জ্যোৎস্না বিস্মিত হ'ল, সে বলল, "ওঁর নাম তো তুমি এইমাত্র বললে। এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? চোখে হারাচ্ছ নাকি ? তোমার নামের সঙ্গে মিল আছে অনেকটা। মাধুরী চন্দ।

"ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওকে মিস্ চন্দ বলেই ডাকব, দরদীকণ্ঠে মাধবী বলল।

জ্যোৎস্না বলল, "ওঁকে কি এরই মধ্যে বহাল করেছ ? এখন তো সবে দরখাস্ত নেওয়া হচ্চে।"

মাধবী একটু গম্ভীরভাবে বলল, "হ্যাঁ এক রকম তাই, ওর মত একস্পার্ট লটের মধ্যে আর একটি পাব কিনা সন্দেহ। ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব—খুব গোছাল,"—বলে একগাল হাসল।

জ্যোৎস্না হেসে বলল—ও খুব ভাগ্যবান্ তোমার সুনজরে পড়েছে। বিনা টেষ্টে পাশ করে গেল। তাই বলে "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"।

মাধবী হেসে বলল, "ভাগ্যবান কিরে, ভাগ্যবতী বল, তোর এখনও ব্যাকরণ-বোধ হয়নি।"

জ্যোৎস্না বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, "আমার ! না সংঘের আইন কর্ত্তাদের ?" নিয়মাবলী পুস্তকের ৮নং ধারায় আছে, "নারীদের নামের ও বিশেষণের আ-ই-ঈ' উ-কার প্রভৃতির লোপ ধরতে হবে, এগুলা স্ত্রীত্ববোধক, দুর্ব্বলতার চিহ্ন।"

মাধবী একটু লজ্জিত ভাবে হাসল। পাচক এসে জানাল, মা রাগ করছেন। "চলো যাচ্ছি" বলে মাধবী উঠেছে, এমন সময় ১৮।১৯ বছরের একটা মেয়ে সিঁথির সিঁদূর ধুয়ে রক্ত পড়ছে মাথা দিয়ে, ছুটে এসেই বলল, "দিদিমণি, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও, দূষমণ আমায় খুন করতে আসছে।" এই বলে মাধবীর পা জড়িয়ে ধরল,—ভীষণ কাঁদছে সে।

"তোর নাম কি ? কী হয়েছে ? বল, শীগগীর বল, ওঠ, পা ছাড়—" মাধবী জিজ্ঞাসা করল।

সে উঠল না বা পাও ছাড়ল না, মাধবী দেখল সিঁথিতে সিঁদুর, বিয়ে হয়েছে। তার ধারণা হল নিশ্চয়ই পতি দেবতার অনুগ্রহ হয়েছে তার উপর। পুনরায় জিজ্ঞাসা করল "বল কি হয়েছে, একি জ্বালা !

সে তখন আস্তে আস্তে বলল, তার নাম জয়তী, তারা খুব গরীব, তার স্বামীর তিন দিন জ্বর, ঘরে এক দানা চাল নেই, তাই জ্বর গায়ে কলে খাটতে গেছল কিন্তু খাটতে পারছিল না, তাই তারা তাড়িয়ে দেছে। এক সের চালের জন্য অনেক চেষ্টা করেও পায়নি, বাড়ী আসছিল, এমন সময় শুনল মাধবী রায়ের বাড়ীতে কুমারী মেয়েদের চাকরী হচ্ছে। তাই বাড়ী এসে তাকে বলল—"জয়তী ওই বড় বাড়ীতে মেয়েদের চাকরী হচ্চে, তুই দরখাস্ত দে।"

"আমি বললাম, বিয়েওলা মেয়েদের চাকরি হবে না। সে তাতে বলল, তোর কপালের সিঁদুর তুলে বিয়ে হয়নি বলে ভর্ত্তি হগে যা, তোকে কেউ ধরতে পারবে না, মাসে একশো টাকা খুব সুখী হবি, যা। আমার সোয়ামীর অসুখ আমি সিঁদুর মুছতে বা শাঁখা ভাঙতে পারব না বললে আমায় মেরেছে' আর খুন করব বলে ঘরে দা আনতে গেলে পালিয়ে এইছি।"

মাধবী বেশ রেগেছে, বললে, এত অত্যাচার ! তুই মেরে মরতে পারলিনে ? ভয়ে পালিয়ে এলি ? তোর স্বামী যমটার নাম কি ?

"শুকলাল" কাঁদতে কাঁদতে বলল।

বেশ গরম ভাবে মাধবী বলল, তোর শুকলালের 'লাল' দেখছি তোর কপাল দিয়ে ঝরছে। ওটাকে খতম করে দিতে হবে। তোকে পুলিশে যেতে হবে আমি খরচ দেব। নারী-প্রগতি সংঘের প্রথম বলি হোক তোর শুকলাল।

জয়তী বলল "তাতে কি হবে" ?

"জেল হবে, গারদে থাকবে দু'বছর। আর যদি পরে ফিরে আসেতো আর গায়ে হাত তুলবে না ?" মাধবী বলল।

ভয়ে বিস্ময়ে জয়তী বলল, "জেলে থাকবে আমার রুগ্ন স্বামী। নাঃ তা পারব নি।"

"কী পারবিনে" মাধবী বলল

"সোয়ামির নামে কোর্ট করতে।"

মাধবী রেগে বলল "ন্যাকামি পেয়েছিস্। তুই না করলেও আমি করব।"

"না, দিদিমণি অমন কাজ করো না, তোমার পায়ে পড়ি, স্বামী ছাড়া আমার আর কেউ নেউ, তার কিছু হলে আমি ও খুকী মরে যাব, একে তার অসুখ তায় ক্ষিদেয় তার শরীর জ্বলছে, তার উপর তার সব আশা-ভরসা নষ্ট করে দিনু তাই রাগ সামলাতে না পেরে একটুখানি মেরেছে। আমি যাই দেখিগে সে কি রকম আছে।" ছুটে গেল সে কাঁদতে কাঁদতে ঝড়ের মত।

মাধবী এই ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেরী হচ্ছে দেখে মা ডাকতে এসেছেন। তিনি ম্লান হেসে বললেন,—"এই ভারত, এর মাটিতে সতী সাবিত্রী সীতার পদ রেণু, জলে তাঁদের করুণাব সন্তপ্ত অশ্রু, বাতাসে তাঁদের পূত দেহের সৌরভ, আর আকাশে প্রতিধ্বনি,—"স্বামী—দেবতা ইহকাল পরকাল"।

মাধবী বললে—"কী যে বলো মা, সেকাল আর নেই; সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।"

মা বললেন,—"তোর ভুল হচ্ছে মাধবী, সবই আছে, থাকবেও চিরদিন।"

মাধবী বললো,—"মা তুমি খাওগে, আমি জয়তীকে না দেখে থাকতে পারছি না।" জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে নিয়ে জয়তীদের বাড়ীর দিকে ছুটল।

বাড়ী চেনা নেই,—জিজ্ঞাসা করে আসতে প্রায় ১৫ মিনিট দেরী হল। ছোট্ট একখানি জীর্ণ কুঁড়ে; খোলার ছাউনী, আরও ছোট তার উঠান।

সেখানে দাঁড়িয়ে ওরা যা দেখল তাতে বিস্ময়ের সীমা রইল না। সরু বারান্দা জলে ভাসছে, তার উপর পড়ে আছে শুকলাল, অজ্ঞান, মরার মত। জীবনের কোন লক্ষণ আছে বলে মনে হচ্ছিল না। পাশে একটা দা, ও পাখা পড়ে আছে। মেযেটা ঘরের মধ্যে মেঝেয পড়ে ঘুমাচ্ছে। জয়তীর বাম বাহুতে একটা গভীর ক্ষত, রক্ত পড়ছে, আর সেই রক্ত একটা ঝিনুকে ধরে জযতী তার স্বামীর মুখে ঢেলে দিচ্ছে, কাঁদছে, আর বলছে, "খাও, সেরে উঠ, মাথা খাও, এইটুকু খেযে নাও।

মাধবী ও জ্যোৎস্নাকে দেখেই সে কেঁদে বলে উঠলো, ' দিদিমনি, বোধ হয এবার আমার সিঁদুর মুছে গেল। আমার কপাল ভেঙ্গেছে, তাই বুঝতে পেরে আমার সোযামী আগেই সিদূর মুছে শাঁখা ভেঙ্গে চাকরী নিতে বলেছিল।" চোখ দিযে জল পড়ছে।

জগতে এমন অনেক ব্যাপার বাস্তবে ঘটে যা' কল্পনাকেও ছাড়িযে যায। চোখে না দেখলে, কেউ তা বিশ্বাস করতে পারে না। মাধবী যতই ইংরাজী পড়ুক, ইংরাজী ভাবাপন্ন হোক্, আর নাবী সঙ্ঘ গড়ুক, আসলে সে কুসুম-কোমল নারী। তাই এই দৃশ্যে শুকলালেব উপর তার রাগ গলে জল হ'ল। আর স্থির থাকতে পারল না। মুহূর্ত্তে ছুটে শুকলালের গাযের উত্তাপ দেখল, জোৎস্নাকে ট্যাকসিতে গিয়ে ডাক্তার আনতে বলল। নিজে ছুটে গেল বাইরে,—একটা দোকান থেকে দুধ, চিনি, রুটী, সাবু, কমলা লেবু নিযে ফিরল। দুধ অল্প অল্প তার মুখে দিতে লাগল, দেখল, দাঁতলাগা,—ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, জল গরম করে হাতে পাযে সেক দিতে জযতীকে বললো।

ডাক্তার এলেন, নাড়ী বুক পরীক্ষা করে বললেন, এ্যাপোপ্লেক্সি, ফার্ষ্ট এ্যাটাক্, দেখি কি হয।"

মাধবী উদ্বিগ্ন ভাবে বলল ভাল ভাবে দেখুন ডাক্তারবাবু, ফী আমি দেব। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে রোগীর জ্ঞান হোল, চোখ মেলল।

ডাক্তার বাবুকে ফী দিযে বিদায় করে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জয়তীকে দশটা টাকা দিয়ে মাধবী জ্যোৎস্নাকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। আসার সময় জয়তীকে একটা দরখাস্ত নিযে গোপনে পরদিন দেখা করতেও বলে এল।

নারী-প্রগতি সংঘের সভানেত্রীর মন যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখে পরিপূর্ণ হ'ল। আনন্দ এই কারণে, তার উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপের ফলে একটি জীবন, না—তিনটি জীবন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে—; আর দুঃখ এই কারণে, সে পৃথক নারী-জগৎ গড়বে কাদের নিয়ে। এইতো নারীর অবস্থা, সব সমর্পণ ক'রে বসে আছে রিক্তা হয়ে।

সমস্তদিনের উপবাস, পরিশ্রম ও মনোকষ্ট নিয়ে মাধবী বাড়ী এসেছে, ঝড়ো পাখীর মত চেহারা নিয়ে।

মা ছুটে এসে গায়ে হাত বুলিযে দুঃখের সঙ্গে বললেন—"এমনি করে জীবন নষ্ট করবি? দেখত চেহারা কী হয়েছে? আত্ম রেখে ধর্ম্ম। ওসব খেয়াল ছাড়।"

মাধবী কোন উত্তর দিল না। লক্ষ্মী মেয়েটীর মত মায়ের সঙ্গে চলল,—যেন শান্ত শীতের নদী।

[বাইশ]

আজ আটাশে নভেম্বর। ইণ্টারভিউয়ের প্রথম দিন। বাদ-সাদ দিয়ে দেড়শ খানা দরখাস্ত ইণ্টারভিউ পাবে। প্রত্যহ পঞ্চাশ খানা করে। সময়, রাত্রি সাতটা থেকে নটা। নাম, নম্বর, তারিখ বাইরে বোর্ডে টাঙানো হয়েছে।

ঘরগুলি ছিমছাম করে সাজান হয়েছে, যেখানে যেটী মানায়, আলোয় ঝলমল করছে, বাড়ী লোকারণ্য। নীচের চারটি ঘরে আবেদনকারীরা বসে আছে, সকলের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন, বিশেষ করে মাধুরীর।

দোতলার দালানে গোল টেবিলের সামনে বসেছেন পরীক্ষকবৃন্দ মুখোমুখী। মিস্ মাধবী, মিস্ রীতা, মিস্ লিলি, মিস্ মমতা, মিস্ করবী প্রভৃতি। অদূরে চেয়ারে আইন-উপদেষ্টা মিঃ চন্দ্রকেতু। নীচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রঘুনন্দন,—সেই ডাকছে।

ইংরাজদের গল্প করছিলো চন্দ্রকেতু। তাদের সততা, সাহস, দেশপ্রেম, নারীর-প্রেম, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ইত্যাদির আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুযুবকদের

নিন্দা চলছিল পুরা দমে। বলছেন, "শুনুন এটা গল্প নয়, সত্য ঘটনা,—বাঙ্গালী হিন্দু বড়ঘরের ছেলের কীর্ত্তি। নাম প্রকাশ করব না, বিলেতে গিছলেন উচ্চশিক্ষা নিতে। পেয়িংগেষ্ট হয়েছিলেন এক প্রৌঢ়া মহিলার। মহিলা ও তাঁর বিদূষী পৌত্রী তাঁকে খুব যত্নে রেখেছে। মহিলার স্বামীর বিরাট দুধের কারবার ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কারবার আছে, তবে খুব ছোট হয়ে গেছে। তখন দৈনিক পঞ্চাশ মন দুধ সরবরাহ করেন মহিলা। কিন্তু মাঝে মাঝে ২।৩ মন দুধ কম আসে। বেশী বা কম দিলে ও দেশের খরিদ্দারগণ ভীষণ চটে যায়। সেজন্য প্রৌঢ়া ও তাঁর নাতনী বিশেষ চিন্তিত। একে কম্পিটিশানের মার্কেট, তাতে গুডউইল নষ্ট হ'লে কারবার উঠে যায়। সেদিন খুব চিন্তা করছে দুজনে কি করা যায়। যুবকটী সেখানে ছিল, তাদের চিন্তিত দেখে যুবকটী বলল, "এত সামান্য ব্যাপারে অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? এতে চিন্তার কি আছে?" মহিলা ও তার নাতনী খুব খুসী হ'ল এ কথায়। বেশ ব্যস্তভাবে মহিলা বললেন,—"বলত বাবা, কী করা যায়?" যুবকের জ্ঞান বুদ্ধির উপব তাঁদের খুব আস্থা। "আমরা তো ভেবেই ঠিক করতে পারছিনে।"

তখন যুবক বেশ বিজ্ঞতার সঙ্গে বললে, "পঞ্চাশ মন দুধে মাত্র দু'তিন মণ কম। তা' মন পিছু আড়াই সের করে জল দিলে কিছুই বোঝা যাবে না অথচ ডিফিসিয়েন্সি মেক আপ হয়ে যাবে। এই সহজ ব্যবস্থাটী আপনাদের মাথায় এল না?"

যুবকটী তার এই উদ্ভাবনী শক্তির গর্ব্বে স্ফীত হয়ে চাইল ওদের মুখের দিকে, ভাবল, অজস্র প্রশংসা ও সাধুবাদ তার মাথায় বর্ষণ করবে ওরা, কিন্তু কী আশ্চর্য্য এত বড় উপকার করা সত্ত্বেও সে দেখল, অস্ত চাঁদের ও ফুটন্ত গোলাপের মত দু'খানা মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত হয়ে গেল। কথা বলতে পারল না তারা কিছুক্ষণ। পরে খুব বিমর্ষভাবে মহিলা বললেন, "কাল সকালে তুমি অন্য কোথাও চলে যাবে—এখানে আর তোমার ঠাঁই হবে না। তোমার কন্‌ট্যাকটে থাকলে আমরা হয়ত একদিন দুধে জল অর্থাৎ খাদ্যে ভেজাল দিতে শিখব, জাতিকে স্লো-পয়জন করব,' দেশ ধ্বংশ করে নিজের ব্যাঙ্কব্যালান্স বাড়াব? আমাদের ও-শিক্ষা নেই।" অগত্যা পরদিন সে সরে পড়ল। এইতো হিন্দুর সভতা। তাই সিলেকশনের পূর্ব্বেই স্মরণ করিয়ে দেই, যদি নারী-প্রগতি

সংঘকে ভাল ভাবে গড়ে তুলতে চান তো আদৌ হিন্দু নেবেন না, ওরা ঢুকলেই বানচাল করে দেবে, শয়তানী বুদ্ধি ওদের খুব।

জ্যোৎস্না সেখানে ছিল,—আর সহ্য করতে পারল না চন্দ্রকেতুর এই নির্লজ্জ হিন্দু-বিদ্বেষী উক্তি। হিন্দু যেন ওর পাকা ধানে মই দিয়েছে। এত বিজাতীয় ক্রোধ হিন্দুদের উপর। আর কেউ প্রতিবাদ করল না দেখে, সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "মহাজ্ঞানী নিউটন বলেছিলেন তিনি জ্ঞান সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে কয়েকটা নুড়ি পাথর সংগ্রহ করেছেন মাত্র, বিশাল জ্ঞান সমুদ্র সম্মুখে প্রসারিত, সম্পূর্ণ অনধিগত।

কিন্তু দেখছি মিঃ সেন গণ্ডূসেই পান করে ফেলেছেন সেই জ্ঞান সমুদ্র, তাই উনি-সব জান্তা।"

দেওয়ালে টাঙানো ছিল, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, স্বামীজী, নেতাজী, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রামমোহন, বিপিনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মহাত্মা, মতিলাল, লাজপত, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ, জহরলাল, বিধানচন্দ্র শ্যামাপ্রসাদ, দেশপ্রাণ, দেশ গৌরব প্রভৃতি মহাপুরুষদের আলেখ্য। সেগুলিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে জ্যোৎস্না বলল, "মিঃ সেন" চেনেন কি ওঁদেরকে? জানেন কি তাঁদের সম্বন্ধে কিছু? এরা হিন্দু, এদের মত যে কোন একজনকে পেলে একটা জাতি গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ওঠে, পৃথিবী ধন্য হয়। হিন্দু জাতির মধ্যে জন্মেছে অমনতর মহান্ হাজারে হাজারে। সেই জাতিকে এত গালি দিচ্ছেন? অবশ্য জানি, প্রয়োজনের তাগিদে, আপনি অমন নির্জ্জলা মিথ্যা বলছেন, তবু মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে অতটা নেমে গেছেন কেমন করে? আপনাকে প্রকাশ করার ভাষা পাচ্ছিনে, হিন্দুদের অভিধানে আপনার যোগ্য "বিশেষণ" আজও লেখা হয়নি, "নীচ" বললেও আপনাকে সম্মান করা হয়, আপনার মুখ দেখলেও পাপ হয়। আপনার নরকেও ঠাঁই হবে না। কাঁদ কাঁদ ভাবে দ্রুতপদে পাশের ঘরে গেল।

মাধবী কিছু বিরক্ত হ'ল জ্যোৎস্নার উপর—যত দোষ করুক বাড়ী এনে কাউকে অপমান করতে নেই। মানিয়ে নেবার জন্য বলল, "আপনি মনে কিছু করবেন না মাষ্টার মশায়, ছেলেমানুষ কাকে কি বলতে হয়, সে জ্ঞান হয়নি এখনো ওর।

মাষ্টার তৎক্ষণাৎ বলল, "আমি অন্যায় কিছু করিনি বা বলিনি, তাই আমার রাগেরও কিছু নেই।"

চতুর রীতা, তার দাদার উপর বেশ বিরক্ত হয়ে বললে, "ওসব বাজে কথা ছাড়তো দাদা, কাজের কথা হোক্।"

প্রথমে ডাকা হোল একটি ইংরাজ তরুণীকে, নাম মিস্ ডায়না, বেশ সুশ্রী তাকে দেখেই সকলে আনন্দিত। তাকে দেখেই রীতা বলল, "এই-ই আমাদের মুখ রক্ষা করবে, এরা আদৌ বিয়ে-পাগলা নয়।"

মাধবী প্রশ্ন করল—"Do you like to marry ?"

উত্তর দিল সে, "I am free from that disease, but I make love my lover stands outside."

প্রেসিডেণ্ট রিজেক্ট লিখল, কিন্তু সম্পাদিকা বলল, "ওটা এ্যাকসেপ্ট করতে হবে ও খুব সত্যবাদী।"

তারপরে এল একটি এ্যাংলো তরুণী, নাম মিস্ ইভালিন, খুব চালাক চতুর বলে মনে হ'ল, তার চটুল চাউনি দেখে। এবার রীতা প্রশ্ন করল, "Do you love any body ?

সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল,—"Yes, no man can live without love. I love my parents, brothers, sisters and also John, my lover.

অনেকে আপত্তি করল, রীতা এ্যাকসেপ্ট লিখল।

তৃতীয়টী—শ্রীমতী অর্চ্চনা রায়,—বেশ হাসি মুখে ঢুকল। এবার মিস লিলি প্রশ্ন করল, Do you know what is "Love" ?

উত্তর দিল সে, "Love is that which unites and brings together the lover and the beloved."

সম্পাদিকা মিস্ রীতা রিজেক্ট লিখিল।

তারপর ডাক হ'ল আর একটী হিন্দু তরুণী, গৌরী ব্যানার্জী, বয়স ১৯।২০, খুব সুন্দরী,—এবার ফস করে রীতা প্রশ্ন করল—"আপনি কি বিয়ের পক্ষপাতী" ?

উত্তর, "না"।

পুনরায় প্রশ্ন হ'ল—"কারণ ?"

উত্তর দিল গৌরী,—"জন্মের হার এত বেড়েছে যে, বিয়ে বন্ধ না রাখলে দশ বছর পরে চাষের জমির কথা ছেড়েই দিলাম, তাদের শোওয়ার জায়গাই হবে না। তখন One gentleman upon another হবে। অন্ধকূপ হত্যার মত হাঁপিয়েই মরে যাবে।"

মিস্ রীতা বললে, "আচ্ছা যাও"।

গৌরী চলে গেল হাসিমুখে, সকলকে নমস্কার জানিয়ে, সকলেই সন্তুষ্ট-তার উত্তর শুনে ও চেহারা দেখে, কিন্তু রীতা ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বলল, "এ মেয়েটা ভাল না খুব ফাজিল, একে নেওয়া যাবে না। রিজেক্ট লিখছে, এমন সময় জ্যোৎস্না পাশের ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এদের গ্রহণ-বর্জন নীতি লক্ষ্য করছিল। এই পক্ষপাতিত্ব তার সহ্য হ'ল না। এটিকে বাদ দিলে আর একটিকেও লওয়া চলে না। তার চেহারা, 'ভাব ভঙ্গী, স্পষ্ট উত্তর সবই চমৎকার, তবু রিজেক্ট করছে? তার দিদিও কোন কথা বলছে না দেখে সে বলল,—"মেয়েটী ভাল, ভাল না ওর জাতটা, তাই না মিস্ রীতা?

মিস্ রীতার কলম বন্ধ হ'ল। ভাবল আপদটা দূর হয়ে যায়নি তো? মুখ তুলে বলল, দেখলে না, বলল—One gentleman upon another? কথাটা মিথ্যা ও নোংরা নয় কি?

না, কিছুতেই না,—ওটা একটা প্রসিদ্ধ কথা। চীনা ভাষার হরফ দেখে এক ভদ্রলোক ওই মন্তব্য করেছিলেন।

আর যদি মিথ্যা বলেন তবে একবার কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে দেখে আসবেন ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে সাত আটটা ছেলেমেয়ে নিয়ে গরীব ভদ্রলোকেরা কী কষ্টে বাস করছেন। যারা বলে গেল, "My lover stands outside," "I love John" তারা ফাজিল হল না, সংঘের আইনে আটকালো না, অনায়াসে পাশ করে গেল, আর অর্চ্চনা রায়, গৌরী ব্যানার্জী ফেল করল, "ফাজিল" বলে সার্টিফিকেট পেল? তাই বলে, "যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।"

মাধবী বলল, "আঃ—জ্যোছনা; কী যা' তা' বলছিস্, যা' এখান থেকে।

জ্যোৎস্না করুণ-চোখে চেয়ে বলল, "হ্যাঁ, যাচ্ছি, শুধু এখান থেকে নয়, তোমার বাড়ী থেকেই চলে যাব, কালই। এ স্বর্গে আমার আর ঠাঁই নেই। পাশের ঘরে গেল।

মাধবী নিজেই ও দু'টী এ্যাকসেপ্ট করল।

আর একটিকে ডাকা হ'ল, মিস্ চামেলী বসু। এবার প্রশ্ন করল মাধবী, ভারতের কয়েকটি স্বর্ণখনি অঞ্চলের নাম করুন তো ?

একটু চিন্তা করেই তরুণীটি উত্তর করল, "বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই.............

বাধা দিয়ে মাধবী বলল, "আচ্ছা থাক, এগুলো কি সব স্বর্ণখনি অঞ্চল ?" চামেলী উত্তর করল, "সোনার ভারতের, আমি দেখি, সব মাটীতেই সোনা।"

এ্যাক্‌সেপ্ট হ'ল।

আর একটিকে ডাকা হ'ল, মিস রাবিয়া। মিঃ সেন এবার প্রশ্ন করলেন "How many steps there are in the stair-case ?

উত্তর দিল—"As many as there are, sir," এ্যাক্‌সেপ্ট করল।

আর একটিকে ডাকা হ'ল, ছবি রায়,—হিন্দু, এবার প্রশ্ন করল রীতা, "আপনি কি বিয়ে করেছেন ?"

উত্তর দিল সে, আজ্ঞে আমি তো আমি, আমার বাপ ঠাকুরদাও কখনও বিয়ে করেননি।

সকলে মুখ টিপে হাসল। রীতা দেখাল মেয়েটির সিঁথিতে লালচে আভা রয়েছে, সে নিশ্চয়ই সিঁদূর তুলে এসেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সিঁথি লালচে কেন ?"

আজ্ঞে বিয়ের বয়েস হ'লে হিন্দু-কুমারীদের ঐ স্থানটা আপসে্ লাল হ'য়ে ওঠে। কি করব বলুন। তবে এই চিরকুমারী সভায় থাকলে আপনিই ঐ স্থান কালো হয়ে যাবে।

জ্যোৎস্নার দাপটের কথা স্মরণ করে মিঃ সেনের আপত্তি সত্ত্বেও রীতা এ্যাকসেপ্ট লিখল।

আর একটিকে ডাকা হ'ল, নাম অনুরাধা। তিনি ল্যাট্রিণে ছিলেন, তখন আর একটি মেয়ে ঘুমে ঢুলছিল, রাধা নাম শুনেই ধড়মড় করে রাধাকান্ত উপরে ছুটল। ঘরে ঢুকেই বলল, "কোন্ ঘরে ?"

মাধবী বলল, এইতো এই ঘরে, ঘুমাচ্ছিলেন বুঝি ? তার চেহারা দেখেই সকলের সন্দেহ হ'ল।

মিঃ সেন প্রশ্ন করল,—"**What is your father ?**" ঘুমের জড়তা তখনও তার যায়নি, মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমার নাম রাধাকান্ত ধর"।

মিঃ সেন রাগে অগ্নিশর্ম্মা, উঠে গিয়ে কয়েক ঘা জুতা মারলেন তার পিঠে, বললেন—"শালা, চীট, মেয়েছেলে সেজে ঠকাতে এসেছো ; আরও দু'ঘা, তখন রাধাকান্ত হাত জোড় করে বলল, "আর মারবেন না, শুনুন আগে,"—মাধবীর চোখ দু'টী ছলছল করছে বলল, "থামুন শোনা যাক্ কী বলে।"

সে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, "আমি "রাধা" সাজি, আর নিতাই "কেষ্ট" সাজে ; বাড়ী বাড়ী গান করে পয়সা পাই। আজ বাড়ীতে সাজগোজ করে যখন নিতাইকে ডাকতে যাচ্ছি, তখন দেখি অনেক দিদিমণি এই বাড়ী ঢুকছে,—ভাবলাম, লোকজন খাচ্ছে, তাই তাদের পিছু পিছু এলাম ভাল খেতে, তাঁরা যেখানে বসলেন, আমিও সেখানে বসে আছি, ভাবলাম পাতা হলেই ডাকবে এমন সময় আপনারা ডাকলেন, তাই খেতে এইচি"!

"তবে খা" বলে আর এক ঘা জুতা মারলেন মিঃ সেন। রীতা মাধবীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলল, থামনা দাদা, দোষ করলেই শাস্তি দিতে হবে ?"

মিঃ সেন বললো, "রাখ এটাকে ঘরে পুরে, কাল সকালে পুলিশে দিতে হবে। বেটাছেলে হয়ে মেয়েদের মধ্যে থাকা বার করে দেব।"

তখন রাধাকান্ত হাতজোড় করে বলল, "আমাকে না হয় আর দশ ঘা জুতো মেরে ছেড়ে দিন। রাত্তিরে বাড়ী না গেলে আমার মা ভেবেই মরে যাবে, মার অসুখ, আমায় খুঁজতে বেরুবে রাস্তায়, কানা মানুষ, গাড়ী চাপা পড়েই মরে যাবে।"

এই কথায় সকলে হাসল, কেবল মাধবী বিষণ্ন, ছেলেটার চোখে মুখে কী যেন দেখছে, নিজের মায়ের মুখ তার মনে ভেসে উঠল, তার মধ্যে দেখল এই ভিখারী বালকের স্নেহময়ী জননীর মুখ। কারো মায়ের কষ্ট শুনলে তা'র বুক ফেটে যায়।

মিঃ সেনের রাগ পড়েনি, তিনি আবার জুতো উঁচিয়ে মারতে উদ্যত হতেই মাধবী উঠে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "ভাই, মায়ের অসুখ তবে তাঁকে ফেলে এলে কেন? মা যদি....আর বলতে পারল না।

রাধাকান্ত এই আদরে ওদের দিকে চেয়ে বলল, "পেটের জ্বালায় না বেরুলে চলে না। মা-র সাবু মিছরীর পয়সা নেই।"

"তবে এখানে বসে আছ কেন?"

রাধাকান্ত বলল, "ভাল খাবার জীবনে খাইনি, ভাবলাম বড়লোকের বাড়ী ভালমন্দ খেয়ে পরে ভিক্ষায় যাবো, তা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রাত হয়েছে, তাই ভাবছি,—মা কেমন আছে, কি খেতে দেব।"

মাধবীর মন চঞ্চল হ'ল। সকলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সে বললো, "আমি দেখতে চাই এ সত্যি বলছে কি না, যদি মিথ্যে হয় তবে একে পুলিশে দেব। আপনারা বাকী কাজটা চালিয়ে নিন, আমি আসছি। রঘু, গাড়ী আন।" বলেই ছেলেটাকে নিয়ে নীচে নেমে গেল। মাধুরী তখনও বসে আছে,—তাকে দেখেই সলজ্জভাবে মাধবী বলল, ওঃ আপনি এখনও বসে আছেন? তা দেখুন, আপনাকে আর ইণ্টারভিউতে যেতে হবে না। আপনাকে ষ্টেটের ম্যানেজার করেছি; দুএকদিনের মধ্যে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাবেন। ১লা ডিসেম্বর থেকে চাজ্জ´ নেবেন, কেমন? আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।"

মাধুরী হতবাক্ হ'ল বিস্ময়ে। পার হ'য়ে যাচ্ছে বিপদগুলো, একটার পর একটা। আনন্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, ও নমস্কার করল তার নূতন মনিবকে।

রঘুনন্দন গাড়ী আনলে ছেলেটাকে নিয়ে মাধবী চললো তাদের বাড়ীতে তার রুগ্ন মাকে দেখতে ও সাহায্য করতে।

এর সমালোচনা উপরে কিন্তু কম হলনা।

[তেইশ]

আজ শুক্রবার, আগামী রবিবার সংঘের প্রথম মিটিং হবে মিস্ মাধবীর বাঘমারী কাছারীতে। মিটিং-এর সব ব্যবস্থা করে রাখবার জন্য কাছারীর

নায়েবকে পূর্ব্বেই পত্র দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের মিটিং সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কুড়ি পঁচিশ খানা গ্রাম থেকে অন্ততঃ হাজার খানেক মেয়েছেলে সভায় চাই। কাছারী বাড়ীর ঘরগুলো পরিষ্কার রাখবার জন্য,—ও শনিবার বেলা ১১টার গাড়ীতে ষ্টেশনে আটখানা গরুর গাড়ী পাঠাতে লেখা হয়েছে

আজ সকাল থেকেই সভার উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ হয়েছে। সভ্যারা অনেকেই প্রেসিডেন্টের বাড়ী হাজির হয়েছেন। সকলকেই বিশেষ ব্যস্ত ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। ফর্দ্দ তৈরী হ'ল। এতগুলি লোকের আবশ্যক দ্রব্যাদির, চাল, ডাল ময়দা, সুজী, চিনি, ঘি, তেল, চা, কফি, ষ্টোভ, বেডিং সামিয়ানা, সতরঞ্চ, হারমোনিয়াম প্রভৃতি সঙ্গে লওয়া হল কিছু কিছু, জানি কি যদি পাঁড়াগাঁয়ে না মেলে। নায়েবকে অবশ্য লেখা হয়েছে,—মনিবকে সন্তুষ্ট করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে তবুও হাতের পাঁচ ছাড়া ভাল না। সকলেই একমত।

জোছনাকে আদর করে শান্ত করেছে মাধবী। জোছনা তার দিদিকে সংঘের ফ্লাগ-তৈরী, শ্লোগান রচনা, সভ্যাদের "না-মেল-না—ফি-মেল" ড্রেসের একটা সুদৃশ্য প্যাটার্ণ ঠিক করার কথা বলল।

মাধবী খুব খুসী হ'ল জ্যোছনার কথায়, কারণ এগুলি আর কারো মাথায় আসেনি। এগুলো বাদ দিয়ে মিটিং হয় না।

এমন সময় ভবানীপুর ২নং কেন্দ্রের মিস্ অশোকা, মিস্ মৃন্ময়ী, মিস্ অলোকা, মিস্ ছায়া প্রভৃতি এলেন। সকলে বসে মিটিং সার্থক করতে যা'-যা' করণীয় স্থির করা হচ্ছে।

মিস্ মৃন্ময়ী ফ্লাগ উড়িয়ে শোভাযাত্রা করে সভানেত্রীর বাড়ী থেকে যাওয়ার প্রস্তাব করল। খুব আনন্দের হবে বলে সকলে মত দিল।

কিন্তু ফ্লাগ তখনও ঠিক করা হয়নি, তাই মাধবী ফ্লাগের একটি ডিজাইন স্থির করতে সকলকে বলল।

মিস্ রীতা বলল, "আমি একটা চিত্র ঠিক করেছি, নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারের চিত্র দেখানো দরকার, দেখুন কেমন হয়।

একটা চিতায় মৃত-স্বামী পুড়ছে, আর কতকগুলো জহ্লাদ পুরুষ একটি সুন্দরী তরুণীকে জোর করে পুড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ সতীদাহের চিত্র। দেখুন কী নির্ম্মম অত্যাচার।"

প্রায় সকলে বললো, বাঃ বাঃ বেশ ভাল হবে।

জ্যোৎস্না বললো, এতে পুরুষের দোষ কোথায়? সতীদাহ, জহরব্রত, নারীদের ইচ্ছাকৃত, পুরুষেরাই বরং আইন করে তুলে দিয়েছেন। মিস্ রীতা ভিতরে ভিতরে খুব চটে গেল।

মৃন্ময়ী বলল, "আচ্ছা, আমি একটা ঠিক করেছি দেখুন আপনারা, ফ্লাগের কাপড়ে ভারতবর্ষ এঁকে তার উপর গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই তিনটী নদী ও তাদের উপকূল ধান ক্ষেতে পূর্ণ করা হোক্। নদীমাতৃকা ভারত। নদী,—নারী। তাদের আশীর্ব্বাদ সারা ভারত ভোগ করছে।

অনেকে বলল—এটাও মন্দ না।

জোছনা এবারও বলল, "এতেও কিন্তু পুরুষ প্রাধান্য আরও বাড়ল। ঐ নদীগুলি আঁকতে গেলেই একদিকে হিমালয় আর একদিকে সমুদ্র দিতেই হবে। নদীর অস্তিত্ব ঐ দু'য়ের জন্য,—ওঁরা পুরুষ।

এবার মিস্ করবী বলল, "আমি একটা বলি, দেখুন আপনারা, আমাদের শ্লোগান হোক,—

"গার্গী-মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী,
ভবানী রাসমণি লক্ষ্মী দুর্গাবতী,
নাইডু বেশান্ত অনু-প্রভারতী,
ধন্যা-করিল মাতা বসুমতী।"

আর ভারতের আকারে সবুজ রংএর কাপড়ে ঐ মূর্ত্তিগুলো আঁকা হোক।
জ্যোৎস্না এবারও বলল, "ওটাও পুরুষ কবির লেখা, ওর গোড়াতেই আছে,—

"বাল্মিকী-ব্যাস ভর্ত্তৃ কালিদাস,
হেম মধু বঙ্কিম রবি কৃত্তিবাস,
আশু জগদীশ শরৎ গিরিশ,
হ'ল মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদে ভারতী।"

—তবে ওটা মন্দ না, নিতে পারেন।"

মিঃ সেন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, তিনি দেখলেন, গার্গী মৈত্রেয়ী, প্রভৃতি সকলেই হিন্দু-রমণী, ওটা নিলে হিন্দু প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা তিনি কিছুতেই

বরদাস্ত করতে পারেন না। অন্তভাবে বলল, "ওটা চলবে না, কারণ ওরা সকলেই বিবাহিত,—পুরুষের দাসী-বৃত্তি করেছেন।

খৃষ্টান মিস্ অশোকা বলল, "দেখুন, আমি একটা ঠিক করেছি, এতে আর আপত্তি হবে না মনে হয়। মা মেরীর কোলে যিশু,—স্বর্গীয় শিশু, আলোকের রাজ্যে বসে আছেন।

মিঃ সেন বলে উঠলো, খুব সুন্দর। চমৎকার। মিস্ অশোকা, আপনার শিল্পীমনের তারিফ না করে পারছি না, এটাই হোক্।

মাধবী দেখছিল জোছনার দিকে, আবার বাধায় বুঝি। সে ফুলছে রাগে, তাছাড়া এই মাষ্টারকে সে আদৌ দেখতে পারে না। তাকে ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে মাধবী বললো, তাহ'লে 'মা যশোদার কোলে কৃষ্ণ' এইটাই নেওয়া হোক্।

মিঃ সেন রাগতঃভাবে বলল, "দেখুন, মিস্ প্রেসিডেণ্ট, এটা কিন্তু জেদা-জেদির ব্যাপার হ'ল। যেই আমরা একটা সাজেশসন দিলাম অমনি আপনারা কাউণ্টার সাজেশ্‌সন দিলেন; এটা কি ভাল হ'ল? এতে দল থাকে না। এটা অন্যায়।

দিদিকে অপমান করায় জ্যোছনা জ্বলে উঠল। সে বলল, "দেখুন মিঃ সেন যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কাছে কৃষ্ট ও খৃষ্ট এক। দু'বার দু'ভাবে এসেছেন। তবে যদি নিজের দেশের পাই, ভিন্ দেশে ধার করতে যাব কেন? আর তাছাড়া যিশু কি নারী নাকি?

কটমট করে জোছনার দিকে তাকাল মিঃ সেন।

মিস্ অলোকা বলল,—"খুব মুসকিল হল, কিছুতেই পুরুষ বাদ দিয়ে একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে না।" সকলেই হতাশ।

এমন সময় মাধুরীর প্রেরিত একটা নক্‌সা পাওয়া গেল। "সবুজ বৃক্ষ-লতায় ভরা বন। একটা পাগলা হাতী সেই বন নষ্ট করছে। বনের পশুরাজ পশুরাণী ও সিংহ-সিংহিনী দেখছিল। অসহ্য হ'ল রাণীর। তাঁর ইঙ্গিতে হরিরাজ কেশর ফুলিয়ে করিরাজের শুণ্ডে হানলেন প্রচণ্ড আঘাত। তুমুল লড়াইয়ের পর মাতঙ্গকে ঘায়েল করে আনন্দে পশুরাজ রাণীর পদতলে নতজানু হ'ল।

জ্যোৎস্না হেসে বলল, "হস্তিনী নিকটে থাকলে পশুরাজ অত সহজে ঘায়েল করতে পারত না।"

অলোকা বলল,—"হ্যাঁ ঠিক তাই, নারীই শক্তি, সেই নারীকে অবজ্ঞা করছে পুরুষেরা, তাই আমরা পুরুষ বয়কট করে এই সংঘ গড়েছি। সত্যি-কারের শক্তিশালী যারা, তারা নারীকে কত সম্মান করে। সুসভ্য ইংরাজেরা এই গুণে পৃথিবী শাসন করছে।"

মিস্ মাধবী বলল, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন, তা'হলে এই নক্সা ফ্লাগে দেওয়া হোক ?

মিস রীতা বলল, তাই হোক ওতে স্ত্রী প্রাধান্য আছে।

মাধবী বলল, "তা'হলে এবার একটা শ্লোগান রচনা করা হোক।"

তখন মিস্ মাধবী, মিস্ রীতা, মিস্ অলোকা, মিস্ মৃণ্ময়ী প্রভৃতি চার-পাঁচ জনে দু'এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরী করল এই শ্লোগান,—

—"পুরুষের অধীন থাকব না'
দাসীবৃত্তি আর করব না,
জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ যারা,
কেন অধীন থাকবে তারা ?
বিয়ে মোরা করব না,
দুঃখ কষ্ট আর সইব না
বিয়ে করা মহাপাপ
গর্ভধারণ অভিশাপ।
শিক্ষা-চাকরী সর্ব্বক্ষেত্রে,
লড়ব মোরা সব একত্রে।
আনব ভেঙ্গে বাঘের দাঁত,
বুঝবে জগৎ কেমন জাত।
শাস্ত্র বচন বুজরুগীতে
ভুলব না আর কোন মতে,
পুরুষ জাতি দুঃখের মূল
অসহযোগে কর নির্ম্মূল।
এ নব বিধান সুনিশ্চয়,
"নারী প্রগতি সংঘের" জয়।

মাধবী পড়ল, সকলে আনন্দে বলল, "চমৎকার হয়েছে। আমাদের সংঘের জয় জয়কার হবে।

তখনই সেটাকে প্রেসে পাঠান হল। কাল সকালে ৭টার মধ্যে সকলে এখানে আসবে কথা দিয়ে নিজ নিজ বাড়ী গেল।

[চব্বিশ]

আজ শনিবার—সকাল হতেই সভ্যেরা সভানেত্রীর বাড়ীতে হাজির হয়েছেন মনোরম পোষাকে। মিঃ সেন ভগ্নিকে নিয়ে খুব সকালে এসেছেন। জিনিষ পত্র তদারক করছেন। বিশেষ ব্যস্ত তিনি। কারণ তিনিই এই দলের উপদেষ্টা অর্থাৎ লিডার ও একমাত্র পুরুষ। কোন অসুবিধা হলেই, তাকেই জবাবদিহি হতে হবে। যতই মাধবীর জমিদারীতে যাওয়া হোক না কেন, সে ছেলেমানুষ ও মেয়েছেলে। তার দোষ কেউ দেবে না তাঁকেই দোষারোপ করবে। আর মাধবীর দোষ মানেই তাঁর দোষ, কারণ মাধবী তাঁর ভাবী জীবনের,—"ধ্রুবতারা।"

কত আনন্দ তাঁর মনে, মাধবীকে পাবেন একান্তে নূতন স্থানে। এই কারণেই প্রথম মিটিং দূর পল্লীতে করার প্রস্তাব দেন তিনি। এ বিষয়ে মাধবীর সংগে তাঁর অনেক পরামর্শ করার আছে, সকালে এসে অবধি মাধবীর খোঁজ করেছেন, পাচ্ছেন না। সে কি যাবে না? ভিতরে ভিতরে সেন বিশেষ চিন্তিত হয়েছেন।

মাধবী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চিন্তা করেছে, এতগুলি লোক যাবে তার কাছারীতে, নূতন মতলব নিয়ে। সব দায়িত্ব তারই। তাই তার পাশে থেকে দায়িত্ব বহনে শক্তি ও সাহস দেওয়ার মত একজন লোক তার প্রয়োজন। জ্যোৎস্না বা মাধুরীকে নিলে ভাল হয় কিন্তু এসব দেখবে কে? সুরমা বৌদির কথা মনে হল, সে যদি যায় খুব ভাল হয়। তাই গাড়ী নিয়ে গেছে খুব ভোরে ভবানীপুরে বৌদিকে আনতে। বৌদির অসুখ, তাই আনা গেল না। এইমাত্র ফিরল।

মিঃ সেন একটু শ্লেষ দিয়ে বলল, "তবেই হয়েছে, ঠেলাগাড়ী কাঁহাতক ঠেলে পারব ? নিন্ সত্বর গুছিয়ে।"

প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর থেকে মাধবীকে "আপনি-আজ্ঞে" বলে সম্ভ্রম করেন মিঃ সেন।

এই উপলক্ষে কাছারীর পুরুষ কর্ম্মচারীগণকে বরখাস্ত করা হবে, তাই নায়েব মিস্ সরলা, তৈনিতী মিস্ যামিনী, দারোয়ান মিস্ রোশেনারাও এসেছে। চারখানা ট্যাক্সি করে কুড়ি জন সভ্যা ও উপদেষ্টা যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে এলো। "না-মেল না-ফিমেল" পোষাক পরা সভ্যাদের—কোট-প্যাণ্ট পরেছেন চন্দ্রকেতু। মেয়েদের গোলাপী রংএর কাপড়ে এক ইঞ্চি লাল পাড় বসানো, তাই নায়ক অভিনেতার মত করে পরা, উপরের জামাটী সিল্কের বা ভেলভেটের, ঝুল হাঁটু পর্য্যন্ত, হাতা কব্জি পর্য্যন্ত। ঐ রকম কাপড়ের ওড়না গলায় জড়ানো। পায়ে জরির নাগরা। মাথার চুল দুই ভাগ করে হরেক রকমের ফিতা ও কাঁটা দিয়ে বাঁধা, সূর্য্যমুখী ফুলের মত খোঁপা। একটী বর্ম্মীমেয়ের নিকট থেকে মাধবী এই রকম বেণী রচনা শিখেছে, নাচের জন্য।

ষ্টেশনে এই অপরূপদের দেখতে ভিড় জমে গেল। সকলে অবাক্ হয়ে দেখছে।

একটা কেবিনে উঠল সবাই। খুব আনন্দ তাদের চোখে মুখে। কেউ কেউ বললে, "কলেজের মেয়েরা পিকনিক করতে চলেছে।"

গাড়ী খানি নারী-বাহিনীকে নিয়ে ছুটলো মনের আনন্দে। ট্রেনে অনেক কথার মধ্যে চন্দ্রকেতু মাধবীকে বলল, অনেক পরামর্শ করার আছে আপনার সঙ্গে —একটা গাড়ীতে আপনি আমি উঠব।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেন পৌছাল ষ্টেশনে। নামল সকলে, সকলেই গেটের বাহিরে গেল, কুলিরা মালপত্র নামিয়ে দিল, পথের ধারে। পল্লীর নিস্পন্দ প্রাণ আনন্দমুখর হ'ল। মাধবী সকলের আগেই গাড়ী এসেছে কিনা দেখতে গেল। কিন্তু গাড়ী বা কোন লোকের চিহ্নও দেখা গেল না। চার মাইল পথ, এতগুলি মেয়েছেলে, তা ছাড়া মালের একটা ছোট্ট পাহাড়। কেমন করে যাওয়া যায় ? ভরা দুপুর, পল্লীপথ জনমানবশূন্য। নিকটে কোনও লোক বসতি নাই যে সেখানে মালগুলো রেখে হেঁটে যাবে।

মিঃ সেন মতা চটিতং। একটু ঠোকা দিয়ে বললেন, "শিশু নায়ক, স্ত্রী নায়ক, আর বহু নায়ক যেখানে, গণ্ডগোল সেখানে হবেই। আপনার ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়, মিস্ রায়। এখন এতগুলো মেয়েছেলে কিভাবে যাবে বলুন তো? কি রকম কর্ম্মচারী আপনার যে মনিবের কথা শোনে না?

মাধবীর মনের আনন্দ অনেক কমে গেল এক খোঁচায়। সে খুব ধীর ভাবে বলল, "কোন বড় কাজ করতে গেলেই বাধা আসে পদে পদে। তাতে অত সহজে ঘাবড়ালে বা অকারণে কাউকে দোষারোপ করলে দল উঠে যাবে হু'দিনে। তা'ছাড়া আপনি তো উপদেষ্টা, কী করা যাবে এক্ষেত্রে উপদেশ দিন।"

মিঃ সেন বললেন, "এটা আপনার জমিদারী না হ'য়ে আমার হ'লে দেখতেন মেসিনের মত কাজ হচ্চে।"

মিস্ লতিকা বললো, "চার মাইল মাত্র পথ, চলুন হাঁটি, শীতের রৌদ্দুর গায়ে লাগবে না। তাছাড়া পল্লীর আবেশটাও মন্দ লাগছে না।"

মিঃ সেন বললেন, "আমি অপারগ, বাবার জন্মে আমার হাঁটা অভ্যেস নেই। এ রাস্তায় আমি এক পাও হাঁটতে পারব না

দাদার কথায় মাধবী অসন্তুষ্ট হচ্চে বুঝে রীতা বলল, "বলো কী দাদা! আমরা মেয়েছেলে হয়ে যা পারি, তুমি বেটাছেলে হয়ে পারবে না? হাসালে দেখছি। যতই তুমি বিলেতের রাজপথে হাঁটতে অভ্যস্ত থাকনা কেন, এটা তোমার জন্মভূমি।" নিম্নস্বরে বলল, "তোমার এই রুক্ষ স্বভাবের জন্য তোমার সব যাবে, রাগ তোমায় খাবে। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলছ। আমি আর কত সামলাব? মাধবী রাগ করছে দেখছ না?"

সভ্যাগণ গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করে হাঁটতে সুরু করল। মিঃ সেনের বড় লজ্জা করছিল, বিলাত থেকে এসে চকচকে পাম্‌সু পরে একহাঁটু ধুলোর মধ্যে কী করে হাঁটা যায়। জুতা খুলে নেওয়াও অভদ্রতা।

মিঃ সেন ভাবছে, মেয়েদের আর কী। হুজুগ পেলেই মেতে যায়। নারী-সংঘের কাঁথায় আগুন, ও আবার হয় নাকি? এ শুধু তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির একটা ফন্দী। রাজত্ব ও রাজকন্যা—একসঙ্গে লাভ করতে হবে। ছোটবোন তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। সুতরাং সে যে কোন কষ্ট মেনে নেবে। একটু শুষ্ক হেসে বললেন,—"চলুন, আপনারা নারী, weaker sex," আপনারা

যদি কষ্ট সহ্য করতে পারেন, আমি পুরুষ হ'য়ে পারব না ? বলছিলাম আপনাদের জন্য, আমার জন্য নয়, বিশেষ করে এই মাধবী দেবীর জন্য। ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান যাঁরা উনি তাদেরই একজন। চলুন, কিন্তু মালগুলো ?

রীতা সন্তুষ্ট হল দাদার ওপর,—মনে মনে তারিফ করল তার বুদ্ধির।

মধুময়ের আজ বাড়ী আসার দিন,—এই গাড়ীতে। তাই কালিদাস, হামিদ, কমল, কুমুদ প্রভৃতি আটজন তাদের মধুদাকে নামিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছে। একটু দেরী করে ফেলেছে, গাড়ী চলে গেছে।

ঐ দলটাকে দূরে আসতে দেখে মিঃ সেন বললেন, "নায়েব মশায়, আট খানা গাড়ীর পরিবর্ত্তে আটটা বলীবর্দ্দ পাঠিয়েছে। ঐ দেখ, এখন হেলে দুলে আসছে। এমন তাড়া কোস্‌ব বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।"

রীতা বলল, "ওসব করতে যেও না, আমরা এসেছি ওদের দেশে, ওরা যদি ক্ষেপে যায় তো মেয়েছেলে আমরা ছুটতে পারব না।"

দলটী নিকটে এল। তারা দেখল, তাদের মধুদা আসেনি। নেমেছে, সুন্দরী, আধাসুন্দরী ও অসুন্দরী একঝাঁক মেয়েছেলে, সঙ্গে মাত্র একটি বেটাছেলে। মেয়েদের এ ফ্যাসানের পোষাক পরতে তারা কখনও দেখেনি। না-হিন্দু, না মুসলমান, না পার্শী না-খৃষ্টান। কোত্থেকে এল এই অদ্ভুতের দল। ওরা দেখছে, আর এগিয়ে আসছে বিস্ময়ে।

মিঃ সেন ও ভাবে ওদেরকে আসতে দেখে ফস্‌ করে বললেন, খুব যে গদাই নস্করী চালে আসা হচ্চে, আর একটু তোড়ে এস না, নবাব পুত্তুরের দল, ননীর শরীর গলবে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খবর রাখো ?

কালিদাস ভাবছে, ওঃ বাবা, এ কোন্‌ দেশের ভদ্রলোক, বলে কি ? এ রকম সাদর আহ্বান তো জীবনেও শুনিনি ? নিতে এলাম মধু, এ-যে বিষ। আর আমাদের ডাকে কেন ? মধুদার কেউ হয় নাকি ? ক্ষুণ্ণস্বরে সে বললো "আপনি কাকে চান ? কোত্থেকে আসছেন ? ভদ্রসন্তান আপনি, অত মুখ দোষ কেন ?"

মাধবী চন্দ্রকেতুকে একটু আস্তে বলল, "না জেনে কাকে কী বলছেন ? আপনি একটা অনর্থ ঘটাবেন দেখছি।"

চন্দ্রকেতু বলল, "আমি না জেনে কোন কথা বলি না। আপনাদের জানতে যেটা দু'ঘণ্টা লাগে, আমার লাগে দু' সেকেণ্ড। বিলাত থেকে আর যত কিছু-না' এনে থাকি, "পাওয়ার অব অবজারভেশানটা" এনেছি সব চেয়ে বেশী। দেখছেন না, পত্রে আটটা গাড়ীর কথা লেখা ছিল, পণ্ডিতের দল পড়তে না পেরে আটটা লোক পাঠিয়েছে। এখন ওদের ঘাড়েই চাপতে হবে।"

হামিদ বলল, "আপনাদের নিতে আমরা আসিনি। তবে আমরা যাঁর শিষ্য তাঁর শিক্ষায় শরীরে কিছু শক্তি করেছি, আর পরোপকারে তা ব্যয় করতেও শিখেছি। আপনারা যদি চাপতে পারেন আমরা নিয়ে যেতে পারি।"

রীতা বলল, "দেখ দাদা, তুমি সংঘের আইন অমান্য করছ, সভ্যাদের পুরুষের মুখ দেখতে নেই যেখানে, তুমি তাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বাৎচিৎ করছ?"

চন্দ্রকেতু বলল, "দেখ Necessity knows no law, বিদেশে বিপদে পড়ে আইনের রদবদল করা যায়। দেখি মালগুলো ওদের দ্বারা বইয়ে নিই"।

হামিদকে বলল, "গুরুর কৃপায় বেশ "ষণ্ডামার্ক" দেহ বাগিয়েছ, আর পরোপকারও শিখেছ বললে, তা এই মালগুলো সব নাও দেখি।" এই মাধবী দেবীর বাঘমারী কাছারী যাবে।"

হামিদ বললে, "মাল আমরা নিচ্ছি, ব'য়েও দিচ্ছি, কিন্তু ভদ্রলোক যেভাবে ভদ্রলোককে বলে, সেইভাবে একবার বলুন।"

চন্দ্রকেতুব অশিষ্ট আচরণ অনেকেরই খারাপ লাগছিল। ছেলেটীর এই উত্তরে মাধবী খুব সুখী হল। সে ভাবছে, এরা পাঁড়াগেঁয়ে হলেও সদ্‌গুরুর কাছ থেকে বেশ সুশিক্ষা পেয়েছে। "শিক্ষা যদি আত্মসম্ভ্রমবোধ না জাগায় তবে সে শিক্ষা কু-শিক্ষা" মহাত্মাজী একসময় দুঃখ করে বলেছিলেন। এরা জানে, এদের গুরুটী কে? না জানি তিনি কত মহান্!

কালিদাস বলল, নে-নে, ভাই মালগুলো, নিম গাছে আর আম ফলে না।

মাধবী দেখল, এরা সত্যিই ভদ্র-ব্যবহার জানে। ওরা মনে কষ্ট পেয়েছে জেনে বলল, "দেখুন আপনাদেরকে বলা আমার উচিৎ নয়,—বিপদে পড়ে তাই বলছি, যদি আপনারা একটু দয়া করে……"

এই কথা আগুনে জল দিল। তখন সকলে হাসিমুখে মালগুলো নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

পল্লী যুবকদের সঙ্গে মাধবী ঐ ভাবে কথা বলায় চন্দ্রকেতু ভিতরে বেশ চ'টে গেলেন, বললেন, "দেখুন, আমার দশ কথায় যা' না হ'ল, আপনার এক কথায় তাই হ'লো, তাই বলে,—"সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।"

সবার পিছনে ছিল কালিদাস, কথাটা তার কানে গেল, সে খুব ভদ্র, মুখ ফিরিয়ে বলল, দেখুন যা' বলেছেন আর বলছেন আমরা কিছু কিছু বুঝি। কিন্তু আপনারা আসছেন আমাদের গ্রামে, আমাদের অতিথি,—তাই,— তা'ছাড়া আমরা যাঁর শিষ্য কারো সঙ্গে ঝগড়া করা তাঁর নিষেধ আছে। আর দেখুন, সুন্দর মুখের জন্য করছি না, করছি মিষ্টি মুখের জন্য।

চন্দ্রকেতু বিদ্রূপের সঙ্গে বলল "সে গুরুটা কে? নামটা শুনে রাখি"

কালিদাস বললো, "আপনি সে নাম শোনার যোগ্য নন।" চলে গেল।

—"মালগুলো খোয়া যাবে না তো?" চেঁচিয়ে বললেন চন্দ্রকেতু—উত্তর এলনা।

সকলে হাঁটতে লাগল কাছারীর দিকে। কিছুদূর এসে একটা মোড় পার হতেই দেখা গেল ভাঙ্গা ছ'ই দেওয়া একটা গাড়ী ঢিমে তালে আস্‌ছে।

মাধবী খুব লজ্জিত, একখানা গাড়ী দেখে ভাবল, যাক্ মুখরক্ষা হ'ল, বাকীগুলো পরপর আসছে! গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, "গাড়ী কোথায় যাবে।" গাড়োয়ান কিছু শুনল না, গরু পিটাতেই ব্যস্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশী ব্যাকরণযুক্ত বুলি ঝাড়ছে অজস্র। গরু দুটোর পাঁজরের হাড় দেখা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্ট। ঘাড় গুজে মার খাচ্ছে তবু একটু বেশী হাঁটতে পারছে না। অন্যদেশে হ'লে পিঁজরাপোলে স্থান পেত এতদিন।

মাধবী প্রায় গাড়ীর সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "গাড়ী কোথায় যাবে গাড়োয়ান?"

এবার গাড়োয়ান মুখ তুলে দেখল, এতগুলি মেয়েছেলে একজায়গায় সে জীবনেও দেখেনি। তার মুখ হাসিতে ভরে গেল। আন্দাজে বুঝল মেয়েটা কিছু বলছে। সে বলল, "বেলা হল তো করব কি? মাঠে ধান নষ্ট হচ্চে। বললেই তো আর হয় না, হাদে আর একটা গাড়ী তো আয়লো না।

রোশেনারা ভাবী দারোয়ান কাছারীর, মনিবের কষ্ট দেখে এগিয়ে গিয়ে জোরে বলল, বলি যাওয়া হচ্চে কোথায় ?

একটু চুপ করে থেকে গাড়োয়ান বলল, খাওয়া ? খাব আর কোথায় ? বাড়ী খাই। আজ কাল কেউ আর খাওয়ায় না। আর খাওয়াবে কি ? কিছু মেলে না। অমুকের ভাইরা সব কলকাতায় চালান দিচ্ছে। আমরা খাই কাঁকুড়।

হাত নেড়ে ঝঙ্কার দিয়ে রোশেনারা বলল, "কাদের আনতে যাচ্ছো ? "ক্যাদারনাথে, কী করে যাবো ?" কপালে হাত দিয়ে দেখল।

সরলা—নতুন নায়েব। এগিয়ে গিয়ে ইসারা-ইঙ্গিত করে বলল, হেলে ফুলে কোথায় যাচ্ছ ?

—ছেলেপুলে ? হা অদেষ্ট, অকটাও বেঁচে নেই কাঁদতে লাগল আকাশের দিকে মুখ তুলে।

চন্দ্রকেতু বলল, "আমার শোনা আছে,—কালাকে আস্তে বললে শুনতে পায়, আর পায় গালি দিলে।"

রীতা বলল, তবে তুমি ওটা ট্রাই দাও দাদা, ওটা তোমার আবিষ্কার।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রকেতু এগিয়ে ডান পায়ে হাত ছুঁইয়ে তেড়ে বলল, "হারামজাদা ব্যাটা, বদমাইসী করার জায়গা পাওনা। জুতিয়ে.........."

এবার গাড়োয়ান বুঝল. রেগে বলল, ''জুতা মারবা, কিরাম ভদ্দর নোক্, কেন গায় জামাজুতো পরেছ বলে, ওঃ একবার যেও মধুময় বাবুর কাছে, দেখো ভদ্রতা করে বলে।

মাধবী দেখল, দুর পল্লীতে এসে সকলকে শত্রু করা হচ্চে, বিপদ হতে বেশীক্ষণ না। মাষ্টারের আর কি ? তাকে শান্ত করতে হাতের ব্যাগ থেকে দু'টো টাকা বের করে তাকে দিল, মুখে কিছু বলল না, বলে লাভ নেই। গাড়ীতে কেউ উঠল না। মাধবী ভাবছে, মধুময় কে ?

এক গাল হেসে সে বলল, দেখ, মাঠান তুমি কেমন লক্ষ্মী, আর তোমার সোয়ামী বড় বদরাগী। দু'টাকা দেছ, তোমরা ইস্তিরি স্ত্রী-পুরুষে দুজনে গাড়ীতে ওঠ। গাড়োয়ান ধরে নিয়েছে এরা স্বামী-স্ত্রী।

সকলে মুখ টিপে হাসছে। মাধবী লজ্জিতভাবে বলল, গাড়োয়ান তুমি জান না, ও কথা বলতে নেই।

চন্দ্রকেতু মনে মনে খুব খুসী, ভাবছে, ধর্ম্মের কল বাতাসে বাজে। মাধবীর সঙ্গে তাঁর পবিত্র-বন্ধনের ধুঁয়া এই দুর পল্লীর মূর্খ গাড়োয়ানের প্রাণে এসে বেজেছে। একেই বলে ভবিতব্য।

আরও দু'টো মোড় পার হয়ে হলদীবাড়ী গ্রাম। এটা মাধবীদের জমিদারীর মধ্যে। পাড়ার মধ্যে এসেই শ্লোগান দেওয়া হল—

"পুরুষের অধীন থাকব না..........নারী-প্রগতি-সংঘের জয়।"

তখন পল্লীর মধ্যাহ্ন ভোজের সময়। কেউ খাচ্ছে, কেউ খেতে যাচ্ছে, কেউ খেয়ে শুয়েছে, কেউ বা পুখুর ঘাটে স্নান করছে,——মেয়েরা সবাই রান্নাঘরে ব্যস্ত। এমন সময় রান্নাঘরের পিছনে রাস্তায় একদল স্ত্রীলোকের চীৎকার। যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

পল্লীর দরিদ্র কৃষক মজুরদের ঘর-সংসার ভেঙ্গে বুঝি হয় চুরমার।

সকলেই ছুটল রাস্তায়—যে যে অবস্থায় ছিল। বিস্ময়ে অবাক্ এই দৃশ্য দেখে। তারা জীবনেও দেখেনি গোরাপল্টনের মত যুবতীরা ছুটবে যুদ্ধ করতে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পল্লীর কুকুর গুলো প্রাণপণে চীৎকার করছে—মনিবের বিপদ বুঝে।

এতগুলি কুমারী তরুণীর এইযে অভিযান, এর কোন অর্থ তারা পেল না। শ্লোগান ও এত জোরে দেওয়া হ'ল, তারা প্রায় কিছু বুঝল না। দু'একটা কথা বুঝলেও তাদের শোনার ভুল মনে করল, কারণ মা-লক্ষ্মীর দল তার ঘর ভাঙ্গতে শান্তি নষ্ট করতে আসেনি নিশ্চয়ই। যাই হোক এঁরা কি করেন দেখার জন্য অনেকে পিছু নিল। শীতের দিনেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে অবশেষে কাছারী এসে পৌঁছাল। দেখল, মালগুলি আগেই পৌঁছে গেছে,—ছোঁড়াগুলো চলে গেছে।

প্রথমেই মাধবী নায়েবকে গাড়ী না পাঠানোর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানল, ধান কাটার কাজে সবাই ব্যস্ত তখন কেউ সোয়ারী বয়না। সুচতুর নায়েব মনিবকে সন্তুষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। মাধবী পুকুর থেকে মাছ ধরার কথা বললেন, নায়েব জাল যোগাড় করতে লোক পাঠিয়েছেন। কেষ্ট নামে

একটা ১৮।১৯ বছরের ছেলে একগাছা জাল এনে পুকুরে ফেলল,—আগন্তুকেরা মহা খুসী, পুকুরধারে গিয়ে হাসি কোলাহলে হাট বাধিয়ে তুললো। প্রথমবার জাল টানতেই উঠল তিন চারটী রুই কাৎলা, জাল ছিড়ে ফেলে আর কি। আরো হাসি, হৈ-চৈ, এমন জীয়ন্ত রুই কাৎলার ছটফটানি ওরা আগে আর দেখিনি। উঃ কী সুন্দর।

"সব কটাই রাখো" মাধবী বলল, কিন্তু কেষ্ট একটা একটা করে হাতে তুলে মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে জলে ছেড়ে ফেলে দিল। একটা কথা বলে না, শুধু অল্প অল্প হাসে।

মাষ্টার সবচেয়ে বেশী রেগেছেন, মুখ বিকৃত করে বললেন, "পুকুরে মাছ আছে তাই দেখাচ্ছিস নাকি ছোঁড়া, দম্ভমানিক,—

কেষ্ট আবার জাল ফেলল, এবারও পড়েছে, তবে অত বড বা অতগুলো নয়, আস্তে আস্তে জাল টানছে ও হাসছে। একে কালো তার সাদা দাঁত বা'র ক'রে হাসছে, গা জ্বল্‌ছে আগন্তুকদলের, বিশেষ করে মাষ্টারের, মারমুখী হয়ে উঠল। জাল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলো। ছু'টো রুই উঠল, "দে দে" ব'লে সবাই হাত বাড়াল। মাধবী ছুটোই রাখতে বলল।

কিন্তু "রাখ" বললেই রাখা যায় না, আর যে যাবে তাকে কেউ রাখতেও পারে না, আর রাখার মালিক স্বয়ং "কৃষ্ট" কথায় বলে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে" ?।

কেষ্ট কিন্তু কোন কথাই কানে নিল না, একটা একটা করে ছুটোকেই জলে দিল হাসিমুখে। মাষ্টার তাকে মারতে উদ্যত হল, "বেল্লিক, চালাকী করছিস্, মাছ আমরা দেখিনি, তাই দেখাচ্ছিস্ ?"

ছেলেটার ব্যবহার মাধবীরও ভাল লাগছিল না। কেন সবগুলো দেখিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে ? এত বলা হচ্ছে কিছুতেই শুনছে না ? ও পাগল নাকি ?

কেষ্ট গালি খেয়েও হাসছে, আবার ফেলল ঘাটের পাশে, একটু দড়ি টেনে বলল, "শুকদেব শীঘগির আয়, দড়িটা টেনে ধর।" শুকদেব দড়ি ধরলে সে জলে নেমে ডুব দিয়ে খাই চেপে দিতে লাগল। ২।৩ মিনিটের মধ্যে জালে জড়িয়ে একটা ৭।৮ সের ওজনের রুই উপরে তুলে আনল। তখন আগন্তুকদের কী আনন্দ। কেষ্টকে আদর করে মাষ্টার বলল, "এখন বুঝছি

কেন ওগুলো ছেড়ে দিয়েছিল? কেষ্ট বোকা হ'লে কি হবে বুদ্ধি আছে। বেঁচে থাক্ বাবা মার কোল আলো করে। বাঃ বাঃ খুব ভাল মাছ ধরেছে।

সেদিন মাছ ধরার ও খাওয়ার অভূতপূর্ব্ব আনন্দে দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে গেল। সকলেই বলল এ আনন্দ তারা জীবনেও পায়নি,—মাঝে মাঝে আসবে ওখানে।

মাধবী ফরমাস করেছে সভায় এক হাজার মেয়েছেলে চাই-ই। নায়েব ভীষণ বিপদে পড়েছে, সভার কথা যাকেই বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। শেষে একটা ফন্দী আঁটলেন, পাড়ার মাতব্বর হারাণের মাকে বললেন, "দেখ মেয়েরা সভায় এলে প্রত্যেকে একখানা করে তুলোর কম্বল পাবে, সেটা ছাড়া কি ভাল? হারাণের মা খুব খুসী হয়ে মেয়ে ডাকতে পাড়ায় পাড়ায় গেল। তিনটায় মিটিং, বারটায় কাছারীর মাঠ ভরে গেল ছাঁক্কা স্ত্রীলোকে। খুব হৈ চৈ "কম্বল দাও বাড়ী যাই।"

"চুব্ব্য-চোষ্য" করে খেয়ে উঠতে বেলা গেল। কাজেই মিটিং আরম্ভ করতে দেরী হ'ল।

সভাপতি মিস্ মাধবী বসেছেন একটা পুরাণো তক্তপোষের উপর চেয়ারে, অন্যান্য সভ্যাগণ তাঁর দুই পাশে নীচে বেঞ্চে। উপদেষ্টা চেয়ারে।

পুরুষেরা তাদের মেয়েদের সভায় পাঠিয়ে ব্যাপার কি হয় দেখছে, দূরে দাঁড়িয়ে, পুরুষের সভায় আসার উপায় নেই,—কড়া হুকুম।

এইবার উদ্বোধন সঙ্গীত হবে, কিন্তু মুসকিল হোল গাইবে কে? মহিলারা অল্প বিস্তর অনেকেই গাইতে পারে, কিন্তু বিরাট রুইমাছের দাগা দিয়ে শীতের অবেলায় আকণ্ঠ ভোজন করে এখন দম আটকে আসছে। কেউ রাজী হ'ল না। সভা বুঝি পণ্ড হয়। সভার প্রোগ্রাম তৈরী করাও হয়নি,—শুধু একগাছা গ্যাঁদাফুলের মালা রয়েছে। নায়েব মশায় চাকরী যাওয়ার ভয়ে এখনও পাড়ায় পাড়ায় স্ত্রীলোক সংগ্রহ করছেন। চারিদিকে গণ্ডগোল হচ্ছে, চীৎকার করছে—"কম্বল দাও—বাড়ী যাই।" কিন্তু কম্বল কোথায়?

তখন ভাবী নৈনিত্রী হিন্দুস্থানী মেয়ে রোশেনারা তার বিরাট দেহ নিয়ে মনিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য হারমোনিয়াম খুলে "মেরে সাঁইয়া" বলে ভরাট গলায় এমন বাজখাঁই আওয়াজ করল যে, আত্মারাম খাঁচা ছাড়ে আরকি।

হাসিতে ফেটে পড়ছে সকলে,—ছোটছোট ছেলেমেয়েদের দেখতে কেউ কেউ বাড়ী যাচ্ছে, সভা পণ্ড হয়, শেষে' উপায়ান্তর না দেখে সকলে সভাপতিকেই অনুরোধ করল। সেন হারমোনিয়ামটা উপরে দিলেন। অগত্যা সভাপতিকেই গাইতে হলো।

স্কুল কলেজে নানা ফাংশনে মাধবীকে সব রকমের গান গাইতে হয়েছে, এ বিষয়ে সে ওস্তাদ। সময় বুঝে খুব ভাল একটা গান ধরল সে, একে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, তায় সুললিত কণ্ঠ, উচ্ছৃঙ্খল জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হল, গণ্ডগোল থেমে গেল। বসল সকলে চেপে-চুপে। গান থামল, "আর একখানা, আর একখানা" চীৎকার আসতে লাগল।

চন্দ্রকেতু সবচেয়ে খুসী, মাধবী তাঁর মুখ রক্ষা করেছে, বললেন, "যাক্, আপনি মানরক্ষা করেছেন, আর সব 'গাবের ঢেঁকি'। এতগুণ আছে বলেইতো আপনাকে সভানেত্রী করেছি।"

এইবার সভানেত্রীকে মাল্যদান করা হবে। কে দেবে ঠিক করা হয়নি। মালা হাতে চন্দ্রকেতু ব্যস্ততা দেখাতে লাগলেন। কে দেবে, কেউ নেই, তখন তিনি নিজেই মালা দিতে উদ্যত হলেন। মাধবী নিম্নস্বরে বলল, "রাখুন, আরও লোক আছে।"

চন্দ্রকেতু মালা রাখলো, সম্পাদিকা একটি ছোটমেয়েকে সভা থেকে এনে মাধবীকে দেখিয়ে তাঁর গলায় দিতে পাঠালো, কিন্তু সে মালাটী ছুঁড়ে মাধবীর কোলের উপর ফেলে দিয়ে নিজের জায়গায় গেল।

স্লোগান দেওয়া হ'ল। রীতা ব্যাখ্যা করতে লাগল। তাই শুনে মেয়েদের মুখ শুকিয়ে গেল। কেউ বলল,—"বড়লোকের ঝি ওরা, ওদের বিয়ে করার দরকার হয় না, সোয়ামীপুত না হলে'ও চলে।"

আর একজন মুখ টিপে হেসে বলল, "দরকার ঠিক হবে, তবে পরে।"

আর একজন বলল, "চল কম্বল নিয়ে সরে পড়ি, চুলোয় যাক সভা।"

একটা ৯।১০ বছরের ছেলে তার অন্ধ ঠাকুমাকে সভায় বসিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আবার হাত ধরে নিয়ে যাবে। মমতা তাকে একরকম তাড়িয়েই দিল, মেয়েদের মিটিংএ পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।

বক্তৃতা দিচ্ছে মিস্ রীতা। মেয়েদের লক্ষ্য করে বলল, "তোমরা গরু, শুধু

তফাৎ এই, গরু ঘাস খায় আর তোমরা ভাত খাও। যদি তোমাদের বোঝার ক্ষমতা থাকত তা হ'লে পুরুষের সংসারে অত খেটে মরতে না,……

হরিদাসী দাঁড়িয়ে বলল, "তোমরা কি আমাদের ঘর ভাঙতে, গালি দিতে কলকাতা থেকে এসেছ? চাইনে কম্বল,—চল, ওঠ সব,……"

অনেকে ইতিমধ্যে কাছারী ঘরে কম্বল আছে কিনা দেখে এসেছে।

সকলে চলে যাচ্ছে, বেগতিক বুঝে সভানেত্রী স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে প্রয়োজন মত চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "আপনারা স্থির হয়ে বসুন—ধৈর্য্য ধরে শুনুন, আপনাদের ভালোর জন্যই এসেছি। ইতিমধ্যে অনেকেই মাধবীর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়েছে, তাছাড়া সে তাদের জমিদার। কিছুটা শান্ত হ'ল।

রসিকের স্ত্রী ভাবিনী বলল, কী ভাল করতেই এসেছো? আমরা গরীব-দুঃখী লোক, সোয়ামীপুত নিয়ে অতিকষ্টে ঘর-সংসার করছি, আর তোমরা এসেছ ভাঙতে। কম্বল দেবে ব'লে ফাঁকি দিয়ে ডেকে এনে এখন গালি দিচ্ছ?

মাধবী বলল, শেষ পর্যান্ত শোন, গালি দেব কেন, দেখ, 'গরু' বলায় তোমাদের গালি দেওয়া হয়নি, গরুর অসীম ক্ষমতা, আর সহ্যশক্তি। কত আয় উপার্জ্জন করে দেয় মানুষের, আর তার পরিবর্ত্তে খায় দু'টো খড় কুটো, আর বেদম মার। কথায় বলে "গরুর মার"। তোমরাও এই রকম ব্যাভার পাচ্ছ পুরুষের সংসারে, এজীবনের দাম কি। মেয়েরা কিসে কম। সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে-বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও শক্তিতে। হাতী শ্রেষ্ঠ, সেইই 'পশুরাজ' হ'ত কিন্তু চোখ ছোট বলে হতে পারল না! সেই রকম 'ঘরকুনো' করে রেখে নারীর শক্তিকে খর্ব্ব করা হয়েছে,—এটা পুরুষদের কারসাজি……

বক্তৃতা চলছে, এমন সময় হঠাৎ একটা গোখুরা সাপ, কলকাতার মেয়েরা যেখানে বসে আছে, বিলের দিক থেকে হিলবিল করে এসে ঢুকে পড়ল। বোধ হয় সে স্ত্রী সর্প, এসেছে সংঘের সভ্য হ'তে ও শীতের কম্বল নিতে। কিন্তু এরা তা বুঝল না, "মাগো, বাবাগো, কী অসভ্য দেশ গো" বলেই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি করেই সভাপতির তক্তপোষে গিয়ে উঠল। বহুদিনের জীর্ণ তক্তপোষ, এতগুলি সুন্দরীর পদভার সহ্য করতে পারল না, দেহরক্ষা করল। জড়াজড়ি, ধ্বস্তাধস্তি চীৎকারে' রীতিমত দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হল। সরলা, করবী, মমতা,

রীতা প্রভৃতির কাপড় ছিঁড়ে গেল হাত-পা কেটে রক্ত পড়ছে, কেউ কেউ কেঁদে ফেলেছে,—

সকলের আগে একছুটে কাছারীর বারান্দায় উঠেছেন মিঃ সেন, পৈত্রিক প্রাণ বাঁচালেন। সাপটা পাশে একটা ইঁটের গাদায় ঢুকেছে—এখনও ল্যাজ দেখা যাচ্ছে। এতবড় একটা মহামারী কাণ্ড বাধবে সে ভাবতে পারেনি,—এখন আর বেরুতে পারছে না।

পল্লীর মেয়েরা গালি দিতে দিতে বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। "এখানে কি কোন মানুষ নেই যে সাপটাকে মারে? কী অসভ্য দেশেই এসে পড়েছি বাবা, "রীতা চীৎকার করে বলছে। মধুময় তার দল নিয়ে এসেছিল আবেদন জানাতে। মেয়েদের সকলের লক্ষ্য পড়ল। ভয়ার্ত্তমুখে মাধবী ও তার দলবল দেখছে এই ছেলের দলটিকে, বিশেষ করে মধুময়কে। ভাবছে, এ যে কলকাতার আমদানী, চোখেমুখে ভাবভঙ্গীতে কলকাতার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে কেমন করে এলো, যাক্ যেখান থেকে আসুক, ভগবান্ এনে দিয়েছেন মেয়েদের রক্ষার জন্য। এখন ওদের দ্বারা সাপটা মেরে নিতে হবে নচেৎ সমস্ত রাত এই ভাবে এখানে কাটাতে হবে। মাধবী মধুময়ের দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত হ'ল, তার বুকের মধ্যে শিহরণ এলো।

মিস্ রীতা বলল, "এমন দেশে এসেছি, যেখানকার লোকেরা অন্যের বিপদে মজা দেখে দাঁড়িয়ে।"

মিস্ লিলি বলল, "আমিতো বলেছিলাম পাড়াগাঁয়ে মানুষ নেই, যত সব ভূতের দল বাস করে।"

মধুময়ের প্রাণে আঘাত লাগল। ভাবছে, অনুরোধ করল না, অথচ অপমান করতে ছাড়ল না। যাক্ উপকার করে ওদের শিক্ষা দিতে হবে।

মধুময় সাপ মারতে যাচ্ছে। নারায়ণ তাকে নিষেধ করে নিজেই এগিয়ে গেল। বলল, "সাপ তুমি মারতে পারবে না, মধুদা, আমি অনেক মেরেছি এটাকেও মেরে দিচ্ছি। একটা কচা ভেঙ্গে ইটের ঢিবির কাছে গেল। ল্যাজের আগাটা এখনও দেখা যাচ্ছে। সাড়া পেয়েই গুটিয়ে নিল। কী করে বার করা যায় ভাবছে, উপর থেকে ইট সরাতে লাগলো।

মেয়েরা ভয় বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে এই অসীম সাহসী ছেলেটির কাণ্ড।

আশ্রয় নষ্ট হচ্ছে বুঝে সাপটি গর্জ্জন করছে। আরও দু'চার খানা আলগা হোতেই সাপ্ বেরিয়ে পড়েই আক্রমণ করল নারায়ণকে। মেরেছে ছোবল, খেয়েছিল আর কী!

যিনি কালিয় দমন করেছিলেন—এই সাপ তাঁর কি করবে?

"মার সাপটার মাথায়, কী ভীতুরে বাবা," মেয়েরা চেঁচিয়ে বলছে।

সাপের যে দিকের চোখ কাণা, নারায়ণ সেই দিকে ঘুরে মারল সজোরে এক ঘা'। কচাটা নরম, আগাটা মাটিতে লাগতেই ভেঙ্গে গেল। সাপের গায়ে বিশেষ লাগল না। সঙ্গে সঙ্গে সাপটাও মারল আর একটা ছোবল নারায়ণের পায়—পা সরিয়ে নিয়েই মারল, দু'চারটী ঘা,—সর্পরাজ নারায়ণের হাতে মরে বোধকরি বৈকুণ্ঠে গেলো।

আকুল হ'য়ে দেখছে এই নারীকুল, সাপটী খতম হওয়ায় এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মাধবীর মুখ থেকে বেরুল, "ধন্যি ছেলে বাবা।"

সাপ দেখতে সেন ছুটে এলেন!—দেখেই বললেন,—"আচ্ছা সাপ। বলিহারি ছোঁড়াটার সাহস, একেবারে ডাকাত।

হাতে হাতে পুরস্কার! নারায়ণ সাপটাকে বিলে ফেলে এলো।

এখন সকলে কিছুটা শান্ত হয়েছে, সভাপণ্ড হওয়ায় তারা দুঃখিত, আবার সর্পাঘাত থেকে বেঁচেছে তার জন্য আনন্দিত। সুখদুঃখের দোলায় যখন দুলছিল তাদের মন, তখন মধুময় একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "ম্যাডাম, আমাদের একটা আবেদন আছে, যদি·· ···"

সকলেই দেখছে মধুময়কে, মাধবী ভাবছে,—ব্যায়ামপুষ্ট, কী বলিষ্ঠ সুশ্রী চেহারা। চোখে মুখে বিদ্যার ছাপ মাখানো রয়েছে। কী মধুর কণ্ঠস্বর আর সকলের চেহারাও মন্দ না। ম্যালেরিয়া, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য অধ্যুষিত এই গণ্ডগ্রামে এরা এলো কেমন করে? এদের দেখলে, বাঙ্গালী যে "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ" এ অপবাদ বিশ্বাস হয় না।

সঙ্ঘের আইনে পুরুষের মুখ দেখাও বে-আইনী। মনে যাই হোক্ মুখে বিরক্তির ভাব দেখিয়ে মাধবী বলল, "আবেদন? আমরা এখানে কারো 'আবেদন—নিবেদন' শুনতে আসিনি। আমরা এসেছি একটা মহৎ কাজে—একটু ইতস্ততঃ করে বলল "আচ্ছা, শোনা যাক্, কি বলুন দেখি।"

মধুময় খুব নম্রভাবে বলল,—হাততুলে নমস্কার জানিয়ে,—

"দেখুন, আপনার এই বিলটায় সাপের দৌরাত্ম্য খুব বেশী হয়েছে, প্রায়ই গরু, মানুষ কাটছে। পাশের বিলটাও ঐরকম ছিল, আমরা পল্লী-সেবকদল গ'ড়ে বিলটার অনেকটা উদ্ধার করেছি, কিন্তু জল সরাতে পারছি না।—আপনার বিলের উপর দিয়ে ঐ ঘুসুড়ীর খাল দিয়ে জল নিকাশের একমাত্র পথ। আপনার বিলটা অকারণ পড়ে রয়েছে,—"

মিঃ সেন রাগে কস্ কস্ করছেন, বললেন,—"মেয়েদের মিটিংএ তোমরা এলে কোন্ সাহসে ?"

নারায়ণ আর থাকতে পারল না, ফস করে বলে ফেলল, "আজ্ঞে যে সাহসে এইমাত্র সাপটা মারলাম ও কালকের মোট বয়ে দিয়েছিলাম।"

কালিদাস বললে,—"মেয়েদের মিটিংএ আপনি এলেন কেমন করে, আপনি কি মেয়েছেলে ?"

মধুময় ইঙ্গিত করল থামতে।

মাধবী বলল, "পড়ে আছে, তা কী করতে হবে ?"

মধুময় আরও বিনীতভাবে বলল, "যদি দয়া করে এই বিলটা আমাদেরকে বন্দোবস্ত দেন, তা'হলে আমরা এই দু'টো বিল উদ্ধার করে একটা আদর্শ পল্লী গড়ে তুলি। অবশ্য কাজ অনেকটা এগিয়ে চলেছে, এই বিলটা পেলে আমাদের শ্রম সার্থক হয, একটা দেখার মত পল্লী তৈরী হয়। আমরা অনেকটা ভরসা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

মাধবী ভাবছে, "আমার কাছে এসেছে ! এ কি বলছে !

মিস্ মমতা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "বাঃ বেশত, মিনি পয়সায় যদি জমি জমা পাওয়া যায়, আমরাও কিছু কিছু নিতে পারি, মিস্ প্রেসিডেণ্ট, আপনারতো মিনি পয়সার জমিদারী, দিন না সবাইকে কিছু কিছু দান করে ?"

মিঃ সেন বললে, "বলিহারী সাহস, সাপুড়েদের অমন সাহস বিচিত্তির নয়। বিদ্যা-বুদ্ধি তাদের এক কণাও না থাকতে পারে কিন্তু শক্তি সাহসে তারা বাহাদুর।"

সভ্যারা এ কথায় সকলে হাসতে লাগল।

মধুময় খুব সংযত অথচ দৃঢ়,—অন্য কারো দিকে লক্ষ্য না করে, কারুও

কথার উত্তর না দিয়ে মাধবীকে বলল, "ন্যায্য খাজনা আমরা দেব, শুধু সেলামীটা রেহাই চাচ্ছি। দেখুন বিলটায় ভীষণ সাপের দৌরাত্ম্য হয়েছে, ফী বছর কত গরু মানুষ সাপের কামড়ে মরছে, এখনই তো দেখলেন, সাপটা ওই বিল থেকে উঠেছে,—এখন শীতকাল তাই-ই এই, অন্য সময় এদিকে কেউ আসতেই পারে না।"

মধুময় ও দলের ছেলেদের চেহারা ও আচরণ মাধবীর মন্দ লাগেনি,—অন্য সময় হলে সে হয়ত আদৌ রুক্ষ হ'ত না, কিন্তু আজ সে নারী-প্রগতি সংঘের সভানেত্রী, দূর পল্লীতে এসে প্রথম সভা করল, কোত্থেকে এক সাপ ঢুকে সভা পণ্ড করে দিল। অল্পের জন্যে সকলের প্রাণ বাঁচল। পল্লীর স্ত্রীলোকেরা তারই প্রজা হয়ে এক রকম অপমান করে গেছে, সভায় যুবকদের অনধিকার প্রবেশ, বিনা সেলামীতে জমি চাওয়া, পাশের জমিদারীতে আদর্শ পল্লী গড়ে প্রজাদের আস্পর্দ্ধা দেওয়া প্রভৃতি সব কারণগুলি মিশিয়ে তার মনটাকে কেমন খিঁচিয়ে দিল, বিরক্তি-মেশানো রুক্ষতার সঙ্গে বলল, "জমিজমা একমুঠো চা'ল নয়, যে চাওয়া মাত্র ভিখারীর ঝোলায় এসে পড়বে, আপনার এ সাহস কোত্থেকে হ'ল, যান," বলে দলের দিকে চেয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসল।

সবচেয়ে খুসী মিঃ সেন, সমান ঝাঁঝে বললে, "সাপ মেরে মেরে সাহস বেড়ে গেছে,—"আমার জমিদারী দিতে হবে তোমাদের ঘরে তুলে? ছোটলোক ব্যাটারা, গেট আউট,—"

মধুদাদার অপমানে সকলে রাগে জ্বলে উঠল। ৬নং কেন্দ্র নেতা হারাণ জামার আস্তিন গুটাচ্ছে,—তার চোখ লাল, সে বাঘের মত গিয়ে ধরেছে মিঃ সেনকে, মধুময় সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে এনে বলল, "তুই রাগলে ওঁর কথা যে সত্যি হয় ভাই, তা ছাড়া ওঁরা আমাদের গেষ্ট্।"

তার রাগ থামে না—বলল, "ছাড় মধুদা, ও কি রকম বড়লোক একবার দেখব, কাল ষ্টেশনে খামাকা কী অপমানটাই না করল, আবার মালগুলো বইয়েও নিল আজ আবার,..........."

নারায়ণ বলল, "আজ সাপে খাচ্ছিল, তোমার কথায় সাপ মেরে ওদের বাঁচালাম, তার এই পুরস্কার! নিজের প্রাণ দিয়ে যারা পরকে বাঁচায় তারা ছোটলোক?"

মাধবী ও সভ্যারা কেউ কেউ দুঃখিত হল, মৃণালিনী বলল, "অতটা বলা ভাল হয় নি, বিদেশে এসে গণ্ডগোল করা আদৌ ভাল হচ্ছে না।"

মিঃ সেন বললে, "আলবৎ হচ্ছে,—এটা আমার জমিদারী, একবার হুকুম দিলে হাজার লাঠি এসে পড়বে, ভেবেছে কী ওরা, মেয়েদের মিটিংএ নির্লজ্জেরা আসে কেন ?"

হামিদ মধুময়ের মত ঠাণ্ডা, সে লক্ষ্য করছিল সাপ ঢুকলে মিঃ সেন সবার আগে দৌড়ে কাছারীর বারান্দায় গিয়ে ওঠেন, সে মেয়েদের চেয়েও ভীতু, বললে, "আমরা না এলে আপনারা যে সর্পাঘাতে মরতেন, দেখুন, না জেনে মেয়েদের মিটিংএ আসার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি, তবে ওই রকম আর একটা সাপ ধরে এখুনি এখানে ছেড়ে দিয়ে যাবো, আমরা সাপুড়ে, মনে থাকে যেন। চলো মধুদা,........"

সাপ ছেড়ে দিয়ে যাবে শুনে 'হাজার লাঠির মালিক' মিঃ সেন মশায় কাঁপতে সুরু করলেন। বললেন, "সা—আ—প ছেড়ে দেবে, শোন ভাই সব,—রাগ করনা............।"

হারাণ বললে, "আমরা যে 'ছোটলোক' 'সাপুড়ে', আপনার ভাই হ'ব কি করে ? চ'লে এস সব , আমাদের এক কথা, চলে যাচ্ছে।

মিঃ সেন ছটফট করছেন, মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি একবার বলুন, ডাকুন,—"

মধুময় চলে যেতে যেতে পিছনে ফিরল। মাধবী করুণ মিনতি মাখা চোখে তার দিকে তাকাল। শ্লোগান দিতে দিতে মধুময়ের দল চলে গেল।

সংঘের উপদেষ্টা মিঃ সেনের কথামত সকলেই আর কাল বিলম্ব না করে কলকাতা রওনা হচ্ছেন দেখে নায়েব বললেন, মাধবীকে, "কোন ভয় নেই মা মধুময় বাবু অত ছোট না, উনি তো দেবতা"..........

মিঃ সেন বলল,—"তা বোঝা গেছে, গুণ্ডার সরদার।"

হারাণের মা বলল,— "উনি যদি দেবতা না হতেন, এতক্ষণ আপনার চিহ্ন থাকত না—" বলে সে চলে গেল।

মাধবী নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। কিন্তু সেন থাকল না, কাজেই সকলে কলকাতা রওনা হল। অথচ মাছ ধরে গুড়-প্যাটালি নিয়ে রওনা হওয়ার কথা ছিল পরদিন সকালে। হরিষে বিষাদ।

[পঁচিশ]

আরও কয়েকটা বছর গেল। ইতিমধ্যে মাধবী বি, এ, পাশ করেছে। বিলাত থেকে মিস্ ইভালিনের আমন্ত্রণ এসেছে মিঃ সেনের মারফৎ। তাই মাধবী বিলাত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মাধবীর মায়ের শত চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল পিতার প্রবল যুক্তির কাছে। মা একে 'ভবিতব্য' বলে নিরস্ত হন।

এখন বেলা এগারটা, মাধবী ব্যাঙ্কে টাকা তুল্‌তে যাচ্ছে। রঘু গাড়ী এনেছে, জ্যোৎস্না সঙ্গে যাবে ব'লে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। এমন সময় মিঃ সেন ভগ্নিকে নিয়ে এ বাড়ী এলেন।

রীতা বলল, "দাদাকে সঙ্গে নাও মাধবী, অত টাকা "উইথড্র" হবে, যদি 'আইডেন্টি-ফিকেশন' বা অন্য কোন গণ্ডগোল হয়, একজন বিলাত ফেরতা শক্ত মানুষ সঙ্গে থাক ভাল, সকলেই খাতির করবে, কেউ ভয়ে কেউ বা শ্রদ্ধায়। 'স্মৃথলি' সব করে দেবে, দু'ঘণ্টার কাজ দু'মিনিটে হবে। উনি ইউরোপীয়ান "কালচারে ব্রটআপ," "গড্ ফরবিড" কোন বিপদ-আপদ্ উপস্থিত হ'লে উনি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিজের প্রাণ দিয়েও বিপন্নকে উদ্ধার করেন, এটা ওঁর চিরদিনের অভ্যাস। একটু মৃদুস্বরে বলল, "তা'ছাড়া অতটাকা তুলতে হবে, একজন পুরুষ মানুষ, না-না এই একজন জবরদস্ত লোক সঙ্গে থাকা বিশেষ দরকার। বলা যায় না তো।"

জ্যোৎস্না বড় মুখফোঁড়, সে বলল, "সংঘের আইনে নারী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর পুরুষের মুখ দেখাও অন্যায়—বে আইনী কাজ করা কি ভাল হবে?"

মাধবী বলল,—"উনি কি অত কষ্ট করবেন আমার জন্য?"

সেন বললে, "এটা কিন্তু আপনার অতি-বিনয়, কবে করতে চাইনি বলুনতো? I am always at your service."

মাধবী মৃদু হেসে বলল, "Danger often follows the danger-hunter, তাই ভয় হয়।"

জ্যোৎস্না গাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে বললো, "তবে থাক্‌গে্ ওঁকে আর কষ্ট করে গিয়ে কাজ নেই, কথাটা যখন উঠেছে। সেবার বাঘমারী কাছারীতে মিটিং করতে গিয়ে সভার মধ্যে সাপ ঢুকলে উনিই সবার আগে দৌড়ে কাছারীর বারান্দায় উঠে প্রাণ বাঁচান। ওঁকে দেখলে বিপদ ছুটে আসে, যেমন আগুন হ'লে বাতাস আসে।"

"মাধবী কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বলল, তুই থাম, বড় বাজে বকিস জ্যোৎস্না।"

মিঃ সেন রাগত ভাবে বললেন,—"তবে থাক্, আমি যাব না, যখন প্রয়োজন নেই, কি দরকার?"

মিস্ রীতা বলল, "নাও গাড়ীতে ওঠ, তুমি ঠাট্টাও বোঝ না? জ্যোছনা তোমায় ঠাট্টা করতে পারে, তাই করেছে। আর ওটা যদি ওর মনের কথা হ'ত, সকলের সামনে অত জোরে বলত না; জ্যোছনাকে তুমি চেন না ও খুব বুদ্ধিমতী, তবে গরীব, লেখাপড়া কিছুই শিখতে পারেনি, তাই ওর ভাল কথাগুলোও সময় সময় টক্ লাগে।"

জ্যোৎস্না এ আঘাত বুঝতে পেরে বলল, "জগতের সব বিদ্যে দুই ভাই-বোনের পেটে,—আমরা পা'ব কোথায়—আর সত্যি কথা টক লাগে।"

রীতা এবার উত্তর দিল না, রঘুনন্দন দরজা খুলে দিল, মাধবী ও জ্যোৎস্না পিছনে বসল, রীতা তার দাদাকে এক রকম জোর করে ড্রাইভারের পাশে তুলে দিল।

ব্যাঙ্কে এসেই মিঃ সেন অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখাতে লাগলেন। তিনি বিলাত-ফেরতা এবং ব্যারিষ্টার, কর্ম্মচারিগণকে একথাও জানালেন এবং তাঁর কেসটা আগেই "ডিল" করতে বললেন।

কর্ম্মচারিটী যুবক এবং বেশ চালাক, মিঃ সেনের আত্মম্ভরিতায় মনে মনে বেশ ক্ষুণ্ণ হ'ল। তাঁকে নিয়ে একটু মজা করার জন্য তাঁর কেসটা ইচ্ছা করেই পিছনে ফেলল। সঙ্গে দু'জন যুবতী মহিলা, তাঁদের জন্য ব্যাপারটা আগেই

ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে হলেও চন্দ্রকেতুর বোলচাল শুনে আর প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

যাই হোক্ নোটের নম্বর প্রভৃতি লিখে হাজার টাকার ত্রিশ খানা নোট মাধবীর হাতে দিল। তখন বেলা ত্ব'টা। মাধবীও জ্যোৎস্না সহজেই বুঝতে পারল, এই বিলম্বের কারণ।

মিঃ চন্দ্রকেতু বাইরে এসেই বল্লেন, "যাক্ নির্ব্বিঘ্নে ও সত্বর সব হ'য়ে গেল। আমি না এলে কী বিপদেই আপনাকে পড়তে হ'ত। দেখলেন তো, ব্যাটারা কী পাজি, মেয়েছেলে দেখেছে তো আর রক্ষে নেই। কেবল মুখের দিকে তাকাচ্ছে, আর দেরী করাচ্ছে। চলুন বিলেতে, দেখবেন সেখানে মেয়েদের কী সম্মান। আমি বিলাত-ফেরতা শুনেই ব্যাটা ভিতরে ভিতরে ঘেমে গেল, তাই সবার আগেই আমায় পেমেণ্ট দিল।"

মাধবীর একটা গুণ এই যে, নিতান্ত অসহ্য না হ'লে প্রতিবাদ করে না, হৈ-চৈ বাধায় না। মৃত্থ হেসে বলল "হতেও পারে।"

জ্যোৎস্নার কিন্তু সহ্য-শক্তি অত নেই, সে ফস্ করে বলল, "আপনি না এলে আমরা এতক্ষণ বাড়ী গিয়ে শুতে পারতাম।"

জ্যোৎস্নার কথায় রাগ হলেও তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মাধবীর কথার প্রতিবাদ করে সেন বলল, "দাঁড়িয়ে দেখলেন সব, আর এখন বলছেন, "হতেও পারে" ভাল আপনি ; কৃতজ্ঞতা আমাদের দেশে নেই বললেই হয়। দেখবেন ওদেশের প্রতি মানুষটার মধ্যে কী কৃতজ্ঞতা। জাত কি সাধে বড় হয়!"

ব্যাঙ্কের নীচে রাস্তার ধারে এসব কথা-বার্ত্তা হচ্ছে, অনেকেই শুন্‌ছে। অনেক গাড়ীর ভিড় হয়েছে। একখানি পাঞ্জাবীর ট্যাক্সি মাধবীর গাড়ীর সামনে, রঘুনন্দন পাশ কাটিয়ে গাড়ী আনল মাধবীর কাছে। সত্বর উ'ঠে রওনা হ'ল তার জুয়েলারী দোকানে।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী থামল জুয়েলারীর সামনে। সকলে নেমে দোকানে ঢুকল। নারী কর্ম্মচারীরা সকলেই কাজে ব্যস্ত ছিল। মনিবকে অসময়ে আস্‌তে দেখে সকলে একটু বিব্রত বোধ করল। হাতের কাজ রেখে সকলে দাঁড়িয়ে "স্যালিউট" করল। দোকানে তখন খুব ভিড়, পুরুষ খরিদ্দারই বেশী।

"ম্যানেজার কোথায় ?" মনিব জিজ্ঞাসা করল, ষ্টাফ-ইন-চার্জ্জ মালতীকে।

"আজ্ঞে, তিনি এতক্ষণ ছিলেন, ক্যাশ লেজার মিল করে, তুই দোকানে

সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত যা' বিক্রী হয়েছে চেক করে, একটা বড় অর্ডার আনতে গেছেন'। ওঁর কাজ-কর্ম্ম দেখে পাশের দোকানীরা ঈর্ষা করছে। কাল একজনের সঙ্গে ওই নিয়ে বচসাও হয়ে গেছে।"

মাধবীর মুখ উজ্জ্বল হ'ল। বললে, "বচসা হ'ল কেন ?"

মালতী বলল, 'আমরা লেডিসেলসম্যান রেখে খরিদ্দার টানছি, তা'ছাড়া ম্যানেজার ছ'পাই এর স্থলে পাঁচ পাই খাদে গিনি ছাড়ছেন, তারজন্য আমরা নাকি খুব বেশী "সেল" পাচ্ছি, তাই"—।

মাধবী জিজ্ঞাসা করল. "সেল কেমন বেড়েছে" ?

মালতী বলল, যেমন ভিড় হয়, তেমন বিক্রী হয়না, মার্কেট খুব ভাল যাচ্ছে না তবু অন্য দোকানের তুলনায় বেশী হচ্চে। কাল "ভারতী-জুয়েলারীর" খরিদ্দার আমাদের দোকানে গহনা কিনেছে। তাই উষ্মা হয়েছে, বলছে "উনি বাজার নষ্ট করছেন।"

মাধবী বলল,—"কম্পিটিশনে না পারলে অমন বলেই থাকে। যাক্, আপনারা আরও well-dressed হয়ে ঠিক সময়ে আসবেন,—আর অত কামাই করবেন না,—মাসে ৫।৬ দিন কামাই করলে দোকান চলবে কী করে ? আমি আমার মতবাদকে জয়যুক্ত করতে চাই, দেখাব নারী সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

চন্দ্রকেতু মালতীর কথাবার্ত্তা শুনে মুগ্ধ হল, বলল, "Well-dressed হয়ে আসবার জন্য ওঁদের কিছু Dress allowance দেওয়া উচিৎ। অবিশ্যি ওতে owner বেশী gainer হবেন।"

জ্যোৎস্না বলল, "বিলাত থেকে ফিরে এসে যা হয় করলে হবে।"

সকলে মৃদুহেসে সম্মতি জানাল।

ক্যাশিয়ার মিস্ চামেলীকে মাধবী বলল, "দেখুন মিস্ চামেলী, আমাকে রুবী, ডায়মণ্ড, এমারেল্ড প্রত্যেকটী একটা করে দিন তো ?"

ক্যাশিয়ার তৎক্ষণাৎ আয়রণ সেফ খুলে তিনটী "এ" ক্লাশ রত্ন কৌটায় করে মনিবের হাতে দিল।

মাধবী এগুলো নিয়ে বলল, "দেখুন মিস্ চামেলী, এটা কিন্তু আপনার অন্যায় হ'ল। আমি মনিব হতে পারি, আমার নামে খরচ না লিখে কিংবা ম্যানেজারের মত না নিয়ে আপনার দেওয়াটা কি ঠিক হল ?"

চাকরীর হানি হতে পারে এই ভয়ে চামেলীর মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল, "আপনি স্বয়ং মালিক, আমি বা ম্যানেজার সকলেই আপনার অধীন,আপনার কথা অমান্য করার সাধ্য কারোর নেই। সব বিষয়ই ম্যানেজারকে জানানো উচিৎ, তবে ম্যানেজার এখন নেই, আপনিও এখনি চলে যাবেন এই ভেবেই দিয়েছি।"

মাধবী মনে মনে সন্তুষ্ট হল। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করল না, গম্ভীর ভাবে বলল, "সেদিক থেকে কতকটা ঠিক হলেও আপনার lack of duty হয়েছে।

চামেলী আরও বিনীত ভাবে বলল, "দেখুন আমি মেয়েছেলে আমি অতটা তলিয়ে বুঝিনে।

মাধবী ক্রোধের সঙ্গে বলল, "দেখুন আর একটা অন্যায় করলেন, একটা অন্যায় ঢাকতে আর একটা করে বসলেন, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে নারী জাতিকে অপবাদ দিলেন। মেয়েরা কি ওগুলো জানে না? তবে আমি জানলাম কী করে?"

চন্দ্রকেতু বললেন, "ওটা আপনার বলা ঠিক হয়নি মিস্ চামেলী। মেয়েরা না জানে কি, আর না পারেই বা কি? পুরুষ কতটুকু জ্ঞান বা ক্ষমতা রাখে? বিশেষ করে হিন্দু-যুবকরা।"

সেই সময় একজন হিন্দু-যুবক অন্য কাউণ্টারে গহনা কিনছিল। কথাটা কানে যেতেই সে একটু এগিয়ে এসেই বলল, "আপনি নিশ্চয়ই হিন্দু না? কথার ভাবেই বুঝছি, মশায়ের নামটা?

—কোন প্রয়োজন নেই, চন্দ্রকেতু উত্তর দিল।

—মশায়ের না থাকতে পারে, আমার আছে। যুবক গরম হয়ে বলল।

"আপনার কি আছে না আছে আমার জানার দরকার নেই।" চন্দ্রকেতু বলল।

যুবকটি ভীষণ রেগে বলল, 'আপনি উইথড্র করুন'

—"চন্দ্রকেতু যা বলে হিসাব করেই বলে। সত্য কথা আমি উইথড্র করব না।"

বটে! তাহলে চন্দ্রকেতু এবার ধুমকেতু দেখুন।" জামার আস্তিন গুটিয়ে যুবকটি তেড়ে গিয়েছে।

মিঃ চন্দ্রকেতু মাধবীর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

জ্যোৎস্নার মন্দ লাগছিল না। তবু বলল, "দেখুন দোকানের ভিতরে·······"

যুবকটি দোকানের নীচে গিয়ে বলল, 'আচ্ছা বাইরে আসুন।"

আরও যুবকেরা জুটে গেছে দলে।

যখন তখন হিন্দু যুবকদের অন্যায় ভাবে গালি দেওয়ায় জ্যোৎস্না অনুযোগ করে। এখনকার ঘটনায় মাধবী বিরক্ত হল, শান্তিভঙ্গ হয় দেখে, অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সে বললে, "মাষ্টার মশায় এটা কিন্তু আপনার খুব অন্যায়, আপনি যখন তখন জাত তুলে কথা বলেন কেন বলুন তো?

যুবকটির রাগ পড়ে গেল। সে দেখল, তার শাস্তি তার দলের লোকের হাতে হয়েছে, তখন তারা চলে গেল। জিনিস আর কিনল না। মাধবী কর্ম্মচারীদিগকে বলল, যাক, আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন। বিলেত থেকে এসে আপনাদের মাহিনা বাড়িয়ে দেব। তিনজনে গাড়ীতে উঠল।

[ছাব্বিশ]

গাড়ী কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে এগোতেই পারলো না। ভীষণ ভীড়, কলকাতার ইতিহাসে এমন ভিড় খুব কম হয়েছে। একজন বহু-সম্মানিত রাজ-অতিথি আসছেন,—সকলেই দেখতে ছুটেছে।

মাধবী বলল, "কাছে অনেক টাকা, অপেক্ষা করা যাবে না, রঘুনন্দন অন্য পথ দিয়ে চলো।"

"মাইজী, আমাহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্চি।" ভিড়ের জন্য গাড়ীটা মন্থর গতিতে চলছে। জনবিরল আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পড়েই গাড়ী খুব জোরে ছুটল। ওদিকে রাস্তায় কেন পল্লীতেও লোক নাই বললেই হয়, রাজ-অতিথি দেখতে বড় রাস্তায় গেছে।

মাধবী পিছনে তাকাল, তার লক্ষ্য পড়ল সেই ট্যাক্সিটার ওপর, তার মধ্যে তিনজন লোক, সকলেই পাঞ্জাবী। ব্যাঙ্কের কাছে ঐ গাড়ীটাকেই তো

অপেক্ষা করতে দেখেছে, হ্যাঁ-হ্যাঁ ঐ হুডখোলা চকলেট কলারের গাড়ী। ওটা পিছনে পিছনে আসে কেন? আবার ভাবল, ভাড়া পেয়েছে, তাই এদিকে এসেছে।

আরও কিছুদূর চলার পর রাস্তার একটা মোড়। শীতের অপরাহ্ন, সকলেই শীতে জড়সড়,—গাড়ীদুটোই চলেছে সমান গতিতে। হঠাৎ পিছনের গাড়ীটা হর্ণ বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

মাধবী ভাবল, যাক্ আপদ দূর হল। কিন্তু কী সর্ব্বনাশ! গাড়ীটা সামনে আড় করে পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে, এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল আর কি,……! রঘুনন্দন খুব বাঁচিয়েছে।

চন্দ্রকেতু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "You bloody fool, rascal"

হঠাৎ তিনজন মধ্যবয়সী লোক—হাতে রুল, একজন আচম্‌কা মেরে বসল ড্রাইভারের পিঠে ও মাথায়। "উঃ গেছি" বলে সে ষ্টেয়ারিং এর উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আর একজন পিছনে মাধবীর ব্যাগ ধরে টানছে, জ্যোৎস্না ও মাধবী প্রাণপণে ব্যাগ রাখবার চেষ্টা করছে ও চেঁচাচ্ছে। অপর দস্যুটি ইঞ্জিনের সামনের দিক ঘুরে মিঃ সেনকে আক্রমণ করার পূর্ব্বেই তিনি ছুটে সামনের একটী গলির মধ্যে ঢুকে প্রাণ বাঁচালেন।

টাকার ব্যাগটা কাড়তে আরও একজন গেল। আর রাখা গেল না! যায় যায় হয়েছে,—এমনই সাংঘাতিক সময়ে দিব্য-কান্তি, উন্নত ও বলিষ্ঠ-দেহ একটি হিন্দু-যুবক গায়ে এক্‌সার-সাইজ গেঞ্জি ও সার্ট, বাম দিকের একটা গলির ভিতর দিয়ে ঐ রাস্তায় এসে পড়তেই সামনে এই দৃশ্য দেখেই একেবারে স্তম্ভিত প্রথমটা সে কিছুই বুঝতে পারেনি, কিন্তু পরক্ষণেই দু'জন তরুণীর ভয়ার্ত্ত চীৎকারে ও ব্যাগ টানাটানি দেখে তার বুঝতে বাকী রইল না। চিন্তার সময় নেই।

অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই শার্দ্দুল-বিক্রমে পড়ল গিয়ে দস্যুদের মাঝখানে। ততক্ষণে সামনের দস্যুটি অজ্ঞান ড্রাইভারকে ঠেলে দিয়ে ড্রাইভারের স্থান দখল করে বসেছে। গাড়ী চালিয়ে বেরোবার উপক্রম করছে।

যুবকটি তার ডান হাত ধরে এমন জোরে একহেঁচ্‌কা টান দিল যে, দস্যুটির হাত ছিঁড়ে যাওয়ার মত হ'ল, ছিট্‌কে এসে একেবারে বাইরে পড়ল। তথন

তাকে মারতে লাগল ঘুসি, কীল, সে কি মার! ঘুসি যেন বাঘের থাবা, ভয়ঙ্কর বজ্রমুষ্টির আঘাত সহ্য করতে না পেরে দস্যুটি পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ অপর দু'জন দস্যু একযোগে মধুময়কে আক্রমণ করেছে। মধুময় প্রসিদ্ধ ব্যায়াম আখড়ার নামকরা এ্যাথলিট, বক্সিং, যুযুৎসু সে বেশ ভালই জানে। গাড়ীর ভিতরের ব্যাপার কি হ'ল, টাকা নিতে পেরেছে কিনা দস্যুরা, যদি নিয়ে থাকে তো কেড়ে নিতে হবে, এই চিন্তা করতেই একটু অন্যমনস্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন দস্যুই রুল দিয়ে আঘাত করেছে মধুময়কে, মাথায় ও পিঠে। মধুময়ের খুব লাগলো, মাথা কেটে রক্ত পড়তে লাগলো জামায়—পুনরায় আঘাত আসার পূর্ব্বেই "হায়দরী-হাঁক" মেরেই লাফিয়ে পড়ল ওদের মাঝখানে, ঘুসি মারছে বৃষ্টির মত। ইতিমধ্যে মাটিতে পড়ে-যাওয়া দস্যুটি ওঠার চেষ্টা করতেই মধুময় সামান্য একটু নীচু হয়েই মারল তার পেটে এক ঘুসি,—পড়ে গেল দস্যুটি পুনরায়, মাথা লাগল গাড়ীর চাকায়, যুযুৎসুর প্যাঁচে সবচেয়ে শক্তিশালী দস্যুটাকে ঘায়েল করে ফেলল দু'তিন মিনিটেই। দস্যুটার ডান হাতের কব্জি ভেঙ্গেছে, নাক মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে, তখন তৃতীয়টা গাড়ীর ভেতর থেকে একটা লোহার 'রড' নিয়ে সোজা তুলে মেরেছে মধুময়ের মাথায়, পড়েছে মধুময়ের মাথায়,—গেছে মধুময়!!

হঠাৎ দু'পা পিছিয়ে গিয়েই এক লাফে পড়ল তার বুকের উপর,—গলা টিপে ফেলল তাকে মাটীতে। দস্যুটাও হটে না, সে ও যথাশক্তি টিপে ধরেছে মধুময়ের গলার শ্বাসনালী। রাস্তার উপরে শুয়ে দুজনে কী ধস্তাধস্তি করছে। মধুময় নীচে, দস্যুটা তার ঘাড়ের উপর, এইবার মধুময় উপরে উঠেছে,—দস্যুটা নীচে, মধুময় ছাড়াতে পারছে না তার হাত, দমবন্ধ করে মারে আর কি! আর দু'জন দস্যু নাক মুখের রক্ত মুছে উঠছে, লোহার ডাণ্ডা উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। এখনই না উঠতে পারলে, নিশ্চিত মৃত্যু,—কিন্তু কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারছে না।

গাড়ীর মধ্যে জ্যোৎস্না ও মাধবী কাঁদছে ও হাত জোড় করে আকুল ভাবে দেখছে।

তখন অন্য উপায় না দেখে, মধুময় যথাশক্তি টিপে ধরল নীচের দস্যুটার দুই চোখ,—যন্ত্রণায় চীৎকার করে তখন ছেড়ে দিল মধুময়কে, মধুময় তাকে

গোটা কয়েক ঘুসি মেরেই আক্রমণ করল ঐ দু'টোকে, আগেই ওরা কাবু হয়েছে, খুব জোর করতে পারল না আর। মধুময় আবার মারল ঘুসি, এবার লাগল একটার দাঁতে, ক'খানা দাঁত ভেঙ্গে বাইরে পড়ল, আর একটার নাক মুখ ফুলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে,—আর পারল না, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল একটা গলির মধ্যে।

মধুময় ভীষণ হাঁপাচ্ছে, তার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে, কিন্তু সুস্থ হওয়ার সময় নেই। দস্যুদের গাড়ীখানা একটু ঠেলে পাশ করে মাধবীর গাড়ীতে উঠেই রক্তমাখা সার্টটা খুলে রেখেই গাড়ী স্টার্ট করল। মাধবী এতক্ষণ দেখছিল ভীত চকিত মনে—আকুল উৎকণ্ঠায়; মধুময় গাড়ীতে উঠলে তার কপালের ক্ষত দেখে সে শিউরে উঠল। প্রাণটা তার গভীর ব্যথায় নীরবে আর্ত্তনাদ করতে লাগল। রক্ত দেখে চুপ করে থাকতে পারল না, তৎক্ষণাৎ তার বহুমূল্য শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে মধুময়ের কপালটা বাঁধতে গেল, মধুময় বলল, "এখন না, মুহূর্ত্ত দেরী হলে আবার বিপদ্ আসতে পারে, ব্যাটারা গাড়ী রেখে দল ডাকতে গেছে।"

মাধবী শুনল না মধুময়ের কথা, বললে, "আধমিনিটে বেঁধে দিচ্ছি।"

অগত্যা মধুময় তার মাথাটা মাধবীর দিকে সরিয়ে দিলে সে সযত্নে বেঁধে দিল সত্বর। গাড়ী ছুটল থানার দিকে। একটু পরে মাধবী বলল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

মধুময় বলল "থানায়"।

"না, না, থানায় যাবেন না, সোজা চলুন, আমার বাড়ী, ৮এ, কিষণ ষ্ট্রীট।"।

মধুময় বলল, "এতবড় ডাকাতি, থানায় সংবাদ না দিলে যে অপরাধ হয়, পুলিশ কেস হতে পারে।"

.. "তার জন্য চিন্তা করিনে, সে পরে দেখব, থানায় গেলে আমার এটাকা আটকে যাবে, আমার বিলাত যাওয়া হবে না। দয়া করুন," কাতর ভাবে চাইল মধুময়ের দিকে।

মধুময় খুব মুসকিলে পড়ল, অথচ এখানে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করা চলে না। সে চিন্তিত ভাবে বলল, "তবে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই? ড্রাইভারের মাথায় গুরুতর জখম,—"

মাধবী বলল, "না তারও দরকার নেই, আমার বাড়ীর ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাব, তা ছাড়া আমার বাবাও বিলাত ফেরৎ বড় ডাক্তার। আপনি দয়া করে আমায় বাড়ী নিয়ে চলুন। আমি এ দুশ্চিন্তা আর সহ্য করতে পারছি না, আমায় রক্ষা করুন, বাঁচান····।"

মাধবীর তৎকালীন মানসিক অবস্থা বুঝে ও তার কাতরতা দেখে মধুময়ের মন নরম হ'ল।

জ্যোৎস্না চন্দ্রকেতুর জন্য অপেক্ষা করার কথা বললে মাধবী বলল, "এখানে অপেক্ষা করতে গেলে আবার বিপদে পড়তে হবে তা'ছাড়া তিনি তো পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।"

মধুময় গাড়ী ছাড়ল ফুল স্পীডে। মাধবী ও জ্যোৎস্না এখন দেখছে তাদের ত্রাণকর্ত্তাকে অপলকে,—মুগ্ধ-নেত্রে।

মাধবী ভাবছে, "ইনি কে, কোথায় ছিলেন? বাড়ী কোথায়? ওই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তে কোত্থেকে ওখানে এলেন? পরের জন্য নিজের প্রাণ দিতে গেলেন কেন? মাথায় খুব লেগেছে ওঁর, যদি কিছু হয়? উনি কি বড়লোকের ছেলে? দেখলে, তাই মনে হয়। লেখাপড়া কতদূর জানেন? কী সুন্দর গাড়ী চালাচ্ছেন—কী নাম ওঁর? নানা চিন্তা তার মনে আসছে।" ঢেউ এর মত।

জ্যোৎস্না পথের নির্দ্দেশ দিচ্ছিল, মধুময়ের দিকে একটু সরে সে বললো, —"ঐ যে বাড়ী।"

মাধবী বলল,—"দয়া করে পাশের গলি দিয়ে যদি বাড়ীর মধ্যে গাড়ীটা নিয়ে যান—জখমীকে তার ঘরে তোলা সোজা হবে।"

মধুময় তাই করল। মধুময় আগে নেমেই দরজা খুলে দিল, নামল ওরা।

বাড়ীর সকলে বাহিরে এলেন। দেখে, সকলের চক্ষুস্থির! ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

মা ভয়ে ও দুঃখে প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "—কী হয়েছে? কারা এমন সর্ব্বনাশ করেছে!" অপুত্রক নীলিমা দেবী মধুময়কে দেখেই মুগ্ধ হলেন,—বাৎসল্য-রসে মন সিঞ্চিত হ'ল,—দেখছেন তাকে একদৃষ্টে,—একটু পরে বললেন,—"বাবা, কী হয়েছে বল-না?"

মাধবী তার মাকে বলল, "তুমি একটু ঠাণ্ডা হও তো মা, এখন বলার মত অবস্থা না। আগে একে ঘরে তুলি—বাঁচাবার ব্যবস্থা করি।"

কিন্তু সমস্যা হল মাধবীর পিতা অসুস্থ, তাদের ডাক্তারকে ডাকতেই বা যায় কে, ড্রাইভার আহত প্রায় একঘণ্টা। খারাপ কিছু হলে খুনের দায়ে পড়তে হবে। চিন্তামাত্র তার মন ব্যাকুল হল। অসহায় ও লজ্জিত ভাবে তাকাল সে মধুময়ের দিকে, জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে বলল, "জ্যোৎস্না, এত কষ্ট করেছেন আর একটু কষ্ট করে ডাক্তার বাবুকে গাড়ী করে নিয়ে আসার কথা তুই একবার ওঁকে বলনা?"

জ্যোৎস্না বলল, "দিদি আগে জখমীকে ঘরে তোলার দরকার,—কিন্তু অত ভারী তুলবে কে? আমি বলি কোন হাঁসপাতালে ওকে ভর্ত্তি করে দেওয়া হোক। বাড়ীতে চিকিৎসা ভাল হবে না।"

মাধবীর পিসতুতো ভাই এর স্ত্রী সুরমা ভবানীপুরে তার শ্বশুর বাড়ী থেকে প্রায়ই এ বাড়ীতে আসে, এইমাত্র এল। এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সেও হাঁসপাতালে দেওয়ার কথা বললো।

মাধবী কারোর কথা শুনল না। জখমীকে তার বিছানায় তোলার জন্য সকলকে ডাকতে লাগল। এল ছয় সাত জন নারীকর্ম্মচারী, আরতি, অর্চ্চনা, সুরভি, গৌরী, রাবিয়া প্রভৃতি। তারা ড্রাইভারকে গাড়ী থেকে বা'র করার জন্য হিমসিম খেয়ে গেল, তখন মাধবী ও জ্যোৎস্নাও ধরল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। শীতকাল, গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছে সকলে।

মাধবীর পিতা উপর থেকে দেখছেন, বাইরে থেকে জন কয়েক লোক ডাকতে বললেন তিনি। কিন্তু ডাকতেই বা যায় কে? মাধবী খুব ব্যস্ত হয়েছে, একঘণ্টা হয়ে গেল তবু ওষুধ পড়ল না। মাধবী একটু ম্লান হেসে মধুময়কে বললো,—"যদি মনে কিছু না করেন, বাইরে থেকে জন চারেক লোক ডেকে দিন দয়া করে।"

সুরমা ও অন্যান্য সকলে দেখছিল মধুময়কে;

এদের কাণ্ড দেখে মধুময় ভাবছিল,—বাড়ীটায় কি স্ত্রীলোকের রাজত্ব? কর্ত্তা ও এই জখমী ছাড়া এই বিরাট পুরীতে কি আর একটাও পুরুষ মানুষ নেই? ওদের এই অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে মধুময় বলল, "আর লোক ডাকতে হবে না, আপনারা সরুন আমি দেখছি।" বলে এগিয়ে গেল।

ব্যস্ত ভাবে মাধবী বললে, "না—না আপনি একা পারবেন কেন? এ যে খুব ভারী দেহ; আচ্ছা, আমরাও ধরছি, আপনার মাথায় জখম,—রক্ত ছুটতে পারে, একা তুলে কাজ নেই"—সকলেই ধরল। স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে আট নয় জনে টানাটানি করতে লাগল। মধুময় সঙ্কোচ বোধ করছে, এতগুলি মেয়ে যদি তাদের ছোঁওয়া পড়ে? মাধবী দুঃখের মধ্যেও মৃদু হেসে কোমল কণ্ঠে বলল নাঃ আপনি গা ছেড়ে দিচ্ছেন তো কী হবে? দয়া করে একটু গা লাগিয়ে ধরুন।

এই কথায় মধুময় আবার 'গা লাগিয়ে' ধরতে গেল, কিন্তু সঙ্কীর্ণ জায়গায় নড়তে গিয়ে মাধবীর মাথার সঙ্গে মধুময়ের মাথায় ঠোকা লেগে গেল।

"উঃ হুঃ" বলে নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল মাধবী,—একটু নিম্নস্বরে বলল, "আপনার মাথাটা কী শক্ত, পরের মাথা ভেঙ্গে ভেঙ্গে অমন হয়েছে।"

মধুময় নির্ব্বাক, সকলে মিলে এলোপাতাড়ি টানাটানি করাতে সেই হিন্দুস্থানী দেহটা দ্বিগুন ভারী হ'ল।

মধুময় বলল, "এবার আপনারা সরুন, আমি দেখছি।" সকলে সরে দাঁড়াল।

মা যেমন ঘুমন্ত শিশুকে শোয়াতে নিয়ে যান, মধুময় তেমনি সেই অচৈতন্য দেহটাকে ঘাড়ের তলায় বাম হাত ও দুই পায়ের তলায় ডান হাত দিয়ে তুলে মাধবীর পিছন পিছন গিয়ে তাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিল।

সকলে বিস্মিত হয়ে দেখছে।

ভয়ে, দুশ্চিন্তায় ও পরিশ্রমে মাধবী মনটা বেশ আকুল হয়ে আছে—এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে তার অজ্ঞাতসারে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,—"

সকলেই তার দিকে তাকাল, সুরমা মুখ টিপে হাসল।

[সাতাশ]

এবার মধুময় ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে,—গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করছে, কেউ গাড়ীতে যাবে কিনা, সে ঠিকানা জানেনা বা ডাক্তার বাবুর

বাড়ী ও চেনে না। সে ভাবছে, এত দামী গাড়ী, মালিকের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়াও তার উচিৎ হয় না।

মাধবী বুঝতে পেরে জ্যোৎস্নাকে গাড়ীতে যেতে বলল, কিন্তু সে শরীরটা কেমন করছে বলে পাশ কাটাল।

"মাগো, তোদের দ্বারা একটা কাজ হয়না," বলতে বলতে মাধবী গিয়ে গাড়ীতে উঠল,—পিছনে বসল। গাড়ী বড় রাস্তায় উঠলে মাধবী গাড়ী বাঁধতে বলল, মধুময় গাড়ী বাঁধলে সে তার পাশে গিয়ে বসে বলল,—"পিছনে বসে বাড়ী চেনা যাবে না।" ধীরে ধীরে পুনরায় মাধবী বলল,—"আপনার মাথার ইনজুরিটা ডাক্তার বাবুর চেম্বারেই দেখিয়ে নেবেন—আমি কিন্তু ওখানে কিছু বলতে পারব না।"

মধুময় নিরুত্তর। গাডী চালাচ্ছে। দৃষ্টি তার সামনে, পাশে তাকাল না।

কিছু দূর যাওয়ার পর মাধবী মধুর কণ্ঠে বলল. "আর না, থামুন, এই বাড়ী" —আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, হয়ত আরও একটু দেব। গাডী থামল, মাধবী নামল।

ডাক্তারবাবু চেম্বারেই ছিলেন, মাধবী সংক্ষেপে এ্যাকসিডেণ্টের কথা বলে সত্বর উঠতে বলল। ডাক্তারবাবু উঠলেন-ব্যাগ প্রভৃতি নিয়ে।

চেম্বারে গিয়ে ডাক্তার বাবুকে ক্ষত দেখিয়ে ওষুধ দিয়ে নেওয়ার জন্য মাধবী মধুময়কে ইঙ্গিত করল, কিন্তু মধুময় গেলনা। মাধবী দুঃখিত হলো।

মাধবীর মাতাপিতা ও বৌদির সঙ্গে এই রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা—মধুময়ের আবির্ভাব, সেনের পলায়ন, তিনজন ডাকাতের সঙ্গে মধুময়ের খালিহাতে লড়াই প্রভৃতি জ্যোৎস্না পরিচয় দিচ্ছে, এমন সময় গেটে গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল, গাড়ী এসে দাঁড়াল বাডীর ভিতর একই স্থানে। নামল মধুময়, নামাল ডাক্তার বাবুকে,—তাঁর ব্যাগ প্রভৃতি নিজেই নিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে ঢুকল রোগীর ঘরে, জখমগুলো একটার পর একটা দেখিয়ে দিচ্ছে মধুময়,—

জখমীর নাডী দেখতে দেখতে ডাক্তার বললেন, "আপনার মাথায় ক্ষত দেখছি, কই সেটা তো দেখাচ্ছেন না?

মধুময় বলল,—"আমার তেমন মারাত্মক নয়, আগে একে দেখুন,"— ডাক্তারবাবু বললেন, "Thy necessity is greater than mine" আপনি

সেই দলের লোক দেখছি,—"আচ্ছা, কম্পাউণ্ডার আনিনি, আপনি সাহায্য করুন তা হ'লে।"

ষ্টিচ্ ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি করার কাজে মধুময় ডাক্তারবাবুকে বেশ সাহায্য করল, ডাক্তার বাবু বললেন "You are a veteran compounder, I see." সকলেই দাঁড়িয়ে দেখছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে। মাধবী ভাবছে, "ইনি কি দেবদূত, হিংসার মাটীতে কল্যাণের স্পর্শ এনে দিয়েছেন।"

ড্রাইভারকে চিকিৎসার পর ডাক্তারবাবু মধুময়কেও ভালভাবে দেখে ক্ষত পরীক্ষা করে ইনজেকশান প্রভৃতি দিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন হয়েছিল কী? মধুময় চুপ করে রইল যেন কিছুই জানে না।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন,—"ওঃ আপনি জানেন না বুঝি"—সকলের দিকে তাকালেন। মাধবী সব ঘটনা জানাতে চায়, কারও নিকট তার দুঃখের কাহিনী বলতে না পারলে সে পাগল হয়ে যাবে। দু'বার চেষ্টা করেও বলতে পারল না, সব কথা একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে মনের মধ্যে ছুটোপুটী করে মরছে, গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসছে।

জ্যোৎস্না দিদির মনের অবস্থা বুঝে সব ঘটনার পরিচয় দিল। ডাক্তারবাবু শুনে স্তম্ভিত। বার বার মধুময়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি মধুময়ের হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, "বাংলার গৌরব আপনি,—যেদিন ঘরে ঘরে আপনার মত শক্তিবান ও হৃদয়বান ছেলে তৈরী হবে তখনই আসবে দেশে শান্তি ও স্বাধীনতা। আজ আপনি যা করেছেন, কোন স্বাধীন দেশে হ'লে এই noble act এর জন্য পেতেন অজস্র প্রশংসা, বহুমূল্য পুরস্কার ও রাজখেতাব। তা' আপনার নামটা কিন্তু এখনও শোনা হয়নি।"

ডাক্তারবাবুর কথাগুলি আদৌ মধুময়ের কানে গেলনা, সে শুধু ভাবছে, এই মেয়েটিকেই সে কোথায় যেন দেখেছে এর পূর্ব্বে, ঠিক মনে করতে পারছেনা। অনেকক্ষণ মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল।

কয়েক বছর গত হয়েছে, এর মধ্যে উভয়ের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, বাঘমারী কাছারীতে অল্প সময়ের জন্য দেখা, তাও অনেকের মধ্যে। সেজন্য ঠিক বুঝতে পারছেনা।

মাধবীর পিতা বললেন, "নামটা আমার জানা বিশেষ দরকার, আমার একমাত্র কন্যার প্রাণরক্ষক।"

মধুময় নিরুত্তর। সকলেই ভাবছে, আত্ম-প্রশংসা শুনতে চায়না,—তাই নাম বলতে চাচ্ছেনা। ডাক্তারবাবু বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন না।

এতক্ষণে মধুময়ের মনে একটা ধারণা হ'ল, বাঘমারী কাছারীতেই এই বাঘা মেয়েটীকেই সে দেখেছে মনে হয়। উঃ, কী অপমানই করেছিল সেদিন! আজ আবার কি অপমান করে কে জানে। যাইহোক্ আর না—এখানে, উঠল সে, রাগে দুঃখে অভিমানে তার মনে যন্ত্রণা হতে লাগল। ডাক্তার বাবুকে বলল, "আমি এবার যাবো, ডাক্তারবাবু।"

মাধবী ছট্‌ফট্ করছে মনে মনে। তার জীবন-দাতার নামটা পর্য্যন্ত জানতে পারলনা সে, এত চেষ্টা করেও। সে ভাবছে, স্রোতে ভেসে-আসা ফুলের মত ক্ষণিকের দেখা, সারাজীবনেও হয়ত আর দেখা হবেনা, নামটা জানলে তবু আজকের ঘটনার সঙ্গে তার স্মৃতিকে মনে ধরে রাখত চিরদিন, হয়ত পূজাও করত মনের আসনে বসিয়ে। কেমন করে থাকবে সে চিরঋণী হ'য়ে? কী কঠোর ওই মানুষটী। এতগুলি লোকের অনুরোধ রাখল না।"

মাধবীর মা একটু এগিয়ে এসে সস্নেহে বললেন, "দেখিনি, যা শুনলাম তাতে বুঝেছি দেবতা ছাড়া এমন কাজ কেউ করতে পারেনা। পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে, মনে কিছু করোনা, তোমার নাম কি বাবা?"

মাটীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মধুময় উত্তর দিল, "মায়ের ছেলে। নাম তো মায়ের কাছ থেকেই ছেলে পায়, যা হয় একটা নাম বলে ডাকবেন।" একটু ম্লান হাসি হাসল।

ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে বললো, "আপনাকে আবার রেখে আসতে হবে যে,—আপনার কি দেরী আছে ডাক্তারবাবু।"

"নাঃ উঠি, চলুন। কাল সকালে আবার আসব।"

মধুময় গাড়ীতে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে চলে গেল, এবার মালিকের লোকের জন্য অপেক্ষা করল না।

রোগীর জ্ঞান হয়েছে, সেজন্য সকলে আনন্দিত। কিন্তু একটা দুঃখ

সকলের মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—এত চেষ্টা করেও প্রাণদাতার নামটা জানা গেলনা।

মাধবীর পিতা বললেন, "এমন সরল আত্মভোলা তো কখনও দেখিনি? লোকে কিছু না করেই নাম জাহির করছে, নামকা ওয়াস্তে কাম আজকাল, আর এ যুবক নাম চাপতে চাচ্ছে, সত্যি Man is a visible mistry, দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যাক্ নাম না বলুক,—এখনই চায়ের ব্যবস্থা করো, আর ভাল করে খাওয়াবার জন্য রাত্তিরটা—থাকতে বলো, বিশেষ করে।"

সুরমা বলল, "মাথা খুড়ে মরলেও যে নাম বলেছেনা, সে থাকবে আপনার এখানে? আপনি বলে দেখুন।" সুরমা খাবারের ব্যবস্থা করতে পাশের ঘরে যাচ্ছে,—

জ্যোৎস্না বললে, "মা খাবার গোছাচ্ছেন, চা তৈরী হচ্ছে,—বৌদি তুমি এখানে দাঁড়াও।"

ডাঃ রায় বললেন, "কিন্তু এসেই চলে যাবে, হয়ত গাড়ী রেখে উঠান থেকেই। কেউ খাবার ready করো; আর কেউ উঠানে গিয়ে দাঁড়াও।"

এমন সময় গাড়ীর হর্ণ শুনা গেল, মুহূর্ত্তে উঠানে এসে থামল। মধুময় গাড়ী থেকে নামতেই মা বললেন, "এই ঘরে একটু এস তো বাবা"।

"অনেক দেরী হয়েছে, আর যাবনা মা।"

"এত দেরী যখন হয়েছে, আর একটুকুতে কিছু হবেনা বাবা, এস, মায়ের কথা ফেলতে নেই, তুমি যা' করেছ, জীবনে আমরা ভুলব না। ভগবান তোমায় রাজা করুন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, তুমি দীর্ঘজীবি হও।"

মধুময়ের মনে পড়ল তার মায়ের কথা, তার মাও এমনি আশীর্ব্বাদ করেন। সব মায়ের এক সুর; অগত্যা সে ঘরে গেল তাঁর সঙ্গে। মধুময় দেখল প্রচুর খাদ্যসম্ভার মনোরম ভাবে সাজান, গ্লাসটী সোনার আর সব রূপার বাসন, তাতে খাবার সাজান। ষ্টোভে চা তৈরী করছে সুন্দরী সুরমা, আর সকলে দাঁড়িয়ে দেখছে, হয়ত আর দেখা হবে না তাই।

ক্ষুধায় মধুময়ের চুল পুড়ে যাচ্ছে, সে রাজ্য ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু নিমন্ত্রণ ছাড়তে পারে না। আর একবার মুখ তুলে দেখল সে, সত্যিই সেই

"মেয়েটি কিনা, যদি না হয়, তবে সে নিশ্চয়ই খাবে, কারণ খাওয়ার এতবেশী দরকার সে বোধ করেনি আর কোনদিন।

মধুময় মুখ তুলে মাধবীর মুখের দিকে তাকাল, দৃষ্টি বিনিময় হল, লজ্জায় উভয়ের মুখ আরক্ত হ'ল, দৃষ্টি নত হ'ল মাটির দিকে।

সুরমা মৃদু হাসল, ভাবল লক্ষণ ভাল। হয়ত থাকতে পারে।

মধুময় বিদ্যুতের ঝলকানির মত মাধবীকে দেখেই বুঝল, "জমিজমা একমুঠো চা'ল নয় যে চাওয়ামাত্র ভিখারীর ঝোলায় এসে পড়বে"—এই কথাগুলো বলার সময় ঠোঁটের উপরের যে তিলটি ফুলে ফুলে উঠে ব্যঙ্গ করেছিল, ওই তো সেই তিল। হাঁ, নিশ্চয় এই; দারুণ অভিমানে তার বুক ফেটে যেতে লাগল। ভাবল, সেদিন সাপের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ফল পেয়েছিলাম হাতে হাতে, আজ ডাকাতের কবল থেকে এদের উদ্ধার করেছি, ভাগ্যে কী আছে কে জানে।

মাধবীর মা ও বৌদি তাকে আরও কয়েকবার খাওয়ার কথা বললেন।

মধুময় বলল, "স্নান করে শরীর সুস্থ না হলে খাওয়া যাবে না, বমি হয়ে যাবে,—আজ আমি আসি," আর একদিন আসব। নমস্কার জানিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে চলে গেল সে।

ইতিমধ্যে বাইরে গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাধবী বিষণ্ণ মুখে। যাওয়ার সময় গাড়ীর মধ্যে তার রক্তমাখা সার্টটা ছোঁ মেরে নিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান করল সে। সার্টের বুকপকেটে থাকা ব্যায়াম আখড়ার গ্রুপ ফটোখানা পড়ে গেল গাড়ীর মধ্যে, মধুময়ের সেদিকে খেয়ালই নেই, মন তার খুব ভারাক্রান্ত।

গাড়ী ধরে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী; ক্ষুণ্ণস্বরে সে বললো, "খাবার না খেয়ে মাকে অপমান করলেন, তা না হয় করুন, সে দাবি আপনি রাখেন, তবে আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি? দয়া করে নামটা........।"

মধুময় আর একবার মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললো, "পথচারী হিতৈষী মাত্র" বলেই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল সে।

খাদ্যগুলো পড়ে আছে সেই ভাবে, সোনারূপার বাসনগুলো আজ আকর্ষণ-শূন্য। অহংকারের নৈবেদ্য দেবতা গ্রহণ করেন না।

সুরমা বললো, "কিসে কী হ'ল বোঝা গেল না,"

নীলিমা বললেন, নিশ্চয় মাধবী কিছু বলেছে, নচেৎ এ ব্যাভার করার ছেলেই ও নয়। দেখে ও শুনে তাই বুঝেছি।

রাগে ও দুঃখে অভিমানে মাধবীর বুকটা ফেটে যাচ্ছে। এত বড় আঘাত কেউ তাকে দিতে পারে, সে জানত না। এত বড় প্রত্যাখ্যান যে কারও কাছ থেকে কোন দিন আসতে পারে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। ভাবছে, না জানি উনি কতবড় শক্তিমান!

'গাড়ীটা গ্যারেজে নেওয়া হ'ল না,' মাধবী ভাবছে; গাড়ীর মধ্যে নজর পড়তে দেখল, একখানা গ্রুপ ফটো পড়ে আছে সামনের সীটে; তুলে নিয়েই কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ঘরে গেল সে।

মা তখন খাবার গুলো জলে ফেলে দিতে তুলছেন, খুব মনস্তাপ পেয়েছেন তিনি। মাধবীকে দেখে তিনি বললেন, "তুই কোন কড়া কথা বলিস্‌নি তো?"

"হ্যাঁ, বলেছি যাও,"—বলে উপরে নিজের শয়ন ঘরে চলে গেল সে ম্লান মুখে। ফটোখানা সে দেখ্‌ছে—এর মধ্যে কোন্‌টি?" নীচে নাম লেখা আছে। দেখল, মাঝখানে ব্যায়ামাচার্য্য, তার ডান পাশে বসা ৭নং ব্যক্তি নীচে নাম "মধুময় চৌধুরি"। লাল কালি দিয়ে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখল। যদি স্মৃতি মুছে যায়।

ভাবছে, নাম, "মধুময়" এই মধুময় শব্দটার সঙ্গে তার পরিচয় বহুদিনের। কিন্তু ঐ নামধারী মানুষটার পরিচয় পেল না সে, সকলে মিলে এত চেষ্টা করেও। ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি যদি মধুময় তবে কেন মুহূর্ত্তে আমার জীবন বিষময় করে দিয়ে গেলে?" মাধবী তার সেই প্রিয় গানটি, "জীবন আমার কবে হবে মধুময়"—গুণ গুণ করে গাইছে।

এমন সময়ে বাইরে গেটের কাছে একটা তুমল হৈ-চৈ, "ডাকাত ধরা পড়েছে" "ডাকাত ধরা পড়েছে"।

নীলিমা দেবী পূজার ঘরে গেছেন, মাধবী দ্বিতলের ঘরে গিয়েছে, সুরমা, জ্যোৎস্না, ও নারীকর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই "সানরাইজের" ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দুজন কনেষ্টবল মধুময়ের হাতে হ্যাণ্ডকাফ ও কোমরে দড়ি বেঁধে বাড়ীর মধ্যে আনছে, সঙ্গে দারোগা ও মিঃ সেন।

মধুময় আগে আগে আসছে, মুখ প্রসন্ন, নির্ব্বিকার, ক্ষোভের চিহ্ন নেই সেখানে। "একি এঁর এ দশা কে করলে, ভগবান!" জ্যোৎস্না কাঁদতে কাঁদতে তার দিদিকে খবর দিতে গেল। দেখল তার দিদি কি একটা ফটো দেখ্ছে, জ্যোৎস্নাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ফটোখানা ড্রয়ারে লুকাল। জ্যোৎস্না বলল, "দিদি শিঘগির এস, মধুময় বাবুকে পুলিশ বেঁধে এনেছে, মাষ্টার সঙ্গে আছে।" তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মাধবী জোছনাকে বলল, "তুই কাঁদছিস কেনরে পোড়ামুখি? পুলিশে ধরেছে, তাতে কাঁদার কি আছে? হয়ত কোন দোষ করেছেন।"

—"উনি দোষ করবেন? কী বলছ তুমি দিদি? তুমি শীঘগির চলো, যেমন করে হোক ওঁকে ছাড়িয়ে দাও।"

"কেন উনি কি দোষ কিছু করতে পারেন না, শিবঠাকুর নাকি? তুই যা, আমি যাব না। আমার মাকে অপমান করেছেন, কেন মা কি দোষ করেছেন?"

"সব ভুলে গেলে? যাবেনা তুমি?"

"না না, তুই যা দেখি" মাধবী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করল। জোছনা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

সকলে এসে বসেছে লোহার বেঞ্চে, দারোগা বাবুকে চেয়ার দেওয়া হ'ল।

মিঃ সেন খুব তড়পাচ্ছেন—'বুঝলেন দারোগা বাবু, চারজন ডাকাত আর আমি একা, আমার মার খেয়ে চার ব্যাটা ফ্লাট হয়ে পড়ল, আমার ঘুঁসিতে ওই ব্যাটার মাথা কেটে গেছে দেখুন বাকী ডাকাত গুলো পালিয়েছে আর এ ব্যাটা বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে, টাকাটা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে।

মধুময় শুনছে ও বক্তাকে ভাল করে দেখছে, সামান্য প্রতিবাদও করলো না, তার দেহ ও মনের এখন সে অবস্থা নয়।

দারোগা বললেন, এ ডাকাতকে কী করতে দেখেছেন, বলুন আমি লিখে নেব। আপনি, চারজন ডাকাতের সঙ্গে একাই লড়লেন, তারা জখম হ'ল অথচ আপনার কিছু লাগেনি।

এই ব্যাটা মেরেছে, ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছে।

মাধবী এখন নীচের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেন প্রস্তর মূর্ত্তি।

জ্যোৎস্নার চোখ জলে ভাসছে, দিদির কাছে গিয়ে কাতরভাবে বলল,—দিদি, একবারটি যাও, তোমার পায়ে পড়ি,—

"না," মাধবী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল।

দারোগাবাবু সেনের উক্তি লিখে বললেন,—"এবার মাধবীদেবীকে ডাকুন।"

মিঃ সেন দ্রুতপদে বারান্দায় গিয়ে মাধবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন, "ব্যাটা চালাকী পেয়েছে, জানেনা কে সঙ্গে রয়েছে? একটা ধরা পড়ল, এখন বাকী সবগুলো সহজেই ধরা পড়বে। সি-আই-ডি পুলিশ বার করেছি। কলকাতা তোলপাড় করছে, আচ্ছা শাস্তি দেব, দ্বীপান্তরে পাঠাব,—একেবারে কালাপানি।" গর্ব্বে ও আনন্দে বুক ফুলাতে লাগলেন।

কিন্তু যাদের আনন্দের জন্য এত ঘটা করে বলা হোল, তাদের তরফ থেকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ এল না, দুজনের মুখ আঁধার।

মাধবী গম্ভীর ভাবে বলল, "থানায় খবর দিল কে?"

কেন আমি! বিরাট ডাকাতি কেস করে দিয়েছি।

কেন দিলেন, আমায় না জানিয়ে?

ডাকাতি চল্‌ছে, তখন কি জানাব? আর ওতে জানাবার কী আছে? ডাকাত পড়েছে, থানায় সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

আপনার কিছু না থাকতে পারে, আমার অনেক কিছু আছে।

আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি যখন আছি তখন যে কোন বিপদ আসুক না কেন আমি উদ্ধার করব। আমি থাকতে আপনার বিপদ হবে? আর আপনার বিপদ মানেই তো আমার বিপদ! মাষ্টার বেশ দম্ভের সঙ্গে বলল।

দুঃখের সঙ্গে মাধবী বলল,—"ওঁকে জড়ালেন কেন?"

মিঃ সেন ভিতরে বেশ চটে গেলেন—"ওঁকে" এইশব্দ শুনে। বললেন—"ওকে জড়াব না? ও—যে কলকাতার "রঘো ডাকাত," চেহারা দেখেই মালুম হয়। ভদ্রলোকের চেহারা অমন হয় নাকি?"—বলেই নিজের প্রশস্তহীন চেহারার দিকে তাকালেন। আবার বললেন, "ওই তো আপনার টাকার ব্যাগ নেয়, ড্রাইভারকে মারে।

বটে, আপনি তখন কোথায়? দেখেছেন কিছু?

দেখিনি? আমি দূর থেকে সব দেখেছি—এখন চলুন দারোগা বাবু ডাকছেন, আপনার সাক্ষ্য নেবেন।

রাগত ভাবে মাধবী বলল,—আমি সাক্ষ্য দেব না,—মিথ্যা বলতে পারব না। যে নিজের প্রাণ দিয়ে আমাদের বাঁচালো তাকে জেলে দেব? ধর্ম্মে সইবে?

সেন উত্তর করল, "সব সইবে, ধর্ম্মে সব সয়,—আর ধর্ম্ম কাকে বলেন? নিজের বাঁচার জন্য যা কিছু করবেন তাই ধর্ম্ম। "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করে বাঙ্গালী জাত তো যেতে বসেছে।

দৃঢ়কণ্ঠে মাধবী বলল, "না, কিছুতেই না, বরং তার উল্টো, নীচ প্রকৃতির লোক নিজের হীন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যত অপকর্ম্ম করে, আর ধর্ম্মের দোঁহাই দেয়। ওসব এখন থাক, আমার সে মন এখন নেই। আপনি ওকে জড়াবেন না, ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ সেন বেশ গরম হয়েছেন ভিতরে এই হিন্দু যুবকের উপর মাধবীর দরদ দেখে। সে ভাব মনে চেপে বলল, "আমি জড়াব? আমি কে? পুলিশে জড়াচ্ছে—আমি শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

ওঁকে দেখালেন কেন?

দেখাব না? ওই—তো সর্দ্দার, আমি সে খবর পেয়েছি, পুলিশের কাছ থেকে। তা'ছাড়া আপনার মন অত দুর্ব্বল হচ্চে কেন? ও একজন হিন্দু যুবক, আর আপনি নারী-সংঘের সভাপতি। ছলে, বলে, কৌশলে এখন শত্রু নিপাত করতে হবে এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

জ্যোৎস্না রাগে ফুলছে—আর থাকতে পারল না, বলল, "এইবার নিছক সত্যি কথাটা আপনার মুখ থেকে বেরিয়েছে,—অবিশ্যি আপনার অজ্ঞাতে। ও ডাকাত না, হিন্দু যুবক এই তার একমাত্র অপরাধ কেমন? মিঃ সেন একটু ভেবে চিন্তে কাজ করবেন,—পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ হয়। ও যদি শত্রু হয়, তা হলে জগতে মিত্র বলে কেউ নেই—বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা নেই, নেই বিচার ও পাপের শাস্তি। যদি দেখতেন কীভাবে উনি একা তিন তিনটে দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর সঙ্গে জীবন মরণের লড়াই করেছেন, মেরেছেন, মার খেয়েছেন, আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, যত বড় পাষণ্ডই হোন, গলে যেত আপনার পাষাণ

প্রাণ, ছুটে যেতেন আপনি তাঁর দেবদেহের স্পর্শ নিতে, তাঁকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে।

এক শ্রেণীর লোক আছে, উপদেশ দিলে চটে যায়, জ্যোৎস্নার এই কথায় মাষ্টার খুব ক্রুদ্ধ হল, তাছাড়া দুজনের কেউ কাউকে দেখতে পারে না, বুঝি কোন্ অশুভক্ষণে দেখা। মুখটি বিকৃত করে হাত নেড়ে বললেন—এইবার তোমারও একটি সত্য কথা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে,—ওকে আলিঙ্গন দেবার তোমার ইচ্ছে হয়েছে,—তা কর, কে বারণ করেছে, মাধবীদেবী ওকে ঘৃণা করেন।

জ্যোৎস্না আরও রেগে গেল, বললে, "আপনার মত নীচ প্রকৃতির লোক জগতে আর একটিও নেই,—আপনার মুখ দেখাও পাপ, আপনার জন্য নতুন নরক সৃষ্টি হবে।" বলে চোখ মুছতে মুছতে পাশের ঘরে গেল।

জ্যোৎস্না যাওয়ার পর মিঃ সেন বললেন,—"দেখুন সন্ধ্যে হয়ে আসছে দারোগা বাবু ব্যস্ত হয়েছেন, আমি যা বলেছি, এখন আপনারা তা না বললে উল্টো মোকর্দ্দমায় পড়তে হবে, আমাদের সকলেরই জেল হবে, আপনার এই ত্রিশ হাজার টাকা তো যাবেই, অধিকন্তু মামলায় পড়ে মান-সম্ভ্রম এমন কি জমিদারী পর্য্যন্ত যেতে পারে। অথচ দু'একটা মিথ্যে কথা,—না না মিথ্যেই বা বলি কেন—ঐ রকম একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" করে বললেই সব কুল রক্ষে হয়। সাপও মরে লাঠিও ভাঙ্গে না।"

ইতিমধ্যে দিনে দুপুরে ডাকাতির সংবাদ শুনে সংঘের বহুসভ্যা সেখানে এসেছে, মধুময়ের চেহারা দেখ্‌ছে,—সকলেই ভাবছে এ হতেই পারে না—এ ঘোর অন্যায়,—এ মাষ্টারের কারসাজী। কিন্তু মুখে কেউ কিছু প্রকাশ করল না, শক্তিমানের কোপ-দৃষ্টিতে কেউ পড়তে চায় না।

মাধবী বলল, যা ভয় করেছিলাম তাই হল—আমাকে মোকর্দ্দমায় জড়িয়ে দিলেন? যান, সময় নিন। আমি কি করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি, আমার শরীর ও মন খারাপ, আজ যেতে বলুন।"

মিঃ সেন বললেন,—"আচ্ছা দারোগা বাবুকে বলে দেখি," সেন দারোগা বাবুর নিকট গিয়ে কি কানাঘুসা করলেন। মধুময় তখন নিশ্চিন্তে বেঞ্চের উপর বসে ঘুমাচ্ছে। আলোক-শিল্পী অভিনয়-মঞ্চে অভিনেতার মুখে যেমন আলোক-সম্পাত ক'রে তাকে সুন্দরতর করেন,—শীতের সন্ধ্যা-সূর্য্য তাঁর শেষ-রশ্মির রক্ত

-রাগে রঞ্জিত করে তুলেছেন এই উদার পরোপকারী যুবকের প্রশান্ত বদনমণ্ডল। এই মূর্ত্তির সামনে এসেই মিঃ সেন সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন।

দিবানিদ্রা মধুময়ের স্বভাব-বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ এই অবস্থার মধ্যে এই ভাবে। তেজস্বী অশ্বকে যেমন শুয়ে ঘুমাতে দেখা যায় না, মধুময়কে তেমনি দিনে ঘুমাতে কেউ কোন দিন দেখেনি। কিন্তু আজ সে ভীষণ পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত, তার উপর এই নির্য্যাতন, সব একত্রে মিশে তার দেহ ও মন হয়েছে অবসন্ন। বিশ্রাম তার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তার উপায় না থাকায় বসে ঐ ভাবে ঘুমাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কে কোথায় কি ষড়যন্ত্র করছে, চক্রান্ত হচ্চে তার সর্ব্বনাশের, সে তার ভ্রূক্ষেপও করছে না।

মাধবী আসল না দেখে দারোগা বাবু স্বয়ং তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। ঘটনা সম্পর্কে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

মাধবী ইতঃস্তত করে বলল,—"মিঃ সেন যা' বলেছেন ওতেই চালিয়ে নিন, ওর চেয়ে বেশী কিছু আমার জানা নেই।"

"তবে আপনি ওঁর সাক্ষ্যই সমর্থন করছেন?" দারোগা বললেন। মাধবী নিরুত্তর।

দারোগা বাবু একে মৌন সম্মতি মনে করে চলে এলেন। সেনের নির্দ্দেশে জ্যোৎস্নাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হল না। জখমীকে দেখে ২।১ দিন পরে এসে তার জবানবন্দি নেবেন বলে দারোগা বাবু চলে এলেন।

মধুময়কে নিয়ে ওরা উঠল।

মাধবীর মা পূজার ঘরে ছিলেন, বাহিরে হৈচৈ শুনে তিনি বাইরে এলেন। মধুময়কে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি শিউরে উঠলেন।

জয়তীর দ্বারা মাধবীকে ডাকিয়ে বললেন, "একি সর্ব্বনাশ করেছিস্ তোরা!! এ ও আমায় দেখ্তে হল? যে হাতদু'টো কিছুক্ষণ আগে ডাকাত মেরে তোদের বাঁচিয়েছে, সেই হাতে হাতকড়া পরিয়েছিস্।" ভাল হবে না, খুলে দে শীঘগির! জ্বলে যাবে সব।

মাধবী মাষ্টারকে বলল,—"হ্যাণ্ডকাফ খুলে শীঘগির এখান থেকে নিয়ে যান, আর দেখুন মা দুঃখ করছেন ওঁকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

মিঃ সেন, "আচ্ছা বলে দেখি" বলে চলে গেল। কিন্তু ওকথা তুললোই না। পুলিশ ভ্যানে মধুময় চালান হ'ল।

থানায় আসার পথে ভাগ্যক্রমে মধুময় দেখল তাপস যাচ্ছে। গাড়ী থেকে হাত তুলে চেঁচিয়ে মধুময় বলল,—"তাপস, অনুপমকে নিয়ে শীঘগির থানায় আসবি, আমি ডাকাতি কেসে পড়েছি।"

তাপস মধুময়ের সব কথা চলন্ত গাড়ী থেকে ভাল বুঝতে পারেনি, কিন্তু পুলিশ ভ্যানে মধুময়কে দেখে সে কতকটা অনুমান করে দ্রুত বাড়ীর দিকে গেল।

মধুময়ের স্থান হ'ল লৌহ-কপাটের ওধারে,—আবদ্ধ অন্ধকারে। কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে অধীর আগ্রহে তাপস, অনুপমের প্রতীক্ষায়। ভীষণ শ্রান্ত সে, এর মধ্যে রাত্তিরে থাকতে হলে সে বাঁচবে না।

দুঃখের মুহূর্ত্তগুলি কতই না দীর্ঘ! মধুময়ের মনে হচ্চে সে যেন কত যুগ এখানে এসেছে। ভাবছে, 'তাপস শুনতে পেল কিনা, কেন ওখানে ওসময়ে এলাম? কেন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ওই মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম? ডাকাত পালিয়ে যাওয়ার পরও কেন নিজস্থানে চলে গেলাম না? কেন ওদেরকে বাড়ী রাখতে গেলাম? ওরা আমার কে? গেলাম যদি তখনই চলে এলাম না কেন? ডাক্তার ডাকতে, রোগীর চিকিৎসায় সাহায্য করতে গেলাম কেন?

আবার ভাবছে, নাম জানতে চেয়েছিল ওরা, আমি বলিনি, খাবার দিয়েছিলো খাইনি, তাই বোধ হয় শোধ নিচ্ছে।

আবার ভাবছে ওরা কি মানুষ! কেমন করে হাতে হাতে এই পুরস্কার দিল! বাড়ী পৌছে সব ভুলে গেল? এদের চেয়ে বনের পশুরাও যে অনেক মহৎ। মা বলেছিলেন, "পরোপকার, জন-সেবা যা কিছু করো বাবা নিজেকে বাঁচিয়ে কোরো। আত্ম রেখে ধর্ম্ম।" মা'র কথা শুনিনি তাই এই বিপদ।

আবার ভাবছে, পরোপকার দেবধর্ম্ম, মানুষ হয়ে কিছুটা পালন করেছি—অন্যায় তো কিছু করিনি। মানুষের বিচারে যাই হোক ভগবানের বিচারে আমি নির্দ্দোষ!

রাত্রি প্রায় আটটা, বেশ শীত পড়েছে। ব্যস্ত হয়ে মোটরে তাপস, অনুপম এসে হাজির। অনুপম বলল, "কী হয়েছে, শীঘগির বলো, মা বাবা ছটফট করছেন আমি এখনই গিয়ে সংবাদ না দিলে মা আসবেন নিজে।"

মধুময় ধীরে ধীরে বলল,—"আজ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। উপকার করলে যে তার প্রতিদান এত সত্বর পাওয়া যায় আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম। আমার শরীর ক্ষুধায় ঝিম ঝিম করছে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। অনেক কথা, পরে বলব—আমায় বা'র করার ব্যবস্থা করো।"

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অমৃতলাল রায়। মেজবাবু মধুময়কে থানায় আনার ও লক-আপে পোরার সঙ্গে সঙ্গে তার মনোজ্ঞ আকৃতি দেখে তিনি ভাবলেন, এই যুবক সুদর্শন ও সুদেহী, ওর চোখে মুখে একটা নিষ্পাপ দ্যুতি খেলে বেড়াচ্ছে,—ওকে ধরে আনলে কেন? কতলোক এখানে আসে, কিন্তু এমন বীরত্ব-ব্যঞ্জক নিষ্কলুষ চেহারা তো কারোর দেখিনি! যত সব ভূতের দল!

তিনি বার বার তার দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং সে সত্যিই দোষী কিনা বুঝবার চেষ্টা করছেন। এখন বন্ধুতে বন্ধুতে যে কথাবার্ত্তা হলো তাতেই বুঝলেন,—শত্রুতা করে একে সাজানো মোকর্দ্দমায় মিথ্যা জড়িত করা হয়েছে। এ যুবক নির্দ্দোষ।

ভাবছেন—চেহারা দেখলে সত্যি মায়া হয়, ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কয়দিন আগে তিনি 'সীতা' নাটক দেখে এসেছেন,—বার বার তাঁর মনে উঠছিল রামের ভূমিকায় নাট্যাচার্য্য শিশির কুমারের সেই প্রাণমাতানো অনবদ্য অভিনয়,—লবকে দেখে রাম বলছেন,—

"বালক, কোন্ উচ্ছ্বসিত মাতৃ-বক্ষ হতে
স্নেহ-রস ধারা করি পান,—
ভুবন-মোহন হেন দিব্যরূপ পাইয়াছ?

তিনি মধুময়কে বললেন, "দেখ ছোকরা, হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমায় 'ছোকরা' বললাম, মনে কিছু কর না বাবা।

মধুময় ব্যস্ত ভাবে বলল, না-না সে কি! আপনি আমার পিতার বয়সী, তা'ছাড়া আমাদের শান্তি রক্ষক, মনে আবার কী করব?

দারোগা বাবু ভেবেছিলেন, বড়লোকের ছেলে, তার আধুনিক শিক্ষিত তাকে ধোঁকরা 'বলার ফল ভাল হ'বে না কিন্তু মধুময়ের সুমিষ্ট কণ্ঠের বিনীত উত্তর শুনে তার মন গলে গেল।

ভাবছেন, এই বিনয় বিদ্যার দান, নিশ্চয়ই খুব বিদ্বান ওই যুবা। কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা ছেলের মত বলেই বলছি মনে কিছু করো না, পড়াশুনা কতদূর করেছ ?

মধুময় নিরুত্তর, মুখ নীচু করে রইল।

তাপস বলল, গত বছর কেমিষ্ট্রীতে ফার্ষ্ট হয়ে এম-এস-সি পাশ করেছে, রিসার্চ্চ করেছে। এখন একটা আদর্শ পল্লী তৈরী করছে, শেষ হলে শীঘগির বিলেত যাবে, সব ঠিকঠাক।

দারোগা বাবু বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে মধুময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হতেই হবে, আমার অনুমান বড় মিথ্যে হয় না। 'আকারঃ সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ' যাক্ বাবা বুঝেচি, এর পেছনে ষড়যন্ত্র আছে। আচ্ছা আমি এই কেসের তদন্ত নিজে নিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা কথা, বললে "বড় ক্ষুধা পেয়েছে," একটু খাবার আনাই খাও। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করছি। তোমায় 'লক-আপে' থাকতে হবে না। জামিন দেওয়ার মত হলে আমি এখনই দিতাম।

মধুময়ের সান্ধ্যকৃত্য হয়নি। সেজন্য খেতে রাজী হল না, দারোগা বাবু আরও সন্তুষ্ট, এ'তো আজকাল আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে নেই, এ নিশ্চয় কোন নিষ্ঠাবান্ ঘরের ছেলে। বললেন, "বাবা নামটা কি তোমার ?"

"মধুময় চৌধুরী, বাড়ী হরিহরপুর"।

"তাই বলো, পাহারা বাবুকে বা'র করো।"

মধুময় বাইরে এলে দারোগা বাবু বললেন, আমার কোয়ার্টারে থাকবে সেখানে মুখ হাত পা ধুয়ে জপ আহ্নিক করে আগে কিছু খাও, তারপর সব শুনবো। তাপস, অনুপমকে বললেন, "তোমরা বন্ধুর জন্য ভেব না, আজ রাত্রিতে আমার বাসায় থাকবে কাল কোর্ট থেকে জামিন করিয়ে নিও, আমি লিখে দেব।

মধুময়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাপস, অনুপম দুঃখিত মনে বাড়ী গেল। পরদিন দারোগাবাবু রিপোর্ট মত যথাসময়ে মধুময়ের জামিন হ'য়ে গেল।

বসুধারা দেবী মধুময়ের জামিনের জন্য কোর্টে এসেছিলেন। মধুময়কে নিয়ে সকলে সানন্দে বাড়ী গেল।

বাড়ীর আসার জন্য মধুময়ের মন বিশেষ ব্যস্ত হয়েছে, ইচ্ছা হচ্ছে তখনই সে যদি স্বাধীন পাখীর মত উড়ে যেতে পা'রত। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই, সেই সাড়ে ন'টায় গাড়ী। এখনও দু'ঘণ্টা দেরী। হঠাৎ তার জ্যেঠার কথা মনে পড়ল। বাড়ী পৌঁছুবা মাত্র ডাক পড়বে বিকাশের সংবাদ নেওয়ার জন্য। সে কি বলবে? কত ঘুরিয়ে বলা যায়, মিথ্যা সে প্রাণান্তেও বলবে না; অথচ তাঁদের একমাত্র ছেলে, যে তাঁদের ভবিষ্যতের অবলম্বন, এমন বিগড়ে গেছে শুনলে তাঁরা মর্ম্মান্তিক আঘাত পাবেন। জ্যেঠা বিকাশের মুখ চেয়েই বেঁচে আছেন।

বিকাশ মেসের ঝাল-গোলা ও পচা বাসি তরকারী খেয়ে তার পেটের দোষ হয়েছে, এই অজুহাত দেখিয়ে অনেক দিন আগে মেস ছেড়ে চলে গেছে। এক ভদ্রলোকের "পেয়িং গেষ্ট" হয়ে আছে সে বলে। কোথায় থাকে, কি করে অনেক চেষ্টা করেও মধুময় জানতে পারেনি। আর তার কোন ব্যাপারে না থাকার জন্য সে মধুময়কে কালীমন্দিরে নিয়ে শপথ করিয়েও নিয়েছে। তাই মধুময়ের আগ্রহ আর তেমন ছিল না। তবু জ্যেঠার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য সে মাঝে মাঝে সংবাদ নিতে চেষ্টা করে।

একদিন হঠাৎ বিকাশ মেসে আসে, কিন্তু মধুময়ের সঙ্গে দেখা করল না, পাচকের সঙ্গে কি কানাঘুসা করে চলে যায়। মধুময় পাচকের নিকট থেকে জানল, শ'খানেক টাকা ধার করতে এসেছিল,তার খুব দরকার, মধুময় তার বাসার ঠিকানা জানার জন্য মেসের বালক-ভৃত্য ভোলাকে তার পিছনে লাগিয়ে দেয়। সে নম্বর জানতে পারেনি কিন্তু বাড়ী চিনে আসে। আজ বিকাশের কিছু সংবাদ নিয়ে বাড়ী যাবে স্থির করে ভোলাকে ডাকল।

ভোলা "সেই বাসাটা আমায় দেখিয়ে দিবি, চল"।

ভোলাকে নিয়ে মধুময় তৎক্ষণাৎ রওনা হ'ল ভবানীপুরের দিকে। ভাবছে, যদি দেখা পায়, কোন প্রকারে তাকে একবার নিয়ে যেতে পারে, তবে আর তাকে জ্যেঠার জেরায় পড়তে হবে না। আসল হাজরা রোডে। কিছুদূর গিয়ে একটা গলি, একটা একতলা বাড়ী উপরে সাইন বোর্ড "মিস্ রঞ্জনা গুপ্তা!"

মধুময়ের খুব দুশ্চিন্তা হল, মেয়েছেলের বাড়ী, সে কেমন করে যাবে? রাস্তার দিকে জানালা, ভিতরে কথাবার্ত্তা হচ্ছে, কানে এল। বিকাশের গলার স্বর শুনে মধুময় বুঝতে পারল। কি কথাবার্ত্তা হচ্ছে শোনার দরকার। কিন্তু এভাবে কান পেতে একজনের ঘরের কথা শুনাও অন্যায়, তারা অপমান করবে। ভোলাকে সরিয়ে দিয়ে অন্যদিকে ফিরে মধুময় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল অন্দরের কথাবার্ত্তা।

মধুময়ের কানে এই কথাগুলো এল। স্ত্রী কণ্ঠ বলছে, "দেখ বিকাশ, আর ধাপপা দিও না, তুমি জমিদারের ছেলে, চল্লিশ হাজার টাকা আয়, শীঘগীরি জমিদার হয়ে বসবে এই সব লম্বা লম্বা কথা শুনে অম্বলের ব্যামো ধরে গেল। মাসে সেই ধরা বাঁধা একশটি টাকা, কই একটা পয়সাও তো বেশী দিতে পারলে না? জমিদার না ছাই, রঞ্জনার এত বড় একটা আশা নষ্ট হয়ে গেলে সে কি বাঁচবে? এখন দেখছি দশ মন তেল ও পুড়লো না রাধাও নাচলো না। কেবল বল সবুর করুন, সবুর করুন ব্লাফার,........"

বিকাশ এই কথায় একটু হেসে বলল, "বাবা থাকতে তো জমিদারী আমার হাতে আসছে না, কি করি বলুন, না মরলে......."

স্ত্রীলোকটি বলছে, "তোমার বাবা যদি আরও দশ কুড়ি বছর বাঁচে? আজে বাজে লোক অত শীঘগিরী মরে না, আকন্দ ডাল মুড়ি দিয়ে এসেছে ওরা, ওদের মৃত্যু নেই,........"

কোন লোকের দরজা জানালার কাছে দাঁড়ানোই উচিৎ নয়, তার উপর কান পেতে তার ঘরের কথা শুনা ভীষণ অন্যায়। তবু না শুনে মধুময় পারছে না, খুব জরুরী বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে।

বিকাশ বলছে, "দেখুন মা আপনি রাগ করবেন না আমি আগেও যা বলছি এখনও তাই বলছি একটা কথাও মিথ্যে না। রঞ্জনার মনের আশা আমি পূর্ণ করব।" একটু ইতস্তত: করে বলল, "বাবার মৃত্যুর বড় বেশী দেরীও নেই, শরীরের যা অবস্থা তাতে দু'এক বছরের মধ্যেই গত হবে।"

স্ত্রীলোকটি বলছে, "এখনও দু'বছর! বলো কি! রঞ্জনার কি আর বিয়ের বয়স থাকবে? তোমার কথায় বিশ্বাস করে কি ওর জীবন নষ্ট করবো? না আর দেরী করতে পারব না।"

খুব কাতর কণ্ঠে বিকাশ বলল, "রঞ্জনার জীবন নষ্ট হলে কি আমি বাঁচব? আর কিছুদিন সময় দিন। আর যদি এমন দেখি কিছুতেই মরছে না, তখন না হয় বীরেশদার কথামত কাজ করবো।"

মধুময়ের বীর হৃদয় কেঁপে উঠল! কী সর্ব্বনাশ ও বলে কী!! মধুময় ভাবছে, 'কেমন করে ওকে ডাকা যায়—এত অধঃপতন হয়েছে ওর! ওর স্নেহময় পিতা ওর জন্য পাগলের মত হয়ে পথ চেয়ে আছেন, আর ও এদিকে ছুরি শানাচ্ছে!'

একটা পুরুষ বলছে, "আমাদের কী এখনও দু'বছর দেরী করতে হবে নাকি? দেখো, আশা দিয়ে নিরাশ করলে ফল ভাল হবে না। সহ্যেরও সীমা আছে।"

না, বীরেশ দা, নিরাশ করবো কেন, এই মাস থেকে আরও কিছু কিছু বেশী দেব। বাবা মরলে আমি জমিদার, আর তুমি হবে আমার ম্যানেজার, আমার যে কথা সেই কাজ। পুরুষটি বলল, "আর অত দেরী করতে পারব না, দু'এক দিনের মধ্যে চল, এক রাত্তিরে দু'একজন করিৎকর্ম্মা লোক সঙ্গে নিয়ে ফয়সালা করে আসি,·· ····"

বিকাশ কি উত্তর দিল বোঝা গেল না।

স্ত্রীলোকটি বলল, "থাকগে, যাক, তুমি বাপু অন্য পথ দেখ, রঞ্জনার আশা ছাড়। সাহেবগঞ্জের কুমার বাহাদুর রঞ্জনাকে সেদিন পার্কে দেখে পাগল হয়েছেন, আমি ভাবছি, রঞ্জনার সঙ্গেই তাঁর········"

"না, মা তা'হলে আমি আর এক দিনও বাঁচব না, আচ্ছা দেখি যত সত্বর পারি······"

এমন সময় একজন পুরুষ, খুব সম্ভব সেই বীরেশদা দোকানে পান কিনতে গেল। মধুময় আর ওখানে দাঁড়াতে পারল না একটু দূরে গিয়ে ভাবছে, কী করবে। নাম ধরে ডাকবে কি-না, নাঃ তা হয় না, কিন্তু এরা যে জ্যেঠাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে! অথচ বাড়ী গিয়ে জেঠিমা তো বিশ্বাসই করবে না; বরং উল্টো ধরবে, না বাড়ী গিয়ে জ্যেঠাকে সব খুলে বলি আর চেপে রাখব না। আর না, গাড়ীর সময় হচ্ছে। ভোলাকে নিয়ে মেসে ফিরল ও যথা সময়ে বাড়ী রওনা হল চিন্তাকুল মনে।

[আটাশ]

এই দৃশ্যমান্ জগৎ, শুধু এই জগৎ কেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক মহাশক্তির দ্বারা বিধৃত ও চালিত,—সুশৃঙ্খলায় ও সুনিয়মে। সুতরাং জগতের সব বস্তু বা প্রাণী ঐ শক্তিতে আচ্ছন্ন। তাই শক্তির খেলা চলছে সর্ব্বত্র, এমন কি অনু-পরমাণুর মধ্যেও। শক্তির অবশ্য অনেক প্রকার ভেদ আছে।

মানব-মনের যে শক্তি প্রেমাস্পদকে প্রেমিক বা প্রেমিকার দিকে আকর্ষণ ক'রে যুক্ত মিলিত ও একাত্ম করে দেয়, তাহাই প্রেম।

চুম্বকের অন্তরে লোহাকে আকর্ষণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ত কাজ করছে। লোহা আকৃষ্ট হ'য়ে যুক্ত হ'লে তখন সে স্থির বা শান্ত হয়।

প্রেমও সেইরূপ চুম্বকধর্ম্মী। যতক্ষণ সে তার প্রেমাস্পদকে কাছে না পায়, ততক্ষণ সে অধীর আগ্রহে ক্ষুব্ধ, অশান্ত হৃদয়ে বিরহ-কাতর মুহূর্ত্ত যাপন করে, এবং তাকে পাওয়ার জন্য অসাধ্য সাধনও করে। তাই সে শতচক্ষুকে ফাঁকি দিয়া শ্রীরাধার শ্যাম-মিলনের মত প্রেমাস্পদের কাছে অভিসারে ছুটে যায়। ঘৃণা লজ্জা ভয় তাকে ধরে রাখতে পারে না। তার অন্তরের পুঞ্জীভূত প্রেম প্রিয়তমের পায়ে উজাড় কোরে দিতে না পারা পর্যন্ত সে কিছুতেই শান্ত হয় না। তখন সে হয় কতকটা রুক্ষ অশান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত। তার ভুবনে ওঠে হতাশা হাহাকারের ঝড়, সেই ঝড়ের দোলায় দুল্‌তে থাকে সে জীবন মৃত্যুর মাঝখানে। হয় উত্থান না হয় পতন। দয়া, মায়া, ভক্তি প্রীতির ঘনীভূত মুর্ত্তির তখন হয় কী এক অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন, দেহ ও মনে! সে অবস্থায় তখন আর তাকে পূর্ব্বের মানুষ বলে ভ্রম হয় না। তখন সে পারে না বা করে না এমন কাজ নাই। হতাশা বা ব্যর্থ প্রেম তাকে তিলে তিলে ক্ষয় করে। এই সুন্দরী পৃথিবী তার কাছে রোগ-শয্যা বলেই মনে হয়।

আর যখন সে বাঞ্ছিতকে পায়, তার অন্তরের ঝড় থেমে যায়,' তখন তার প্রকৃতি হয় শান্ত—উদার—গম্ভীর। চাপল্য আর কাছেই ঘেঁসে না। ক্ষান্ত হয় তার হাহাকার, স্তব্ধ হয় তার উদ্‌ভ্রান্তি, উন্মাদনা; দীর্ঘ দাহের পর স্নিগ্ধ হয় তার জীবন, প্রেমের অমৃত-সিঞ্চনে।

"ধরণী বিবাহের কন্যার" মতো সেজে আসে তার চক্ষুর সম্মুখে।

পরিণত বয়স্ক মানুষের দেহ-মনের সবকিছু নিয়ে শিশু জন্মে। অবশ্য শিশুদেহে ঐ "সব কিছু" শিশু আকারেই থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই "সব কিছু" ক্রমাগত বর্দ্ধিত হতে থাকে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য এই পাঁচ অঙ্কের কয়েকশত পৃষ্ঠার জীবন-নাট্যখানির অভিনয় শেষ করে, অবশেষে রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণ-যবনিকা টেনে দিয়ে একদিন অদৃশ্য হয়ে যায়, পড়ে থাকে অভিনেতার কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি।

নারিকেল কোরকের মধ্যে জল সঞ্চয়ের মতো, কিশোরী মাধবীর মনে কখন যে প্রেমের আবির্ভাব হয়েছিল, তা' সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হাস্য-লাস্যময়ী চপলা বালিকা খেলে বেড়ায় চঞ্চলা হরিণীর মতো। নৃত্যগীতে মাধবীর বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়; তার মাতা পিতার সঙ্গীত প্রীতি থাকায় তাঁদের একমাত্র কন্যাকে ঐ বিষয়ে পারদর্শিনী করতে সচেষ্ট হ'ন। প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী যমুনাবাঈ এর সঙ্গীতজ্ঞ গুণময় গোস্বামীর নিকটও নৃত্যগীত শিক্ষা করে আসছে সে; ওস্তাদেরা তার প্রতিভায় মুগ্ধ হ'য়ে বলেন, "মা-টি আমাদের রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী" একে শিখিয়ে শান্তি আছে। বাস্তবিক, যে দেখেছে তার লঘু-চরণের নৃত্যের অপূর্ব্ব ছন্দ, যে শুনেছে তার কোকিল কণ্ঠের অমিয়-মধুর ঝঙ্কার সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। পাড়ার বালক বালিকারা তার নৃত্যগীত শিক্ষার সময় ঘরে বসে নিঃশব্দে শুনে ও দেখে। "যে গান ভালবাসেনা সে খুন করতে পারে" এই উক্তিকে যারা সার্থক করেছে তাদের ঘরেরও ছেলে মেয়েরা সেখানে এসে নাচ গান শুনে মাধবীর ভক্ত হয়েছে।

ভগীরথের সুরধুনী আনার মত এই সুরধ্বনিকে হয়ত একদিন তারা নিয়ে যাবে বাধার ঐরাবতকে চূর্ণ করে নিজেদের ঘরে।

মাধবীর মাতা তার একমাত্র কন্যাকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে চান, যে হবে সংসারের শান্তি-নির্ঝরিণী, আনন্দ-দায়িনী,-সুগৃহিনী। তার সংস্পর্শে যারা আসবে শ্রান্ত দেহে, ও পরিশ্রান্ত মনে,—হবে স্নিগ্ধ শীতল, প্রফুল্লিত মন, পাবে কর্ম্মের প্রেরণা, নূতন জীবন।

তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতের কন্যা, সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, ধর্ম্মীয়ভাব ও নৈতিকবোধ তাঁর মনকে বিশেষ প্রভাবিত ক'রে রেখেছে। পুত্র না থাকায়

কন্যাকে তা' শিক্ষা দিয়ে মনের সাধ পূর্ণ করতে চান। তাই খ্যাতনামা কৈলাস শাস্ত্রীর উপর মাধবীর সংস্কৃত শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্য বেশ কিছু আয়ত্ত করেছে সে ইতিমধ্যে। এ সব ছাড়াও গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম রান্না প্রভৃতি তাকে শিখতে হয় মায়ের নিকট। মাধবীর মা প্রায়ই বলেন, "সংসার রমণীর গুণেই সুখের ও শান্তির হয়। গৃহ-সংসারই নারীর একমাত্র স্বাভাবিক স্থান, যেখানে হয় তার গুণ ও কর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ। সেখানে সে রাজ্যেশ্বরী সে রাজ্যের যারা অধিবাসী, তারা তার কল্যাণ হস্তের স্পর্শে মধুময় জীবন লাভ করে। নারীর কার্য্যই হ'ল কর্ম্মী পুরুষকে দেহ মন সুস্থ করে, প্রেরণা দিয়ে সংসার-রূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয়ী করা, তাই নারী "বিজয়া।" আবার মাতা রূপে সন্তান উৎপাদন ও পালন ক'রে সৃষ্টি রক্ষা বা জগৎ ধারণ করা, তাই সে "জগদ্ধাত্রী"। এ রাজ্যে নারী একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী। নারী সত্তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হ'ল প্রাণ ভরা ভালবাসা পাওয়ার ও প্রাণভরে ভালবাসতে পারার। ভক্তি, প্রীতি, ক্ষমা, ধৃতি ও করুণায় ঘণীভূত মূর্ত্তি এই নারী, শুভঙ্করী সে কল্যাণী, এ রাজ্য থেকে নারীকে অপসারিত করলে ফল হবে বিষময়। গৃহচ্যুত নারী—কক্ষচ্যুত তারা।

তাই তিনি মাধবীকে গ'ড়ে তুলছিলেন মনের মত ক'রে। কিন্তু তাঁর সাধে বাদ সাধলেন তার বিলাত ফেরৎ স্বামী ডাঃ রায়।

কৃতিত্বের সঙ্গে যথাসময়ে মাধবী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হ'ল। মাধবীর মাতা আর পড়াবার পক্ষপাতী নন, কিন্তু তার পিতা জেদ করে তাকে একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজ কলেজে ভর্ত্তি করলেন। তাঁর পুত্র নেই, কন্যাকে পুত্রের মত উচ্চ শিক্ষিত করার বিশেষ প্রয়োজন। তাঁর স্বোপার্জ্জিত বিষয়-আশয় কারবার প্রভৃতি যার হাতে তুলে দিতে হবে তাকে অবশ্যই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও ঐ ভাব ধারায় পুষ্ট হতে হবে। আর পূর্ণ মানুষ হ'তে হ'লে তাকে একবার বিলাতও যেতে হবে। ইংরাজী শিক্ষা না পেলেও বিলাত না গেলে পূর্ণ মানুষ হয় না এই তার ধারণা।

এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে বাদানুবাদ হয়েছে অনেক, কিন্তু নীলিমা দেবী চিরদিন অদৃষ্টবাদী। যা' হ'বে,—তা হবেই। তার বাইরে কেউ যেতে পারে না, এই তাঁর বিশ্বাস। তাঁর মতে যে'টি অন্যায়, তিনি প্রতিবাদ করেন, বিফল হ'লে

ভাবেন "ওই নিয়তি।" শত চেষ্টা করলেও কিছু হবে না, তাই অনর্থক শান্তি নষ্ট করেন না।

তাই তাঁর স্নেহের দুলালীকে যখন আদর্শ নারীর ছাঁচে গড়ে তুলছিলেন, তখন স্বামী তাঁর আজগুবি খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য কন্যাকে যে পথে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তা'যদি বিধি-নির্দ্দিষ্ট না হয়, তবে কিছুতেই পারবেন না, ভেবে নিরস্ত হ'ন।

ডাঃ রায় তাঁর ইংরাজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের পরামর্শে স্ত্রীর যুক্তি অগ্রাহ্য ক'রে মাধবীকে ভর্ত্তি করলেন একটি নামজাদা ইংরাজ কলেজে। মাধবীর মেমের মত চালচলন দেখে পাড়ার মেয়েরা ঠাট্টা ক'রে ছড়া বানাল,

"—নামল শাড়ী, উঠল গাউন
ব্যাস কালিদাস তলিয়ে গেল
আসল শেলী কীটস্ ব্রাউন·······"

তৃপ্তচোখে ডাঃ রায় দেখেন কন্যার নবরূপ। আর কল্পনার চোখে তিনি দেখেন তার মধ্যে পুরুষের সমকক্ষ একটি উচ্চশিক্ষিত ইংরাজ মহিলার স্বাধীন দৃপ্ত মূর্ত্তি।

আর নীলিমা দেবী ভাবলেন, নিয়মের রাজত্বে ব্যাভিচার নেই, আম গাছে আপেল ফলে না। এ ধনিকের ক্ষণিকের খেয়াল, সতী সাবিত্রীর দেশে তাঁদের আদর্শকে তিল মাত্র ক্ষুণ্ন করার শক্তি কারোর নেই বা কোন দিন হবে না। তাঁর কন্যা তার সংস্কারের বাইরে যেতে পারে না। এ'টী তার ছদ্মবেশ, যে দিন ভুল বুঝবে, অনুতপ্ত হবে।

সেদিন মাধবী নাচ শিখছিল যমুনা বাঈ এর কাছে। একটি ২৮।৩০ বছরের প্যাণ্ট কোর্ট পরা ছিপছিপে যুবককে সঙ্গে নিয়ে মাধবীর পিতা তার পাশের ঘরে এসে বসলেন। যুবকটি এ ঘর থেকে মাধবীকে দেখছে। নাচ শেখা শেষ হ'লে মাধবী পিতার কাছে এলো। দেখল সে এই নবাগতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে।

পিতা পরিচয় করিয়ে দিয়ে মাধবীকে বললে মিঃ সেনের কাছে ইংরাজী পড়লে সে সত্বর ইংরাজীতে দৃঢ় হবে।

মাধবী বলল, "বাবা ফার্ষ্ট ইয়ারে তেমন পড়ার চাপ নেই,—এখন মাষ্টার লাগবে না,—সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে একজন টিউটর নিলেই হবে।"

ডাঃ রায় বললেন, "না মা– গোড়ায় কাঁচা থাকলে উপরে উঠে "মেক-আপ" করা যাবে না। নীচে থেকে পেকে উঠাই ভাল। আর তা ছাড়া মিঃ সেনের মত শিক্ষক মেলে না। উনি বিলাত ফেরৎ। আর তোমাকেও একবার বিলাত যেতে হবে।"

মাধবী আর উত্তর করল না। সেদিন থেকে মিঃ সেন এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করছেন, প্রথম প্রথম প্রত্যহ সন্ধ্যায়, কিছুদিন পর থেকে সকাল সন্ধ্যা এই ভাবে চার বৎসর গত হয়েছে। এখন তিনি এ বাড়ীর একজনের মত হয়ে গেছেন। আর সেটা সম্ভব হয়েছে মাধবীর পিতার প্রশ্রয়ে। তাঁর মদ্যপানে বিঘ্ন ঘটায় মাধবী, দেখলেই গ্লাস বোতল ফেলে দেয়। তার জ্বালায় বাড়ীতে মদ আনা বা খাওয়ার উপায় নেই, কড়া শাসন তার। এই মাষ্টারই প্রতি সন্ধ্যায় খুব গোপনে একটি করে বোতল এনে দিয়ে গৃহস্বামীর অন্তর জয় করেছেন। তাই এ বাড়ীতে কতকটা আধিপত্যও হয়েছে তার। এখন মাধবীর মন জয় করতে পারলেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সেইজন্য নারী-প্রগতি-সঙ্ঘ সৃষ্টি করা হয়েছে, মাধবীকে সভানেত্রী করা হয়েছে ; সঙ্গে করে বিলাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও চল্‌ছে। জাল পাত্‌ছে খুব সতর্ক হয়ে অভিজ্ঞ শিকারির মত। এই চক্রান্তে মিঃ সেনের প্রধান সাহায্যকারী তাঁর ভগ্নি মিস্ রীতা। অপর দিকে মিস্ জ্যোৎস্না, তাই জ্যোৎস্না এদের চক্ষুঃ শূল।

[উনত্রিশ]

মধুময়ের মোকর্দ্দমার দিন এসে গেছে, আগামী সোমবার থেকে উঠবে দায়রায়,—মধ্যে মাত্র দু'টী দিন। অথচ সে এখনও নিশ্চিন্তে পল্লীর কাজ করছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলোর সব চেয়ে দরিদ্র দু'শ ব্যক্তিকে দশ বিঘা করে জমি বিলি করা হবে, তার লিষ্ট তৈরী করছে বার্ণপুর স্কুলে বসে। সকল কেন্দ্র নেতারাও একমত হল।

আমিনকে দশ কাঠা করে প্লট মাপতে বলে মধুময় বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

বাড়ী আসার পথে মলিনাদের বাড়ী পড়ে; মলিনা আজ কয় দিন মানসীর সঙ্গে গল্প করতে যায়নি। কারণটা সে জেনে যাবে তাই সাইকেলে ওদের বাড়ীর দিকে গেল। দেখে, দু'টী অপরিচিত লোক একমনে ভোজন করছে দক্ষিণের বারান্দায়।

মধুময়কে দেখেই মলিনার পিতা হরিহর মিত্র সানন্দে বললেন, "এসো বাবা, শুনিছি তুমি বাড়ী এসেছ, কিন্তু গিয়ে যে একটু দেখা করে আসব সে সময় পাচ্ছি না। বসো বাবা বসো।"

আগন্তুকেরা বেশ চতুর,—সময় নষ্ট করার লোক নন। একবার মাত্র মধুময়কে দেখেই ভোজনে মনোনিবেশ করলেন। বেলা অনেক হয়েছে, বাড়ীতে মা বাবা তার অপেক্ষায় আছেন, তবুও ব্যাপারটা কি জানার জন্য সে বসল ও ভাবল, খুব সম্ভব মলিনার বলিদানের ব্যবস্থা হচ্চে। মলিনা তার ব্যায়াম শিক্ষার ছাত্রী ও তার বোনের বন্ধু।

মিত্র মহাশয় সংক্ষেপে আগন্তুকদের পরিচয় ও তাঁদের আগমনের কারণ ব্যক্ত করলেন।

ঘণ্টাখানেক ধরে খাওয়া শেষ করে আগন্তুকদ্বয় বসলেন পূর্ব্ব স্থানে। আত্মম্ভরিতার ঝড় তুললেন। পাত্রের পিতা ফটিকচাঁদ গর্ব্বের সঙ্গে বলছেন, "দেখুন মিত্র মশায়, আমার ঘরে মেয়ে দেবার ভাগ্যি যার তার হয় না। এই গত শনিবারে দেভোগের জমিদার শেখর বোস গেছল তার মেয়ের বিয়ের জন্য। মেয়েটি ডানাকাটা পরী বললেই হয়, আর খরচ করবে প্রচুর—দশ হাজারের মত, কিন্তু আমি বড়লোকের নাটক নভেল পডা মেয়ে নেব না,আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, জীবন যাবে তো কথা নড়বে না। তখন কত সাধ্য সাধনা, তাতেও যখন ফল হ'ল না, তখন টাকার লোভ দেখাল,—গাড়ী নিন, কলকাতায় বাড়ী নিন, আরো কত কথা, আমি আলতো ফালতো অত মনে করে রাখিনী কিন্তু আমাকে নড়াতে পারলো না, আমি অচল, শেষে সরে পড়ল। এখনও পত্র দিচ্ছে।" মধুময়ের মুখে অপ্রসন্নতার ভাব লক্ষ্য করছে। একটু পরে বলল, "প্রায় একশ জায়গায় মেয়ে দেখেছি,—এখনও হাতে পঞ্চাশটি সম্বন্ধ রয়েছে, ডাইরী রাখতে হয়েছে, কাল যাবো হরিপাল, আর বলেন কেন, একটা মেয়েও পছন্দ হ'ল না।

ভাবছি, বাংলা দেশের হলো কি? আর একটাও সুন্দরী মেয়ে জন্মাচ্ছে না। এমাসের কেবল আজকের দিনটা ফাঁক ছিল, তাই এলাম আপনার মেয়ে দেখতে।"

পাত্রের মামা নিমচাঁদ মুখে বসন্তর দাগ, যেমন কালো তেমনি রোগা ও লম্বা, চোখ দু'টি সব সময় লাল,— সে বলল, "বাড়ীর ভাত আমরা খাইনে মেয়ের বাড়ী খেয়ে চলছে আজ ছ'মাস। রোজ নেমতন্ন, জামাই আদরে।"

মধুময়ের অসহ্য লাগছিল,— দু'একটা কথা না বলে আর থাকতে পারল না। "ছেলেটি কতদূর পড়েছে?" মধুময় জিজ্ঞাসা করল।

নিমচাঁদ মুখ-ব্যাদন করে বললো, 'ও কথা তোমার জিজ্ঞেসা করা ভাল দেখায় না। যারা লেখা পড়া কিছু জানে তারাই পারে, চেপে যাও।'

ফকিরচাঁদ গরম হয়ে বললো, তোমাকে তো সরস্বতীর সতীন বেটা বলেই মনে হচ্ছে, যারা দু'একটা পাশ করেছে তারা না হয় পারে—তোমার তো "'ক' অক্ষর গো-মাংস" বলেই মনে হয়, বল, 'ক' 'ব' 'ঠ, কিছু শিখেছ বাবাজী?

মধুময় এ কথার জবাব দিবার পূর্ব্বেই হরিহর বললেন, "ও ফার্ষ্ট হয়ে এম. এস. সি, পাশ করেছে,- সোনার মেডেল পেয়েছে।"

চোখ কপালে উঠল দুজনের। একটুখানি চুপ করে থেকে ফটীক বলল, "এম. এস. সি॥ উঃহুঃ, না, হতেই পারে না। আমি মুখ দেখলেই বলতে পারি। এম. এস. সি অত সোজা না, যে-সে পাশ করতে পারে না।"

মধুময় হাসছে।

পুনরায় ফটিকচাঁদ বললো, "আর পরীক্ষা দিতে আপনি কি দেখেছেন? আপনার তো শোনা কথা, ওর কোন দাম নেই। আর তা ছাড়া এক নামের কত ছেলে পরীক্ষা দেয়, আর সেই নামের আর একটা ছেলে নিজে ফার্ষ্ট হয়েছে বলে নিজের নাম জাহির করে। সেই নাম ভাঙ্গিয়ে খায়।"

মধুময় বলল, "মিত্তির কাকা, বাজে কথা ছেড়ে, কাজের কথা বলুন. মেয়ের বিয়ে একটু ভেবে চিন্তে দেবেন, অত বড় ঘরে দেবেন না,- বেলা হয়েছে, মা বাবা না খেয়ে এখনও বসে আছেন, আমায় একটু তেল গামছা দিন আপনার পুকুর থেকে ডুবটা দিয়ে যাই।"

হরিহর তেল গামছা দিলেন, মধুময় পুকুরে গেল।

ফটিকচাঁদ অমনি বলে উঠল, "দেখলেন তো, লেখাপড়ার কথা উঠতেই পালাল,—আমরা সেকেলের ছাত্তবিত্তি পাশ, কোন বেটা কাছেই ঘেঁসতে পারে না।........"

মধুময় পুকুরে গিয়ে দেখে মলিনা ঘড়ায় জল ভরছে। সে জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে বলল, "ডুবে যাব নাকি, ধরবে না আমায় ?"

সজল ডাগর চোখে মধুময়ের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মলিনা বললো, "আপনি ডুবলে, আমায় ডোবাবে কে ? আমিতো ডুবতে চলেছি—নিষ্ঠুর।" কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর দিকে গেল সে।

মধুময় কিন্তু সত্যিই ডুবে গেল,—জলে নয়, চিন্তায়।

মধুময় বাড়ী এসে দেখে অনুপম এসেছে,—মলিনার কথা ভাবতে ভাবতে অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে মধুময় এল বিলে, এখানে কাজ চলছে পুরাদমে। জমির গ্রাহকদের নিয়ে কেন্দ্র নেতারাও সেখানে হাজির। বারফুট প্রশস্ত কয়েকটি রাস্তা রেখে দশ বিঘা করে প্লট করা হচ্চে ও খোঁটা দিয়ে চিহ্নিত করা ও এক দুই করে নম্বর দেওয়া হচ্চে। নামের আদ্যক্ষর অনুসারে প্লট বিলি করা হচ্চে। সব দিক দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে অনুপমকে নিয়ে মধুময় ষ্টেশনের রাস্তায় বেড়াতে গেল। যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই জমি চায়, বাস করতে চায় মধুময়ের নূতন পল্লী "মধুপুরে"। হামিদ, কালিদাস প্রভৃতি মধুময়কে প্রাণের মত ভালবাসে। গ্রামের সকলে মধুময়ের অজ্ঞাতে নূতন পল্লীর নাম দিয়েছে "মধুপুর"। মধুময়ের বুকে বয় একটি আনন্দের হিল্লোল। স্রষ্টার আনন্দ সৃষ্টি করে।

কাল কলকাতায় যেতে হবে, পরশু থেকে আরম্ভ হবে জীবন-মরণের খেলা, কী হবে কেউ জানে না। শীতের রাত্রি সাতটা হ'ল। আর রাত না করে দুজনে বাড়ীর দিকে আসছে।

কিছুদূর আসতেই নবীন দুলে বলল, "মধুদা, বিকাশ বাবু বাড়ী যাচ্ছে যে, সঙ্গে আরও তিন জন লোক, চিনতে পারলাম না।"

মধুময় বিস্মিত ভাবে বলল, "তাই নাকি ! কতক্ষণ গেছে ?"

নবীন বলল, "এতক্ষণ বাড়ী পৌঁছে গেছে"।

আবার কিছুদূর আসতেই সুজাদি বললো, "মধু বেটা, বিকাশ বাবু বাড়ী যাচ্ছে, যে সঙ্গে আরও তিনটে লোক—চিনতে পারলুম না। কিছুক্ষণ হ'ল গেছে।"

দ্রুতপদে মধুময় অনুপমকে নিয়ে জ্যেঠার সঙ্গে দেখা করল বৈঠকখানায়. হেডমাষ্টার মশায় ও পুরোহিত আচার্য্যমশায় সেখানে ছিলেন। মধুময় বলল, "জ্যেঠা, দাদা বাড়ী এসেছে ?"

জ্যেঠা বললেন, বিশেষ ব্যস্তভাবে. "কে বিকাশ ? কই না, এসেছে না-কি ? দেখেছিস্ তাকে ? আহা কতদিন তাকে দেখিনি, আমায় একদিন না দেখে সে থাকতে পারত না !" স্নেহ-কাতর পিতার বুভুক্ষু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস একদমে কতকটা বেরিয়ে এল। ডুবে গেল চিন্তায়।

মধুময় বললো, "আমি দেখিনি নবীনদা ও সুজাদ্দিন চাচা এরা দেখেছে, সঙ্গে আরও তিনজন লোক,—হয়ত বন্ধু-বান্ধব হবে।"

"কিন্তু গেল কোথায় ? দেখি, বোধহয় আগে তার মার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। মধুময়, দেখ বাবা অন্য কারো বাড়ী গেল কিনা।"

মধুময় অনুপম গ্রামের মধ্যে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ খুঁজল। কিন্তু তার ছায়া দেখা গেল না। মধুময়ের চিন্তাস্রোত অন্যপথে ঘুরল। তার মনে পড়ল ভবানীপুরে রঞ্জনাদের বাড়ীর কথা। সে নিশ্চয়ই এসেছে, ওরা অত ভুল দেখিনি। আজ সে স্নেহ-বৎসল পিতাকে স্নেহপরায়ণ পুত্ররূপে দেখতে আসেনি ; আজ সে আস্ছে,—তার স্নেহান্ধ-পিতার বক্ষরক্তে পাপীয়সী রঞ্জনা ও তার মায়ের তর্পণ করতে।

"কি করা যায়, অনুপম ? কালতো সকালে কলকাতায় যেতেই হবে, আর তো দেরী করতে পারি না।"

"হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি, চলো, হামিদ কালিদাসকে ডেকে সব বলি, তারাই জ্যেঠাকে পাহারা দিক।"

দু'জনে গেল হামিদ কালিদাসদের বাড়ী, সব বুঝিয়ে তাদের পাহারা দিতে পাঠাল। মধুময় অনুপম বাড়ী গেল।

রাত্রি তখন বারোটা হবে, ঘোর অন্ধকার, নিজের হাতটাও দেখা যায় না। শীতের রাত্রি, দরজা-জানালা বন্ধ করে সকলে লেপ তোষকের মধ্যে গাঢ় ঘুমে অচেতন। আকাশের তারকাও যেন ঘৃনায় মুখ ফিরিয়েছে, করুণার দৃষ্টি আজ আর মাটীতে আসছে না। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বিকাশ গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা জানে না, তবু খুব সাবধানে আস্ছে, সঙ্গে

আরও তিনজন লোক, সকলের সর্ব্বাঙ্গ কালো পোষাকে আবৃত। বেপরোয়া সে, আজ সে তার পথের কাঁটা সরাবেই, ভাগ্য ফেরাবেই,—জমিদারী হাতে পেয়ে রঞ্জনাকে বিয়ে করে সুখী হবেই। মাত্র একটা জীবন নেবে, ষ্টুডিও ক'রে বহুজীবন বাঁচাবে। সেকি অন্যায়? কিছুতেই না। ভাবতে ভাবতে আসছে, বাড়ীর উত্তরের বাগান দিয়ে। কয়েক পা আসে, আবার দাঁড়ায়—কখনও বা ফিরে যেতে চায়, থাক্‌গে কাজ নেই।

বীরেশ ভৎর্সনা করে,—"কাপুরুষকে রঞ্জনা ঘৃণা করে, বীরভোগ্যা-বসুন্ধরা কাপরুষের ঠাঁই নেই এখানে।"

আবার চলে দৃঢ়পদে, মনে সাহস নিয়ে।

রান্নাঘরের পাশে,—পাঁচিলের একজায়গায় ভাঙ্গা, অনেকদিন মেরামত হয়নি। অত্যন্ত সন্তর্পণে ঢুকল চারজনে, সোজা এল সকলে পা টিপে টিপে,—বসন্তবাবুর নীচের শয়নঘরের দরজার কাছে। দরজা ভেজান, বরাবরই থাকে। বিকাশ ছোরা হাতে ঘরে ঢুকল। "মশারীর মধ্যে শুয়ে কে? বাবা! হ্যাঁ, বাবা-ই তো! উঃ—' ছুটে বাহিরে এল সে। ইতিমধ্যে সব পথগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে।

বিকাশ বললো, "বীরেশদা, আমায় ক্ষমা করো, আমি পারব না, বাবার শরীর খুব খারাপ।"

খুব আস্তে বীরেশ বললো, "ওঃ তা'হলে তো ভালই হয়েছে—আধমরাকে মারতে দোষ নেই। উনি কষ্ট পাচ্ছেন, পুত্র তুমি, পিতাকে মুক্তি দাও, আর নিজে সুখী হও। যদি উইল করে মরে, তবে জেনো বুদ্ধিমান্, তুমি পথে পড়ে শিয়াল কুকুরের মত মরবে। নাও,—পাগলামী করো না, শীঘগির কাজ শেষ করো, দেরী করলে সব পণ্ড হবে। রঞ্জনার আশাও ছাড়তে হবে।"

"বীরেশদা, তোমার পায়ে পড়ি, তোমায় দশহাজার টাকা দেব, তুমি এ কাজটা করো, না হয়, ওদের দিয়ে করাও, আমি পারছি না, আমার গা কাঁপছে।" বিকাশ বললো।

বীরেশ খুব সতর্ক হ'য়ে নীচু গলায় অথচ দৃঢ়ভাবে তিরস্কার করে বললো, "দশ লাখ দিলেও না, রঞ্জনাকে ভোগ করবে তুমি, আর পাপ ভোগ করব আমরা?" মুখ খিঁচিয়ে রেগে বলল, "গা কাঁপছে তো এলে কেন কাপুরুষ?

এই কি কথা ছিলো? নাও, শীঘগির কাজ শেষ করে ফেলো, আর ছেলের হাতে মরলে ওঁর 'অক্ষয় স্বর্গ' হবে, পুত্র তুমি, ওঁকে উদ্ধার করো এই নরক থেকে। জমিদারী পেয়ে ভাল করে একটা শ্রাদ্ধ করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অলকেশ বলল, "কুছ্ পরোয়া নেই, এসোব কাজে ভাবলে চোল্‌বে না, মোনে জোর নিয়ে একদোমে কাম ফতে কোরতে হোবে, ভাবলেই ভয় আসবে, মোন নোরম হোবে, কাজ পোণ্ড হোবে। আমি ওমন কোতোই কোরেছি, এক ঘোণ্টা কোষ্ট কোরলে সারাজীবন ছুখ হোবে, রোন্‌জোনা দেবী তোমার মুখ চেয়ে রইছে।"

বিকাশের মুখ শুষ্ক, বিবর্ণ, ছোরা সমেত ডান হাত খানি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ঘরে ঢুকল খুব সন্তর্পণে, মশারীটা তুলে দিল।

রক্ষীদল এদের দেখতে পেয়েছে, উল্টো কোন ফ্যাসাদে পড়তে পারে ভেবে একজন মধুময়কে ডাকতে গেছে। মধুময় অন্ধকারে অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে, হাতে টর্চ্চ।

বিকাশ ছোরা হাতে তার পিতার মাথার দিকে গেলো, দেখল, সেখানে দাঁড়িয়ে সুবিধা হয় না; ঘুরে ডানপাশে গেল, বাঁ হাত দিয়ে মারতে হয়, জোর হবে না; পায়ের দিকে গেলো, বুক দূরে থাকে, তা-ও হয় না, বাঁ পাশে গেল, হ্যাঁ এখান থেকেই সুবিধা হয়। ছুরিটার ধার দেখে নিয়ে নীচু হ'য়ে দৃঢ়মুষ্টিতে ছোরা ধ'রে আমুল বসাতে উদ্যত হয়েছে;—

বসন্তবাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেছে,—চোখ চেয়েই দেখেন অন্ধকারে প্রেতের মত কে একজন দাঁড়িয়ে, হাত উঁচু করে। চিনতে না পারলেও বিকাশের আসার কথা,—তাই আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কে? বিকাশ? এসেছিস্ বাবা। তোর জন্যে এতক্ষণ জেগেছিলাম, —এইমাত্র ঘুমিয়েছি"·· ·······

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, আর পিছানো যায় না, উদ্যত ছোরা বুকে পড়েছে আরকি। এমনি সময় হামিদ কালিদাস বেগে ঘরে ঢুকেই বিকাশের ছোরা সমেত হাত ধরল হামিদ, কালিদাস তাকে পাঁজিয়ে ধরে টান্‌তে টান্‌তে বাইরে আনল। অপর তিনজন দস্যু পালাচ্ছে,—সেই পথে অনুপম, মধুময় আসছিল, টর্চ্চ মারতেই দেখে কালো পোষাক পরা তিনটে দস্যু পালাচ্ছে,—তাড়া করল তারা টর্চ্চ নিয়ে। ওদিক থেকে কমল, কুমুদ, রোমজান প্রভৃতি ছুটছে, সকলের

হাতেই টর্চ্চ। হাঁকাহাঁকি করছে সকলে, দস্যুরা প্রাণপণে ছুটছে, খুব ভীত হয়েছে, অজানা মেটো পথে আলো-আঁধারে ভাল ছুটতে পারছে না, এ গ্রামের মাটীও তাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, কেবল হোঁচট খাচ্ছে, চারিদিকে অনেকগুলো কুকুরও তাড়া করেছে। সামনে কুকুর, আশে পাশে কুকুর—চারিদিকে লোক—আর ছুটতে পারলো না, কুকুরের কামড়ে পড়ে গেল তিনটেই এখানে ওখানে। ধরল সবাই গিয়ে, মধুময় ধরল সবচেয়ে বড় গুণ্ডা আলকেশকে, কিছুদূরে রোমজান, কমল, কুমুদ প্রভৃতি ধরল অপর দুটো দস্যু—বীরেশ ও কাল্লুখাঁকে।

তারা কিছুতেই আসতে চায় না,—জোর খাটাতে লাগল, সে কী ধ্বস্তা-ধ্বস্তি—। সব চেয়ে বেশী করছে আলকেশ, কিন্তু মধুময় ধরেছে তাকে লোহার সাঁড়াশীর মত। আলকেশ বুঝছে এ বড় শক্ত ঠাঁই, এবার বোধ হয় নিস্তার নাই। তাই নতিস্বীকার করে হিন্দীতে বললো,—"মেহেরবান্ গোস্তাকি মাপ কিজিয়ে, হাম্ ঘরমে চলা যায়েঙ্গে,—ছোড়্ দিজিয়ে আপকো গোঁড়কা ধুলি লেতা,"—

মধুময় বললো, "জরুর দেগা, আইয়ে হামারা সাথ।" কিছুতেই আসতে চায় না। টানতে টানতে আনছে ওরা সব কটাকেই।"

এদিকে ভাবগতিক বেগতিক বুঝে, বিকাশ চীৎকার করে বলছে, "বাবা, ওঠ, দেখ কারা তোমায় খুন করতে ঘরে ঢুকেছে,—আমি ধরে ফেলেছি, আর রাখতে পাচ্ছি না, পালাল, শীঘগির ওঠ, মা ছুটে এস, আলো আন। আমি না এসে পড়লে তোমায় খুন করে ফেলত,—" আরো কতো কী, তড়পাচ্ছে খুব।

এমন সময় বিকাশের গলার আওয়াজ ও গণ্ডগোল শুনে বিকাশের মা, বোন, যতীন মামা, দারোয়ান প্রভৃতি পাড়ার বহুলোক, আলো নিয়ে সেখনে এসে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রাণপণে বিকাশ চেঁচাচ্ছে। মাকে আস্তে দেখেই বিকাশ বললো, "শীঘগির এসো মা, বাবাকে এরা খুন করছিল—আমি এসে না ধরলে........"

বিকাশের মা কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন,—"বিকাশ, এসেছিস্ বাবা—তোর মা'র কথা মনে পড়েছে?" ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা আমার বিকাশকে অমন করে ধরে রেখেছ কেন? ছাড় বলছি,—"

উৎসাহিত হ'য়ে বিকাশ বিশমুখে বলছে, "মধুময় কেবলই আমায় বলে তোর মা-বাপ ভাল আছে, তোর বাড়ী যেতে হবে না, টাকা আমি এনে দেব,—কিন্তু একটা টাকাও আমায় দিত না, বাড়ী এলে খুন করবে বলে কতবার আমায় ভয় দেখিয়েছে—ওই গুণ্ডাকে আমি খুব ভয় করি ওর ভয়ে আমি বাড়ী আসতে পারি না। আজ আর কিছুতেই থাকতে পারলাম না—, পাছে ও দেখতে পায় তাই রাত্তিরের ট্রেণে এই কালো পোষাক প'রে একা এসেছি। কী ভয় করছিল আমার—এসেই দেখি কারা বাবাকে খুন করতে ঘরে ঢুকছে, তাই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ধরে ফেলেছি' এই দেখ......."।

শুকতারা চোখমুখ ঘুরিয়ে বলতে লাগলো—, ওমা, তাই বলো, আমার নন্দ-দুলাল ছেলে এমন হলো কি করে, ওকে বাড়ী আসতে দিতনা, টাকাও মেরে দিত' এখন সব বুঝলাম,—"

সকলে তাজ্জব হয়ে শুনছে, হামিদ, কালিদাস চুপ করে শুনছে এবং ওর দৌড় কতদূর দেখছে।

এমন সময় মধুময় আলকেশকে টানতে টানতে সেখানে আনলো, সঙ্গে সঙ্গে কমল, কুমুদ, পরেশ, উৎপল, রোমজান পাকড়ে আনল বীরেশ ও কাল্লুখাঁকে মধুময় বললো, "আন্ দড়ি,—"

সকলেই আলো তুলে মুখ দেখতে লাগলো।

বাড়ীর চাকর মধুময়ের কথামত এনেদিল নারিকেল-পাড়া কাছি। সেই এক দড়িতেই থামের সঙ্গে তিনটেকেই বাঁধা হ'ল। সকলেই দেখছে, কী ভীষণ খুনে ডাকাত ধরা পড়েছে।

মধুময়ের মা বাবা ভগ্নি প্রভৃতিও এসেছে, দেখছে এই অদ্ভূত কাণ্ড।

মধুময় ও তার সঙ্গীরা খুব উত্তেজিত। মধুময় বললো "আন্ কালিদাস, ওটাকেও একসঙ্গে বেঁধে ফেলি। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন? সকালে পুলিশে খবর দিলেই হবে।"

ইতিপূর্ব্বে শুকতারা ছেলের মুখে যা' শুনেছেন তা' সহজেই বিশ্বাস করেছেন, সাধারণ মাতা-পিতা নিজের ছেলের দোষ দেখতে পান না, যত দোষ পরের ছেলেই করে। এখন তাঁর নির্দ্দোষ পুত্রকে জেলে দিয়ে মধুময় জমিদারী গ্রাস করার পথ পরিষ্কার করছে, ভেবে রাগে গর্জ্জন করে বলে উঠলেন,

"পুলিশে দিবি, থামের গায়ে বাঁধবি আমার ছেলেকে? এত সাহস তোর হয়েছে? শয়তান! আমার ছেলে তোর ভয়ে বাড়ী আস্‌তে পারেনা,' ফি মাসে টাকাগুলো নিয় মেরে খেইছিস্‌ আর আজ জেঠাকে তোর গুণ্ডাদল দিয়ে খুন করে জমিদারী নেবার পথ পরিষ্কার করছিলি? ভাগ্যিস্‌ আজই বিকাশ বাড়ী এসেছিলো, তাই খুন ধরা পড়ল। এখন উল্টোচাপ দিয়ে ওকে খুনে কেসে ফেলতে যাচ্ছিস্‌, তোর সর্ব্বনাশ হবে,—বজ্রাঘাত হবে।"

বসন্তবাবু পাথরের মূর্ত্তির মত অচল, তাঁর ভাবনা সীমাহীন।

মধুময় একটু উত্তেজিত ভাবে বলল,—"জেঠিমা, সর্ব্বনাশ আপনার হচ্ছিল আজ ঐ ছেলের হাতে,—রঞ্জনাদেবীর রক্তের পিপাসা মেটাতে জ্যেঠার প্রাণ বলিদান যাচ্ছিল। আর চোখ বুঁজে থাকবেন না,—ছেলেকে সংশোধন করুন। করুণাময়ীকে ধন্যবাদ দিন যে আজ আমি বাড়ী ছিলাম,—সন্ধ্যেবেলা সংবাদ পেয়েছিলাম, আমার গ্রামরক্ষী দলকে পাহারায় রেখেছিলাম, তাই বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা পড়ল, খুন বন্ধ হল, জেঠার প্রাণ বাঁচল। একই পোষাকপরা এ লোকগুলো কারা? কে এনেছে? কেন এনেছে? একবার ভেবে দেখুন। আর টাকা ফাঁকি দেওয়ার কথা বলছেন, টাকা নিয়ে যাওয়ার পরদিনই ও টাকা নিয়ে যেত কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে,—তাছাড়া মেসের ঠাকুরের কাছ থেকেও দু'শ টাকা ধার করেছে,—আমার ভাই ব'লে তারাও দিয়েছে, ও সে টাকা শোধ করেনি,—শেষে আমাকেই দিতে হয়েছে। এত কাণ্ড করেছি তার এই পুরস্কার?

"সব মিথ্যে কথা,—আমি খবর পেয়েছি, চোর, বদমাস—বজ্রাঘাত হবে।'

সুনন্দা চুপ করে শুনছিলেন, এত লোকের সামনে তিনি কোনদিন বার হননি,—আর সহ্য হলনা, জয়ন্তও ক্ষেপে উঠেছেন রাগে—এগিয়ে যাচ্ছেন উচিৎ শিক্ষা দিতে।

সুনন্দা তাঁকে সরিয়ে দিয়ে, মধুময়কে কাছে নিয়ে বললেন, "দিদি, বজ্রাঘাতে আমার কপাল ভাঙ্গছে, কিন্তু রক্ষে দেবরাজের বজ্র তোমার মত ভুল করেনা, ধর্ম্মের মাথায় পড়েনা, অধর্ম্মকেই চূর্ণ করে। চলে এসো মধুময়, আর এখানে এক মুহূর্ত্তও না—, তোমার জ্যেঠার কপালে যা আছে হোক্‌।"

বসন্তবাবু এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিলেন, ভাবতে তার ভীষণ কষ্ট যে তাঁর

পুত্র বিকাশ তাঁকে খুন করবার জন্য গুণ্ডা নিয়ে এসেছে। কিন্তু মধুময়কে তিনি পুত্রাধিক ভালবাসেন, এবং অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করেন, সকলের সঙ্গে বলেন, "মধুবেটা শাপভ্রষ্ট-দেবতা"। সেই মধুময় যখন বলছে তখন এতে অবিশ্বাসের আর কিছু নেই, তিনি বিকাশকে বললেন, "বিকাশ এত দিন পরে বাড়ী এসেছো তা এ বেশে কেন ?"

"মধুময়ের ভয়ে, যে গুণ্ডা,........"

"ওঃ বুঝেছি, সঙ্গে ও লোকগুলি কে ?" পিতা বললেন।

"ওদের আমি চিনি না, ওরা মধুময়ের গুণ্ডা," ইতস্ততঃ করে বলল।

এমন সময় বীরেশ বললে, "কিগো ভাল ছেলে হচ্চ ? আমাদেরকে বিপদে ফেলে পা টেনে নিচ্ছ ? আমার নাম বীরেশ সিংহ, ভুলনা........।"

তখন বিকাশ বললে, উনি বীরেশদা, ওঁর বাড়ীতে আমি থাকি, আর ওরা ওঁরই লোক। একা আসতে পারিনা তাই সঙ্গে এসেছে........"

বসন্ত বাবুর শরীর কাঁপছিল, ভয়ে নয়,—মৃত্যুভয় তাঁর কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। কাঁপছিল ভীষণ দুঃখময় জীবনের ইতিহাসের পাতাগুলো এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে পড়ে ! কী এত মহাপাপ তিনি করেছেন যে, স্ত্রী পুত্র, যাদেরকে সর্ব্বস্ব দিয়েছেন উজাড় করে তারাই তাঁকে হত্যা করতে চলেছে। আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় শুকতারা ধমক দিয়ে বললেন, "থাম, আর পণ্ডিতি ফলাতে হবেনা, কিসে কি হচ্ছে আমি বুঝেছি, মধুময়, ওদেরকে বাঁধা উচিৎ হয়নি, ওঁরা আমার বিকাশের আশ্রয়দাতা তাঁদের তুই অপমান করেছিস ? খুলে দে এক্ষুনি,.......

হামিদ আর থাকতে পারলো না; বলল, "জেঠিমা আর জেগে ঘুমোবেন না। নির্দ্দোষকে অত দোষারোপ করবেন না, ধর্মে সইবে না, আজ মধুদা বাড়ী না থাকলে, জ্যেঠা এতক্ষণ পিতৃভক্ত পুত্রের দয়ায় রক্তের বৈতরণীতে সাঁতার কাটতেন। আমাদের সাধ্যও ছিলনা এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করি। জেনে রাখুন,—মানুষ তো কতই আছে, কিন্তু মধুদার মত প্রাণ অতি অল্পই আছে। আজ না হোক্ দুদিন পরে এভুল বুঝতে পারবেন,—অনুতাপে পুড়ে মরবেন—প্রতিকারের সব পথ তখন বন্ধ হয়ে গেছে, দেখবেন। চলে এস মধুদা চলুন মা—।"

সকলে চলে যাচ্ছে,·······বসন্তবাবু উত্তেজিত ভাবে বললেন, "বিকাশ, বাবাকে দেখতে এসেছো তিনজন গুণ্ডা সঙ্গে করে—রাত্রের অন্ধকারে ছোরা হাতে করে·······

বিকাশ বলল, "ঘরে চলুন, আপনাকে সব খুলে বলছি," ওদের বাঁধন খুলে দিচ্ছে বিকাশ।

"হুঃ বুঝেছি, চার বন্ধুতে আমায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দিতে এসেছ, তা দেও, তোমাদের মনের আশা পূর্ণ করো, এই তোমার ছুরির তলায় আমি বুক পেতে দিচ্ছি। আমাকে নরক থেকে উদ্ধার করো আমি বেঁচে যাই।" বসন্তবাবু দুঃখে বিচলিত হয়েছেন।

শুকতারা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "ছেলেটাকে খামাকা দোষারোপ করছ, পাগল কোথাকার! কিসে কি হচ্ছে বুঝতে পারনা?

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বসন্তবাবু বললেন—"আমি পাগল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাগলামি এবার একটু করব,—হরবন্।

"হুজুর"

"বন্দুক,—বন্দুক, আমার বন্দুক আন·······" গর্জ্জন করে উঠলেন বসন্ত। হরবন ঘরে যাচ্ছে,··········।

"আচ্ছা থাক্, হরবন, পুলিশে খবর দাও········।

"জো হুজুর·······"

থানায় যাচ্ছে হরবন।

কপালে করাঘাত করে ছটফট করে বেড়াচ্ছেন বসন্তবাবু—, হরবন কিছুদূর গেছে,—বসন্তবাবু চেঁচিয়ে বললেন,—"হরবন ফেরো, ফের, ভেবেদেখি।"

ইতিমধ্যে সকলকে নিয়ে শুকতারা উপরে গেছে।

[ত্রিশ]

রাত্রিতে মাধবীর ঘুম আসছেনা,—ছট্‌ফট্ করছে,—যেন কণ্টকশয্যায় শুয়েছে। অজস্র-দুশ্চিন্তা সহস্র রাক্ষসীর মত রাতের আঁধারে তাকে গ্রাস করতে ছুটে আস্‌ছে।

বিছানায় বসে ভাবছে, "ওঃ কী করি। কোন্ পথ ধরি, কোন ভূমিকায় কাল অভিনয় করব? সত্য বললে,—নিজের বিপদ; মিথ্যা বললে,—নির্দ্দোষের সর্ব্বনাশ। নাঃ, মাষ্টারটা আমায় ডুবিয়েছে; যে মোকর্দ্দমার ভয়ে আমি মধুময়কে, না-না, তাঁকে থানায় যেতে দেয়নি, সেই কেসে আমায় জড়ালো?" আবার শুয়ে পড়ল।

এপাশ ওপাশ ফিরছে—আবার বলছে, "ঘুম আসছেনা কিছুতেই,—এত চেষ্টা করেও ঘুমতে পারলাম না,—আসবে কেন? ঘুম যে মানুষের দুঃখকষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে, নিদ্রা—ভগবানের দান, পাপীকে আশ্রয় করেনা।

আমি মহাপাপী। যে হাতদু'খানা আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করেছিল, সেই হাতে হ্যাণ্ড-কাফ্ পরিয়েছি—আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছি, দ্বীপান্তরের পথে তুলে দিয়েছি·······।" মধুময়ের অলৌকিক বীরত্বের ছবি তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল। মনটা তার ব্যাকুল হ'ল, চোখে জল এল, বিছানা থেকে নেমে, পাশের ঘরে তার "নিভৃতাবাসে" গেল। সেই গ্রুপ-ফটো থেকে মধুময়ের ছবিটা আলদা এনলার্জ্জ করে বাঁধিয়ে রেখেছে। সেটা হাতে নিয়ে আলোয় দেখ্ছে। গাঢ়স্বরে বলল, "আমার উপর হয়ত তুমি কত রাগ করেছ। কিন্তু যদি জান্তে এতে আমার কোন হাত ছিলনা, আমি করিনি, আমি শান্তি পেতাম·······। ছবিখানা নিয়ে বিছানায় এসে বসল।

চিন্তাকুল মাধবী, বল্ছে, "না-না আমি মহাপাপী হব কেন? জীবনে কাউকে ফাঁকি দেইনি, মিথ্যা-বলিনি'—তবে হ্যাঁ, এই কেসটায় হয়ত দু'একটা মিথ্যা বলতে হবে, তা সে-তো—নিজের বাঁচার জন্য। শাস্ত্রে আছে—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"। মিথ্যা বলা পাপ, আবার মিথ্যা বলে আততায়ীর খড়্গ থেকে আশ্রিতকে রক্ষা করলে মহাপুণ্য। নিজেকে বাচাতে কাল দু একটা অসত্য বললে পাপ হবেনা।" আবার শুয়ে পড়ল।

শুয়ে বলছে, "কোন কাজ করে মনে অনুতাপ এলে তাকেই 'পাপ' বলে, আর আনন্দ বা শান্তি' এলে তাকেই বলে পুণ্য"। ধীরে ধীরে উঠে বসল বিছানায়। পরে বললো,—"নাঃ পাপপুণ্য বলে কিছু নেই এজগতে। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ও দুর্ব্বলের কাছে,—একটা অনুশাসন মাত্র। শক্তিমানের কাছে ওর জারিজুরী খাটেনা। সুযোগ-সন্ধানীরা ঐ ভয় দেখিয়েই দুর্ব্বলের

উন্নতির পথ রোধ ক'রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। "জ্যোৎস্না,—জ্যেৎস্না"—' ডাকল মাধবী। সে পাশের ঘরে শোয়। কোন উত্তর নেই—ঘুমাচ্ছে সে অকাতরে।

"না, ঘুমাক, ডাকব না-ওকে, ওর মনে জ্বালা নেই, ও ঘুমাতে জানে। আজ যদি মিস্ মাধুরী কে পেতাম, একটা সৎযুক্তি দিতে পারত সে,— খুব বুদ্ধিমতী, তার জন্যেই এখনও টিকে আছে,— শত অপরাধ করলেও ওকে ছাড়তে পারবনা অমন আর একটা কর্ম্মচারী আমার নেই।" পায়চারী করছে মেঝেয়।

আবার একটু পরে বলছে, "কালতো মধুময়ের বিচার নয়,—বিচার হবে মাধবীর। কোর্টভরা-গুণীমানী লোক থাকবেন, তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে মিথ্যা বললে সকলেই 'ছি-ছি' করবে, উঃ সে অপমানের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আবার সত্য বললে অপর দল বলবে 'সুন্দর সুশ্রী যুবক দেখে........যাক্ কপালে যা আছে তাই হবে। মাথায় একটু জল দিয়ে আবার চোখ বুজিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঢং-ঢং করে ঘড়িতে দুটা বাজল।

আবার উঠে বসে বলছে,—"রাত দু'টো বাজল, তবু ঘুম এলনা। দু'শ টাকা দিলে যদি কেউ আমাকে একটু ঘুম দিত, আমি বাঁচতাম। এই একটি জিনিষ যা কিনতে পাওয়া যায় না। নাঃ চুপ করে শুই।"

খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছে,—বোধ হয় একটু ঘুমও এসেছে, হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, "মেরে ফেললে, ডাকাতে মেরে ফেললে, কে আছ বাঁচাও আমায়, মধুময়, মধুময়, আমায় বাঁচাও।" হাঁফাচ্ছে সে।

বিছানার পাশে থাকা বাঁধানো ছবিখানা— মেঝেয় পড়ে চূর্ণ হ'ল। জ্যোৎস্নার ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে ছুটে এল ব্যস্ত ভাবে,—তার মনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাই তার, ভাল ঘুম হচ্ছেনা তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দিদি, দিদি, কী হয়েছে বলনা,—অমন করছ কেন? মাকে ডাকব? দেখল, মধুময়ের ছবিখানা মেঝেতে পড়ে আছে। দুঃখের মধ্যেও জ্যোৎস্না একটু হাসল।

মাধবীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে,—আবেগ-রুদ্ধ-স্বরে বলল, "না, মাকে জাগিয়ে কাজ নেই।

জ্যোৎস্না বলল,—"দিদি, তুমি ঘুমাও আমি তোমার কাছে বসছি।

"না, ঘুমাতে পারব না।" জ্যোৎস্নাকে একটু আড়াল করে ছবিটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে রেখে এল। বলল,—"আর রাত বেশী নেই, বসেই কাটিয়ে দিই, তুই ঘুমাগে,—তুই কেন কষ্ট করবি?"

"আমি নারী-সংঘের সভাপতি পুরুষদের সঙ্গে আমদের কোন সম্পর্ক রাখতে নেই, নারীদের সব কষ্টের মূলে এই পুরুষ। ডাকাতি করল এই পুরুষ, মিথ্যা কেস দিল এই পুরুষ, উদ্ধার করল এই পু……না-না, সে আমার অদৃষ্ট, কর্ম্মফল।"

অবশেষে ধীরে ধীরে সত্যের জ্যোতিঃতে সব কিছু ভাস্বর করে উঠলেন তমোহর ভাস্কর পূর্ব্বদিগন্তে। আঁধারের ভয় দুশ্চিন্তা ও চিত্ত-বিক্ষেপ দূর হ'ল মাধবীর, সে বলল, "আঃ বাঁচলাম, ঐ সূর্য যেন আর অস্ত না যায়! যাই স্নান করে প্রস্তুত হইগে,—আজ আমার অগ্নি-পরীক্ষা!"

[একত্রিশ]

ধর্ম্মাধিকরণ, দ্বিতল অট্টালিকার একটি প্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষে। গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ। বুক দুরু দুরু করে অজানা আশঙ্কায়।

সময় হোল, এক এক করে সকলে আসতে লাগল। মাধবীর গাড়ী এসে থামল আদালত-প্রাঙ্গণে, এইমাত্র। রঘুনন্দন দরজা খুলে দিল, আগে নামল মিঃ সেন, পরপর নামছে, মিস্ রীতা, মিসলীপি, মিস্ জ্যোৎস্না ও শেষে নামল মিস্ মাধবী। সকলেই বেশ উৎফুল্ল, কিন্তু মাধবী ও জ্যোৎস্না খুব বিমর্ষ।

এমনি সময় অনুপমের গাড়ী এসে সেখানেই বাঁধল, নামছে অনুপম, মধুময়, তাপস, হিরণ্ময়, গাড়ীতে বসে আছে অনুপমের অনুপমা সুশ্রী ষোড়শী ভগ্নী গায়ত্রী। একগাড়ী ছেলে মেয়ে, যেমন সাজসজ্জা, তেমনি রূপ। বসুধারা দেবী সবচেয়ে ভাল পোষাক পরিয়ে ওদেরকে পাঠিয়েছেন; উদ্দেশ্য,—আদালতের যেন সবাই বোঝে, এরা ডাকাত না, কেসটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর গায়ত্রীকে পাঠালেন, তার কারণ ওপক্ষে অনেক সুন্দরী মেয়েরা আসবে, এপক্ষেও দু'একটা থাকা ভাল, সাম্য রাখতে হবে, জানি কি মানুষের মন।

গাড়ী দু'টো দাঁড়াল মুখোমুখী, যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী 'সেক্হাণ্ড' করতে যাচ্ছে।

আরোহীরা মুখোমুখী, কি যেন দেখছে।

মধুময় গায়ত্রীকে একটু সস্নেহ-ঠাট্টা করে বলল, "শাঁখ বাঁজিয়ে নামাতে হবে নাকি ?"

প্রাণ মাতানো হাসিতে উজ্জ্বল করে গায়ত্রী বলল, "ঠাট্টা করবেন না মশায়, দেখবেন শাঁখ বাজে কিনা।"

মাধবী অন্যদিকে ফিরে শুন্ছে ওদের কথা, আড় চোখে দেখছে ওদের চেহারা, গা জ্বলে যাচ্ছে, 'উঃ অসহ্য, এ আবার কে ?'

গাড়ী থেকে একটা ব্যাগ মধুময়ের হাতে দিয়ে গায়ত্রী বলল, "এটা কে নেবে মশায় ? যারা পিছনে দেখেনা তারা বিপদে পড়বে না তো কে পড়বে ? ইশারা করে বলল, মধুদা ওই নাকি ?"

মাধবী শুনছে, তাই মধুময় যেন শুনতেই পায়নি এই ভাব দেখাল। সকলে হাসতে হাসতে উপরে গেল।

মাধবী ভাবছে, "এত অবজ্ঞা! আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না ? মিথ্যা না বলার জন্য চোখে চোখেও তো একটা অনুরোধ করতে পারত !"

—"আবার একজনের মাথা খাচ্ছে! নাঃ এ সহ্য করতে পারব না! এই জন্যেই নাম বলেনি। দাঁড়াও, দ্বীপান্তরেই পাঠাব, মিথ্যাই বলবো, এ দৃশ্য আমি চোখে দেখতে পারব না!" তার মনের ঝড় দ্বিগুণ বাড়ল।

মিঃ সেন একটু ঘুরে এসে বলল, "চলুন ওপরে, ডাকের সময় হ'ল। মাধবী চললো উপরে, ধীরে মন্থরে, গুরু ব্যথা তার অন্তরে।

এত সুন্দর সুশ্রী ছেলেমেয়ে আদালতে, গৃহপূর্ণ হ'ল দেখতে দেখতে।

জজ সাহেব বসেছেন উচ্চ স্থানে, বিচারাসনে, ভগবানের পবিত্র নামে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে।

জুরি মহোদয়গণ বসেছেন উচ্চ স্থানে তাঁর পাশে, নির্ভুল বিচারে সাহায্য করতে।

দুই পক্ষের উকিল মোক্তার বাবুগণ বসেছেন, নিজ নিজ পক্ষের গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে, ধীর শান্ত মস্তিষ্কে।

মধুময় দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়, নির্ভীক সে, নির্দ্দোষ পুরুষ সিংহের সমান। কাঠ গড়াও পবিত্র হ'ল। কী সুন্দর দাঁড়িয়েছে, সরল উন্নত ঋজু দেহ। দৃষ্টি তার বিচারকের দিকে। বিচারক ও দেখছেন তাকে একবার, দুবার—বারবার। জুরি বাবুরা সকলেই দেখছেন এদৃশ্য।

কাঠগড়ায় পাশে বেঞ্চ আলো ক'রে বসেছে, গায়ত্রী, অনুপম, তাপস, শ্যামল, হিরন্ময়। যেন কয়েকটি শ্বেতপদ্ম ফুটেছে সেখানে।

কেস আরম্ভ হ'ল, পাবলিক প্রেসিকিউটর কেসের সংক্ষিপ্ত-সার ব্যক্ত করলেন। মিঃ সেনের ডাক হ'ল, কোর্ট প্যাণ্ট প্রভৃতি পরে ইংরেজী কায়দায় প্রবেশ করলেন।

সরকারী উকিলের প্রশ্নে বেমালুম চোখা চোখা মিথ্যা বলছেন মিঃ সেন, আর মাঝে মাঝে দেখছেন তার শত্রু মধুময়কে ক্রূর দৃষ্টিতে, সাপ যেমন দেখে সাপুড়িয়াকে। তার সাক্ষ্যের সারমর্ম্ম,—তিনি মাধবী দেবীর পিতার প্রিয়পাত্র, মাধবীর গার্ডিয়ান টিউটর ও হিতৈষী। বিলাত যাত্রার সব ঠিক করে ব্যাঙ্ক থেকে ত্রিশ হাজার টাকা তুলে আসার পথে যে হুডখোলা চকলেট কলারের গাড়ীখানা পিছনে আসছিল, ঘটনা স্থলের কাছে আসতেই হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে রাস্তা আটকে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে সেই তিনজন পাঞ্জাবী দস্যু তাদেরকে আক্রমণ করল। তিনি তখনই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঘের মত ঝাপিয়ে প'ড়ে ভীষণ লড়াই করছেন, এমন সময় এই আসামী একটা গলি থেকে বেরিয়ে এসে ওই দস্যুদের সঙ্গে যোগ দেয়। অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর সঙ্গে লড়েছিল তিনিও তেমনি চারটে দস্যুর সঙ্গে লড়াই করে সব কটাকেই ঘায়েল করেন। মাধবীদের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন কিন্তু টাকা রাখতে পারেন নি। এই আসামী টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। তখন একটা ড্রাইভার ডেকে ওদের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করে থানায় সংবাদ দেন। জবানবন্দী শেষ হ'ল।

জেরা করতে উঠলেন আসামী পক্ষের এ্যাডভোকেট মিঃ দাস।

"মিঃ সেন, আপনি খৃষ্টান?"

"হ্যাঁ।"

"কত দিন হ'য়েছেন?"

"আজ্ঞে বাবা হ'য়েছিলেন?"

"মিঃ সেন, সোজা সত্য বললে জেরা কম হবে। আপনার বাবা হিন্দু ছিলেন, চার বছর মারা গেছেন?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনার অপকর্ম্মের জন্য, মনোকষ্টে?"

"না। আমি অপকর্ম্ম জীবনে করিনি, কেউ বলতে পারে না।"

"এই পত্রখানা আপনার লেখা?"

—হাতে নিয়ে ঘুরিযে ফিরিয়ে দেখে বললেন, "হ্যাঁ"।

"—এই মেয়েটিকে চেনেন? এঁরা খৃষ্টান?" ফটো হাতে দিলেন।

মিঃ সেন ইতস্ততঃ করছেন।

"সত্য বলুন, নচেৎ তাঁকে সাক্ষী আনব।"

"হাঁ, চিনি, ওবা খৃষ্টান।"

"আপনার সঙ্গে ও'র কলেজে পরিচয?"

"হ্যাঁ"।

"ওঁর জন্য আপনি খৃষ্টান হয়েছেন?"

"না।"

দেখুন এই পত্রখানা আপনার লেখা?

অনেক উল্টে পাল্টে দেখে বললেন, "হ্যাঁ'।

এ্যাড্ভোকেট পত্র দুখানা জজ সাহেবকে দেখতে দিলেন, একজিবিট হ'ল।

"বিযে ক'রে তাঁকে মারধোর করার জন্য আপনার দু'শ টাকা জরিমানা হয়?"

"না, কখনও না, সম্পূর্ণ মিথ্যা, নারীকে আমি খুব সম্মান করি।"

এ্যাডভোকেট 'রায' দাখিল করলেন, জজ সাহেব, জুরিবাবুরা দেখলেন।

"আপনি যে অভিমন্যুর কথা বললেন, ওটা কি বাইবেলে আছে?"

"না, হিন্দুদের মহাভারতে।"

"হিন্দু শাস্ত্রের যে দৃষ্টান্ত দিলেন, ওটা কি আপনার কাজ উদ্ধারের জন্য?'

"না ভালবাসি বলে।"

বটে? আপনি হিন্দুশাস্ত্র ভাল বাসেন, তবে ত্যাগ করলেন কেন? খৃষ্টান না হ'লে মেয়েটিকে পাওয়া যায় না তাই, কেমন?

মিঃ সেন নিরুত্তর। তাঁর এই বিমূঢ় ভাব দেখে উকিল পুনরায় প্রশ্ন করলেন "মাধবী দেবী যদি খৃষ্টান হ'তে না চান, তবে আপনি যে হিন্দুধর্ম্ম ভাল বাসেন সেই হিন্দু হ'তে রাজী আছেন ?"

"হুঁ। আসল উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ল।

জজসাহেব, জুরি মহোদয়গণ বিস্মিত, ধর্ম্মকে এই লোকটা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার করেছে! এযে ভয়ঙ্কর লোক!

আবার প্রশ্ন—"মাধবী দেবী নারী-প্রগতি সঙ্ঘের সভানেত্রী, আপনার ভগ্নি মিস্ রীতা সম্পাদিকা, আপনি উপদেষ্টা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই সংঘের Ideology হ'ল পুরুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখা, কেমন ?"

"হ্যাঁ, মুখ দেখাও অন্যায়।"

"এই সংঘের মধ্যে আপনি একমাত্র পুরুষ ?"

"হ্যাঁ, তবে আমি নারীর মতই আচরণ করি।"

সকলে হেঁসে উঠল।

"আপনি যে অভিমন্যুর তুলনা দিলেন, তিনি সপ্তরথীর হাতে মারা যান, তা আপনার গায়ে কি একটা আঁচড় ও লাগল না ?

"না, ভগবান সহায় থাকলে সব হয়।"

বেশ, বেশ,—তা ভগবান আপনি মানেন ?

"নিশ্চয়ই, কে-না মানে ?"

"তা, ডাকাত যখন টাকা নেয়, তখন কি ভগবান সহায় ছিলেন না ?"

চুপ করে আছেন মিঃ সেন।

"এই ডাকাত যখন টাকা নেয় তখন আপনি কোথায় ?"

"কেন, পাশে দাঁড়িয়ে, রুখবার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি!

মাধবী জ্যোৎস্না তখন কি করছিল ?

"আমায় দেখতে না পেয়ে ব্যাগ ধরে ভয়ে চেঁচাচ্ছিল।"

"দেখুন, নোটগুলো কত টাকার, কয়খানা ?"

"হাজার টাকার ত্রিশ খানা।"

"দেখুন, সেই টাকা মাধবী দেবীর বাক্সে পুলিশ পেয়েছে ?"

"না, মিথ্যে কথা, এই আসামী ছিনিয়ে নেছে"

"ভাল, দেখুন, এই ফটোর মধ্যে এই আসামীর ছবি আছে?"

"—হ্যাঁ, আছে, মাঝখানের এই লোকটি।"

"—এই ফটো খানি পুলিশ মাধবী দেবীর বাক্সে পেয়েছে?"

—"না, কখনও না, মাধবী দেবী পুরুষের মুখ দেখেন না,—আমার ছাড়া।" সকলে হাসল।

"এই আসামীকে গ্রেপ্তার করলেন মাধবী দেবীর বাড়ীতে?"

"না, বাড়ী চিনে বেরুবার সময়, গেটে।'

"কোন ড্রাইভার এদেরকে বাড়ী এনেছিল?"

"আজ্ঞে নাম জানিনা!"

"জানার চেষ্টা করেছিলেন? সে-ও তো ডাকাত হ'তে পারে?"

"বিপদ থেকে উদ্ধারের পর তার পিছনের খবর আমি জানতে চাই না।"

"ভাল, দেখুন আপনি মাধবী দেবীকে ভাল বাসেন, অন্ততঃ তাঁকে পেতে চান?

নিরুত্তর মিঃ সেন, এ্যাড্‌ভোকেটের মুখের দিকে তাকালেন, দৃষ্টি অর্থপূর্ণ।

প্রবীণ এ্যাডভোকেট আবার প্রশ্ন করলেন,—"দেখুন, মধুময় যদি মাধবীর সংশ্রবে আর না এসে এ দেশ ছেড়ে চলে যায়, তা হ'লে আপনি এ কেস চালাতে চান?

সোৎসাহে মিঃ সেন বলল, "না কখনও না।

সকলে হাসল; আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ল।

দেখুন এই মধুময় ডাকাতের হাত থেকে মাধবীদের ধনপ্রাণ বাঁচিয়েছে?

"না, কখনও না, ওই তো টাকা নিয়েছে।"

"দেখুন প্রাণ-রক্ষকের উপর মাধবী দেবীর আকর্ষণ আসতে পারে সেই জন্য মধুময়কে দ্বীপান্তরে পাঠাবার জন্য আপনি এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা সাজিয়েছেন?

না, সম্পূর্ণ সত্য।

"যান্"!

নামল মিঃ সেন, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আদালতে একটা গুঞ্জন উঠল। ডাক হল মাধবী দেবীর। আজ আর সংঘের পোষাক পরেনি, সমালোচনা

হবে বলে। নিজের গায়ের সোণালী রং এর মত এক খানা বহুমূল্য চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে ধীর শান্ত পদক্ষেপে এল মাধবী। সকলেই দেখছে তাকে।

সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় কেটেছে। আদৌ ঘুম হয়নি। মুখ বিষণ্ণ, তথাপি বড়ই সুন্দর, সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। জগতের লজ্জা এসে তাকে ভর করল, মুখ তুলতেই পারছে না। সবাই উৎসুক, সে কি সাক্ষ্য দেয়। তার সাক্ষ্যের উপর সব নির্ভর করছে। হলপ পড়াতে এলো।

"বলুন, সত্য বলব। সত্য ছাড়া মিথ্য, বলব না............" পেয়াদা বলল।

সরকারী উকিল প্রশ্ন করলেন, মাধবী চিন্তিত ও নিরুত্তর, তবে খুব অল্প ক্ষণ। এরই মধ্যে চিন্তা করে নিল, কী করবে সে। 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, মিথ্যা বলতে পারব না, এক মিথ্যা ঢাকতে আরও শত শত মিথ্যা বলতে হবে, বে-ইজ্জত হ'য়ে পড়ব প্রকাশ্য আদালতে। অপর পক্ষেরা তো ছাড়বে না, হয়ত কত নোংরা জিনিব এনে ফেলবে। নাঃ সত্যই বলব, মুখ থেকে একটু জোরে বেড়িয়ে পড়ল। জজ সাহেব বললেন, "হ্যাঁ মা সত্যই বলুন এখনও ঐ চিন্তা করছেন ?

মাধবী সংক্ষেপে সত্য ঘটনা বিবৃত করল। ডাকাতদের আক্রমণ, মধুময়ের আবির্ভাব; সেনের পলায়ন, মধুময়ের লড়াই, বাড়ী আনা ডাক্তার ডাকা প্রভৃতি সব কিছু। মিঃ সেন ইসারা করছেন, কিন্তু মাধবী মুখ নীচু করে আছে, দেখল না।

মাধবীর সাক্ষ্যে মধুময়ের অলৌকিক বীরত্ব ও আত্ম-ত্যাগের কাহিনী শুনে সকলে চমৎকৃত হ'ল।

মামলা নষ্ট হ'য়ে গেছে দেখে, সরকারী উকিল বললেন, "জজ সাহেব মাধবী দেবী পূর্ব্বে যা' বলেছেন, এখন তা'আর বলছেন না, এখন উনি মিথ্যা বলছেন।"

মাধবী উষ্মার সঙ্গে বললেন, "জজ সাহেব, আমি জীবনে মিথ্যা বলিনি, আজও বলব না, আমার প্রতিটি কথা সত্য বলে প্রমাণ করতে পারি।"

পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, "হুজুর আসামীর উপর এই সাক্ষীর একটু মমতা জন্মেছে, কারণ উভয়েই অবিবাহিত।

মাধবী বেশ রেগে বলল, "উকিল বাবু আমি আপনার কন্যাস্থানীয়া এ মন্তব্য আপনার কাছে আমি আশা করিনি। সত্য বললে যে নিন্দনীয় হ'তে হয় তা' আমার জানা ছিল না। মহৎ কিছু দেখলেই মনে আনন্দ আসে, প্রশংসা মুখর হয়, আর তা'ছাড়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে যিনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমাদের বাঁচিয়েছেন মিথ্যা ব'লে তা'কে মৃত্যুর মুখে তুলে দিতে পারি এত বড নীচ আমি এখনও হ'তে পারিনি। কোর্ট সুদ্ধ লোক খুব আনন্দিত।

গায়ত্রী, মধুময় ও তার দাদার দিকে চেয়ে বলল, "খুব ষ্ট্রেট ফরোয়ার্ড ও আপরাইট তো।

সরকারী উকিল আরও উষ্মার সঙ্গে বললেন, "মাননীয় জজ সাহেব, এই সাক্ষী gained over হয়েছে, আমি এঁকে Hostile declare করে জেরা করার অনুমতি চাইছি।

জজ সাহেব বললেন, "ইনিই প্রকৃত বাদী, বাদীকে জেরা করে ফল কী হবে? আচ্ছা অন্য সাক্ষী এগজামিন করুন, তারা কি বলে দেখা যাক্, তারপর যা হয় করা যাবে।

আসামী পক্ষে জেরা হল না, মাধবী নামল।

জ্যোৎস্নার ডাক হ'ল, সেও ঠিক মাধবীর সাক্ষ্যই সমর্থন করল।

জজ সাহেব বললেন, "কি হ'ল?"

উকিল বাবু মৃদু হেসে বললেন, "কুমার-কুমারীদের মন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

ডাক্তার বললেন, এই আসামী মাধবীদেবীকে গাড়ী করে তার বাড়ী আনেন। তাদের সঙ্গে এসে তিনি জখমী রঘুনন্দনকে চিকিৎসা করেন আসামী তাকে অনেক সাহায্য করেন সে সময়। নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম বহু চেষ্টা করেও সেদিন জানতে পারিনি। মধুময়ের দিকে ফিরে একটু হেসে বললেন, "আজ আর নাম চাপতে পারলেন না, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল" জজ-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, এমন আত্মত্যাগ বিরল।

সকলেই মধুময়ের দিকে তাকাচ্ছে

রঘুনন্দন এল, সেবলল, "তিনজন ডাকাত যখন আক্রমণ করে তখন

এই বাবুলোক গলির মধ্য থেকে বেরিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন, একটা ডাকাত আমার মাথায় মারল, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।" বাড়ীতে জ্ঞান হলে দেখি, এই বাবুলোক ডাগ্‌তার বাবুর পাশে বসে।

গায়ত্রী ইতিমধ্যে মাধবীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মাধবীর দেহ ও মনের সৌন্দর্য্যে সে আকৃষ্ট হ'য়েছে। কিন্তু মাধবী মুখ তুলল না। তাকে দেখে মনে হল যেন সে কোন্ সুদূর দেশে চলে গেছে।

দারোগা অমৃত বাবু বললেন, "সেই ত্রিশ হাজার টাকা ও মধুময়ের গ্রুফ-ফটো মাধবীদেবীর বাক্‌স থেকে 'সীজ' করেন, এই নোটের নম্বরও ব্যাঙ্কের নম্বরের সঙ্গে মিলে যায়। এই সেই পাশ বই।

জজ সাহেব বললেন, "আসামীর ফটো মাধবী দেবীর বাক্সে। অথচ তার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, আশ্চর্য্য।

গায়ত্রী মধুময়ের দিকে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টি হানল। মিঃ সেন, রীতা, লিলি মাধবীর দিকে দেখছে। মাধবী লজ্জায় মাটীর সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

সওয়াল আরম্ভ হল। সরকারী উকিল জজ ও জুরী মহোদয়গণকে সম্বোধন করে বললেন,—"এটা চিরন্তন সত্য যে দুষ্কৃতকারীরা খুব সতর্ক হয়ে অপকর্ম্ম করে এবং যদি কখনও ধরা পড়ে তবে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সাক্ষী বাধ্য করা থেকে সব কিছু করে। এই মোকর্দ্দমাতেও তাই হয়েছে। আসামী এখানে সক্রিয় ভাবে সাক্ষী বাধ্য না করলেও তার সুদর্শন আকৃতি কুমারী সাক্ষীদের মনে দয়ার উদ্রেক করেছে ; তাই তাঁরা কৃপা করে অপ্রকৃত সাক্ষ্য দিয়েছেন, এটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। আইনে বিধান আছে, একমাত্র বাদীকে বিশ্বাস করে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়, অবশ্য বাদী যদি বিশ্বাস যোগ্য হন। আমার মনে হয় এই বিলাৎ ফেরত বাদীকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এত বড একটা দিনে দুপুরে ডাকাতি তার শাস্তি হওয়া উচিৎ। তিনি বললেন।

এবার আসামীর উকিল মিঃ দাস উঠলেন। প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। "জজ সাহেব ও জুরার মহোদয়গণ, যে মহাপুরুষের দয়ায় আমরা লেখা পড়া শিখে আজ এখানে বক্তৃতা করছি, সেই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বাণী দিয়ে আমার বক্তৃতা আরম্ভ করছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজন লোক এসে বললে, 'বিদ্যাসাগর

মশায় অমুক ব্যক্তি আপনাকে গালি দিচ্ছে—আমি শুনে এলাম।"

"বিদ্যাসাগর বললেন, "তুমি ভুল শুনেছ, ও আমায় গালি দেবে কেন? আমি তো কোনদিন ওর উপকার করিনি!"

তিনি এই যুগবাণী আমাদের জন্য রেখে গেছেন। উপকৃত ব্যক্তি উপকারীর অপকার করবেই, এই হ'ল বর্তমান যুগের ধর্ম। তখনকার দিনে উপকারের বিনিময়ে গালি শুনতে হ'ত, আজ একশ'বছর পরে উপকারীকে দ্বীপান্তরে যেতে বা ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। এই কেসটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বিলাত যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ত্রিশ হাজার টাকা তুলে মাধবী দেবী যখন বাড়ী ফিরছিলেন, তখন তিনজন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত এদের আক্রমণ করে। এই সময় 'মিঃ সেন, 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই নীতি অনুসরণ করেন। বীর পুরুষ সেন অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি কথা নির্জ্জলা মিথ্যা। সেই ভয়ঙ্কর মূহুর্ত্তে ঐ পথে ব্যায়াম আখড়া থেকে ফিরছিল এই উদার যুবক মধুময়। ঐ অবস্থা দেখে অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। এক মুহূর্ত্ত ভাবলনা তার পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, দেশ এমন কি নিজের কথা। এম্, এস্-সি-তে গোল্ড মেডালিষ্ট, কৃতিমান্ ব্যায়াম-বীর, বোধহয় জীবনে এইরকম একটা ঘটনার মধ্যে পড়তে হবে তাই সে সর্বপ্রযত্নে ব্যায়াম শিক্ষা করেছিল। মাধবী দেবী তার কে? তাদের মৃত্যুতে তার কী এসে যেত? কিন্তু পরোপকার দেবধর্ম্ম। এই আসামীর, না-না, মধুময়ের,—তাকে আসামী বলতে নিজেই লজ্জিত হচ্ছি, পৌরুষ-দীপ্ত মনোজ্ঞ আকৃতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় তার চরিত্র নিষ্কলুষ, অন্তর দেবোপম সেই মহদন্তরের প্রেরণাতেই গ্রহণ করল কয়েকটি অসহায়ের প্রাণরক্ষার গুরু দায়িত্ব। বাহুতে অজেয় শক্তি, মনে অসীম সাহস নিয়ে বিনা হাতিয়ারে সেই দুর্দ্দান্ত ডাকাত দলের সঙ্গে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে ভীষণ লড়াই করল, মারল, নিজে মার খেল, তার কপালে এখনও ক্ষতের দাগ রয়েছে ঐ দেখুন—দস্যুদলকে পর্য্যুদস্ত করে মরণের কবল থেকে ছিনিয়ে আনল, মাধবী, জ্যোৎস্না ও রঘুনন্দনের জীবন, —শুধু জীবন কেন, ধন-মান-সম্ভ্রম সবকিছু। তারপর নিজেই গাড়ী চালিয়ে তাদেরকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দিল। শুধু তাই নয়, ড্রাইভার অজ্ঞান,

ডাক্তার ডাকার কেউ নেই, তখন এই মধুময়ই মাধবী দেবীর গাড়ী নিয়ে ডাক্তার বাবুকে আনে, পাকা কম্পাউণ্ডারের মত ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করে, আবার ডাক্তার বাবুকে বাড়ী রেখে যখন সে মাধবীদেবীর বাড়ী থেকে ফিরছিল তখন ওই বীর পুঙ্গব পুলিশ এনে মধুময়কে গ্রেপ্তার করান। তাঁর উদ্দেশ্য পাছে মাধবীদেবী মধুময়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাই মধুময়কে মিথ্যা সাজানো মোকর্দ্দমায় ফেলে দেশছাড়া করা। পরে এঁরা সকলে দারোগাবাবুর কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মধুময়কে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়েছেন। জানিনা আজ মাধবী জ্যোৎস্না কেন সত্য প্রকাশ করলেন। এই সত্য পূর্ব্বে ব্যক্ত করলে তাঁদের প্রাণ রক্ষককে লৌহ কপাটের মধ্যে যেতে হ'ত না। এখন যদি আপনারা বিশ্বাস করেন মধুময় নির্দ্দোষ, তবেই সে মুক্তি পাবে, আর যদি না করেন তবেই এতবড় একজন মহান্ যুবকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিরান্ধকারে নিমজ্জিত হবে। জীবন দিয়ে পরের ধন প্রাণ বাঁচিয়ে সে কী বিষাক্ত প্রতিদান লাভ করল, আপনারা সুধী সজ্জন ভগবানের নামে তার বিচার করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মাধবী স্বপ্নাবিষ্টের মত রয়েছে, মাটীর দিকে মুখ নীচু করে, ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সে মাথা তুলতেই পারল না। সে ভাবছে, 'মধুময়ের মান বাড়াবার জন্য যেন এই কেস করা হয়েছিল। আমি দোষ না করে দোষী হলাম!" তার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।

মিঃ সেন ঐ আদালত গৃহের মধ্যে দু'শ এগার ধারা মতে গ্রেপ্তার হতে পারে আশঙ্কা করে উকিলের ইঙ্গিতে সরে পড়েছে।

ঘর শুদ্ধ লোক মধুময়কে দেখছে। মধুময়ও দেখছে মাধবীর ম্রিয়মান অবস্থা ; মনে একটু বেদনা বোধ করল তার জন্য। তাকে ঠিক দোষী করার মত তার আচরণে সে কিছু খুঁজে পায় না। অনেক ভেবে দেখেছে সে। যত নষ্টের মূল ঐ সেন।

জজ সাহেব জুরী মহোদয়গণকে কেসটা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা সেখানে বসেই রায় দিলেন "আসামী নির্দ্দোষ"।

তখন জজ সাহেব মধুময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার মহৎ আত্ম-দানের এই নিষ্ঠুর প্রতিদানে আপনি নিশ্চয় মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন, যার

ফলে আপনার এই উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি আশাকরি, তা না হ'য়ে, সেই প্রবৃত্তি যেন দিন দিন বৃদ্ধি পায় ও আপনার মহৎ চরিত্রকে মহত্তর করে তোলে। আপনার মত সুসন্তান দেশমাতা কামনা করেন। আপনাকে সসম্মানে মুক্তি দিলাম।" বেলা তিনটার মধ্যে রায় দেওয়া হল।

ফোরম্যান মহোদয় বৃদ্ধ, তিনি আবেগ দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "তোমাকে আপনি বলব না, তুমি আমার পৌত্রের বয়সী। তোমার নাম মধুময়, মন-প্রাণ আরও মধুময়, তোমার জীবন মধুময় হোক।"

মাধবীকে প্রথম দেখেই তিনি বুঝেছিলেন এই দেবীর দ্বারা উপকারীর কোন অমঙ্গল হ'তে পারে না। এখন তার এই জীবন্মৃত অবস্থা দেখে তাঁর দুঃখ হলো। তিনি মধুময়কে বললেন, "তোমাকে যারা এই বিপদে ফেলেছে, তারা একদিন নিশ্চয়ই তাদের ভুল বুঝবে,—অনুতপ্ত হবে, তোমার গুণমুগ্ধ হবে, তোমায় ভালবাসবে, তুমি তাদের ক্ষমা ক'রো।"

মধুময়ের মন এই সস্নেহ বাক্যে আনন্দিত হ'ল। জজ সাহেব ও ফোরম্যান মহোদয়কে সে বলল, "এই ব্যাপারে আমি মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলোম, কিন্তু আপনাদের সান্ত্বনায় আমি আজ শান্তি পেলাম। দস্যুদের নির্দ্দয় প্রহারে আমার যে ব্যথা লেগেছিল, তার চেয়ে শতগুণ বেশী লেগেছে বাদী পক্ষের কৃতঘ্নতায়। হযত আমি কখনও তা ভুল্‌তে পারতাম না, কিন্তু আপনাদের উপদেশে আমি তা' মন থেকে মুছে ফেলে দিলাম, আর ক্ষমাও করলাম তাঁদেরকে সর্ব্বান্তঃ-করণে। আপনাদের উপদেশ আমার জীবনের পাথেয় হোক্।" হাত জোড করে তাঁদেরকে নমস্কার জানিয়ে মধুময় নেমে এল আসামীর কাঠ গড়া থেকে।

তার বহু গুণমুগ্ধ ও বন্ধু তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করল, সকলেই এ দৃশ্য দেখছেন। মধুময় তার দলবল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাধবী তখনও বসে আছে স্বপ্নাবিষ্টের মত। হর্ষ-বিষাদের আলো-ছায়ার খেলা চল্‌ছে তার মনে ও মুখে।

জ্যোৎস্না তার পাশে দাঁড়িয়ে বিজয়ী দলের আনন্দ প্রকাশ দেখছে, তারা

সকলে বেরিয়ে গেলে সে দুঃখিত মনে বললো, "দিদি, এবার বাড়ী চলো, কেউ আমাদের দোষ দেবে না।"

মাধবী গাঢ়স্বরে বললো, "কেউ না দিলে একজন তো দেবেই। দোষ না করে দোষী হ'লাম !"

তারা সকলে বাইরে এল, দেখল, মধুময়ের হাত থেকে গায়ত্রী ফুলের মালা গুলো হেসে নিচ্ছে আর বলছে,—"তোমার ফুলে আমি সাজি, দাও ওগুলো আমায়।"

মধুময় হেসে বলল, "তুই তো নিজেই ফুল, ফুল আর কি করবি ? আচ্ছা নে" হেসে সব ফুল দিয়ে দিল। মাধবী অন্তরে বৃশ্চিকের জ্বালা অনুভব করছে, চোখ জ্বলে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখে। যাওয়ার পথে হঠাৎ চোখাচোখি দেখা হ'ল মধুময়ের সাথে। বিবর্ণ মুখ ও ছলছল চোখ দু'টী তৎক্ষণাৎ নত করে দ্রুত-পদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

বিজয়ী ও বিজিত দুই দলই—যার যার গাড়ীর পাশে এল। গায়ত্রী মাধবীর কাছে সরে গেল, কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে তার, কিন্তু মাধবীর আগ্রহ না দেখে সরে এ'ল সে। গাড়ীতে উঠে গায়ত্রী ষ্টিয়ারিং হুইল ধরল, মধুময় গায়ের কোট-টা খুলে তার কোলে ফেলে দিয়ে বলল, নে সর্, আমি চালাই, এ রাস্তায় তুই পারবিনে, চাপা দিবি, আবার দায়রা কোর্টে এসে দাঁড়াতে হবে।"

গায়ত্রী হেসে বলল, "সেও ভাল, চাপা দিয়ে দোষ করে তবে দাঁড়াব, তোমার মত পরের প্রাণ বাঁচিয়ে দায়রার আসামী হব না। কত গুণ তোমার ! তুমি গুণের প্যাঁচ কসবে, আর জ্বালা হবে আমাদের। নাও ঠেকাও তোমরা। তোমার গুণের জ্বালায় আমাকেও আজ কোর্টে আসতে হয়েছে। অনুপম প্রভৃতি হাসতে হাসতে গাড়ীতে উঠল, মধুময় গায়ত্রীকে এক রকম ঠেলে দিয়ে নিজে ড্রাইভারের স্থানে বসল ও গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আর মাধবী ! রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমানে তার মন পূর্ণ হ'য়ে গেল। ভাবছে সে, কিসে কী হ'ল ! কোন দোষ করেনি সে, তবু সে দোষী হ'য়ে রইল !

পরক্ষণেই গাড়ীতে উঠে রঘুনন্দনকে ষ্টার্ট দিতে বলল, মধুময়ের গাড়ী তখনও দেখা যাচ্ছে, সেই পথেই এদের গাড়ীও ছুটল,—একটা মোড় ঘুরে আগের গাড়ী অদৃশ্য হ'ল ! দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাধবী।

[বত্রিশ]

স্নেহময়ী মুখরা মাধবী আজ বড়ই বিষণ্ণা, মৌনময়ী,—যেন মধুমাস চ'লে গেছে বহুদিন। তার অন্তরে উঠেছে ঝড; একটি কথাও কইল না, যেন ছিন্ন বীণা।

জ্যোৎস্নারও চিন্তার অন্ত নাই। যাকে আশ্রয় করে সে বেঁচে আছে, তার পিতার সংসার চলছে, সেই মাধবীলতা নুয়ে পড়ছে দিন দিন। সে হতভাগী, হায, 'অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকাযে যায'।

দিদিব অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে গাড়ীতে, এই ভেবেই সে প্রস্তুত হযেই ছিল,—কিন্তু একটা ত্রস্ত নীরবতার মধ্যে দু'জনে বাড়ী এল।

মা পথের দিকে তাকিযে ছট্‌ফট্ করছেন। সুরমা আজ দু'দিন আছে,—মাধবীর কাছে, তার ব্যথা-বেদনার কারণ খুঁজতে,—মাযের ইঙ্গিতে।

পিতা তার স্নেহময সন্দেহ নাই, কিন্তু পানাসক্তি বেড়ে যায চিন্তায, তাই সংসারের বহুকথা গোপন রাখা হয়।

গাড়ী থেকে নামল দু'জনে, জ্যোৎস্না আগে। রীতা, লিলি পথেই নেমে গেছে। মা অর্দ্ধপথে দাঁড়িযে। সুরমা আর একটু গিযে মাধবীর হাত ধরে হেসে ছড়া করে বলল ;—

—"চল ভাই, কাজ নাই, মল্লযুদ্ধ ক'রে,
শান্তি নীড় এস রচি সংসার ভিতরে,
সমর্পণ" করি তোমা ভাল ঘরে-বরে।"

এই বলে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

ম্লান হাসি ফুটল মাধবীর মুখে,—যেন কুযাসা-ঢাকা জ্যোৎস্না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "সবাই গড়তে আসে না বৌদি, কেউ কেউ ভাঙ্গেও। বিধাতা আমায় গ'ড়ছেন,—বোধহয ভাঙ্গতে। তাই শান্তি-নীড় রচনা আমার দ্বারা হবে না। নীড়-ভাঙা পাখী আমি, অভিশপ্ত।" বলতে বলতে চলেছে। মায়ের কাছে এসে মাকে প্রণাম করল,—চিরাভ্যস্ত সে এ কাজে।

মা চুমা খেলেন তার চিবুক ধরে, যেন উমা এলো গিরিরাজ ঘরে বহুকাল পরে। দৃশ্যটি বড়ই মধুর। মাতা ও দুহিতা,—স্নেহ ও স্নিগ্ধা।

ব্যগ্রভাবে সস্নেহে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কারও কোন ক্ষতি হয়নি তো-মা ? মামলা শেষ হয়েছে তো ?

এ কথা সুরমা জিজ্ঞাসা করেনি, যেহেতু মাধবী তাকে সঙ্গে যেতে বললেও সে যায়নি, কারণ, তার স্বামী এ্যাডভোকেট, এবং তার শ্বশুর এই জাতীয় নারী-প্রগতি আদৌ পছন্দ করেন না।

মাধবী বলল, "ক্ষতি একেবারে যে কারোর হয়নি, তা নয়। যার হবার তার হয়েছে।"

"সে কী। মধুময়ের কি জেল-টেল হয়েছে নাকি!" উদ্বিগ্ন ভাবে মা জিজ্ঞাসা করলেন।

"নাও, ওনার নাড়ীর টান ধরেছে", সস্নেহ-বক্রোক্তি করল মাধবী, মায়ের প্রতি। মায়ের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে বললো, "না গো না, জেল ফাঁসি কারোর হয়নি,—তোমার মধুময়ের তো নয়-ই।" পরের ছেলে মধুময়ের জন্য মায়ের উদ্বেগ দেখে তার কিছুটা উষ্মা হ'ল।

সুরমা এবার বলল, "তবে কার কি ক্ষতি হ'ল ?"

মাধবী বলল, "দেখ বৌদি, পুরুষ চিরদিন পক্ষপাতিত্ব করে আসছে নারীর উপর, আমি কিছু কিছু দেখেছি। আজ মধুময় হল সৎ, মহৎ, আরও কত কী। তার প্রশংসায় কোর্ট শুদ্ধ লোক পঞ্চমুখ। আর যে দু'টী নারী, অল্প বুদ্ধি কিশোরী,—মিথ্যা বলতে পারতো, দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারতো, লাভ-ক্ষতির হিসাব করল না, কারও মুখ চাইল না, মুক্ত কণ্ঠে সত্য প্রকাশ করল, ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখল,—তাদের নামও কেউ করল না, বরং ঘৃণায় মুখ ফিরাল সবাই। এই হ'ল বিচার! কম দুঃখে নারী-সঙ্ঘ করেছি বৌদি ? একে স্থায়ী ও জয়ী করতেই হবে। এমন একদিন আসবে, যেদিন আমরা নারীরা বসবো বিচারে, আর ওই মূঢ় পুরুষগুলো ভয়ে কাঁপবে ঠক্ ঠক্ করে। শোধ নেব সেদিনসুদে-আসলে।"

সুরমা হাসছে।

মা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ওসব ছেড়ে দাও মা, ঠাণ্ডা হও; তুমি যেমন লেখা-পড়া নাচগান শিখছিলে তাই শেখো, এখন ওঠ, কাপড়-চোপড় ছাড়, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। মা চলে যাচ্ছেন।

"তুমি ব্যস্ত হয়ো না মা, আমি আর চা খাব না, চা বড় পাজী নেশা, উপকারের নাম নেই, অপকারের গোঁসাই।"

সুরমা হাসতে হাসতে বললো, "দোষ করল একজন, আর রাগ ঝাড়ছ বেচারা চা-এর উপর? মা'র মত ও'-ও তো ছটফট করছে তোমার জন্য, বাড়ী থাকলে এতক্ষণ সে তিনবার এসে যে দেখা করত তোমার সঙ্গে? নাও, ওঠ, আর জ্বালিও না, "লাভ" রোগের প্রথম লক্ষণ এসব, ডিলিরিয়াম হ'য়েছে।"

জ্যোৎস্না পাশেই ছিলো, মাধবী তাকে বলল, "জ্যোৎস্না মিস্ চন্দ আসবেন তো আজ?"

"না দিদি, তিন চারদিন আসছেন না, অসুখ হয়েছে শুনছি।"

অসুখ? একবার যেতে পারিস্ গাড়ী নিয়ে? ভাল থাকেন তো সঙ্গে করে নিয়ে আসবি, বিশেষ দরকার। সবচেয়ে ভাল কর্ম্মচারী, সব নির্ভর করে দিয়েছি তাঁর হাতে। সে একাই একশ'।

জ্যোৎস্নারও মন কেমন করছিল, তার গানের চর্চ্চাও হয়নি ক'দিন। গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বৌদি সুরমা মাধবীকে এক রকম টেনে বাথরুমে নিয়ে গেল, কাপড় চোপড় ছাড়াল,—মা চা ও খাবার দিলেন।

অল্প কিছু খেয়ে বিছানায় এলিয়ে দিল দেহলতা, সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তায় কাতর সে।

সুরমা বলল, "এইবার ভাবো যত পারো, মহারাজ দুষ্মন্তের কথা,"

"কী যে ঠাট্টা করো বৌদি, সব সময় ভাল লাগে না।"

"এখন তো ভাল লাগবেই না আমাদের কথা, দেখলে গা জ্বলবে। ওই আসামীই তোমাকে "আঃ শ্যাম" দেখিয়েছে। এখন তোমার একমাত্র বুলি হবে "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান," আর সে মরণ আসবে,—যেদিন তুমি শাঁখ ও সানায়ের সুরের সাথে মধু-মাধবীতে ফুল দোলাতে দুলবে।"

"মধু-মাধবী" কথা শুনে মন তার বিমর্ষ হল, গাঢ় স্বরে বলল "তোমার ডায়াগণোসিস ভুল বৌদি। মধু-গায়ত্রী বল।

সুরমা বলল, "কেন?"

"পরে শুনবে" বলে বাইরের বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

ম্যানেজার মাধুরীদেবীর বাড়ী যে গলিতে তার মধ্যে গাড়ী যায় না। কাজেই জ্যোৎস্না গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দিল। সাড়া না পেয়ে ডাকল, "মাধুরী দেবী আছেন।" তিন চার ডাকের পর একটি ষোল সতেরো বছরের ফর্সা রং এর মেয়ে দরজা খুলে বলল, "কাকে চান?"

"মাধুরী দেবীকে।"

"কি বলুন?"

মাধুরী দেবীকে ডেকে দিন, তাঁকেই চাই।

আচ্ছা বলুন, "আমার নাম মাধুরী চন্দ।"

বিস্ময়ে ডুবে গিয়ে জ্যোৎস্না বলল, "না-না, আপনি কেন!"

পাশের বাড়ীর চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে বলল, "ওই তো মাধুরী দিদি, যাকে চাচ্ছেন. শ্যামলদার বোন।"

জ্যোৎস্না বলল, "কোন শ্যামলদা?"

"ওই যিনি,—ডাঃ হরিশ রায়,—যাঁর মেয়ে মাধবী. তাঁদের বাড়ীতে কাজ করেন? জ্যোৎস্না দেবীকে গান শেখান,—

জ্যোৎস্নার ভিতরে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারছেনা, —ভাবছে, মাধুরী তো মেয়েছেলে? শ্যামল — পুরুষ। সে তো মেয়েছেলের কাছে গান শেখে!

মাধুরী নাম্নী মেয়েটি আবার বললো, "আমাকে দরকার, না দাদাকে?"

জ্যোৎস্নার বিস্ময়ের মাত্রা আরো বাড়ল, বলল, "আচ্ছা আপনাদের ঠিকানা ৯ নম্বর শঙ্কর ভট্টাচার্য লেন?

"হ্যাঁ. এই গলি। আপনার বাড়ী ভুল হয়নি।"

জ্যোৎস্নার গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'তে লাগল, একি রহস্যের মধ্যে পড়েছে সে। একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বলল, "আপনাদের দু'জনকেই দরকার।"

এমনি সময় শ্যামল আসছে বাড়ীর দিকে, সেই পাশের বাড়ীর মেয়েটি বলল, "ওই যে শ্যামলদা আসছেন,—মাধবীদিদির ভাই।"

জ্যোৎস্না শ্যামলকে দেখল, শ্যামলও জ্যোৎস্নাকে। দেখা মাত্র শ্যামল ছুটল,

যে পথে এসেছিল আত্ম-গোপন করতে, ধরা পড়ে বে-ইজ্জতি হবার হাত থেকে বাঁচতে।

জ্যোৎস্না ডাকল, "মাধুরী দেবী, না-না, শ্যামল বাবু, শ্যামল বাবু," ডাকছে ও পিছু পিছু ছুটছে।

গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াল শ্যামল বিবর্ণ মুখে, কারণ এভাবে বড় রাস্তায় ছুটলে পুলিশে ধরবে নিশ্চয়ই।

জ্যোৎস্না বলল, "মাধবী দিদি আপনাকে ডাকছেন, বিশেষ দরকার।"

"সে কি! আমাকে না মাধুরীকে?"

"ম্যানেজার মাধুরী দেবীকে।"

আমি কি মাধুরী দেবী না-কি? মাধুরী আমার বোন, তাকে নিয়ে যান। ব'লে হন্ হন্ করে আবার ছুটল।

"শুনুন, যাবেন না, শুনুন, মাধুরী দে····না, না, শ্যামল বাবু, যাবেন না দাঁড়ান, শুনুন········"

অগত্যা শ্যামল দাঁড়াল।

প্রায় এক বৎসর জ্যোৎস্না গান শিখছে মাধুরীদেবীর কাছে, সন্ধ্যে বেলায়। মাধুরীর চাল-চলন, ভঙ্গিমা দেহ গঠন যেন কতকটা পুরুষালি, জ্যোৎস্না যে একেবারে কিছু বোঝেনি তা' নয়। তার সন্দেহ হয়েছিল, সাহস হয় নি। দিদি যার এত প্রশংসা করে,—বিশ্বাস করে সব ছেড়ে দিয়েছে যার হাতে, প্রকাশ করলে যদি সে কাজ ছেড়ে দেয়? তা'হলে দিদির কারবার গোটাতে হবে, নারী সংঘ জলে যাবে। আর তাছাড়া মাধুরী দেবীর আকৃতি-প্রকৃতি, ব্যবহার জ্যোৎস্নাকে মুগ্ধ করেছিল সবচেয়ে বেশী। একটা অজ্ঞাত মধুর আকর্ষণ উভয়ের হৃদয়কে সরস ও আকৃষ্ট করছিল মিলনের দিকে দিন দিন। নারীতে নারীতে আকর্ষণ জমকালো হয় না, বিকর্ষণের ভাব থাকে। মাধুরী শ্যামলে রূপান্তরিত হওয়ায় জ্যোৎস্নার আনন্দ বই দুঃখ হ'ল না। কিন্তু দিদিকে বোঝাবে সে কেমন করে? একটু চিন্তা করে সে বলল, "যে মাধুরী দেবী রোজ যান তিনিই চলুন, দিদির বিশেষ দরকার। আমি গাড়ী এনেছি, না গেলে দিদি দুঃখিত হবেন।"

শ্যামল দেখল, জ্যোৎস্না সব ধরে ফেলেছে। আর গোপন করা সম্ভব না; তখন সে সব সংক্ষেপে খুলে বলল। মাধবীকে বা অন্য কাউকে ঠকানো তার

উদ্দেশ্য নয়, পুরুষ জাতিকে বিশেষ করে হিন্দু-যুবকদিগকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করা তাদের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, একশ নারী কর্ম্মচারীর মধ্যে একমাত্র তাকেই মাধবী যোগ্যতম বলেছে। এখন সে যে নারী নয়, হিন্দু-যুবক এটা মাধবীকে জানিয়ে শ্যামল কাজ ছেড়ে দিতে চায়। কিভাবে সেটা জানাবে সেইটি স্থির করা হচ্ছে, সেজন্য তিন চারদিন যাচ্ছে না।

জ্যোৎস্না সব শুনে মুগ্ধ হ'ল, ভক্তিতে হ'ল আনত। বললো, "আপনি কাজ ছাড়লে কাজ আপনাকে ছাড়বে না। দিদি মনে খুব আঘাত পেয়েছে, আর আঘাত দেওয়া যাবে না, একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। যে ভাবে চলছে চলুক, আমি প্রকাশ করব না। আসুন, গাড়ীতে।"

শ্যামল জ্যোৎস্নাকে ভালবাসে, তাই জ্যোৎস্নার কথায় সে আনন্দিত হ'ল। যাক্ কতকটা বাঁচা গেল, অত আড়ষ্ট হ'য়ে আর থাকতে হবেনা। হেসে শ্যামল বলল, "দেখ. জ্যোৎস্না, যেতে ব'লছ, যাচ্ছি, কিন্তু যেন প্রাণে বাঁচি। আমার জীবন মরণ এখন তোমার হাতে।"

জ্যোৎস্না হেসে বলল, "সেটা উভয়তঃ আমারও……" আর বলল না, "নিন্ উঠুন।"

শ্যামল জ্যোৎস্নার কথাটা কিছু বুঝল—হেসে বলল, "এখনি তো যেতে পারিনা, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সময় লাগবে। শ্যামলের মাধুরী হতে হবে। ক্লাবের সাজঘরে যেতে হবে ; তুমি যাও আমি আসছি।"

হাসতে হাসতে উভয়ে উভয় দিকে গেল।

[তেত্রিশ]

মাধবী আদৌ সোয়াস্তি-পাচ্ছেনা, অস্থির হ'য়ে পড়েছে, ব্যথাভরা মন তার কিছুতেই শান্ত হচ্চে না, অতীত ঘটনা ভুলবার চেষ্টা করছে নানা ভাবে, দুঃখের কথা অন্যের কাছে বলতে না পারা পর্য্যন্ত মন তার কিছুতেই হাল্কা হচ্ছে না, তাই মাধুরীকে আনতে পাঠিয়েছে। এখন মেঝেয় পায়চারী করছে, নিজে নিজে বলছে, "হাসি কান্না প্রত্যেক মানুষের জীবনে আছেই, নিরবিচ্ছিন্ন সুখী বা দুঃখী কেউ নেই, তবে কারোর হাসির দিন দীর্ঘ, কারো বা কান্নার।"

"আমার সারাজীবন অশ্রুময়",—দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু পরে বলল, "শুধু আমার কেন? ভারতের সমস্ত নারীর। ভারতের নারী জন্মে শুধু কাঁদতে। সীতা সারা জীবন কাঁদলেন, সতী চক্রীর চক্রে ছিন্ন ভিন্ন হলেন, দ্রৌপদী চরম লাঞ্ছনা-ভোগ করলেন। ঘরে ঘরে কত গুণবতী মেয়ে কেউ বাল-বিধবা, কেউ বা স্বামী পরিত্যক্তা হ'য়ে জীবন্মৃত ভাবে দিন গুনছে। ভারতের নারীজীবনের হাসি-কান্না নির্ভর করে ঐ স্বামী দেবতার খেয়াল-খুসীর উপর, অথচ এইসব পতি দেবতার অনেকেই অপদেবতা। ও দেশের মেয়েরা কত সুখী। স্বামীর অত্যাচার তারা সহ্য করে না বা মরে গেলে স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে বসে থাকেনা। এক স্বামী গেল, অন্য স্বামী এল," এই কথা উচ্চারণ করেই অত দুঃখের মধ্যে হেসে ফেললো, বলল, "নাঃ এটা কিন্তু ভাল না, ভালবাসা একজনকেই দেওয়া যায়—ওরা ভালবাসার ব্যবসা করে, ভালবাসা শূন্য দাম্পত্য জীবন—আলেয়ার আলো।"

পরে বলল, "তা হোক্ তবু, ওরা অত কাঁদে না। আমি এর আমূল পরিবর্ত্তন করব। সীতা সতীর মত অত ভালো মানুষ হ'য়ে কাঁদতে চাই না। নারী-প্রগতি সংঘ আরও জোরে চালাব। কালই মিটিং ডাকব।" "কর্ম্মচারীগুলো ভালই পেয়েছি,—বিয়ে করা তো দূরের কথা, ওরা পুরুষের মুখও দেখতে চায় না। আর জ্যোৎস্নার গুণের তুলনা হয় না, ও আজীবন এই জ্যোৎস্না কুমারী থাকবে আমার মত। রামের লক্ষণ ভাইএর মত আমার বোন্। তবে রাম লক্ষ্মণ বিবাহিত ছিলেন, ও বিষয়ে আমরা তাঁদের ছাপিয়ে যাব। বিবাহ,—পুরুষের দাসীত্ব, কী ঘৃণ্যজীবন।"

বাঘমারী বিলের কি ব্যবস্থা করা যায়? সাপেভরা বিল, ওভাবে তো আর ফেলে রাখা যায় না! ওঃ সেদিন সাপে খেয়েছিল আর কি। ভাগ্যে পল্লীর ছেলেগুলো ছিলো! তাই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলো সবাই। পাড়াগেঁয়ে ওরা, কিন্তু কি সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা! আর ওদের গুরুর চেহারার তুলনাই হয় না, কি প্রশান্ত মুখশ্রী! আবার যাবো একদিন,"—

"বিলটা চেয়েছিলো, তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। চলে গিয়েছিলো নিঃশব্দে। কি ভদ্র ব্যবহার! পাশের বিলটা ভরাট করে আদর্শ পল্লী তৈরী করেছে,

নাম দিয়েছে শুনছি 'মধুপুর'। ওকি এই আসামী মধুময়ের 'মধুপুর'! তা হ'লে উনি যে অজপাড়াগেঁয়ে?"

"না, না, আসামী মধুময় তো এম-এস-সি পাশ, বিলাত যাবে সব স্থির। সে এ কেন?

আমারও বিলাত যাবার সব ঠিক ছিল, কোত্থেকে কি হ'য়ে গেল! বোধহয় মধুময়ের সঙ্গে……

ওই সুন্দরী মেয়েটি কে? ওঁর কি বোন? কথার ভাবে তো তা মনে হ'ল না! ও কিঁ করবে কে জানে!

পরক্ষণেই বলল, "একি চিন্তা মনে আসছে? আমি নারী-প্রগতি সংঘের সভাপতি, পুরুষের মুখ দেখাও অন্যায়। সাধারণ সভ্যেরা এ বিষয়ে যে আমার চেয়ে অনেক ভাল।

এমন সময় জ্যোৎস্না এল।

"মিস্ চন্দ এল না?"

"হ্যাঁ, আসছেন, ভগ্নী মাধুরীর অসুখের জন্য না, না, শ্যামলবাবুর,………না-না দিদি আমি আসছি," ছুটে পাশের ঘরে গেল।

"ছিঃ ছিঃ একি করলাম? হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল! দিদি ধরে ফেলেছে নিশ্চয়ই। মরেছি তা হ'লে একসঙ্গে যাই, বেশী দেরী করলে সন্দেহ করবে, ধরা পড়ে যাব।" একখানা বই হাতে নিয়ে ওঘরে গেল। শ্যামল-মাধুরী প্রসঙ্গ যাতে দিদি না তোলে সেজন্য বইখানা হাতে দিয়ে বললে,—"দিদি এই বইটা পড়, মনটা অন্যমনস্ক হোক। আমি মাকে একটা কথা বলে আসছি।"

বইটা সিরাজউদ্দৌলা নাটক। খুলতেই আলেয়ার গানটা বেরিয়ে পড়ল,— "পথহারা পাখী কেঁদে ফিরি একা।" পাড়ার থিয়েটারে ক'দিন আগে সে আলেয়ার পাঠ করেছে। পাশেই পিয়ানো ছিল, খুব মেজাজ দিয়ে গানটি গাইল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার। বললো, "আলেয়া নবাবকে প্রাণভরে ভালবেসেছিলো, তাই সে সুখী হ'ল না! ভালবাসা মেয়েদের একটা রোগ, এই রোগেই এই জাতটা মরছে! আমি এর ব্যতিক্রম হব, আর মেয়েরা যাতে এই রোগের কবলে না পড়ে এই নারী-প্রগতি সংঘের মাধ্যমে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করব।"

জ্যোৎস্না ফিরে আসতেই দেখে মাধুরী দেবী সিড়িতে দাঁড়িয়ে একমনে গান শুনছে। জ্যোৎস্না তাকে সঙ্গে করে ঘরে এল। মাধুরী বসল বেশ একটু দূরে। এখানে ভর্ত্তি হবার পর থেকে রাত্রে ছাড়া মাধুরী এ বাড়ীতে আসে না, এবং যখন আসে, বেশ দূরে বসে, বোধহয় ধরা পড়ার ভয়ে; খুব সতর্ক, সে জানে, "দূরত্ব দৃষ্টিকে দৃশ্যমুগ্ধ করে, কতকটা বিভ্রান্তও করে।"

মাধবী কিন্তু এতটা পছন্দ করে না। যাকে সে স্নেহ করে, সমস্ত ছেড়ে দিয়েছে যার হাতে, পরের মত সে এত দূরে থাকে কেন? তাছাড়া তার এই দুঃখের দিনে যার কাছে মনের কথা বলবে, যুক্তিপরামর্শ নেবে, সে কাছেও ঘেঁসে না কেন? প্রকাশ্যে বলল, "মিস চন্দ, আমি লক্ষ্য করে আসছি আপনি সব সময়ই আমাকে এড়িয়ে চলেন, দূরে দূরে থাকেন, কাছেই আসতে চান না, কেন বলুন তো?"

মাধুরী ভাবছে, "সর্ব্বনাশ!. ধরে ফেলেছে দেখছি! জ্যোৎস্না কি বলে দিয়েছে? এখন কি উপায় করি—কোন পথে পালাই। আবার ভাবল, "নাঃ আর একটু দেখি।" মুখে সে খুব শক্ত, মুখের জোরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সামান্য ইতস্ততঃ করে বললো,—"দেখুন রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, গুরু-শিষ্য, প্রভু-ভৃত্য এদের মধ্যে একটা সম্ভাব্য ব্যবধান বজায় না রাখলে তাঁদের সম্ভ্রমের হানি হ'তে পারে, অন্ততঃ আমার এই ধারণা; তাই আপনি যে আমার মনিব আমি ভুলতে পারি না।

মাধবী কতকটা সন্তুষ্ট হোল এই উত্তরে। বলল, "দোকানগুলো চলছে কেমন?"

"গত বছর অপেক্ষা অনেক ভাল, শতকরা পঁচিশ ভাগ সেল বেড়েছে—আরও বাড়ত, মেয়েরা শুধু কামাই করে,—মাসে ৫।৬ দিন তো বটেই, তারা মেয়েছেলে, আমি বেশী কিছু বলতেও পারি না........।"

জ্যোৎস্না ইসারা করল।

মাধবীর মনটা আজ খুব কাতর, আদালতের দৃশ্য, গায়ত্রীর সঙ্গে মধুময়ের ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি চিন্তা করছে সে, সেজন্য মাধুরীর কথাগুলা সব শোনেনি, একটু বিমর্ষভাবে বলল "আর কি করে বলুন,—"

"প্রত্যেক কাউণ্টারে এক একজন যুবক প্রায় সব দিন আসে:ও ঘণ্টাখানেক ধরে গল্প করে।"

"বটে! আপনি কিছু বলেন নি? সহ্য করছেন এইসব?"

আমি আমার কর্ম্মচারীদের বলেছিলাম, তারা ইউনিয়ন করেছে, সকলেই কাজ ছেড়ে দেবে, পাশের দোকানে ভর্ত্তি হবে বলে ভয় দেখিয়েছে। তখন আমি খুব গোপনে দোকানের বাইরে যুবকদের warning দিই, তারা কেউ বলেছে এই কর্ম্মচারীরা তাদের "Lady-love," আর কেউ বলেছে তাদের "Would-be wife", তাছাড়া আমাদের কর্ম্মচারীরা বিয়ে করার অনুমতি চেয়ে দরখাস্তও দিয়েছে।"

মাধবী বিস্ময়ে ডুবে গেল, বলল, "আপনি এতদিন আমায় একথা বলেন নি কেন?"

মাধুরী বলল, "দিন চারেক হ'ল দরখাস্ত পেয়েছি, এতদিন বলতাম, কিন্তু আমার বোন মাধুরীর অসুখের········বলেই জ্যোৎস্নার দিকে তাকাল। জ্যোৎস্না দিদির পিছনে দাঁড়িয়ে দুইঠোঁটে তর্জ্জনী লম্বভাবে যুক্ত করে চুপ করতে বলছে।

মাধবী একচিন্তায় ভুগছে, আর দুঃশ্চিন্তা বাড়াতে চাইল না, বললো আপনি ও বিষয়ে 'সোল-অথরিটি" যা' ভাল হয় করবেন—ও সব এখন থাক একটা কথা,—"আচ্ছা, মিস্ চন্দ, আপনি এই মধুময়কে কখনও দেখেছেন?"

"— কোন মধুময়?"

"—ওই যে ডাকাতি কেসে পড়েছিলো।—খালাস হয়ে চলে গেলো?"

"ওঃ ওই মধুময় চৌধুরী, হ্যাঁ ওকে কে-না চেনে?"

"কোথায় থাকে, কি করে জানেন?"

"করবে আবার কি? ওই যে বলে, ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট-মন্দিরে।' ভ্যাগাবণ্ড পয়লা নম্বর, ওর কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নেই।"

মাধুরীর উদ্দেশ্য, মাধবীর মন থেকে মধুময়ের স্মৃতি মুছে দেওয়া। আলেয়ার পিছনে ছুটে তার মনিব যেন কষ্ট না পায়।

মাধবী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, "নাঃ তবে এ, সে মধুময় না। আপনি অন্য মধুময়ের কথা বলছেন। ভ্যাগাবণ্ড চেহারা দেখলেই মালুম হয়।"

মাধুরী দৃঢ়ভাবে বলল, "মধুময় ঐ একটা, সারা কলকাতায় ও নামের আর কেউ নেই, মধুময় ওর ছদ্মনাম। আর চেহারা? বড়বাজারের লখিন্দর

গুণ্ডাকে দেখলে ও ভুল ভেঙ্গে যাবে। শুধু চেহারার জন্য কত বড় বড় কেস থেকে সে রেহাই পেয়েছে।”

মাধবী মাধুরীকে বিশ্বাস করে, কিন্তু এক্ষেত্রে তার বিশ্বাস হ'ল না; কারণ মোকর্দ্দমায় তার সম্পর্কে সব কিছু জেনেছে, শুধু তার ঠিকানা পায়নি। মধুময়ের নিন্দা শুনবার জন্য মাধবী মাধুরীকে ডাকেনি, তাই ও প্রসঙ্গ ওইখানেই চাপা দিল। তার মনের কষ্ট আরও বাড়ল।

রাত হ'য়েছে। মাধুরী ঘড়ি দেখে বাড়ী রওনা হ'ল।

[চৌত্রিশ]

সুরমা রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে গল্প করছে, জ্যোৎস্না পাশের ঘরে গানের রেওয়াজ করছিল। মাধবীর মনের ক্ষত স্থানে মাধুরী আরও আঘাত দিয়ে গেল। তার মনের জ্বালার উপশমের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। নিজ মনে বলছে, “মাধুরী বলল 'মধুময় ভ্যাগাবণ্ড'! না—না কিছুতেই না। কিন্তু কেন বললো? উদ্দেশ্য কি ওর?” পায়চারি করতে করতে বললো, “ও—কি আমাকে মধুহীন করে নিজে মধুময়ী হ'তে চায়, মধুময়ের দিকে ওর লক্ষ্য পড়েছে মনে হয়।” একটু হেসে বলল, “এ বামনের চাঁদে হাত! কালই ওকে বরখাস্ত করব,—স্পর্দ্ধা।”

“যাকে আমি এত বিশ্বাস ও স্নেহ করি সে আমার সঙ্গে এতটা শত্রুতা করবে। মধুময় ভ্যাগাবণ্ড! কানটা জ্বালা করছে, ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে, মাধুরী এত বড় আঘাত আমায় দিয়ে গেল? মধুময় ওর আসল নাম না, ছদ্মনাম! লখিন্দর গুণ্ডার মত ওঁর চেহারা? আজকাল জগতে ভাল হওয়াও অপরাধ দেখছি!” তার 'নিভৃতাবাসে' গিয়ে মধুময়ের ছবিটা হাতে নিয়ে দেখছে,—পরে বলল, “মাধুরী তুমি দেখনি সে দেব-রূপ, আর দেবতাত্মা! অত বড় জজ সাহেব যাকে সহস্রমুখে সুখ্যাতি করলেন, যিনি এম-এস-সিতে গোল্ড মেডালিষ্ট, বিলাত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, বড় বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা কোর্টে গিয়েছিল যাঁকে মুক্ত করে নিতে, মুক্তির পর যে পেল জনতার কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দন, তাকে বললে ভ্যাগাবণ্ড? ভ্যাগাবণ্ড নয়—ভাগ্যবান্।

ওঁর ভাগ্য অনেকেই ঈর্ষা করে—মানসী, মলিনা, গায়ত্রী করে, আমি করি, হয়ত তুমিও,—নাঃ এইখানটায় কাউকে বিশ্বাস চলে না। আচ্ছা দেখি, কতদূর গড়ায়!

মা খাবার আনলেন, জ্যোৎস্না আসন পেতে দিল, সুরমা সোনার গ্লাসে জল আনল। মাধবী দেখে হাসল, "বলল, কত খাবো মা, জোর করে খেলে অসুখ করবে, নিয়ে যাও।"

মা বললেন, "কিছু না খেলে আরও অসুখ করবে! বৌমা, তুমিও এর সঙ্গে বসে খাও, আমি খাবার আনছি—

সুরমা হেসে বলল, "তোমার সঙ্গে যদি একজায়গায় বসে খাই তবে তোমার 'সেই এক জায়গায়' আমারও দাবী পৌঁছাবে, ভাগ দিতে হবে কিন্তু।" খুব হাসল, মাধবীর চোখ ছলছল কর'ছে, সুরমা আরও কাছে গিয়ে বললো, "কিগো নারীসংঘের সভাপতি, পুরুষের আগুশ্রাদ্ধে কতদূর হয়েছে প্রগতি?" হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে বললো, "বাঃ বাঃ,

মুখে নাম, চোখে জল, চিন্তাকুল মন

সবক'টি মিলে গেছে এ রোগের লক্ষণ।" আরও হাসি,

মাধবী কৃত্রিম ক্রোধ করে বলল, দেখ বৌদি, তুমি বড় ফাজিল হয়ে যাচ্ছ।

"না হ'য়ে কী করি বল,—তুমিই তো করাচ্ছ। মেয়েদের 'লাভ' রোগ সারাতে গিয়ে এই ধর আপনি ডাক্তারবাবু নিজেই সেই রোগ বাধিয়ে বসেছ। চা ছাড়লে, স্নানাহার ত্যাগ করছ, মাথার চুলে জট পড়ছে, যৌবনে যোগিনী সাজছ, এখন পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা হলে বাঁচি, পিসে মশায়ের বংশটা রক্ষা হয়। তোমার যে রোগ, এ রোগের আমিই হচ্চি তোমার স্যার নীলরতন।"

আবার বলছে এ রোগ সব মেয়েদেরই হয়, তবে গরীবের রোগ কেউ জানতেও পারে না, তুমি বড়লোক, বড়লোকের বড় কাণ্ড, তাই তোমার রোগের কাহিনী কোর্টে রেকর্ড হয়ে রইল, আর কেলেঙ্কারী করো না, খাবে চল।"

"না, তোমরা খাও বৌদি, আমার ভাল লাগছে না।"

"আরে আমরাতো খাবোই,—চাঁদ ধরবার জন্য তোমার মত কাঁদতে বসবো না।"

"তোমরা ভুল করছ বৌদি, চাঁদও কেউ নয়, ধরতেও কেউ চাচ্ছে না, শুধু এইটুকু কষ্ট, দোষ না করে দোষী হলাম? শত ভাল করলেও কেউ নাম করবে না, তিলমাত্র খারাপ হ'লে গালি দেবে? এইকি জগতের নিয়ম?

একটু পরে-গাঢ়স্বরে বলল, "কোথায় পাই,—কেমন করে বুঝাই,—আমি কোনও দোষ করিনি—তুমি ভুল বুঝ না, আমি নির্দ্দোষ, আমি নিষ্পাপ।"

মাধবীর ব্যাকুলতা দেখে সুরমার রসিকতা মমতায় রূপান্তরিত হ'ল। হাত ধরে সোহাগভরে বলল, "দুঃখ করো না ভাই, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য, তিনি মঙ্গলময়। যে আঘাত তুমি পেলে তার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। এই অমঙ্গলের অন্তরালে আসছে পরম মঙ্গল।

ভগবানের কথা শুনেই মাধবী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "না বৌদি তুমি ভুল করছ, ভগবান্ নেই। আর কল্পনায় ধরে নিলেও—তিনি যা করেন সব মঙ্গলের জন্য নয়। আমার এই সর্ব্বনাশ করে তিনি আমার কী মঙ্গল করলেন?"

সুরমা হাসতে হাসতে বলল গল্পটা বোধ হয় পড়নি না' শোন। এক রাজার ছেলে তরবারিতে আঙ্গুল কেটে ফেললে। রাজা খুব দুঃখিত হ'য়ে সান্ত্বনার আশায় ভগবদ্বিশ্বাসী বৃদ্ধ মন্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, মন্ত্রী বললেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।" এই কথায় রাজা রেগে মন্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করলেন। কিছুদিন পরে ঐ রাজপুত্র গভীর বনে মৃগয়া করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ডাকাতের হাতে ধরা পড়েন। রাত্রে নরবলি দিয়ে কালীপূজা করে ডাকাতি করতে যাবে। বলিদানের সময় হাঁড়িকাঠের সামনে নিয়ে গেল। রাজপুত্র মৃত্যুভয়ে কাঁপছেন ও কাঁদছেন। পুরোহিতের আদেশে ঘাতক রাজপুত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে দেখে একটা আঙ্গুল নেই—রাজপুত্র অঙ্গহীন।

অঙ্গহীন বলির অযোগ্য, তাই রাজপুত্রকে ডাকাতরা ছেড়ে দিল, রাজপুত্র প্রাণে বেঁচে গেল ঐ একটুখানি আঙ্গুল কেটে যাওয়ার জন্য। রাজপুত্র বাড়ী এসে রাজাকে সব জানাল, রাজা শুনে মহাখুসী হলেন, তখন নিজের অন্যায় বুঝে অনুতপ্ত হলেন। বিশ্বাস হ'ল তাঁর সেদিন থেকে "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।" সসম্মানে মন্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলেন।

বড় বড় নাস্তিকেরা ঠেকে পরে বিশ্বাস করে আর তুমি তো পুরোমাত্রায় ভগবদ্বিশ্বাসী। একদিন বুঝবে কথাটা কত সত্যি তখন কিন্তু মনে রেখো ; মাধবীর বুকে সঞ্চিত 'মধু'র আস্বাদ যেন পাই।

মাধবীর মন কতকটা শান্ত হ'ল। মৃদু হেসে বলল, "থাম, মা আসছেন বৌদি।"

"কেন থামব ? আসুন মা, শুনুন তিনি। রোগ লুকালে মৃত্যু অনিবার্য্য ; ভাবছি নারী-সংঘের সভানেত্রীর একি হ'ল ? তুমি যখন 'লাভ' রোগে পড়েছ, তখন তোমার দলের অন্য সকলে এই রোগে আক্রান্ত হ'ল বলে। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলছে।"

মা খাবার আনলেন,—মাধবী বলল, "খেলে বমি হবে মা শরীর কেমন করছে।"

সুরমা হাত ধরে টেনে বলল, "আর খেয়ান কর না, উঠ, লেবুর পাতা শুঁকলে বমি বন্ধ হয়'—আর তাতেও যদি না হয়, আমি আর একটা তুক বলে দেব"—মাধবীর দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বলল, "খেয়ে উঠে শুয়ে মনে মনে "মধুময়—মধুময়" করবে, দেখবে কেমন দিব্য হজম হয়ে গেছে,—বড়জোর দু'একটা উদ্‌গার উঠবে, তবে বমি হবে না।

মা খাবার রেখে চলে গেলেন। উভয়ে খেতে বসল। জ্যোৎস্না তখনও গাচ্ছিল,—

—"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলে না,
পথের শুকনা ধুলো যত,
কে জানিত আসবে তুমি গো,—
এমন অনাহুতের মত।"

মাধবী একমনে গানটা শুনছে ; গান শেষ হ'লে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল মাধবীর।

[পঁয়ত্রিশ]

আদর্শ-পল্লী গঠনের কাজ চলছে পুরাদমে। দশটি ব্লকের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র দু'শ সভ্যকে দশ বিঘা করে জমি দেওয়া হ'য়েছে। বাকী জমি উঠিত হ'লে

আরও সভ্যগণকে দেওয়া হবে। গ্রাহকগণ ইতিমধ্যে মধুময়ের দেওয়া প্ল্যান মত রাস্তার পশ্চিম ও উত্তর ধারে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ মুখী মাটীর দেওয়াল খড়ের ছাউনী-যুক্ত জোড়া ঘর তুল্‌ছে, পাশে রান্নাঘর, গোয়াল, উঠান ও পুকুর, দু'বিঘায় ভিটাবাড়ী, বাকী আট বিঘা ফসলী জমি রাখা হয়েছে। মধুময় কলকাতার একটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে অল্প সুদে প্রত্যেক গ্রাহককে পাঁচশ করে টাকা কর্জ্জ দিইয়েছে। প্রত্যেককেই বাধ্যতামূলক ভাবে অন্যূন একজোড়া করে বলদ ও গাভী পুষতে হবে। প্রতি বৎসর শুভ ১লা বৈশাখ দিনে গরুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে, যার গরু প্রথম হবে তাকে ৫০৲ টাকা, যার দ্বিতীয় হবে তাকে ৩০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুকুরে প্রতি বৎসর মাছ ছাড়তে ও দু'বছর অন্তর বিক্রয় করতে হবে। বৃক্ষাদির মধ্যে আম, নারিকেল, সুপারি ও কলা রাখতেই হবে। প্রত্যেকের দু'খানা করে তাঁত চালাতে হবে—তার জন্য শান্তিপুরের দশ জন সুদক্ষ তাঁতীকে মাহিনা করে এনেছে।

মাতৃহীনের মা পাওয়ার মত ভূমিহীনেরা জমি পেয়েছে, তাই তাদের আনন্দ আর ধরে না। পরম উৎসাহে দিনরাত তারা কাজ করে চলেছে। সর্ব্বাধিক উৎপন্নকারীকেও পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। মধুময়ের পিতার কুড়িখানা দুঃস্থ পল্লীকেও এই পরিকল্পনাব মধ্যে নেওয়া হয়েছে।

জন সাধারণ ইতিমধ্যে মধুময়ের অজ্ঞাতে ও অমতে এই পল্লীর নাম দিয়েছে 'আদর্শ-পল্লী মধুপুর' এবং ষ্টেশনের পাশে রাস্তার ধারে একটা সাইনবোর্ডও ঝুলিয়েছে এর মধ্যে। মধুময় প্রতিবাদ করলে তারা উত্তর করেছিল, "জ্বলন্ত আত্ম-ত্যাগের যৎসামান্য প্রতিদান, কৃতজ্ঞতার অতি ক্ষুদ্র নিদর্শন।"

সকলের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে মধুপুর দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্না হ'য়ে উঠতে লাগল,—কুমারী কন্যার মত।

ওদিকে কাজ চলছে. মধুময় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে, একটা চাউলের কল ও একটা সাবানের কারখানা কোন্ দিকে বসান যায়। পায়ে পায়ে এসে পড়ল বাঘমারী বিলের ভেড়ীর কাছে। দেখল এদিককার জলের চাপে মাঝখানের ভেড়ী ধসে যাওয়ার মত হয়েছে, জল উপছে পডছে দুই এক জায়গা দিয়ে। ভাবছে,—"সেই বাঘমারী বিল, তেমনিই পড়ে আছে,—ধ্বংসের বীজ উৎপাদন

করে চলছে! ওই কাছারী, তার মালিক মিস্ মাধবী রায়! কী সুশ্রী তার চেহারা, কিন্তু কী বিশ্রী তার অন্তর! নারী যে এত কঠোর হ'তে পারে আমার ভাবতেও কষ্ট হয়!"

"বিলটা চেয়েছিলাম,—দান হিসাবে নয়, কিন্তু কী বিদ্রূপই করেছিলো, যা বলেছিলো আজও স্পষ্ট মনে আছে, থাকবেও চিরদিন। সেদিন সাপের মুখ থেকে ওদের সকলকে বাঁচিয়ে ঐ পুরস্কার পেয়েছিলাম হাতে হাতে।

'তার কয়েক বছর পরে আরম্ভ হ'ল আমার জীবনের আর এক অধ্যায়। মাধবী পড়ল দুর্দ্দান্ত ডাকাতের হাতে, সঙ্গী সাথী নিয়ে। মরছিল ধনে প্রাণে কিন্তু নিয়তি নিয়ে গেল আমায় সেখানে টেনে। জীবনের দিকে না তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মৃত্যুর মুখে, জানি না কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তি এসে আমায় ভর করল, ওদেরকে বাঁচালাম, নিজেও বাঁচলাম। ফল দিল হাতে হাতে, উঠতে হ'ল আসামীর কাঠগড়ায় দায়রা আদালতে। এত অকৃতজ্ঞ ঐ মাধবী দেবী!'

সঙ্গে সঙ্গে বলল, "নাঃ, কিছুতেই ও দেবী না, মানবীও না, ও দানবী।"

মনে ব্যথা বাজল মধুময়ের। একটু চিন্তা করে বলল, "ওকে দানবী বলতে কষ্ট হয়! ওই রূপ, এত ঐশ্বর্য্য, ওতো লক্ষ্মীর দান। নাঃ, দানবীতে ও সম্ভব না।"

আবার ভাবছে, নিজের বহু মূল্য শাড়ী ছিঁড়ে আমার মাথা বেঁধে দিয়েছিল, আমায় বলেছিলো, "দয়া করে যে প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাতে আপনার দাবী আছে, কাপড় তো তুচ্ছ' কেন বলল এই কথা? উদ্দেশ্য কি তার?

ডাক্তারের বাড়ী যাওয়ার সময় আর কাউকে না পাঠিয়ে নিজে গাড়ীতে এল। সকলকে বললো 'দামী গাড়ী, এক জনের গাড়ীতে যাওয়া দরকার,' এটা কি আমার প্রতি অবিশ্বাস?

বাড়ীতে গাড়ীর পিছনে বসল, একটু পরে পাশে এসে বসলো, আমাকে দেখছিল বারবার, সেকি ঘৃণায়? ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আমার মাথার ক্ষত বেঁধে নিতে বলেছিলো ছলছল চোখে। চা ও খাবার খেতে কত অনুরোধ করেছিল। খাইনি বলে কত দুঃখ পেয়েছিলো। গভীর ব্যথা নিয়ে আমার পরিচয় নিতে কত চেষ্টাই করেছিলো,—আমার হারিয়ে যাওয়া গ্রুপ ফটোখানা

বন্ধ করে বাক্‌সে রেখেছিলো, মামলায় সেনের মত মিথ্যে বলতে পারতো, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরেছিলো,—এগুলো তো আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! তবে এসবগুলো কি ওর ছলনা? অভিনয়? না আর কিছু?

ওই যে মুনি মনোহারিণী সৌন্দর্য্য-রাণী মাধবী কি তবে ছলনাময়ী—মায়াবিনী? ও কি স্নেহধন্যা, না বিষকন্যা? বুঝলাম না! রহস্যময়ী এই মাধবী দেবী! আশ্চর্য্য!"

এমন সময় মানসী ডাকছে,—"দাদা, বাড়ী এস, জ্যেঠা ডাকছেন।" উভয়ে দ্রুতপদে বাড়ী এল।

মধুময় মন্দিরের কাছে এসে দেখে জ্যেঠা বসে পুরোহিতের শ্যামা-সঙ্গীত শুনছেন। পুরোহিত গাইছেন,—

"কত ভয় দেখাবি শ্যামা, আমি যে মা ভয়ে মরি,
কি ফল মা ভয় দেখায়ে, সন্তানে এমন করি?
তব রূপ পাশে ওমা, জোছনাময়ী যে অমা,
মহাভীতির ভীষণতায়, সেজেছে মা ভয়ঙ্করী।
মা হবে যে স্নেহময়ী, কইবে কথা মধুময়ী
সোহাগে শাসন করি দুখ নিজে লয় মা হরি।
সন্তানেরে মা বলাতে, আঘাত হানিস নিষ্ঠুর হাতে,
কালের কোলে দিয়ে ফেলে, নিস্ মা তারে কালি করি?
আকুল হ'য়ে হাত বাড়ায়ে কাঁদে যবে 'মা মা' করি,
তোর রক্ত-আঁখির কোণে ঝরে স্নিগ্ধ-হাসি শুভঙ্করী।"

গান শেষ হ'ল, উভয়েই ভাবাকুল। কিছু পরে ধীরে ধীরে বসন্তবাবু বললেন, "জীবন-নদীর জল দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল—কই তার এক ঘটি নিয়ে সে রাতুল চরণ আজও তো ধোয়ালাম না। মনের বনে ফুল ফুটে মাটিতে ঝরে গেল, কই তা দিয়েও তো সে পায়ে ক্ষুদ্র অঞ্জলি দিলাম না। জীবনে কত জিজ্ঞাসাই এলো একটারও উত্তর দিলাম না!

জ্যেঠাকে ঐভাবে কাতরোক্তি করতে শুনে মানসী ও মধুময়ের প্রাণ গলে গেল। মধুময় তাঁর পায়ে ও মানসী তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে

বলল, "জ্যেঠা আপনি শক্ত হোন্, আমরা, সকলে আপনার পিছনে আছি, দেখি, কে কি করে।"

মানসী বলল, "আপনি আজই আমাদের কাছে চলে আসুন।"

বসন্ত বাবু অন্য চিন্তা করছিলেন, গভীর নিশ্বাস ফেলে বললেন, "লক্ষ্মণের মত ভাইকে আমি তার ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছি, গৃহলক্ষ্মীকে সন্ধ্যা-বেলা বাড়ী থেকে তাড়িয়েছি, তাই আজ তার ফল ভোগ করছি, এর প্রায়শ্চিত্ত করব, নচেৎ মরেও শান্তি পাব না। মধুময় তুই আমায় বাঁচা, তুই ছাড়া আর কেউ পারবেনা।

"জ্যেঠা আপনি অমন করবেন না—কি করতে হবে বলুন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, বলবো বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি, বাড়ী চল।"

মানসী মধুময়ের হাত ধরে তাদের বাড়ী এলেন। সুনন্দা বারান্দায় মাদুর পেতে দিলেন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর বাবাকে ফাঁকি দিয়ে আমি আজ ফাঁকে পড়েছি,—সব হারাতে বসেছি। বিকাশের দল আজও আনা-গোনা করছে, মতলব খুব খারাপ। এই নে বাবা, বৃদ্ধ জ্যেঠার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কর।" জামার মধ্য থেকে একখানি উইল বার করে মধুময়ের হাতে দিয়ে বললেন, "তোর বাবার পাওনা-গণ্ডা ফিরিয়ে দিলাম—আর তোকে বাকী অংশটার রক্ষক করলাম। ওরা ধ্বংস করবে, তাই তোর হাতে রেখে যাচ্ছি।"

মধুময় মায়ের মুখের দিকে তাকাল, দেখল সেখানে সম্মতির চিহ্নও নেই, বললো, "জ্যেঠা আমি যে জুন মাসে বিলাত যাবো, তিন বছর পরে ফিরব, সব ঠিকঠাক। আমি কি করে দেখব এই জমিদারি ?

বসন্তবাবু বুঝলেন ভ্রাতৃবধু সম্মত না হলে মধুময় মত করবেনা, তাই বললেন, "বৌমা তুমি অমত করো না মা, আমায় বাঁচাও, বড় আশা করে তোমাদের কাছে এসেছি, আমি মধুময়কে আশীর্ব্বাদ করছি।"

সুনন্দা বুঝছেন, "এ-তো আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপের নামান্তর। বিকাশের উদ্যত ছোরা মধুময়ের দিকেই ছুটে আসবে কালই। তখন 'কাল' হবে এই উইল। বিলাত যাওয়া মানুষ হওয়া সব পণ্ড হবে। ওদের সঙ্গে নিয়ত কলহে

মধুময়ের জীবন বিষময় হবে। সুনন্দা ইসারায় মধুময়কে কাছে ডেকে বললেন, "তোমার বাবা বাড়ী নেই, তাঁর অমতে অতবড় দায়িত্ব নেওয়া যাবে না, তিনি বাড়ী আসুন, যুক্তি করে দেখো, তিনি কি বলেন,—জ্যেঠাকে বুঝিয়ে বল, তিনি যেন রাগ না করেন।"

জয়ন্ত ইন্দুমতী---বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, স্কুলের কাজে কলকাতায় গেছেন। আজ ফেরার কথা।

সুনন্দার কথা বৃদ্ধের কানে আসছিল। হতাশা মিশ্রিত দুঃখের সঙ্গে বললেন, "কপাল মন্দ হলে সকলেই ঘৃণা ভরে ত্যাগ করে! আমি জানতাম সকলে ত্যাগ করলেও আমার ভাই ও ভাই-বৌ কোনোদিন আমায় ত্যাগ করবে না, কিন্তু হতভাগ্য আমি, আজ তাও হ'ল। বেদনা করুণ-চোখে সকলের দিকে চেয়ে তিনি উঠলেন।

মধুময়ের মনে হলো জ্যেঠার মনে আঘাত না দেওয়াই ভাল ছিলো। এত কোমল তার মা, অত কঠিন হন কেমন করে? মায়ের দিকে তাকাল সে মিনতি-মাখা চোখে।

সুনন্দারও কম মনকষ্ট হয় নি, ঘরে আসা অবধি পিতৃতুল্য ভাসুরকে কোন দিনই অমান্য করেন নি, অবাধ্য হন নি। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেও আপত্তি করেন নি। আজ সেই মানুষটি অনুতপ্ত হ'য়ে গভীর ব্যথা নিয়ে এসেছেন তাঁদেরই দ্বারে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে উইল হাতে; তবু নিতে পারছেন না কেন?

ওই উইলের মধ্যে আছে সম্পদ নয়, ছন্দোহীন সংসারের বিষাক্ত নিঃশ্বাস— নিষ্ঠুর হিংস্র ব্যথা ও বেদনা।

প্রকাশ্যে বললেন, "বাবা, রাগ করবেন না, আপনি বসুন, একটু ভেবে দেখুন, কী ব্যবহার পেয়ে আসছি আমরা ওদের কাছ থেকে। আজ ওই সম্পত্তির মধ্যে নাক গলাতে গেলে আমাদের কী দশা হবে। কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।"

"তা জানি বৌমা, তবে এটাও জানি, তোমার মধুময়ের পক্ষে এটা এমন কিছু শক্ত না, যখন প্রজারা মধুময় বলতে অজ্ঞান। ওই সব ফেরুপাল বাঘের সামনে আসতে সাহস করবে না। আপত্তি করো না মা। আমি দাতাকর্ণ হয়নি।

তোমাদেরকে একটুও বেশী দেয়নি। জানি, জয়ন্ত বড় অভিমানী, দিলেও সে নেবেনা। তাই আমার মধুময় বাবাকে দিয়েছি—তার পিতার প্রাপ্য ছ'আনা। বাকী আট আনার মধ্যে বিকাশের মতি গতি ভাল হলে পাবে চার আনা, তার মা-বোন,-দু'আনা করে। হেডমাষ্টার মশায় ও মধুময়কে অছি করলাম। আপত্তি করোনা মা, বড় আশা করে এসেছি, আশা ভঙ্গ হ'লে মৃত্যু হ'তে পারে।

সুনন্দা মহা ফাঁপরে পড়েছেন,—এদিকে স্বামী বাড়ী না, ওদিকে স্বামীর গুরু ভাশুরের ব্যাকুলতা, ছেলেমেয়েদের আগ্রহ দেখে তিনি অগত্যা মধুময়কে উইল নিতে বললেন। মধুময় উইল নিল। জ্যেঠা মাথায় হাত দিয়ে মধুময়কে আশীর্ব্বাদ করে উঠলেন, বললেন—আর ভাল লাগছে না, দু'দিন ঘুরে আসি।"

[ছত্রিশ]

নারী-প্রগতি সংঘের দশম সভা আহূত হয়েছে স্বয়ং প্রেসিডেণ্টের বাড়ীর প্রশস্ত লনে। সভ্য সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম তবে বিশিষ্টা সভ্যাগণ সকলেই হাজির। মিঃ সেন সকলের আগেই এসেছেন।

সম্পাদিকা রীতা খুব ব্যস্ত, রিপোর্ট হাতে ছুটোছুটি করছেন। সভাপতিকে সম্বর্দ্ধনা করে আনতে গেছে চারজন সভ্যা ফুলের মালা প্রভৃতি নিয়ে।

সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে বাড়ী যাওয়ার জন্য ছটফট করছে।

মিস্ শোভনা বললে, ছেড়ে দাও বাঙ্গালীর আবার সময় জ্ঞান। ছ'টা বললে হবে ন'টা, আর ন'টা বললে বারোটা। সখের জন্য ঘড়ি পরে। সময়ের মূল্য আদৌ দেয়না।"

মিস্ সুলোচনা বলল, আর দেখ সবাই ঘড়ি পরে, অথচ অনেকেই ঘড়ি দেখতেই জানে না। আরও কারো ঘড়ির সঙ্গে কারো ঘড়ির মিল নেই। ১৫।২০ মিনিট তফাৎ হবেই।

মিস লতিকা বলল, "কিন্তু সভাপতির তো সময় জ্ঞান থাকা উচিৎ। তাঁকে দেখেই তো আমরা শিখব ?"

মিস শোভনা, পাশের বাড়ীর মেয়ে, হেসে বললো, তবেই হয়েছে, তাঁর কারোটা বেজে গেছে। তাকে ভূতে পেয়েছে।"

সকলে বিস্ময়ে বলল, "কেন—কেন?"

"কেন-র উত্তর একটু পরেই পাবে। আমি বলে দোষী হই কেন?"

"তবু শুনি—কি হয়েছে বলনা?"

গলা খাটো করে শোভনা বলল, "মাইরী, গা ছুঁয়ে বল, আমার নাম করবে না?

"না না নিশ্চয়ই না—" সকলে বলল।

নারী-প্রগতি ক'রে ক'রে সভাপতির জীবন তিতো হ'য়ে গেছে, তাই এখন তিনি মধু পান করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

লতিকা বলল, হেঁয়ালি বুঝলাম না, স্পষ্ট বল।

মিস শোভনা বলল, "যে ছেলেটা ডাকাতের হাত থেকে ওদের রক্ষা করেছে। তার নাম মধুময়। তার জন্য সভাপতি পাগল হয়েছেন। কোনদিন দেখবো মধু-মাধবীর যুগল মূর্ত্তি।

সুলোচনা বলল, সত্যি নাকি? তুই জানলি কি করে?

শোভনা বলল, বাড়ী পাশে, সবকিছু কানে আসে। তাছাড়া ও আমায় ভালবাসে।

লতিকা বলল, ওঃ এতদূর গড়িয়েছে, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে—আর আমাদের বলছে 'পুরুষের মুখ দেখোনা, বিয়ে করোনা।' আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি। ওর নারী-প্রগতি সংঘ গাছে তুলে দিচ্ছি। তোমরা ভাই রাগ করো আর যাই করো আমি আজই রথীনকে কথা দেব, তাকে আর ঘোরাব না, অমন ছেলে হয়না আমার মা বাবার মনে কষ্ট দেবনা। আমি চললাম।

মিস সুলোচনা তাকে ধরে বলল, এখনি যাসনে, আসুক, দেখনা কি বলে। আমিও কি সুনীলকে ফেরাব? একটু দেখে নিই।"

শোভনা বলল, আরও একটা হাসির ব্যাপার আছে, থাক এখন বলব না।

সকলেই চেপে ধরল, বলনা ভাই,—

শোভনা বলল, মাধুরীর সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ে হবে, শীঘগির দেখতে পাবে।

লতিকা বলল, ঠাট্টা করছিস ? মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে !

শোভনা বলল, কালে কালে সব হয়, এ যুগে মেয়েও পুরুষ হচ্চে আর পুরুষও মেয়ে। আর জ্যোৎস্নার কোষ্ঠিতে আছে ওর বিয়ে হবে মেয়ের সঙ্গে বিয়ের রাতে সেই মেয়ে ছেলে হ'য়ে যাবে। খুব সম্ভব ওই মাধুরী-ই ওর বর।

এমন সময় জ্যোৎস্না সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, লতিকা বলল, জ্যোৎস্না মাধুরী দেবী কি তোমায় ডাইভোর্স করলে নাকি ?

সকলে হাঁসল। এমন সময় মাধবীকে ঘিরে শাঁখ বাজাতে বাজাতে সকলে মণ্ডপে প্রবেশ করল। সকলে উঠে দাঁড়াল, মিঃ সেনও।

সুসজ্জিতা পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী মাধবীকে দেখাচ্ছিল অনন্ত যৌবনা উর্ব্বশীর মত। সভার চারিদিকে একবার তাকিয়ে বলল, সভ্য সংখ্যা এত কম ?

সম্পাদিকা বলল, তাইতো দেখছি, অনেকগুলো দরখাস্ত পড়েছে সংশোধনী প্রস্তাব। পরে বলছি। রীতা ইসারা করল, চারিটি মেয়ে শ্লোগান দিতে আরম্ভ করল—'পুরুষের অধীন থাকবনা'......

সভানেত্রী হাত নেড়ে তাদেরকে থামাল ধীরে বলল, "ওটা সভার শেষে বলতে হবে, প্রথমে একটা মাঙ্গলিক গান হোক, তাতে নারীজগতে শান্তি আসবে। সংস্কৃত শ্লোক, খুব মিষ্টি, আমি পড়ছি, পরে গাইলে হবে।

"মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নো সন্তোষধি মধুনক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদৌরস্ত নঃ পিতা,
মধুমান্ নঃ বনস্পতি মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।"

সভাপতি দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন, পরে জ্যোৎস্নাকে গাইতে বললেন। জ্যোৎস্না ভাল শিখতে পারেনি বলে আপত্তি জানালো। সঙ্গীতপ্রিয় কয়েক-জনের অনুরোধে মাধবী নিজেই গাইলো। দুইজন বাদে সকলেই মুগ্ধ হ'ল। উন্মনা মাধবীর মন আকুল হ'ল, চোখ দু'টী ছল ছল যেন জলে ভাসছে।

লতিকা সুলোচনার গা ঠেললো,—সকলে হাসল, কিন্তু ওদের বড় ভাল লাগল, এইটাই সংঘের উদ্বোধনী সঙ্গীত হোক বলে অভিমত দিল। মিঃ ও মিস সেন আপত্তি দিল, কিন্তু গ্রাহ্য হ'লনা।

সম্পাদিকা সভায় এ্যাজেণ্ডা পড়লেন,—সংঘের নিয়মাবলীর ৩নং ধারার সংশোধনী প্রস্তাবের বিবেচনা, সভানেত্রী ও সম্পাদিকা নির্ব্বাচন!

ঐ দু'টীর কোন পদপ্রার্থী না থাকায় পূর্ব্ববৎ রইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—নিয়মাবলীর ৭নং ধারার সংশোধন,—এই ধারায় বলা হয়েছে সভ্যাগণ চিরকুমারী থেকে নারী-সমাজ গঠন করবেন, কেহ পুরুষের সংস্পর্শে যাবেন না।

সঙ্ঘের কয়েকজনের বিবাহের অনুমতির দরখাস্তগুলি সভাপতিকে দেওয়া হল। তিনি সকলের অভিমত জানতে চাইলেন।

লতিকা সকলের আগে উঠে বললেন,—"সভাপতির মতেই আমার মত। আমি তাঁকেই ফলো করব।" অনেকেই ঐ কথা—বলল।

মাধবী মুসকিলে পড়ল, একটু চিন্তাকরে বলল, "দেখুন আপনাদের নিয়েই আমি, আগে আপনাদের মতটা শুনি, পরে আমার মত শুনবেন।"

রীতা বলল,—"তবে ভোটে দেওয়া হোক।"

ভোট হ'ল, কেউপক্ষে, কেউ বিপক্ষে, গণনা হল, সমান সমান।

এখন সভানেত্রীর ভোটেই সিদ্ধান্ত হবে, সকলেই আগ্রহান্বিত।

মাধবী বিব্রত হয়ে পড়ল,---ভাবছে তার নারীকর্ম্মচারীরা বিবাহের অনুমতি চেয়েছে—না দিলে কাজ ছেড়ে দিয়ে পাশের দোকানে যাবে।

পিসেমশায়ও জ্যোৎস্নার পাত্র ঠিক করেছেন। শতকরা পঞ্চাশজন বিয়ের পক্ষপাতী, আর দুদিন পরে তারা সংখ্যাধিক্য হবে, তখন আইন বদলাতে হবে, কিন্তু এখন কি করা যায়? সে আইন করেছে নিজে ভাঙ্গে কি করে? আর কোথায় মধুময়? তার সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয়, শুধু নামেই, আর কিছু? কোন দিনই সম্ভব নয়! জলভরা উড়ন্ত মেঘের মত প্রেমভরা হৃদয়খানি কোথায় চলে গেছে! পিপাসার্ত্ত চাতকিনীর মত সে চেয়ে আছে। সকলে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে বলল, "না, বিবাহ চলবে না। পুরুষের সংশ্রব নিষিদ্ধ।"

লতিকা বেশ রেগে বলল, "তা হলে প্রেসিডেন্ট কি বলতে চান, 'Do what I say but do not do what I do. আমাদের বেলা বিয়ে করা,

পুরুষের সংশ্রবে যাওয়া নিষিদ্ধ, আর তিনি নিজে মধুময়ের মধু আকণ্ঠ পান করছেন আমরা কিছু কিছু খবর রাখি।"

মাধবী খুব দুঃখিত, বললো, "আমি বুঝেছি মিস লতিকা যা' বলতে চান, বেশ আপনাদের যা' অভিরুচি করতে পারেন—আমি শুধু আমার মতটা জানিয়েছি, তার জন্য একজন সভ্য যে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আক্রমণ করবে আমি ভাবতে পারিনি। আর এই কারণেই আমি আর সভাপতি থাকতে চাহি না। আমি পদত্যাগ করলাম।" ডায়াস থেকে নীচে একটা চেয়ারে এসে বসল।

মিস রীতা বলল,—"সভাপতি যা বলেন বেশ হিসেব করেই বলেন, তার অর্থ অত সহজে বোঝা সম্ভব না। তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য সব কিছু করছেন। আর একটা ভোট বেশী হ'লেই তো ওটা পাশ হয়ে যেত।"

সুলোচনা বলল,—"থাম, আর মো-সাহেবী করতে হবে না। কিসে কি হচ্চে আমরা কিছু কিছু বুঝি,—বডলোকের ধামাধরা কোথাকার।"

এই গালি শুনে সম্পাদিকার খুব রাগ হল। আত্ম-সংবরণ করে বলল, "আপনারা ইতরামি করলেও আমি করতে পারব না তাহলে যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তার অসম্মান করা হবে। সভাপতি যখন নেই তখন এখানেই সভাভঙ্গ করা হোক।

খুব খুশী হ'ল বিবাহ-পন্থীরা। সকলে প্রস্থান করল।

[সাঁইত্রিশ]

মাধবীর দিন যেন আজকাল আর কাটেনা। তার মনের স্ফূর্ত্তি ও দেহের লাবণ্য দিনদিন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। দিনরাত কি যে ভাবে, কী করে তার ঠিক নেই। আহারে রুচি নেই, দেহের যত্ন নেই, পোষাক পরিচ্ছদের দিকে লক্ষ্য নেই। মেজাজ হচ্ছে রুক্ষ। অনেক সময় কাটায়, তার সেই নির্জ্জন ঘরটায় দরজা বন্ধ করে। কি করে সেই জানে। জ্যোৎস্না দরজায় কান পাতে,—দিদি কি বলে শুনতে চায়। সে সব কিছুই জানে, দিদির গোপন মনের সংবাদ সে রাখে। তবে দিদি রাগ করতে পারে ভেবে কাউকে কিছু

বলেনা। দিদির প্রতি তার যত্নের সীমা নেই, যদিও বাড়ী সুদ্ধ লোক মাধবীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত। দিদি না খেলে সে খায়না, না ঘুমালে ঘুমায় না। সে কান পেতে শুনছে, দিদি গুণগুণ করে গাইছে,—অল্প যে ফাঁকটুকু ছিল তাই দিয়ে দেখল—মধুময়ের ছবিটায় ফুলের মালা দিয়ে সাজাচ্ছে।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁন্দে প্রতি অঙ্গ মোর।"

এখন সকাল আটটা। জ্যোৎস্না ভাবছে—শ্যামলবাবুকে সব বলে তার দ্বারা মধুময় বাবুর খোঁজ করবে কিনা, পরক্ষণে চিন্তা হ'ল, শ্যামলবাবু যদি দিদির প্রতি আকৃষ্ট হয়? তাকে ভু'লে যায়? সেদিন মধুময়বাবুর কত নিন্দা করল, কী উদ্দেশ্য ছিল? না জেনে নির্দোষের সম্বন্ধে—কেন অযথা—অপবাদ সেদিন দিয়ে গেল। দিদি আরও কত দুঃখ পেল। নাঃ শ্যামলবাবুকে সে এখন কিছুই বলবে না।

ওঘর থেকে এ ঘরে এল মাধবী,—জ্যোৎস্নাকে বলল, "জ্যোৎস্না বিয়ে করবি?

লজ্জিত ভাবে জ্যোৎস্না বলল,—"এ-কি বলছ দিদি।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি,—আর কারোর মনোকষ্ট দেবনা, এই দ্যাখ্ পিসেমশায় তোর পাত্র ঠিক করে পত্র দিয়েছেন। ২০শে ফাল্গুন বিয়ের দিনও স্থির হয়েছে স্পষ্ট বল তোর কি মত? তোর মতে আমি বাধা দেবনা, তোর কেন, কারো স্বাধীন মতে আমি অন্তরায় হবনা। সেদিন বিয়ের প্রস্তাবটা পাশ করাই উচিৎ ছিল। ওরা কত মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে চ'লে গেল।

জ্যোৎস্না চুপ করে আছে। যদিও সমবয়সী দিদিকে কোন কথা সে গোপন করে না, তবু আজ দুনিয়ার লজ্জা এসে তাকে ভর করল। বুক ফাটছে, তবু মুখ ফুট্‌ছে না।

জ্যোৎস্নাও বলবে না, মাধবীও ছাড়বে না, জানবেই তার মনের কথা। আর সেইমত কাজও করবে। দিদির ভাবান্তর ও ব্যাকুলতা দেখে সে আর থাকতে পারছে না। বলবে বলবে করছে—অথচ বলতে পারছে না। জ্যোৎস্নার চিবুক ধরে আদর করে সে বলল,—

"—ও আমার সোণামুখী ময়না, কি হয়েছে বলনা।"

জ্যোৎস্না তবু বলে না, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মাধবী বিস্মিত হ'ল। একি! তার হাস্যময়ী "কুম্ভকর্ণের মাসী" জ্যোৎস্না বোন্ যে ঘুমকেই জীবনে ভাল বেসেছে,—সে কাঁদে কেন? সে কি আর কাউকে ভালবাসে? ও যে নীরব পাথর, পাথরের প্রাণে আবার ভালবাসা। অসম্ভব। তবু জানতে হবে। জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। তার প্রাণের বন্ধু কুসুম গঙ্গায় দাঁড়িয়ে বলেছিলো, 'আমি নারী ভীষ্ম হব, বিয়ে না করে কীর্ত্তি রেখে যাব।" আজ রাতে তার বিয়ে রূপকুমারের সাথে। খুব দুঃখ করে পত্র দিয়েছে, তাকে যেতেই হবে এ-বিয়েতে। কৃত্রিম রাগ করে মাধবী বলল, "কিছুতে বলবিনে? তবে আমি আজই বিয়েতে আমার মত আছে জানিয়ে পিসেমশায়ের পত্রের জবাব দেব।"

তখন জ্যোৎস্না খুব গাঢ়স্বরে বললো "দিদি"—মুখ নীচু করল।

"কি, বল্, আমি কিছু বলব না, না বললে বরং রাগ করবো।"

"আমি ও ছেলেকে বিয়ে করব না।"

"বেশ, তবে কাকে? চুপ করলি কেন?" আবার মুখ তুলে ধরল।

"মাধুরী দেবী কে —"

খিল খিল করে হেসে উঠল মাধবী, অপূর্ব্ব মাধুরী ঝরে পড়ল সে হাসিতে। সোহাগ করে বলল, "পোড়ামুখী ঠাট্টা হচ্চে আমার সঙ্গে? মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে? বল, কেন একথা বললি?" রাগ করল সে।

দিদি রেগেছে দেখে সে বললে, "হ্যাঁ বিয়ে যদি করি তবে ঐ মাধুরীকে। তোমার কথা মিথ্যে হতে দেব না। তুমি কতবার বলেছ, "জোছনা তোর বিয়ে দেব কোন মেয়েছেলের সঙ্গে নচেৎ তোর ঘরদোর গুছাবে কে?"

মাধবী এবারও খুব হাসল, বলল, "ও-তো ঠাট্টা, এত বুঝিস, ঠাট্টা বুঝিস না।"

মাধবী দেখল জ্যোৎস্না কাঁদছে, তাই এ প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলল, "জ্যোৎস্না, --ড্রাইভারকে গাড়ী আনতে বল আজ আমার বন্ধু কুসুমের বিয়ে, রূপকুমারের সঙ্গে,—খুব দুঃখ করে পত্র দিয়েছে, আমি না গেলে সে বর ফিরিয়ে দেবে, ছালনা তলায় সে কিছুতেই যাবে না। চল, একটা শাড়ী ও হার কিনে আনি।"

জ্যোৎস্না বিস্মিতভাবে বলল, "তুমি নারী-সংঘের সভানেত্রী, তুমি যাবে বিয়েতে, ওরা বলবে কি ?"

"যা বলে বলুক, আমাকে যেতেই হবে, না গেলে ভারী মনঃকষ্ট পাবে, বলবে 'গরীব বলে এলোনা'। তা'ছাড়া আমি তো রেজিগনেশন দিইছি। হেসে বললো "হয়ত তোর বরকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো, বলে রাখিস।"

জ্যোৎস্না গাড়ী আনতে গেল,—কিছুক্ষণের মধ্যে দুজনে সেজেগুজে হার ও শাড়ী কিনতে বেরিয়ে গেল।

রূপকুমারের পাশে তার প্রিয়সখী কুসুমকে কোন্ কাপড়ে কেমন মানাবে, মনের চোখে দেখে খুব বাছাই করে একটা উৎকৃষ্ট শাড়ী কিনল। তার পরে এলো নিজের জুয়েলারীতে। মাধবী দেখল, মাধুরী যা বলেছিলো—সব ঠিক। প্রায় প্রতি কাউণ্টারে সুশ্রী, সুবেশ একজন করে বাবু যুবক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মাধবী নাম জিজ্ঞাসা করল—তারাও বলল, শঙ্কিতা হ'ল নারী কর্ম্মচারীরা, তাদের ইসারায় সকলেই সরে পড়ল। মাধবী এলো ম্যানেজারের ঘরে, দেখল, মাধুরী মুখ নীচু করে একটা হিসাব লিখছে, মাধবী একটু কৌতুক করার জন্য ডাকল, "জ্যোৎস্না',—জ্যোৎস্না বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—ঘরেও এলো না।

মাধুরী মনিবকে অসময়ে আচমকা আসতে দেখে চমকিত হল। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে নারী-কর্ম্মচারীদের বিয়ের দরখাস্তগুলো তার সামনে দিয়ে বাইরে গিয়ে দূরে দাঁড়াল।

মাধবী জিজ্ঞাসা করল 'এদের লিডার কে ? ডাকুন তাঁকে।"

মাধুরী হরিমতীকে ডেকে দিল ও নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

মাধবী মিস হরিমতীকে বলল, "আপনি কি বিয়ের পক্ষপাতী ?"

হরিমতী নিরুত্তর।

"হুঃ বুঝেছি, তবে আমার এখানে কাজ নিয়েছিলেন কেন ? আমার প্রথম সর্ত ছিল আপনারা কেউ বিয়ে করতে পারবেন না। এখন সে সর্ত ভঙ্গ করছেন কেন ?" মাধবী বলল।

"আজ্ঞে ওরা বলছে ভুল করেছে।" হরিমতী উত্তর দিল।

"এখন সেই ভুলের মাশুল দিতে চাকরী যেতে পারে জানেন ?"

"আজ্ঞে, ওরা তাতেও রাজী আছে।" হরিমতী বলল।

সংঘের কাজ হবে কি করে, চালাবে কে ? মাধবী উষ্মার ভাবে বলল।

"আজ্ঞে, ওরা বলে বিয়ে-ওলা মেয়েদের যেমন করে চলে, স্বামীতেই চালাবে। চাকরী ওদের ভাল লাগছে না। তারা আরও বলছে, চাকরী করলে সাংসারিক সুখ শান্তি ভেসে যায়। সংসারে দুঃখকষ্ট থাকাও একটা শান্তির মাদকতা আছে। পবিত্র মধুর দিব্য-জীবন, তাই বিয়ে করে সংসার পাতাতে চায়।

বিয়েতে অনুমতি দিলে কি তাঁরা কাজ ছেড়ে দেবেন ?"

আজ্ঞে ওরা বলে, আপনার মত মনিবের কাজ ওরা ছাড়তে চায় না, তবে সেটা নির্ভর করবে তাদের স্বামীদের উপর, এখন তারা ছাড়বে না।

আচ্ছা, যান। দরখাস্তে হুকুম দিয়ে যাবো। মাধবী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "একদিন স্বামী, সংসার, বিবাহ" কথাগুলো শুনলে ক্ষেপে উঠতাম, আর আজ ? প্রজাপতি তার রঙ্গীন পাখার হাওয়া আমার কর্ম্মচারীদের মনে বিয়ের রং লাগিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় দোকানের পাশে ডালিম গাছ থেকে একটা বড় প্রজাপতি উড়ে এসে তার মাথায় বসল। মাধবী বিস্মিত হ'য়ে বলল— "একি আপদ ! এ যে দেখছি আমাকেও ছাড়ে না—" তাড়িয়ে দিলে কিন্তু মাথার উপর তখনও উড়তে লাগল। বিয়ের দরখাস্তগুলায় "এলাউড" লিখছে এমন সময় হারের কাউন্টারে ঝগড়া হচ্ছে শুনে বাইরে এল।

যুবক বল্ছে, "দাম নিয়েছেন দু'ভরি দশ আনার, ওজনে পাচ্ছি আড়াই ভরি, এ কেন হ'ল ?"

মালতী বলল, "দিন বদলে দিচ্ছি।"

যুবক বলল, "কেন কম হল' আমি যদি ওজন না করতাম ? জুয়াচুরি কতকাল চলবে ?"

মালতী বলল, "দেখুন, যা-তা' বলবেন না, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।"

মুখ বিকৃত করে যুবক বলল, "মরে যাই, মরে যাই প্রাণ কিশোরী, একেবারে জুড়িয়ে দিলে।" মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে।

এই নোংরা কথাবার্ত্তা মাধুরী আর সহ্য করতে পারল না। একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি ভদ্রলোক, ভদ্রভাবে কথা বলুন।"

যুবকটি পুনরায় মুখ বিকৃত করে বলল, "তুমি আবার কে সুন্দরী ? মুখটা যেন মিছরীর ছুরি।"

মাধুরী আর সামলাতে পারল না নিজেকে, স্বয়ং মনিব দাড়িয়ে। তার ছদ্ম-বেশের অন্তরালের পুরুষটি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। চীৎকার করে বলল, "বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি —

"যাবো না, জোচ্চোর, বদমাস—তোদের দোকান ও ইজ্জত লুট করবো" বলেই মাধুরীর গায়ে হাত দিয়েছে, মাধুরী অমনি আত্মবিস্মৃত হল ও তাকে চড়, কীল, ধাক্কা মারছে। সেও ছাড়ল না, উভয়ে ভীষণ ধস্তাধস্তি ও ঘুসি বিনিময় হতে লাগল। নারী কর্ম্মচারীরা নিরাপদ স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধবী দেখছে ভীতিবিহ্বল চোখে। দ্বারোয়ানটাও তখন কোথায় গেছে। পুলিশ ডাকতে যেতে পারছে না। মাধুরী মারখাচ্ছে, তাই জ্যোৎস্নাও গেছে তার সাহায্যে। যুবকটি আর পারলো না, রণে ভঙ্গ দিল। যাওয়ার সময় তার হাত লেগে মাধুরীর পরচুলাটা পড়ে গেল।

মাধুরীর হুঁস নেই, যে চুল পড়ে গেছে। ভীষণ হাঁপাচ্ছে। জ্যোৎস্না ভাবছে 'কেমন করে চুলটা পরিয়ে দেওয়া যায়। দিদি দেখে ফেলেছে, আমরা দুজনেই মরেছি। কী করি?' তার দিদির দিকে পিছন ফিরে চুলটা তুলে পরিয়ে দিতে গেল। তখনই মাধুরীর খেয়াল হ'ল। জ্যোৎস্নার হাত থেকে চুলটা নিয়েই পরতে পরতে থানায় যাবে বলে একটা ট্যাক্সি ডেকে পালাল।

নারী কর্ম্মচারীরা অবাক্ হয়ে গেল। রাস্তার সকলে হোঃ-হোঃ করে হাসতে হাসতে বলল, "দোকানের একটাও মেয়েছেলে না,—মেয়েছেলে সেজে খদ্দের পাকড়াচ্ছে। এ-যে দেখছি 'ফোর-টোয়েন্টি।'

এই হঠকারী যুবকের ব্যবহারে মাধবী ক্রুদ্ধ হলেও ছদ্মবেশী মাধুরীর আচরণে তার ক্রোধের সীমা রইল না। বলল এত বড় দুঃসাহস, এত স্পর্দ্ধা ওর। এতদিন মেয়েছেলে সেজে চোখে ধুলো দিয়ে বেড়িয়েছে। এখন বুঝছি কেন আমার সামনে আসত না। এতদিনের মধ্যে মাত্র কয়েকদিন দেখা হয়েছে, আর এলেও রাত্রে এসে দূরে দূরে বসত! কতবার নিকটে আসতে বলেছি কিন্তু একটা মুখ-রোচক উত্তর দিয়ে চলে যেত। আমাকে সর্ব্বদা এড়িয়ে চলত। এর কারণ আজ পরিষ্কার বুঝা গেল! আজ ধরা পড়ে সোজা পালাল একটু দাঁড়াল না!

জ্যোৎস্না, আমি এখনই থানায় যাবো, ওকে জেলে দেব।

জ্যোৎস্না ম্লান চোখে চেয়ে রইল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাধবী বলল, "তুই নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলি? সত্য বলল।

হাঁ দিদি।

"কবে জেনেছিলি? ওর নাম কি?"

"মোকর্দ্দমার পরে ওদের বাড়ী গিয়ে। ওর নাম শ্যামল।"

"বলিস নি কেন এতদিন?"

"তুমি রাগ করবে মনে করে।"

"বটে, বুঝেছি, আচ্ছা, বাড়ী চলো।"

হরিমতীকে বলল, "মিস হরিমতী, আমাকে দু'ভরির একটা হার দিন, আর দেখুন, দোকান দুটো আপনার চার্জ্জে দিয়ে গেলাম, কাল যা হয় করব।

মাধুরীর প্রতি দিদির কতকটা অবিচারে জ্যোৎস্নার মনে আঘাত লেগেছে। যে এতটা করল তার এই প্রতিদান। তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মাধবী বললো, "তুই কাঁদছিস কেনরে? তোকে কি আমি কিছু বলেছি? সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিয়েছে—আমার দর্প চূর্ণ করে দিয়েছে।"

বেশ গম্ভীর হয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। বাড়ী এসে দেখে বউদি সুরমা এসেছে। আজকের ঘটনা সব বলল, তার সঙ্গে।

সুরমা-হেসে বলল,—কিগো ঠাকরুণ, আমার সব কথাগুলো ঠিক খাটছে তো? সেদিনও বলেছিলাম, ভগবান যা-করেন মঙ্গলের জন্য। এখন দেখলে তো?

এতে আমার কী মঙ্গল হল?

মাধুরীর ছদ্মবেশে আজ শ্যামল ছিলো বলেই তোমার দোকান লুট হ'লনা—তোমাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা পেল। তা-শ্যামলকে পুরস্কৃত করলে, না মধুময়ের মত জেলে দিতে যাচ্ছো?

মধুময়ের নাম শুনে মাধবীর অতীত ঘটনাগুলো মনে পড়ল, মধুময়ের প্রতি অবিচারে সে লজ্জিত হলো। বিষন্নমুখে বলল "ও কলঙ্ক আমার চিরদিনই থাকবে, অথচ আমি বিন্দুমাত্র দোষী না।" একটু ম্লান হেসে বলল "ওকে আর

জেলে দেব কেমন করে বউদি,—জ্যোছনার যে ওর সঙ্গে স্বয়ম্বরা হয়েছে। জ্যোৎস্নাকেই ওর গলায় পরিয়ে দেব।”

সুরমা হেসে বলল—“নারী-সঙ্ঘের সভাপতির মুখে—ওমা একি কথা! পুরুষের মুখ দেখতে নেইযে তোমাদের। উভয়ে হাসতে লাগল।

[আটত্রিশ]

প্রায় সমস্তদিন গেল মাধবীর বন্ধুর বিয়েতে যাওয়ার উদ্যোগ করতে। নিজের বাগানে ফুল তুললো, মালা গাঁথলো, কোন কাপড় পরবে, কোন গান গাইবে প্রভৃতি সব ঠিক করে নিল। সুরমা চুল বেঁধে দিল। বাউল তুলসীকে ‘মধুপুরে’ পাঠিয়েছে, মধুময়ের খোঁজ করছে, সে এখনো ফেরেনি, তাই সে যেতে পারছেনা। জ্যোৎস্নাও সেজে নিয়েছে, কিন্তু আর অপেক্ষা করা যাচ্ছেনা। তাই জ্যোৎস্নাকে নিয়ে কুসুমদের বাড়ী রওনা হ’ল। গাড়ী যখন গেট থেকে বেরোয়, মাধবী দেখল বাউল, তুলসী হন্-হন্ করে আসছে। গাড়ী থেকে নেমে তাকে একটু আড়ালে ডেকে মাধবী জিজ্ঞাসা করল মৃদুস্বরে, “খবর কি তুলসী, মধুপুর গিয়েছিলি?”

“হ্যাঁ,—মধুপুরে কৃষ্ণ নেই, দ্বারকায় গিয়ে রাজা হ’যে বসেছে।”

“হেঁয়ালি ছাড়্, বলি দেখা হয়েছে?

ওই তো বল্লুম, দিদিমণি, না থাকলে দেখা হবে কেমনে?

“কোথায় গেছে?”

“কলকাতায় এসেছে বন্ধুর বিয়েতে। তা’ছাড়া কলকাতায় বেশী সময় থাকে সে,”—তুলসী বলে।

এত কাছে, তবু যেন কত দূরে, মেরু ব্যবধান। আচ্ছা, কাল সকালে আবার আসবি, টাকা দেব, কলকাতায় খোঁজ করবি। তার বন্ধুদের নাম দেব।

বাউল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বলল, “আহা-হা, কৃষ্ণ বিরহে আমার রাধারাণীও তোমার মত ছট্‌ফট করেছিলেন।”

মাধবী বলল, “দেববেীর সঙ্গে মানুষের তুলনা করতে নেই। কাল ঠিক সময়ে আসবি।” গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

মাধবী ও জ্যোৎস্না—যখন পৌঁছাল, বর তখন এসে গেছে। মাধবী লজ্জিত হয়ে দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখে কুসুম ঠায় বসে আছে। সকলেই আনন্দিত হ'ল, কুসুম রাগে গরগর করে বলতে লাগল, "না আসলেই হোত।"

"আসছিলাম না, কিন্তু শেষে না এসেও পারলাম না। রূপ-কুসুমের টানে মন টনটন করতে লাগল। যাক্ 'Better late than never' যখন এসে পড়েছি, ভয় নেই, আমিই সব গুছিয়ে দিচ্ছি। 'সবুরে মেওয়া ফলে' যে ভাই। তোর বরকে কেউ কেড়ে নেবেনা। প্রসাধন দ্রব্যাদি, শাড়ী, হার ও প্রচুর ফুল ও মালা মাধবী বাড়ী থেকে এনেছে, সাজাতে লাগল কুসুমকে।

কুসুম বললো, "কেউ নেবে কিনা জানিনা, তবে মাধবী নেবেনা-এটা জানি, সে বর দেয়,—নেয়না।"

মাধবী হেসে বলল—তা হ'লে আমার অনেক বর, মেয়েদেরকে বিলিয়ে বেড়াই, কি বলিস? তাই নিজে ফতুর হ'য়ে বসে আছি। ছন্দা, নন্দা, তন্দ্রা, আরতি, ভারতী, মিনতি, পুরবী, সুরভি, ভারবী খিলখিল করে হেসে উঠল।

কুসুম আবার হেসে বলল, "ফতুর হবে কেন ভাই, "যতই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে। ও ভাণ্ডার ফুরুবে না। তোর নিজেরটা কেউ লুটেও নেবে না।

বিমর্ষভাবে মাধবী বলল,—"আমার বলতে কিছুই নেই, হৃদয় আমার শূণ্যময়—বিষময়।"

"শূণ্যময় বলেই তো পূর্ণতায় মধুময় হবেরে ভাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে সব শূণ্যময়ই ছিলো।"

'মধুময়' শব্দটা শুনেই মাধবীর মন আনচান্ করে উঠল। মুখের হাসি নিষ্প্রভ দীপের মত হ'ল। ভাবছে,—সে-ও হয়ত কোন্ বন্ধুর বিয়েতে গেছে, তুলসী তো বলল। এখানে আসতে পারে কি? নাঃ, এরা গরীব, সে গরীবের বাড়ী যায়না, তার সব বড়লোক নিয়ে কারবার। এত চেষ্টা করেও তার সন্ধান পেলাম না। এই কল্‌কাতায় আছে, খুব কাছে, তবু খুঁজে পাইনা, নিজেও ধরা দেয়না, কোনদিন দেবে কিনা জানিনা, হয়ত গায়ত্রীই তাকে ধরে রেখেছে, ধরার মত জিনিষ যে সে, লাখের মধ্যে অমন একটাও পাওয়া যায় না। বৃথাই তার স্মৃতি-পূজা করব, মালা গাঁথব,—শুকিয়ে যাবে?

বাহির থেকে ডাক এলো, "কনে সাজান হলো ?" মাধবী তাড়াতাড়ি করতে লাগল। মনের মতো করে সাজিয়ে কনে ছেড়ে দিল ও বলল, "যা, খুব পছন্দ করবে।" কুসুম হেসে বলল,—"আমায় না করে যদি তখন তুই আছিস্!

মাধবী নিজে ওদিকে গেলনা, মনটা তার কেমন কেঁদে উঠছিল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল,—কতলোক,—কিন্তু,.......দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে এল ও বাসর সাজাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বর-কনে বাসরে এলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘর মেয়েতে ভরে গেল, যুবকেরাও কিছু কিছু ঢুকল।

সকলেই মাধবীকে গান গাইতে বল্‌ছে, মাধবী নারাজ। শরীর ভালনা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে।

রূপকুমার বলল, শরীর ভালনা বললে আজ কি কেউ ছাড়ে ?

কুসুম বলল,—শরীর ভাল না তবে এলি কেন ? গান গাইবার জন্য তোকে আনা, পাউডার মাখাবার জন্য নয়। নে, আর দর বাড়াস্‌নে, গান ধর্‌। তোর সেই গানটা আমার বড় ভাল লাগে, গা'না ভাই। গলা জড়িয়ে ধরল।

সকলেই অনুরোধ করছে, অগত্যা মাধবীকে গাইতে হ'লো,—

"অতরূপ তোরে কে দিল কুসুম,
কে'বা সেই রূপ-ময়,
অত নিরমল করে নিরমিল কেবা,
কে'বা সেই নিরাময় ?
তব সুষমা-মাধুরী যখনই নেহারি,
পুলকে পরাণ উঠে-গো শিহরি,
বলতো সজনি ও ফুলকুমারী
কেবা সেই শোভাময় ?
রূপ চলে যাবে কুসুমের সনে,
সুরভি যে র'বে গগনে পবনে
যাক্ চলে রূপ, অরূপের রূপে
কবে হবো মধুময়।"

রূপ-কুসুমের বিবাহ-বাসরে গানটি খুব সময়োপযোগী হ'ল। রূপকুসুম সুরভি ও মধুময় শব্দ থাকায় চার জনেরই মনে সুরের আমেজ লাগল। সুরভি কুসুমের বোন। অনবদ্য গাইছে মাধবী, মধুর কোকিল কণ্ঠে, সবটুকু দরদ ঢেলে। এদের মিলন দেখে প্রাণটা তার হাহাকার করছিল মধুময়ের জন্য। ভাবছিল,—যদি আর একটিবারও দেখা পেত সে। তাই গানের শেষ চরণে 'মধুময়' শব্দের উপর ঢেলে দিল তার হৃদয়-নিংড়ানো সবটুকু আবেশ ও উচ্ছ্বাস,—সুর, তান, লয়, মূর্চ্ছনার অপূর্ব্ব প্রকাশ। ঘর শুদ্ধ লোক মুগ্ধ হ'য়ে শুনছে ও দেখছে এই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে।

এমন সময় দরজার ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকল মধুময়,—নজর পড়ল সকলের,—যেন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়।

মাধবীর গানের কিছু সে শুনেছে,—বিশেষ করে তার নামের উপর যখন মাধবী খুব আবেগ দিয়ে গাইছিলো সে মুগ্ধ হয়েছিল। গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল ও দেখছিল মাধবীকে। ভাবল, যেমন রূপ, তেমনি গুণ, কী সুন্দর গা'য় ও।

গান থামল, সকলে হৈ-হৈ করে উঠল, 'আর একখানা গান, আর একখানা'

মধুময় ভাবছে,—এসময় সে ঘরে যাবে কিনা। মুহূর্ত্তে স্থির করল, কেন যাবে না, কোনদিকে না তাকালেই হল। ঘরে ঢুকেই রূপকুমারকে বলল, "আজ যে রূপের জোয়ার এসেছে,—দেখছিরে।"

রূপকুমার বলল, "এত চাঁদের হাট-বাজারে, শুক্‌নো গাঙেও বান ডাকেরে। জ্যোৎস্না হাস্‌ছে, কুসুম ফুটেছে, মাধবীলতার সুরে সকলের প্রাণ গেছে মধুতে ভরে, তাই স্বয়ং মধুময়ও ছুটে এসেছে, তাই রূপ আজ ছড়াছড়ি যাচ্ছে।"

সকলে হাসছে, কিন্তু এই আনন্দের উৎস ওই মাধবী একবার মাত্র মুখ তুলে দেখেই, সেই-যে মুখ নত করল, আর তুলতেই পারল না। জ্যোৎস্না দেখছে অপলকে।

মধুময় নিজের হাত ঘড়িটা খুলে বরকে দিয়ে বরের হাত-ঘড়িটা ফেরৎ নিল, কারণ বলল না। মাধবী জ্যোৎস্নাকেও দেখল, পরে কুসুমের দিকে ফিরে বললো, "অনাঘ্রাত কুসুম,—"

রূপকুমার হেসে বলল, "কে জানে ভাই,—"

কুসুম রসিকতা বুঝে বলল, "রূপ কিন্তু সকলেই পান করে, ওটি উচ্ছিষ্ট।"

মধুময় হেসে বলল, "বহুত আচ্ছা, লড়াই লাগিয়ে দিয়ে গেলাম।" হাসতে হাসতে চলে গেল। সকলেই খুব খুসী, কিন্তু মাধবীর বুকে শেল বাজল।

জ্যোৎস্না উঠল,—মধুময় কোন্ দিকে যায় দেখ্ছে।

মাধবীকে মুখ-নীচু করে থাকতে দেখে বর বলল, "মাধবীদেবীরও কি শুভদৃষ্টি হচ্চে আজ? হয়'ত হয়ে যাক্, শুভস্যশীঘ্রম্"

মাধবী ম্লান হেসে বলল, "দৃষ্টি সবারই শুভ, সব সময়ই হচ্চে, কেবল গ্রহরাজের বাদে।"

আবার হাসল সকলে, বললো, "মাধবীদেবী আর একটা গা'ন। আর একটা,—"

নিজের হাতঘড়িটা খুলে কুসুমের বাঁ-হাতটা টেনে পরিয়ে দিয়ে বললো, "খেয়াল হয়নি তাড়াতাড়িতে। রাগ-করিস্ না ভাই।"

মাধবীর এখন গাইবার মত মন না, তবু সকলের অনুরোধে আর একটা গাইতে হলো। পরে বাইরে এসে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। দেখল নীচে, মধুময় লেগে-গেছে-পরিবেশনের কাজে লোকাভাব দেখে। অথচ বরকর্ত্তা-সে।

উপরের বারান্দায় মেয়েদের বসান হ'ল, পরিবেশনে ধীর শান্ত দেখে কয়েকজনকে আনা হ'ল,—মধুময়কে ডাকা হল, মেয়ে পরিবেশনকারী পাওয়া গেল না।

মাধবীর শরীর ভাল না, তাই বসবেনা। কুসুম ও তার মাতাপিতা—কতই বললেন। বুদ্ধিমতী কুসুমের মা ভাবলেন, বড়লোকের মেয়ে, তাই সবার সঙ্গে খেতে বসতে লজ্জা-পাচ্ছে,—আর যে এত দিয়েছে, তাকে না খাইয়েও ছাড়া যায়না। তাই পাশের ঘরে ওদের দুজনকে আলাদা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। তিনি মধুময়কেই ওদেরকে পরিবেশন করতে বললেন। বাকী পরিবেশনকারীরা অত ভদ্র না। অগত্যা মধুময় পরিবেশন করতে লাগল। কিন্তু খায় কে, আর দেয় কে! তিনজনের মনেই ঝড় উঠেছে,—তিনজনের চিন্তাও শতমুখী গঙ্গার মত ভিন্নপথে ছুটে একস্রোতে এসে মিশছে!

দুজনের কেউ প্রায় খাচ্ছেনা' মাধবীতো নয়ই, হাত নাড়ছে মাত্র।

মধুময় দেখল মাধবী কিছু খাচ্ছে না, যা দিচ্ছে পাতে পড়ে থাকছে। মধুময় ভাবল, এরা বোধহয় রাগ করেছে আমি দিচ্ছি বলে। একসময় ডাকাতি-কেসের আসামী ছিলাম। 'ওঁদের শত্রুপক্ষ।' যাইহোক আর একবার দিতে গিয়ে বলল, "কিছুই খাচ্ছেন না যে, পাতে থাকলে অপবাদ হবে যে আমার ?

এমন সময় রূপকুমার এসে বললো, "মধু'র পাত্র ওই পাতেই উজাড় হোক্।

মাধবী সলজ্জভাবে হেসে রূপকুমারের দিকে তাকাল।

মধুময় বলল, রূপ আয়, পরিবেশন কর, আজ তুই বর তোকে সবাই পচ্ছন্দ করবে,—তোর হাতের খাবে, না হয় কুসুমকে ডেকে দে, এঁদের পরিবেশন করুক। সে বেলা খুব চালাক, গায়ে তরকারীর গন্ধ হতে দিবিনে। হাসল সকলে।

রূপ উত্তর করল, "দুঃখ করোনা বন্ধু, ইচ্ছে করলে তুমি আজই 'বর' হতে পার, কত কনে হাজির, বেছে নাও যাকে চাও।" মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলল, মাধবী দেবী তোকে দে'খে যা লজ্জা করছেন, মনে হয় উনি বোধহয় তোর রূপে মজেছেন।

মধুময় বলল—"থাম বোকা কোথাকার,—পালা এখান থেকে, নচেৎ তরকারী মাখিয়ে দেব।"

"আমাকে না মাখিয়ে মাধবীদেবীকে মাখা, কাজ হবে,—উনি তোর নিশ্চয়ই 'তিনি'। তোর নামে যে গান করেছেন আজ, শুন্‌তিস যদি পাগলা হয়ে যেতিস, 'দেহ পদপল্লবমুদারম্' বলে পা জড়িয়ে ধরতিস্, উঃ, এত দরদ ওঁর তোর ওপর ! হাসতে হাসতে চলে গেল।

মাধবী বুঝল, তাদের না খাওয়ার দরুণ মধুময় হয়তো দুঃখ পেয়েছে। লজ্জার মাথা খেয়ে মুখতুলে বলল, "আমার খাওয়া এমনি।"

"অমন খেয়ে পাখীতেই বাঁচেনা,—"মধুময় বলল। পরে কুসুমের মাকে বলল,—এঁদের আপনি একটু দেখুন, এঁরা লজ্জা করে কিছুই খাচ্ছেন না। মেয়েদের দ্বারা পরিবেশন করান উচিৎ ছিল।"

"বাবা, পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার কেউ ছিলে, তুমি যা করলে আমরা জীবনেও ভুলব না। তুমি এখন হাত পা ধুয়ে কিছু খাও,—"

না, মা আজ কিছু খাবনা, স্নান না করে কিছু খাওয়া যাবে না। মধুময় বলল, কাল বরং দশটায় এসে ডাল ভাত খেয়ে যাব।"

'এই শীতের রাত্রে এত পরিশ্রমের পর স্নান করলেই অসুখ হবে' মাধবীর মন বলে উঠল। মিনতি মাখা চোখে মধুময়ের দিকে তাকাল মাধবী 'যেন এত রাত্রে স্নান না করেন।'

মধুময় আর একবার মাধবীর দিকে তাকিয়ে নীচে নেমে গেল। সে রাত্রে আর তাকে ওবাড়ীতে দেখা গেলনা। মাধবী প্রায় সারারাত ছিলো, খুব ছট্‌ফট্‌ করল সে,আর একবার দেখা-হবে খুব আশা করেছিলো, কিন্তু আশা ব্যর্থ হ'ল।

যেমন রহস্যজনক আবির্ভাব,—তেমনি অন্তর্ধান!

চোখ জ্বালা করছে,—মন আরও। ক্ষত-বিক্ষত প্রাণে শেষরাত্রে বাড়ী ফিরল সে।

[উনচল্লিশ]

অত রাত্রে মেসে ফিরল মধুময়, তরকারী মাখা অবস্থায়। ক্রিয়া-বাড়ীতে তখন সুস্থ হওয়া সম্ভব নয়। কুসুমের মা দুঃখ করেছেন দেখে, সকাল দশটায় এসে গরম ডাল ভাত খেয়ে যাবে সে কথা দিয়ে এসেছে। খাওয়ার চেয়ে শোওয়ার প্রয়োজন এখন তার খুব বেশী। ব্যস্তভাবে এসে চৌবাচ্চার জলে স্নান করল। বেশ শীত পড়েছে, মেসের দোতলায় তার একটী ঘর আলাদা। ঘরে গিয়ে দেখে তার তক্তপোষের উপর বিছানায় কে একজন তোফা-আরামে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। সামনে গিয়ে মুখটা দেখার চেষ্টা করল, পারল না, মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছে। ভাবছে, লোকটি যেইহোক্ যখন একবার তার বিছানা পেতে শুয়েছে তখন তার শান্তি-ভঙ্গ করে লাভ নেই। নিঃশব্দে কাঁপড় চোপড় ছেড়ে একটা মাদুর পেতে কোট র‍্যাপার গায়ে দিয়ে মেঝেয় বসে রইল, ঐ অবস্থায় একটু ঘুমাবারও চেষ্টা করল, ও ভাবে ঘুমাতে সে অভ্যস্ত না, তাই ঘুমও আস্‌ছে না।

রাত্রির সমস্ত ঘটনা গুলি পর্দ্দার ছবির মত তার মনে আসতে লাগল। ভাবছে, রূপকুমারের সাথে কুসুমের বিয়ে হ'ল, অবশেষে 'ভালবাসাই' জয়ী হ'ল। ভালবাসার শক্তি অসীম। বেশ মানিয়েছে ওদেরকে, সুখী হোক্। কুসুমের চেয়ে তার বন্ধু মাধবীকে দেখতে অনেক ভালো, যেমন

রং তেমনি মুখশ্রী, আর গান? কী অদ্ভুত গলা, ঘরসুদ্ধলোক যেন পাগল হ'য়ে গেল। এত রূপ এত গুণ আমি আর কারো মধ্যে আজও দেখিনি। কী লজ্জাশীলা, আমাকে দেখে সেই যে মুখ নীচু করল আর তুলল না! আমাকে এত লজ্জা করে কেন? আমি ওর কে? হাসল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমি গরীবের ছেলে, ওঁরা বড়লোক, বিশেষকরে আমার উপর ওর একটা আক্রোশ আছে। মোকর্দ্দমায় হেরে-গেছে, তাই আমায় দেখে মুখ ফেরাল লজ্জায়—না-না, নিশ্চয়ই ঘৃণায়। করুক ঘৃণা, আমিতো কোন অন্যায় করিনি। একদিন ভুল বুঝবে অনুতপ্ত—হবে। দশটায় খেতে গেলে কুসুমদের বাড়ীতে হয়ত আবার দেখা হতে পারে। ঠাণ্ডা লেগেছে, কাশ্‌তে লাগল।

রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে, লোকটির ঘুমও তরল হয়ে এসেছে,

কাশির শব্দে—ধড়মড় করে উঠে মধুময়কে দেখে লজ্জিত হয়ে বললো, "শরীল আর বয়না—দিনরাত রুগীর খেজমত, কী ভূতগত খাটুনি, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। গণেশের মা মরমর, এতক্ষণ আছে—কি নেই। বুড়ি তোমায় দেখ্‌তে চাচ্ছে মরার আগে, গনেশ খুব কাঁদছে, পাড়ার কেউ আসলনা বুড়ির অঙ্গ-প্রাচিত্তির হয়নি বলে। তুমি শীঘ্‌গীর চলো, দাদাবাবু।"

গণেশের মা তাদের মেসের ঝি ছিলো, খুব গরীব।

"বুড়ি মরমর, তা তুই ঘুমাচ্ছিস কেন? মেসে আরও তো লোকছিল? বলিস্‌নি কেন তাদেরকে?"

"তোমাকেই দেখ্‌তে চায়, ত'াছাড়া সবাইকে বলেছি, কেউ রাজী হ'লনা।"

মধুময়ের এখন যা শরীরের অবস্থা, তাতে একপা নড়াও সম্ভব না; কিন্তু গণেশের মা গরীব, অনেকদিন সেবা দিয়েছে, এখন মরমর, তার অন্তিম-ইচ্ছা পূর্ণ না করে সে পারলনা। "হুঃ,—আচ্ছা, চলো," বলেই কোট-র‍্যাপার খুলে একটা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে চললো সে গণেশ-জননীকে দেখতে, হয়ত তিনি কৈলাসে চলেছেন।

বস্তি। অন্ধকার। ফরসা হওয়ার আগে আঁধার আরও জমাট বেঁধে গেছে, বিদায় নেওয়ার আগে শীত যেমন কনকনে হয়। সকলেই ঘুমাচ্ছে, গণেশ বাইরে বসে কাঁদছে। ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। মধুময়কে দেখেই সে

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, "দাদাবাবু, মা মরে গেছে, আমার কী হবে, কোথায় যাবো ? খুব কাঁদছে সে।

মধুময় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "ঘরে আলো নেই কেন ?"

"তেল নেই, এখন নিভে গেছে।"

"তুই বাইরে বসে কেন ? ছুঁয়ে থাকতে হয় যে,—"

"ভয় করছিল, গণেশ কেঁদে বলল।

"বটে, ভয় ! মাকে ভয় ! তবে কাঁদছিস্ কেন ? প্রায়ই দেখি, মানুষ মরলে আর কেউ কাছে যাবে না। মানুষ মরলে বাঘ হয়, আর বাঘ মরলে মানুষ।" মধুময়ের কথা শুনে পাশের ঘরের দু'একজন করে আস্‌ছে। তাদের লক্ষ্যকরে মধুময় বললো, "মানুষ মরা বাঘের কাছে দিনরাতে সব সময় যেতে-পারে, কিন্তু মরা মা-বাপের কাছে যেতে সাহস পায়না, এমনি কুসংস্কার।"

সে অন্ধকার ঘরে গিয়ে বলল, "গণেশ একটা আলো আন কারো বাড়ী থেকে।"

"কেউ দেবেনা, আমি চেয়েছিলাম, বললো, 'মড়া-মৃত্যুর বাড়ী আলো দিলে ফেলে দিতে হবে।"

ওঁ, লোকগুলো যারা দাহ করতে যায়, তাদেরকে ত'াহলে ফেলেদিতে হয।

মৃত্যু কার ঘরে যায়না ? একে ভয় করতে আছে ?"

মধুময়ের কথা শুনে বস্তির একটা ছেলে আলো আনলো। মধুময় দেখল বুড়ী মরে গেছে। ভাবল, গণেশ জননীকে দাহ করার ভার বোধহয় ভগবান তাকে দিয়েছেন। যাইহোক লোকজন ডেকে সত্বর প্রস্তুত হ'তে লাগল।

বেলা দশটায় মেসে ফিরল মধুময়, চোখমুখ তার জ্বালা করছে ও খুব শীত বোধ করছে। ভাবল, কুসুমের মাকে কথা দেওয়া আছে তিনি বসে থাকবেন, কুসুম চলে গেছে, তাঁর মন খারাপ, না গেলে খুব মনঃকষ্ট পাবেন, নাঃ যত কষ্টই হোক্ তাকে যেতেই হবে। আবার ভাবল, হয়ত মাধবী ও আছে। সত্বর প্রস্তুত হ'তে লাগল।

এদিকে মাধবী শেষরাত্রে বাড়ী এসে শুয়েছে, ঘুম আসছেনা, চিন্তাকরছে,— "যাকে দিনরাত খুঁজে মরছি, কলকাতা তোলপাড় করছি, আজ কুসুমের বিয়েতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর দেখা পেলাম। কিন্তু পাপী আমি, সে দেব-মূর্ত্তি, মুখ তুলে

দেখতেই পারলাম না। আমার গান শুনেছিলেন কি ? তার নামের গান ওটা। ওঁর কি ভাললেগেছিল ? সবাই কিন্তু ভাল বলেছিল। কী আশ্চর্য, শেষে উনিই আমাকে পরিবেশন করলেন। খাচ্ছিলাম না বলে কত দুঃখ করলেন। কী মায়া। বললেন, "অত অল্প খেয়ে পাখীতেও বাঁচেনা,' উনি কি আমার চিন্তা করেন ? ভালবাসেন ?" আবার ভাবছে, "গায়ত্রীকে আমার ভয় হয়, সেই হয়ত ওঁকে........।'

"অত রাত্রে স্নান করে থাকেন তো নিশ্চয়ই জ্বর হয়েছে, কেমন আছেন কে জানে। মেসটা কোথায় যদি জানতাম, এখনি ছুটে যেতাম, ...'এইরকম চিন্তা করতে করতে অনেক পরে ঘুমিয়েছে। বেলা হয়েছে, সুরমা এঘরে দেখল মাধবী তখনও ঘুমাচ্ছে আরামে। জ্যোৎস্না পাশের ঘরে বসে একটা চিঠি লিখছে, তাকে দেখেই লুকাল। সুরমা হেসে বলব, "প্রেমপত্র ? দেখি— দেখি, তোকেও রোগে ধরেছে।" জ্যোৎস্না ছুটে বাইরে গেল।

মাধবী ঘুমাচ্ছে, সুরমা পিয়ানো বাজিয়ে গাইছে

"সে-যে কাছে এসে বসেছিল তবু জাগিনি

কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি........।"

মাধবীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলল,। সুরমা হেসে বলল, "সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে পাপ করলাম না-কি ? বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে বঁধুর দেখা পেলে নাকি ?

একটু ইতস্ততঃ করে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে মাধবী বলল, "পেলেও তোমায় বলব না-কি ? হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবার গুরুমশায় তুমি। তুমি যে কেন বউদি হয়েছিলে তাই ভাবি। লোকে বউদি'র সঙ্গে কত মনের কথা বলে। আমার এমনি 'ভাগ্য' বউদিকে বিশ্বাস করে একটা কথাও বলার উপায় নেই। যেই বলেছি অমনি বউদির পেট ফুলে উঠ্‌বে,—যাকে পাবে ধরে এনে তাকেই বলবে, মা বাবাকেও বাদ দেবেনা।"

"না-বলে কি করি বলো, আমার হয়েছে উত্তমস্বর্গ, ভাল বিপদেই পড়েছি, তোমার প্রেম-রোগের কথা এদিকে তুমি বলতে মানা করো, ও-দিকে মা-বাবা কি হ'ল শুনতে চান। আচ্ছা যাক্, তুমি যখন চাওনা, মাইরি বলছি, আমি আর কাউকে বলবনা, বলো, কালকে কি দেখা হল, ইসারা ইঙ্গিতে প্রেমালাপ কিছু ?"

সুরকরে বলল,—"দেখা হবে ছাতনতলায়,

বলেগেল ইসারায়'—খুব হাসল।

গম্ভীর হয়ে গাঢ়স্বরে বলল, "আশ্চর্য্য ব্যাপার বউদি, সত্যিই এসেছিলো, বরকর্ত্তা হয়ে, কুসুমের বর রূপকুমারের বন্ধু। লোকাভাব দেখে নিজেই পরিবেশন করতে লেগে গেল, শেষে আমাকে ও জ্যোৎস্নাকে।

সুরমা-বিস্মিত ভাবে ও হেসে বলল, "ওমা তাই নাকি? কাজতো অনেক-দূর এগিয়েছে তা'হলে? বলো, তারপরে কি হলো? প্রেমালাপ কিছু? খুব হেসে বলল, "তা'হলে চারে মাছ লাগে দেখছি, কাছে কাছে ঘুরছে, ভয় নেই, ভয়নেই, এ চার গিলবেই, মসলা দাও। একটু হেসে বললো, আবার ভয় নেই বা বলি কি করে? তুমি যেমন বদরাগী, সুতো ছিঁড়ে ফেলো কিনা কে জানে। তা'হলে পস্তাবে, সারা জীবন কাঁদবে। নাচগানগুলো আবার ঝালিয়ে নেও, ওই দিয়ে তাকে বাঁধতে হবে। বলো কথাবার্ত্তা—প্রেমালাপ কিছু হলো?"

"তুই যত পার ব'কে যাও,—যতসব বাজে-কথা, আমি প্রেমালাপ করতে যাব—ভারি দায় পড়েছে। আমার অন্য কোন-কথা না, শুধু একটা কথা তাকে জানাব,—তুমি বিশ্বাস করো, আমি নির্দ্দোষ, তুমি ভুল বুঝো না।"

সুরমা হেসে কুটিকুটি হচ্চে, বলল,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক তাই, আর একটু উহ্য রইল,—"আমায় ক্ষমা করো, গ্রহণ করো।"

যাও, তুমি বড় চ্যাংড়া। দশটার সময় কুসুমদের বাড়ী যাবো, কুসুম চলে গেছে তার মা হয়ত খুব কাঁদছে।

সুরমা হেসে বলল, "নিশ্চয়ই যাবে, কুসুমের ম'র দুঃখে তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে, ও সব আমরা বুঝি, ও প্রেমরোগের লক্ষণ, ঘরছাড়া করে, ওর জ্বালা বড়জ্বালা, কেউ চাপতে পারে, কেউ পারে না।"

"যাও, তুমি বড রাফ্" এমন সময় মাধবী দেখল তুলসী আসছে তাকে দেখে সে নীচে গেল।

বেলা ঠিক দশটায় যেমন তেমন করে স্নানাহার সেরে মাধবী বৌবাজারে কুসুমদের বাড়ী রওনা হ'ল একা। এই সময় রাস্তায় ভীষণ ভিড় হয়। গাড়ী চালানো খুবই কষ্টকর। রঘুনন্দন খুব সতর্ক হয়ে চালাচ্ছে। হ্যারিসন রোড ক্রস করেছে, দেরী হচ্ছে, মাধবী ব্যস্ত লাগাচ্ছে, আগে একটা ডবল ডেকার বাস যেতে

যেতে হঠাৎ থেমেছে, বাস থেকে একটি বৃদ্ধ নেমেছে, তার পিছনে আর একটি যুবক নামছে, এমনি সময় মাধবীর কার বাসের বাঁ গলি দিয়ে পাশ কাটিয়ে উঠতে গেছে, বৃদ্ধটি চাপা পড়ে আরকি। সকলেই চেঁচিয়ে উঠেছে, তখনই বিদ্যুতের মত চকিতে পিছনের যুবকটি বৃদ্ধকে উঁচু করে একরকম ছুঁড়েই ফুটপাথে দিয়েছে, কিন্তু নিজেকে আর সামলাতে পারল না, কলার খোসার পা পড়াতে তার ডান পা পিছলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কার এসে তাকে চাপা দিল। ড্রাইভার তখনই গাড়ী-বেঁধেছে, কিন্তু দুর্ঘটনা রোধ করতে পারল না, যুবকের দেহের অর্দ্ধেকটা গাড়ীর তলায়, বাকিটা বাইরে। রক্ত পড়ছে মাথা ও নাক মুখ দিয়ে,—অজ্ঞান সে।

রাস্তার সকলে চীৎকার করে উঠল, সর্ব্বনাশ-হয়েছে! গেছে—গেছে! আহা, কী হল, কী হল। ভীষণ লেগেছে, বেঁচে আছে কি? এমনি কতকী।

কতকগুলি যুবক ড্রাইভারকে মারছে চড, কীল, ঘুসি। মাধবী স্তম্ভিত, কেমন যেন হয়ে গেছে, কথা সরছে না, তখনও গাডীর মধ্যে বসে আছে। রঘু মার খাচ্ছে দেখে হুস হলো। ওদের দিকে কাতর চোখে চেয়ে মারতে নিষেধ করল। মার বন্ধ হ'ল।

কেউ কেউ বলল, "এখনও বসে দেখছেন কি? শীঘগির গাড়ীতে তুলে হাঁসপাতালে নিয়ে যান।"

মাধবী তাড়াতাড়ি নামল, এতক্ষণ সে দেখেনি চাপা পড়েছে লোকটি কে। এখন মুখের দিকে দেখেই সে বজ্রাহতের মত হযে গেল। নিস্পন্দনির্ব্বাক্ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

একটি যুবক বলল, "এখনও দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? মারাগেল যে।" শীগগির হাঁসপাতালে নিয়ে যান।"

এতক্ষণে মাধবীর বিমূঢ়-ভাবটা কেটে গেল। জলভরা চোখে বললো, "আপনারা দয়া করে একটু সাহায্য করুন, গাড়ীতে তুলেদিন। রঘু তুমিও ধরো, ঋণ শোধ করো, তোমায় একদিন·· ····চোখদিয়ে জল পড়ছে-মাধবীর। নিজেও মূর্চ্ছিতের গায়ে হাত দিচ্ছে, লোকলজ্জার ভয় আজ তার নেই।

গাড়ী গেটদিয়ে হাঁসপাতাল প্রাঙ্গণে ঢুকল, সকলে ধরাধরি করে তুললো দোতলায় একটা বেডে।

মাধবী অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়েছে, ছটফট করছে। শীঘ্র ডাক্তার ডাকতে নার্সদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে। ফী, পারিশ্রমিক দেওয়ার পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ঘরবার করছে, চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়ছে।

আহতের নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, নিজের রুমাল দিয়ে মুছে নিল, রুমাল ভিজে গেল। তখন নিজের বহুমূল্য শাড়ীর আঁচল দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে ক্ষতস্থান চেপে ধরল। তার সমস্ত কাপড়ে রক্ত।

দু'জন ডাক্তার ও দু'জন নার্স ঘরে ঢুকেই অপূর্ব্ব সুন্দর দুজন তরুণ তরুণীকে ঐ অবস্থায় দেখেই বিস্মিত হ'ল।

বর্ষীয়ান্ ডাক্তারবাবু বললেন, "আপনার স্বামী? কি ভাবে এ্যাক্সিডেণ্ট হল?"

মাধবী একটু সামলিয়ে বলল, "উনি বাস থেকে নেমেই একজনকে বাঁচাতে -গিয়ে কারের তলায় পড়েছেন। আপনাদের ফী ছাড়া আমি আরও বকশিস্ দেব, ভালভাবে দেখুন, যদি আরও ডাক্তার লাগে ডাকুন, সকলের ফী আমি দেব।"

ডাক্তারেরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে রোগীর পরীক্ষায় মন দিলেন।

মূর্চ্ছিত মধুময়ের মুখের দিকে মাধবী এতদিন পরে ভালভাবে দেখছে, এমন ভাবে একান্তে তাকে ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন দেখেনি সে, সুযোগ হয়নি, তাই কি আজ তাকে ভগবান্ এইভাবে দেখতে দিলেন? এত নিষ্ঠুর তুমি ভগবান। এর চেয়ে আজীবন না-দেখাও যে ছিল ভাল।

বড় ডাক্তারটী মাধবীর ব্যস্ততা, কথাবার্ত্তা, ও কান্না দেখে ও তার মানসিক অবস্থা বুঝে মূর্চ্ছা যেতে পারে ভেবে বললেন, "আপনি একটু দূরে ঐ চেয়ারটায় বসুন, এদিকে দেখবেন না। না হয় বাড়ী যান, দু'একজন লোকসঙ্গে নিয়ে আসুন একটা পেয়িং কেবিন দিচ্ছি, সেখানে রাখলে চিকিৎসার আরও সুব্যবস্থা হবে, সত্বর সেরে উঠবেন।"

আবেগরুদ্ধ স্বরে মাধবী বললো, "সারবে তো ডাক্তারবাবু?"

"নিশ্চয় সারবে। আপনি বাড়ী যান। ঘুরে আসুন।"

—জ্ঞান না হলে আমি কোথাও যাবনা, আমি বাড়ীতে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

ডাক্তারের কথামত চেয়ারে বসে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে আছে,—আর ভগবানকে ডাকছে, চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

"ডাক্তারবাবু, এখনও জ্ঞান হচ্ছেনা কেন ?

এখুনি হবে, ভয় করবেন না।

কিছু সময় পরে মাধবীর মা-বাবা, জ্যোৎস্না সুরমা এলেন । মাধবীর মা মধুময়ের মুখেরদিকে তাকিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগলেন তার শিবপূজার ফুল মধুময়ের মাথায় দিলেন। আরও আধঘণ্টা পরে মধুময়ের জ্ঞান ফিরল। চোখ চাইল, কিন্তু সে কোথায় বুঝতে পারল না।

মাধবী মুখের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে'—ভাবছে,—আমিই ওঁর এদশা করেছি, এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। এঁকে যেমন করে হোক সারিয়ে তুলে ক্ষমা চেয়ে নেব ওঁর কাছ থেকে।

পেয়িং কেবিন ও চিকিৎসার সব রকম সুব্যবস্থা করে দেওয়া হ'ল। ডাঃ রায় বাড়ী থেকে ভাল বিছানাও ফলপথ্যাদি এনে দিলেন। দ্বিতলের একটি ভালো ঘরে মধুময়ের বিছানা হোল। ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থা করা হল। জ্যোৎস্না-মাধবী সব সময় থাকে, সুরমা, নীলিমা মাঝে মাঝে আসেন।

কী সেবা ও পরিচর্যা মাধবী অক্লান্ত ভাবে করছে, নিজের কথা ভুলে গেছে, প্রাণ ঢেলে দিয়েছে। খাওয়া ঘুম প্রায় গেছে, মুখের কাছে বসে আছে।

ডাক্তারবাবু বলেছেন, "মাথায় পূর্ব্বেও আঘাত হয়েছিল, তাই ঘা সারলেও স্মৃতি-ভ্রংশ হ'তে পারে কিছুদিন, তবে খুব শান্তিতে রাখলে, দুশ্চিন্তা বা মনকষ্ট না পেলে শীঘ্র সেটা সেরে যাবে।"

মাধবী-উদ্বিগ্নভাবে বলল, "ঠিক আগের মত হবে তো ডাক্তারবাবু? কেমিষ্ট্রীতে এম, এসসি,—রিসার্চ্চ করছিলেন, বিলাত যাওয়ার সব ঠিক রয়েছে।"

বড় ডাক্তার বললেন, "হ্যাঁ পূর্ব্বের মতই হবে, কিন্তু চিন্তা মনোকষ্ট পেলে মাথা খারাপও হতে পারে, তবে খুব বলবান্ ছেলে বলেই সারবে, দুর্ব্বল হলে সন্দেহ ছিলো।"

মাধবীর কাতরতায় ডাক্তারবাবুদের মন গলে গেল, খুব যত্ন করে চিকিৎসা করতে লাগলেন।

রাত্রি এখন দুটা, মধুময়ের অচৈতন্য ভাবটা কিছু কমেছে, চোখ চেয়ে কাকে যেন খুঁজছে।

মাধবী মধুময়ের মুখের উপর ঝুকে বলল, "কেমন আছেন, কিছু বলবেন ?"

মধুময় বলল, "কে তুমি ? আমি এ কোথায় এসেছি ?"

মাধবী নিজের কাপড়ে চোখ মুছে মধুময়ের মুখটা ধরে বলল, "বেশী কথা বলবেন না, চুপ করে ঘুমাবার চেষ্টা করুন, আমি মাধবী।"

মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে মধুময় বলল, "মাধবী। মাধবী কে? কই মাধবী বলে কাউকে তো চিনিনা।"

মাধবী চোখের জল গোপন করে বলল. "এতেও আমায় চিনতে পারলেন না, চেনার মত আমি কি কিছুই করিনি?"

রোগী আপন মনে বলছে, "মানসী, মলিনা, গায়ত্রীকে আমি চিনি। কই, তোমাকে তো কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। দেখি ফেরো" বলেই মাধবীর মুখটা ডান হাত দিয়ে নিজের দিকে ফেরাল, দেখছে তার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানা। এক ফোঁটা গরম জল পড়ল মধুময়ের মুখের উপর। অভিমানে মাধবীর বুক ফেটে যাচ্ছে,—সে গোপনে চাপাকান্না কাঁদছে, মধুময় এত মেয়েকে চেনে অথচ তাকে চিন্‌তে পারছে না। মধুময়ের স্পর্শে তার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ লাগলো।

রোগী মাধবীর মুখ দেখছে আর বলছে, "তুমি মাধবী!

—বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী যেইক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল, বিদায়-গোধুলী আসে
ধরায় ছড়ায়ে ছিন্নদল,······"

যাঃ আর মনে আসছে না। মাথাটা বিগড়ে গেল, ভুলে যাই, আগে ভুলতাম না। তা' তুমি কাঁদছ কেন? চিবুক ধরে মাধবীর মুখটা তুলল, মাধবী তখনও কাঁদছে—অন্যদিকে ফিরে জল মুছে বলল, "না, কাঁদবো কেন? আপনি ঘুমান, বেশী কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবুর নিষেধ আছে। চাদরটা গলা পর্য্যন্ত টেনে দিল, মশারীটা গুঁজে দিয়ে পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসল।

ডাক্তার বাবুর নিষেধ! আমি এখন হাঁসপাতালে! কেন এলাম এখানে? উঃ, মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্চে—ঘুমাতে পারছিনা, মা, তুমি কোথায়,"····ছটফট করছে মধুময়।

মাধবী আবার ছুটে এলো, মশারী তু'লে মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, বলল,—"তুমি ঘুমাও, আমি আছি, কোন ভয় নেই।

মাধবী এখন মধুময়কে কখন "আপনি" কখনও "তুমি" বলছে। ঘনিষ্ঠতার ধর্ম্ম এই।

"আমি আছি ভয় নেই" বলাতে মধুময় একটু হাসল। তার দিকে চেয়ে বলল, "তুমি আছ? কে তুমি নীল-বসনা সুন্দরী? আকাশ রংএর একটা দামী শাড়ী মাধবীর পরণে ছিল, আবার বলল, "বল, আমি কোথায়? তুমিই বা কে?"

"আমি মাধবী...... "

মাধবী! কোন মাধবী? একটু চুপ করে' পরে বলল, "যে আমায় ভিখারীর মত তাড়িয়ে দিয়েছিল, হাজতে পুরেছিল, সেই?

মাধবীর চোখে বাণ ডাকল, জল মুছে বলল, "সে মাধবী মরে গেছে, বিশ্বাস করুন।"

সত্যি বলো, তবে তুমি কোন মাধবী? হাত ধরল তার।

ইচ্ছা না থাকলেও মাধবী বলল, "যে রূপকুমারের সাথে কুসুমের বিয়ে দিয়েছিলো, বাসরে গান করেছিলো, সেই—"

—ওঃ সেই মাধবী? তা-সে অনেক ভাল, অনেক গুণ আছে তার, দেখতেও ভাল, গানও করে চমৎকার। দুই মাধবী, দুই'জনে কত তফাৎ।—আচ্ছা, আমি এখানে কেমন করে এলাম তুমি বলতো মাধবী?

—সে অনেক কথা, পরে শুনবেন, নার্স আসছেন, আপনি ঘুমান।

নার্স এলো, রোগীর নাড়ী দেখল, ঘুমের ওষুধ খেতে দিল। মধুময় বলল, তুমি আবার কে? মাধবীকে ডেকে দাও, সে কোথায় গেল?

আসছেন, আপনি ওষুধটা শীঘগির খেয়ে নিন। বলে মুখের কাছে ধরল।

"না, না, ওষুধ কখনও খাইনি, আজও খাব না," বলে হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে মেঝেয় পড়ে ভেঙ্গে গেল।

ঘুম নেই, চোখ মুখ জ্বালা করছে, তাই হাত-মুখ ধুতে মাধবী এইমাত্র বাথ-রুমে গেছে। এখন আসছে, নার্সটি আর এক ডোজ ওষুধ ঢেলে মাধবীর হাতে দিয়ে বলল, "আপনি খাওয়ান, আমার হাতে খাবেন না, আপনার স্বামী বড় জেদী। মাধবীর আচরণে নার্সটির ওই রকমই মনে হয়েছিল; মাধবীর সিঁথিতে জদীসিঁদুর নেই সে লক্ষ্য করেনি।

মাধবা একথার কোন উত্তর করল না। মুখ তুলে শুধু একবার নার্সের দিক তাকাল। সে ভাবছে, কুসুমের বন্ধু শুনে উনি এখন শান্ত আছেন, কিন্তু যখনই জানবেন ডাকাতি কেসের মাধবী ও কুসুমের বন্ধু মাধবী একই লোক, তখন কি বিভ্রাট বাধবে? আমাকে উনি ঘৃণা করেন।

নার্সের হাত থেকে ওষুধের গ্লাসটা নিয়ে মাধবী বললে, "খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি,—"

"ওষুধ না বিষ? আমার খেতে ভয় করে, সত্য বল, তুমি কোন মাধবী? চুপ করে আছ কেন? বল, বল, তার হাত ধরে একটু ঝাঁকানি দিল ও মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"মাধবী খুব বিমর্ষ, গম্ভীরভাবে বলল", "আঃ খেয়ে নাও, কথা শোন। তার অন্তর ফেটে যাচ্ছে।

কি ভেবে হাত বাড়িয়ে রোগী বলল, 'আচ্ছা দাও,—'

"না, তুমি ফেলে দেবে, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।" ওষুধ খাইয়ে দিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল। বলল, "এইবার ঘুমাওতো দেখি।"

মেঝেয় শুয়ে জ্যোৎস্না ঘুমাচ্ছে, মধুময় বলল, "ওখানে শুয়ে কে?"

মাধবা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলল, "ও আমার বোন জ্যোৎস্না।"

রোগীর বিশ্বাস হ'ল না, সন্দেহের সুরে বলল, "জ্যোৎস্না! না-না, দেখি, মানসী, মলিনা না গায়ত্রী, ওরা খুব ভাল মেয়ে, মলিনা আমায় ভালবাসে! কুসুমদের চেয়েও গরীব, ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"

নার্সটি মুগ্ধ হয়ে দেখছে ও শুনছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "কি করে এ্যাক-সিডেণ্ট হ'ল দিদিমনি?"

"কাল বলব ভাই," মাধবী বলল।

নার্স দু'ঘণ্টা পরে আসবে বলে চলে গেল। মধুময়ের ঘুম আসছে না দেখে মাধবী তার মাথাতে হাত বুলাতে লাগল, কথা বল্‌তে বলতে সে নিস্তব্ধ হ'ল, ঘুম আসছে বুঝে নিঃশব্দে উঠে লেপটা গলা পর্য্যন্ত টেনে দিয়ে জ্যোৎস্নার পাশে শুয়ে পড়ল। ভাবছে, "কতকগুলো মেয়ের নাম করলেন তারা ওঁকে খুব ভালবাসে, তাই উনি আমার দিকে ফিরেও তাকান না। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পরে বলল, "যাক আমার কাজ আমি করে যাই, ওকে সারিয়ে তুলে ওঁর মায়ের

কাছে পাঠাই। ওঁর মা কত কষ্টই পাচ্ছেন। ওঁর মনে যা আছে তাই করবেন। ভাবতে ভাবতে সবে মাত্র একটু ঘুম এসেছে; স্বপ্ন দেখছে মাধবী,—যেন মলিনা কাঁদতে কাঁদতে এসে মধুময়কে ডাকছে; মধুময় যেন খাট থেকে নেমে পা টিপে টিপে ঘর থেকে পালাচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসল, চোখ দুটো একটু রগড়িয়ে মশারীর মধ্যে ভালভাবে দেখল, মধুময় ঘুমাচ্ছে। স্বপ্ন সত্যের মত মনে হ'ল। খুব কষ্ট পেয়েছে সে, বলল, "যাক্ বাঁচা গেল, স্বপ্ন সত্য নয়। আবার শু'লো, কিন্তু ঘুম এল না। ভাবছে, "মানুষের দুঃখের দিনে মা-ই একমাত্র সান্ত্বনা। সেই মাকে উনি দেখতে পাচ্ছেন না, রোগে মা-ই ধন্বন্তরী। ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে অথচ ভালভাবে না সারিয়েও পাঠান যায় না।"

মাধবী শুনছে, ঘুমের ঘোরে জ্যোৎস্না বলছে, "শ্যামলবাবু, শীগগির হাঁসপাতালে চলে আসুন, মধুময়বাবু আহত, দিদির খুব কষ্ট হচ্ছে।"

অত দুঃখেও মাধবী হাসল, ভাবল, "সত্যি জ্যোৎস্না আমাকে খুব ভালবাসে। ওর মনটা খুব কোমল, তাই সবার জন্য কাতর হয় কষ্ট পায়। কিন্তু একবার শুতে পারলে ওকে আর পায় কে, অন্য রাজ্যে চলে যায়। শ্যামলকে ও খুব ভালবাসে। বাস্তবিক শ্যামলের মত সৎস্বভাবের যুবক আমি আর দেখিনি, বলেই বলল, না-না, আর একজন ছাড়া, তিনি সবার উপরে, তাঁর সঙ্গে কারোর তুলনাই হয় না।

একটু তন্দ্রা এসেছে মাধবীর, হঠাৎ মধুময় বলে উঠল, "মা তুমি কোথায়? আমি এখানে পড়ে আছি, উঃ কী যন্ত্রণা হচ্চে, আঃ—আঃ—।"

ভোর হয়ে এসেছে, জানালা দিয়ে উষার আলো ঘরে প্রবেশ করছে, পাখী ডাকছে। মাধবী উঠল, রঘুনন্দন দরজার পাশে র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে, তাকে ডেকে ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠাল। নার্স এলেন, সকলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, জ্যোৎস্না উঠেছে, সে মুখের উপর ঝুকে বলল, "মধুময়বাবু কী কষ্ট হচ্চে বলুন'ত?"

কে তুমি? জ্যোছনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মধুময় বললো, "অনেকটা তোমায় মামসীর মত দেখতে, তোমার নাম কি?"

জ্যোৎস্নার প্রাণ এই আদরে গলে গেল, প্রথম দিন থেকেই তারা মধুময়কে দেবতার মত দেখে, সে বলল,—"আমার নাম জ্যোৎস্না।"

জ্যোৎস্না! বেশ নামটি, আবৃত্তি করল,

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্,
ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল শোভীনীম্

নিষ্কলুষ স্বদেশ-প্রেমিকের যন্ত্রণা-কাতর মুখের স্বতঃউচ্চারিত দেশ-মাতৃকার বন্দনার আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে দিল।

নার্সটি বলল, কত রোগী আসে, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি।

মাধবীর প্রাণে আনন্দের শিহরণ লাগল।

মধুময় জ্যোৎস্নাকে বললো, "জ্যোৎস্না তুমি 'বন্দেমাতরম্' গানটী গাইতে পারো? আমার বড় ভাল লাগে।"

হ্যাঁ, পারি, কিন্তু দিদি খুব ভাল পারে, জ্যোৎস্না বল্লো।

"দিদি কে?" মধুময় সস্নেহে বলল।

"ওই-যে, আমার মাধবী দিদি।"

"মাধবী দিদি! ওঃ হ্যাঁ, উনিতো ওস্তাদ। আচ্ছা, আর একদিন শুনব।"

এখন সকাল হয়েছে. মধুময় বিছানায় চোখ বুজে বসে জপ করছে; ডাক্তার বাবু এলেন, দেখেই বললে, "এইত অলরাইট, ভেবেছিলাম একমাস থাকতে হবে, কিন্তু খুব সম্ভব এক সপ্তাহও থাকতে হবে না। বলবান্ যুবক, তাই শীগগির সেরে উঠবে। তবে হেড-ইনজুরি, বাড়ী নিয়ে খুব শান্তিতে রাখতে হবে, দস্তরমত সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে।"

সভয়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করল, "ব্রেণের কোন ডিফেক্ট হবেনাতো ডাক্তার-বাবু?"

ডাক্তারবাবু বললেন. "আর দু'একটা-দিন না গেলে বলতে পাচ্ছিনা।" তবে আপনাদের খুব কষ্ট মেহনৎ করতে হবে, খুব শান্তিতে রাখতে হবে কোন রকম দুশ্চিন্তা যেন ওকে স্পর্শ না করে। এই যে আঘাত, যদি ওঁর ব্রেণ-নার্ভ এ্যাসিমিলেট করতে পারে তবে ওর ব্রেণ আরও শক্তিশালী হবে। নাচগান, হাস্যকৌতুক, পুষ্টিকর খাদ্য, মুক্ত আলো-বাতাস, স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে, এই হল ওষুধ।

নার্স বলল, "এই মাত্র বন্দেমাতরম্ গানটি শুনতে চাচ্ছিলেন।"

"ওঃ তাই নাকি? আপনারা যদি জানেন তবে গাইলে পারতেন—"

—ও গান গাইলে হাজতে যেতে হবে যে, এক বিপদ থেকে আর এক বিপদ।" জ্যোৎস্না বলল।

—"অন্যত্র দোষ হতে পারে, হাসপাতালে রোগীর ব্যাধি-উপশমের জন্য গান গাইলে দোষ হবেনা, ও গান শুনলে পাপক্ষয় হয়।" ডাক্তারবাবু বললেন।

সহস্র-কিরণের অজস্র-কিরণ এসে পড়েছে মধুময়ের মুখে,—ঈশ্বরের আশী-র্বাদের মত। মধুময় ধ্যানমগ্ন যোগীর মত চোখ বুঁজে জপ করছে। সূর্য-রশ্মির হিরণ্ময়-দ্যুতি তার মাথায় জয়শ্রীর মুকুট পরিয়ে দিয়েছে।. সকলেই দেখ্‌ছে।

মাধবী ডাক্তারের কথা অমান্য করতে চাইলনা, বললো, "ডাক্তারবাবু খালি গলায় গান কিন্তু ভাল হবেনা।"

"ওঃ তাই, আচ্ছা হারমোনিয়াম আনাচ্ছি। আশা, আমার বাসা থেকে অনিলকে দিয়ে কেতকীর হারমোনিয়ামটা আনাও।" নার্স আশা চলে গেল।

হারমোনিয়াম এল, সঙ্গে এলো ডাক্তারবাবুর কিশোরীকন্যা-কেতকী।

এই পরিবেশে ও এই অবস্থায় গান গাইতে মাধবী লজ্জা ও সঙ্কোচবোধ করছিল ; তাই দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, "গাও মা, গান অমৃত, আমি গান-পাগলা, তাই মেয়েটাকে একটু শেখাচ্ছি, আর ওর মা-ও সামান্য জানে।

মাধবী গাইছে—জাতীয় মহাসঙ্গীত বন্দেমাতরম, সঙ্গে জ্যোৎস্নাও গাইছে, কী অদ্ভুত গাইছে।

ডাক্তারবাবু স্তম্ভিত। মুগ্ধ মধুময় চোখ চেয়ে বললো, It is music, the Divine Gift for or it affords longevity, enlarges the heart, kills the beast in man attracts the mass as a magnet and above all it uplifts the soul to God.' গানাৎ পরতরং নহি।" মাধবী মুখের দিকে তাকাল। মাধবীর দৃষ্টি নত হ'ল।

আনন্দে ডাক্তারবাবু বললেন, "দেখলে মা গানের শক্তি, রোগ-যন্ত্রণা-ভুলে গেছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে কী অদ্ভুত কথা শুনাল। খুব পণ্ডিত ওই যুবক।"

মধুময়ের মনটা খুব প্রফুল্ল হয়েছে, জোছনার দিকে চেয়ে বললো,—

"জোছনা-হসিত বসন্ত নিশিতে"

কেন এসেছিলে প্রাণ ঢেলে দিতে........"।

কেতকীর দিকে ফিরে বললো, "কেতকী-কেশরে কেশ-পাশ কর সুরভি—"

আশার দিকে ফিরে বলল, "Hope, eternal spring in human breast. আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।"

মাধবীর মুখ শুকিয়ে গেল, ভাবছে কি জানি, কী অপমান করেন—আমাকে তো ভালবাসেন না, বরং ঘৃণা করেন।

মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলল, "উনি মাধবী, কোন্ মাধবী ? বাঘমারী-কাছারীর মাধবী না কুসুমের বন্ধু-মাধবী ? একজন বজ্রের মত কঠোর, অপরজন কুসুমের মত কোমল। কী তফাৎ! যেই হোক্ এ মাধবী খুব সুন্দর।" বলছে—

"মধু-মাধবী রাতে শ্যাম ফুল দোলাতে
দুলিবে দুজনে মধু-পূর্ণিমাতে।—"

"নাঃ ঠিক হলনা, মনে আসছেনা, ডানহাতের আঙ্গুলের আগা দিয়ে মাথায় মৃদু আঘাত করে বলল,

"—মধুমাসে মাধবীর মন-মধুময়,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জে কিযে কথা কয়,—"

রঘুনন্দন দেখছিল তার প্রাণ দাতাকে, সকৃতজ্ঞ চোখে, তাকে দেখে রোগী বলল,—"জয় রঘুনন্দন সীতারাম,—তোমায় যেন কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছিনা, তোমার নামটা বড় মিষ্টি,"

ডাক্তারবাবু খুব আনন্দ পাচ্ছিলেন, ভাবছিলেন, 'একি শাপভ্রষ্ট দেবদূত?'

জোছনা বলল,—"মধুময়দাদা, নিজের গায়েতো হাত দিলেন না ? আপনি একাই বলবেন, শুনুন,—

"—অভিশাপ মুছে যাক্ প্রেমের পরশে,
মধুরা হউক ধরা ; উঠুক হরষে,—
মিলন-গুঞ্জন-গীতি মধুর কাকলী
মধুময় হোক্ এই পৃথিবীর ধুলি।"

মধুময় খুব আনন্দ পেল, হেসে জ্যোৎস্নাকে বলল, জোছনা তোমার তো অনেক আলো দেখছি। জ্যোৎস্না-বলল "আমার আলো ধার করা, নিজের না।"

'কার কাছ থেকে?"

সূর্য্যের।

সে সূর্যটি কে?

"ঐ, "বলে জ্যোৎস্না তার দিদিকে দেখাল।"

হাসিমুখে মধুময় তাকাল মাধবীর দিকে, বলল, "চমৎকার!"

নার্স ডাক্তার বাবুকে ডাকতে এলো, অন্যরোগীরা ব্যস্ত-হয়েছে। অনিচ্ছায় উঠলেন তিনি। বললেন, "এইরকম হাসি কৌতুকে, আনন্দে-শান্তিতে রাখলে শীঘ্র সেরে যাবে, ভয় করোনা, দেখছি গান খুব ভালবাসেন, খুব নাচ-গান শোনাবে আমি চার্ট দেব।"

দারুণ উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রমের মধ্যে মাধবীর আরও কয়েকদিন কেটে গেল। তাদের সেবা-শুশ্রূষায় মধুময়ের ক্ষত প্রায় সেরে গেছে, তার মনে ওদের প্রতি আস্থার ভাব ও মমতা কিছু জন্মেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে মাথাটা কেমন বিগড়ে যায়। তখন কিছুটা অশান্ত হয়ে তাল-বেতাল করে বসে। ডাক্তার বলেছেন, "ওভাবটা সারবে, তবে দুই-এক মাস সময় নেবে"। আজ আটটায় ডিস্‌চার্জ করবেন ডাক্তার বলেছেন। এই কয়দিন ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে মাধবীর বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে, গানের মধ্য দিয়ে।

এখন সকাল আটটা, রঘুনন্দন গাড়ী এনেছে। মাধবী ডাক্তারবাবুকে ফী বকশিস্ দিতে এসেছে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, "ছিঃ ভাই, টাকা দিতে এসেছ কাকে? টাকা বরং আমরাই দেব তোমাকে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এই বাসায় ও একা থাকে, ক'দিন এখানে থেকে যে গান শুনিয়েছ, যে আনন্দ দিয়েছ, প্রাণঢালা সেবা-যত্নের দ্বারা স্বর্গীয় ভালোবাসার যে ছবি দেখিয়েছ, তাতে মন আমাদের ভরে গেছে, টাকাকড়ির দ্বারা সেটাকে মলিন করতে চাইনা।"

মৈত্রেয়ী দেবী মাধবীর মুখখানা উঁচুকরে সস্নেহে বললেন, "প্রথম যেদিন এসেছিলে,—ফুটন্ত গোলাপ, এই কয়দিনে একেবারে পাপড়ী-ঝরা ফুলের মতো হ'য়ে গেছে। শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখ ভাই, খুব যত্ন নিও, জেনো,—দেব-পূজার ওটা প্রধান নৈবেদ্য।"

আর একটু রসিকতা করে বললেন, "দেখ এই বুড়ো শিবের মন রাখতে আমাকে এবয়সেও কীভাবে সেজেগুজে থাকতে হয়েছে, নচেৎ দিগম্বর হ'য়ে শ্মশানে মশানে—ছাইভস্ম মেখে পড়ে থাকবে।"

ডাক্তারবাবু খুব রসিক, প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, "দেখলে দেখলে,

শালীর সামনে আমায় 'বুড়ো' বলে গাল দিচ্ছেন। আর নিজে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হ'তে চাচ্ছেন। আচ্ছা আজ আর বাড়ী আসবনা, দেখি, বুড়ো আবার 'যুবো' হয় কিনা!

মাধবী এই দম্পতিকে দেখে খুব আনন্দ পেত। এদের দাম্পত্য-জীবন সুখময় ব'লে মাধবীর খুব ভাল লাগত। নিজের দুঃখকষ্ট এঁদের মধ্যে এসে সে ভুলে যেত। দু'জনে প্রাণখুলে গান গাইত। এরা আবার মধুময়ের কেবিনে গিয়েও আমোদ আহ্লাদ করত। মাধবী বলল, "ডাক্তারবাবু গাল দিতে আপনিও কম যাননা, এক্ষুণে আমাকে 'শালী, বলে গাল দিলেন।"

ডাক্তারবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "ও, ও, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, বড় লোকের 'শালা-শালী' অনেকেই হতে চায় কিন্তু আমার মত গরীবের 'মা-বাপও—' কেউ হতে চায়না, আচ্ছা, আর শালী বলবনা, যদি বলি, বলবো 'বনিতা-বহিন্' কেমন? বেশ তাই।"

মৈত্রেয়ীর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল সেই সঙ্গে মাধবীরও। হেসে মৈত্রেয়ী বললেন, "দেখো, 'বণিতার সঙ্গে যেন 'বার' যোগ করে দিওনা। তাহলে আমার লাভের গুড় পিপড়েয় খাবে।"

ঘর হাসিতে পূর্ণ হোল, মাধবী যাচ্ছে মৈত্রেয়ীদেবী বললেনা। "দেখো ভাই, চুপে-চুপে যেন কাঁজ সেরো না, যেন একটা খবর পাই, যুগলমূর্ত্তি দেখে আসব, প্রাণভরে আনন্দ করব।

মাধবী বলল, "সেই আনন্দে থাকুন, দশমণ তেলও পুড়বেনা, রাধাও নাচবে না।"

মৈত্রেয়ীদেবী হেসে বললেন, "নাচে কিনা দেখো, নাচতো আরম্ভ হয়ে গেছে প্রেমের ফল্গু অন্তঃসলিলা, "'হৃদয় তোমার নাচেরে আজিকে।"

ময়ূরের মত নাচেরে,...... মাধবী চলেগেল।

মাধবী হাঁসপাতাল প্রাঙ্গণে এসে দেখে, গাড়ীতে বিছানাপত্র বোঝাই করা হচ্চে, জ্যোৎস্না মধুময়ের হাত ধরে গাড়ীতে আন্‌ছে। মাধবী কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মধুময় বলছে,—আবেগ-মধুর কণ্ঠে, "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী,"

মাধবী কৃত্রিম উষ্মার সঙ্গে বলল, "উঃ, কী বকতেই পারো, পাখীর মুখের

বিরাম আছে তো তোমার নেই। নাও, এখন মুখটা বন্ধ করে গাড়ীতে ওঠতো দেখি,—"

মাধবীর দিকে তাকিয়ে মধুময় বললো, "ওঃ বাবা, এত রাশতো এর আগে কখনও দেখিনি, এখন থেকেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করছেন, তা করুন, যা বলবেন, এখন আমাকে শুনতেই হবে, আমি আপনার বন্দী; তা কোথায় এখন আমায় যেতে হবে?"

মাধবী গম্ভীরভাবে বলল, 'চন্দ্রলোকে।' মাধবী তার "মুন-রাইজের" কথা বলল।

মধুময় বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, "তা দয়াময়ি, আর একটু কষ্ট করে আমাকে একেবারে স্বর্গলোকেই পাঠান না কেন?"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আর রাখতে পারলনা, মাধবী, হেসে ফেললো,—বললো, "একচিতে স্বর্গে গমন, আপনার যে দুইচিৎ হয়েছে, তাই চন্দ্রলোকে,—"

গাড়ীর সামনে উঠেছে মধুময়, মাধবীর ইঙ্গিতে জ্যোৎস্না হাত ধরে গাড়ীর পিছনে উঠাল। মাধবী ও জ্যোৎস্না বসল মধুময়ের দুইপাশে, আশঙ্কা হ'ল তাদের, যদি চলন্ত গাড়ী থেকে লাফ দেয়, বিশ্বাস নেই।

মধুময় বুঝতে পেরে বলল, "দুইজন লেডি-পুলিশ আমার দুইপাশে, আমি কি কয়েদী? এবার ফিমেল-কেসে পড়লাম?"

মাধবী রাশ হাল্কা করছেনা, বলল, "যে হাঁটতে জানেনা, কথায় কথায় গাড়ী চাপা পড়ে, তার এই শাস্তি।"

"মন্দ না, তা এ শাস্তির মেয়াদ কতদিন, জানতে পারি কি?"

'যাবজ্জীবন'। জ্যোৎস্নাকে বলল, "কথায় কথায় ডাক্তারবাবুর চার্টটা আনতে ভু'লে গেছি, তোকে আবার আসতে হবে জ্যোৎস্না।"

[চল্লিশ]

গাড়ী বাড়ী এসে থামল, ঠিক সেইস্থানে, যেখানে একদিন মধুময় গাড়ী রেখেছিল ডাকাতির পরে। মা বউদি এলেন ওদের নামিয়ে নিতে, মাধবী

জ্যোৎস্না নামল, গাড়ীর দুই দরজা দিয়ে। মাধবীর মা মধুময়কে বললেন, "নেমে এস বাবা, আমি তোমার মা।"

অন্যমনস্কভাবে মধুময় বললো, "ভালো, তা, এরা আমায় কোথায় আনলে ?"

" তুমি মা'র বাছা মা'র কাছে এসেছ, নেমে এস বাবা," মধুময়ের হাত ধরলেন। শান্ত ছেলের মত নেমে এল সে। চারিদিকে বিস্ময়াবিষ্টের মত তাকিয়ে দেখছে !

মধুময় বললো, "এবাড়ীতে যেন এসেছি বলে মনে হচ্ছে, চেনা চেনা লাগছে"

মাধবীর মা বললেন, "হয়ত তুমি এই বাড়ীরই ছেলে ছিলে, আবার এসেছ।"

সুরমা বলল, "এতো আপনারই বাড়ী।"

"বাঃ এক কথায় প্রকাণ্ড দু'টো বাড়ী আমার হ'য়ে গেল, মুখেমুখে অমন কত কি দেওয়া যায়,……"

সুরমা বলল, মধুময়বাবু আমাদের মন, মুখ এক। কথায় যা, কাজেও তাই আপনি যদি কখনও স্বেচ্ছায় না যান্ তো,……"

সুরমার কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই মধুময় বলল, "তা হ'লে 'প্রহারেণ' ধনঞ্জয় করবেন এইতো ?"

"সকলে হাসল' সুরমা বলল, "না, তা কেন, আপনার বাড়ীতে আপনি চিরদিন থাকুন, কেউ তাড়াবে না।"

মধুময় বলল, "তা হলে সব আমায় দান করলেন রাজা হরিশচন্দ্রের মত ? তা আমার দানের দক্ষিণা কই ?"

মা চলে যাচ্ছেন, সুরমা বলল, "দক্ষিণা ?—ওই," মাধবীকে দেখাল।

মাধবীর দিকে তাকিয়ে মধুময় বলল, "ওই দক্ষিণা ! তবেই হয়েছে ; ও দক্ষিণা আমি গ্যাঁটে গুঁজতে পারব না, দক্ষিণাই আমায় গ্যাঁটে গুঁজবে। ওতো কোন্ রাজার রাণী, যা' মেজাজ ওনার।"

সুরমা ফষ্টি নষ্টি করাতে মাধবী রাগ করছে বুঝে সুরমা হেসে বলল "মধুময় বাবু ঘরে চলুন, রাণীজির হুকুম।"

মধুময় চারিদিকে দেখছে ও কী চিন্তা করছে, সেজন্য মাধবী একটু দূরে সরে গেল, সে ভাবল, 'স্থান, কাল, পাত্র এক হলেই হয়ত অতীত ঘটনার

কথা ওঁর মনে পড়তে পারে, বোধ হয় উনি সেই চিন্তাই, তা'হলে ওঁকে এখানে ধরে রাখা যাবে না।'

মধুময়কে কতকটা বিমনা দেখে সুরমা পুনরায় বলল, "মধুময় বাবু ঘরে চলুন, রাণীজি·······"

মধুময় এবার শুনতে পেয়ে বলল, "কোথায় যাব? ঘরে? চলুন।" বলে সকলের পিছনে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সুরমার পিছু পিছু চলল, মাধবী সকলের আগে। 'মুনরাইজে' মাধবীর ঘরে মেহগিনী কাঠের খাটে দুধের মত সাদা বিছানা প্রস্তুত করল জ্যোৎস্না, মধুময়কে সেখানে বসান হ'ল। মাধবী ষ্টোভে চা তৈরী করতে বসল।

সুরমা সুরদাসকে দিয়ে কিছু খাবার আনতে চাইলো, মাধবী বারণ করে বাড়ীতে মায়ের তৈরী খাবার আনতে বলল,। ফল ও ভাল দোকানের সন্দেশ ছাড়া অন্য খাবার দেবে না সে।

জ্যোৎস্না খাবার এনে একটা টিপয়ের উপর রাখল। মাধবী সুরমাকে বললো, "তুমি বসে থেকে একটু খাওয়াও বৌদি, আমি ততক্ষণ ঘরটা গোছাই।"

সুরমা হেসে বললো, তুমি সব পারলে আর ঐটুকু পারবে না? তুমি যে ও'র আহারের রুচি····

মাধবী এ খোঁচা বুঝল, কিন্তু রাগ করতে পারল না, শুধু বলল, "যখন তখন যা' তা' ঠাট্টা করোনা বউদি, তুমি চলে গেলে আমাকে ও জ্যোৎস্নাকেই সব করতে হবে।

সুরমা হেসে বলল, "মরণ আর কি, আমি কি করতে বারণ করছি? আমি ও জ্যোৎস্না করতেই বা যাব কেন, তুমি চাপা দিয়েছ, এখন ওঁর দায়-দায়িত্ব সব তোমার। তুমিই করবে, একশবার করবে, আজীবন করবে,—"

মাধবী হাসছে, জ্যোৎস্না খুব আনন্দ পাচ্ছে, মাধবী কেটলীর গরম জলে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে মধুময়কে হাত ধুতে দিল।

মধুময় কি চিন্তা করছে, দু'বার বলার পর বলল, "হ্যাঁ, খেতে হবে? আচ্ছা, মাধবী, আপনি কোন মাধবী?

মাধবীর হাস্যময় মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। এই প্রশ্ন তাকে মধুময় কয়েক বার করেছে। বাঘমারী কাছারীর মাধবীর বা ডাকাতি কেসের মাধবী ঠিক

বুঝতে পারলে উনি এখানে থাকা দূরে থাক জলস্পর্শ করবেন না এই চিন্তায় মাধবী সব সময় শঙ্কিত হয়ে আছে। আজ কয়দিনের পরিশ্রম, উদ্বেগ, অনিদ্রা প্রভৃতি মিশে তার মনের ভার-সাম্য অনেক হ্রাস করেছে, তাই সে এখন ব্যথা-হত প্রাণে অভিমান করে বললো, "কেন বলুনতো 'আমাকে যখন তখন ঐ প্রশ্নটা করেন ? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি ?" কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে গেল।

মধুময় সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু কারও মনে ব্যথা দিতে বা কারোর চোখের জল দেখে সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারেনা ! যে বলিষ্ঠ হাত দু'খানি দস্যুর মস্তক চূর্ণ করতে সিদ্ধ-হস্ত, ব্যথিতের অশ্রু মুছাতেও তেমনি তৎপর। মাধবীকে আঘাত করা হয়েছে বুঝে সে আর চুপ করে থাকতে পারল না, খাট থেকে নেমে মাধবীর কাছে গিয়ে বলল, আপনি রাগ করবেন জানলে আমি কিছুতেই বলতাম না, আমি ভেবেছিলাম আপনার মনে রাগ নেই। আচ্ছা যাক্ আর বলব না," অন্যদিকে চেয়ে বলল, "এত ভুলতে চেষ্টা করি তবু বারবার ঐ কথাটাই মনে আসে, খচ্ খচ্ করে কাঁটার মত বিঁধে যন্ত্রণা দেয়।"

মাধবী কেঁদে বলল, "আর সেই কাঁটায় আমায় বিঁধছেন রাতদিন, নিষ্ঠুর !

মধুময় একটু অপ্রতিভভাবে বলল, "আমি কি আঘাত দিইছি ?"

মাধবী বলল, "নিশ্চয় দিয়েছেন, কেন আমায় 'আপনি আপনি' করছেন যান্ আপনি, আমি যাব না।"

মধুময় হেসে তার হাত ধরে বলল, "ওঃ, তাইতো, আচ্ছা আর বলব না, তুমি আমায় "আপনি" বলো কেন ? তা যাক্, তুমি চলো আমায় খাইয়ে দেবে।

দু'জনে এ ঘরে এসে মধুময় মেঝেয় খেতে বসল, মাধবী সামনে বসে খাওয়াচ্ছে ; এমন সময় নারী-প্রগতি সংঘের রীতা, লিলি প্রভৃতি কয়েকজন সভ্যা একরকম নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেই রীতা বলল, "ও মা, এ কি ! সভানেত্রীর এ কি কাণ্ড !

সকলেই হেসে উঠল, মাধবী লজ্জিতা হল। কিন্তু খাওয়ান বন্ধ করে উঠে যেতেও পারল না, আর তাতেই বা লাভ কি, ওরা দেখেছে, এখন উঠলে

ভণ্ড বলে গালি দেবে ; তাই সে উঠল না। মধুময়কে বলল, "কিছুই খেলেন না যে, শরীর থাকবে কী করে ? খেয়ে নিন।"

সভ্যারা খুব হাসল। সকলের মিলিত ব্যঙ্গ-হাসি মাধবীর মনে বিষাক্ত তীরের ন্যায় বিঁধল। ওদের আসার জন্য মধুময় প্রায় কিছু খেলনা, মাধবীর মন কিছু গরম হ'ল। মুখে ম্লান হাসি টেনে এনে বলল, "আপনাদের আসার জন্য উনি কিছুই খেলেন না, আপনারা মনে কিছু করবেন না, একটু নীচের ঘরে গিয়ে বসুন, আমি রোগীকে সুস্থ করে সত্বর যাচ্ছি।"

এই কথায় আবার সকলে হাসল। রীতা বলল, "এই 'উনিটি' আপনার কে ? স্বয়ম্বরা হয়েছেন না কি ?"

লিলি বলল, পথে কুড়িয়ে পেয়েছেন 'উনিকে'।"

লতিকা বলল, "ওই ভীমসেন যদি রোগী হয় তা'হ'লে আমরা তো নেই। ও প্রেমরোগী।"

মধুময় অস্বস্তিবোধ করছে, ভাবছে, সে একজন অপরিচিত পুরুষ, তার সামনে এই মেয়েগুলি অসঙ্কোচে নোংরা কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে, নিজের মান বাঁচাতে সে উঠে পাশের ঘরে গেল।

মাধবী দেখল, এরা কোমর বেঁধে ঝগড়া বাধাতে এসেছে ; একটা অনর্থ হবার ভয়ে সে এতক্ষণ চুপ করেছিল, কিন্তু মধুময়কে খাওয়া ফেলে উঠে যেতে দেখে সে বেশ ক্রুদ্ধ হ'ল, আর সহ্য করতে পারল না। এমন সময় জ্যোৎস্না চার্ট নিয়ে ফিরল। ওদেরকে ঘরের মধ্যে হাসা-হাসি করতে দেখে, সেও খুব অসন্তুষ্ট হ'ল। তাকে দেখেই রীতা বলল, "জ্যোৎস্না তোমার 'চাঁদ' কোথায় ?"

জ্যোৎস্না আরও রেগে দিদির দিকে তাকাল।

লিলি বলল, "তুই বোনে এক চাঁদের সুধা পান করছেন।"

মমতা বলল, "না-না, জ্যোৎস্নার 'শ্যামল চাঁদ' আছে।"

মাধবীর সহিষ্ণুতা বাষ্পীভূত হ'ল। আর সহ্য করতে পারল না, বললো "জ্যোৎস্না ইতরামিরও একটা সীমা আছে, ওদের এখনই যেতে বল, যদি বিশেষ কাজ থাকে যেন কাল সকালে আসে, এ ঘরে নয়, আফিসে। আর তা'ছাড়া আমি তো সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়েছি। আমার সঙ্গে ওদের আর কোন সম্পর্ক নেই, বলে দে তুই।"

লিলি ফস করে বলল, "এখন মরদ নিয়ে মেতে গেছে, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কে থাকবে কেন ? মনে আছে শান্তির ধারাটা তুমিই করেছিলে ?"

মাধবী ভীষণ রেগে গেছে, তারই ঘরে বসে তাকেই অপমান করছে ! এত সাহস ওদের, রাগে ফুলে উঠছে, আর স্থির থাকতে পারল না, ডাকল 'বাহাদুর' ।

নতুন নেপালি দারোয়ান হাজীর, কোমরে ভোজালি ঝুলছে ।

'আচ্ছা যাও, জয়তী,—'

'মাইজী'

এদের গেট পার করে দিয়ে এস, যদি সহজে না যায় 'অর্দ্ধচন্দ্র' দিয়ে

তাড়াবে, বুঝলে ?

"চলো, চলো, বাহিরে চলো."

সকলে কটমট করে তাকাতে তাকাতে চলে গেল ।

আপদগুলো দূর হ'লো, মাধবী মধুময়কে বিষণ্ণ দেখে, বলল, "জ্যোৎস্না হাওয়া-বিষাক্ত করে গেছে, একটা গান গা" ।

জ্যোৎস্না খুব ভালো একটা গান গাইলো । মধুময় হেসে বলল, "বাঃ বেশ গাইতে পারতো ?"

"তা কোন্ গুরুর সাকরেদ ? এই গুরু নাকি ? ভাল গুরু পেয়েছ ।"

জ্যোৎস্না বলল "আপনার গুরু কে শুনি ? আমার গুরু নাকি ?"

"না, অত ভাগ্য আমার হয়নি, আমার গুরু "মুগুর" । জায়গার অভাবে কয়দিন ভঁজা হচ্চেনা, ভাঁজব নাকি তোমার পিঠে' বলেই ছোট একটা মুষ্ঠ্যাঘাত করল তার পিঠে ।

জ্যোৎস্না উহুঃ গেছি বলে চেঁচিয়ে উঠল । সকলে হাসতে লাগলো অনাবিল সে হাসি ।

[একচল্লিশ]

মাধবীর এখন কাজের অন্ত নেই, করে উঠতে পারলেই হয় । সঙ্গে তার সহকারিণী ভগ্নি জ্যোৎস্না । বাড়ীঘর ছিমছাম করে সাজান হচ্চে, যেখানে যে'টী মানায় । ঘরটা করেছে যেন "ইন্দ্রপুরী ।" ডাক্তারবাবুর চার্টটা মাধবীর

পছন্দ হয়নি, কারণ ও'তে পথ্যাদি খুব কম পরিমানে লেখা আছে, সেরে উঠতে দেরী হবে এবং সময়ের উল্লেখ নেই। তাই সে নিজেই প্রস্তুত করেছে আব একটা। ভোর চারটায় জাগরণী সঙ্গীত দ্বারা মধুময়ের ঘুম ভাঙ্গাবার পর শয্যা-ত্যাগ, প্রাতঃকৃত্যাদি, জপ, রোয়িং, ডাক্তারদ্বারা পরীক্ষা, ঔষধ, পথ্যগ্রহণ—সংঙ্গীতশ্রবণ, সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ, আলাপ আলোচনা, ময়দানে গমন প্রভৃতি কখন, কোনটি, কতক্ষণ ঘণ্টা মিনিট ধরে নিখুঁত ভাবে ফুলস্কেপ কাগজের একপৃষ্ঠা-পূর্ণ করে একটি চার্ট তৈরীকরে মধুময়ের খাটের মাথার দিকে দেওয়ালে টাঙান হ'ল। এই চার্টে পথ্যাদির দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, এবং পরিমাণ যা করা হয়েছে তা পরিস্কার করে ভোজন করতে অন্যূন চারজন ভোজন বীরের প্রয়োজন।

মধুময় দেখছে ও হাসছে।

মাধবীর এঘরে আনা হ'ল একটা আলমারি, ওষুধ শিশি, গ্লাস, ভাল ভাল ইংরাজী বাংলা বই, ষ্টোভ, চা-এর সরঞ্জাম, রূপার বাসন ও সোনার গ্লাস, রেডিও আরও অনেক কিছু। দুইবোনে সাজাচ্ছে মনের মত করে।

একজন মেয়ে দরজী এসেছে মধুময়ের কোর্টপ্যাণ্ট সার্টের মাপ নিতে, বারান্দায় দাড়িয়ে আছে ফিতা হাতে।

মাধবী মধুময়কে বলল, 'দয়া করে মাপ দিন।'

মধুময় গম্ভীরভাবে বলল, 'মাপ করুন'।

—নাঃ আপনি বড অবাধ্য।

—ওঃ তাইতো, মনে ছিলনা, তা দরজি কি রোজ এমনি সময় মাপ নিতে আসবে? রোজ মাপ নেবে কেন?

মধুময় মৃদুহেসে বললো, "লেডি-ডাক্তারের ঐ চার্ট অনুসারে চললে আজকের জামাতো কাল গায়ে খাটবে না।"

সকলে হাসল। মধুময় বলল, "আর তা ছাড়া এখন বেলা ক'টা?"

মাধবী গম্ভীর ভাবে বলল, 'দু'টো ঘড়ি সামনে চল্‌ছে, তবু জিজ্ঞাসা করছেন? একটু কষ্ট করে দেখে নিন।

মধুময় বলল, "হ্যাঁ, তা ঠিক, দুটোঘড়ি একটা বড়, একটা ছোট, যেন দুই বোন্। দুটোই যথাসাধ্য সার্ভিস দিচ্ছে, তবু বড়টার সঙ্গে ছোটটা ছুটে পারছেনা,

দু'মিনিট স্লো যাচ্ছে। তা কোন্‌টিকে যে ফলো করি বুঝতে পাচ্ছিনা। কী মুসকিলেই পড়েছি। কেউ বলেও দেয়না।

সুরমা এইমাত্র এঘরে এলো, মধুময়ের কথা শুনেই বলল, 'তা বড়টিকেই ফলো করুন, বড়টির দামও বেশী, তাই তার মানও বেশী।

মাধবী সুরমার দিকে চেয়ে বলল, 'বৌদি, কাজের বেলা তোমার চুলের টিকি দেখা যায়না অথচ ঠিক সময়ে এসে ঠোকর দিচ্ছ তো।

মধুময় বলল, "তা না হয় বড়টিকেই ফলো করছি, কিন্তু ওই চার্টখানা যত দেখছি, আমার মাথা ঘুরছে, ওটা কি ওখান থেকে সরান যায়না? তা হ'লে অসুখটা আমার সারত।"

কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে মাধবী বলল, "তাহলে আমিই আপনাকে সারতে দিচ্ছি-নে,"

"না-না, তা বলছিনে, 'তবে দেখ, চার্টে তো এখন মাপ দেবার কথা লেখা নেই, আমি উঠব না, লেডি-ডাক্তারের চার্ট অমান্য করতে পারব না। মাপ কর।

মাধবী মৃদু হেসে বলল, লেডি-ডাক্তার বলে ঠাট্টা করবেন না মশায় ছিলাম বলে তাই এত সত্বর সেরে উঠলেন, নচেৎ ডাক্তারবাবুর চার্ট মত চললে দেখতেন কী হত!

সুরমা হেসে বলল, ওঁর রোগে তুমি যে স্পেশালিষ্ট।

মধুময় মৃদু হেসে বলল, ডাক্তারের চার্ট নাকচ করে লেডি ডাক্তার যে চার্টটুকু করেছেন, তা স্রেফ ঐ খানা আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলে আমি শুয়ে আর উঠতে পারব না। আর ঐ চার্টে লেখা একদিনকার পথ্য যদি এক জায়গায় রাখা যায় তা হলে সেই পথ্যের পাহাড় দেখে স্বয়ং বৃকোদরও ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতেন এ আমি হলপ নিয়ে বলতে পারি। তা সত্যিই যদি আমার অসুখ সারাতে চান তবে সত্বর ওখানাকে আমার মাথার কাছ থেকে সরান। আমি যতই ওটাকে দেখছি আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।

সুরমা জ্যোৎস্না হাসছে।

মাধবী বলল 'ও মাথা সব সময় গরম হয়েই আছে'।

মধুময় বলল, "বটে, আমার মাথা গরম হল? আর যে মাথা এটা

আবিষ্কার করেছে সেটা খুব ঠাণ্ডা? দেখ জ্যোৎস্না, 'ফাঁসির খাওয়াকে' কেউ যদি 'পথ্য গ্রহণ' বলে আখ্যা দেয় তবে কার না মাথা গরম হয়?"

জ্যোৎস্না বলল, "আমি বাবা কমদামী ছোট ঘড়ি, আমাকে তো কেউ ফলো করবে না? বড় লোকের ব্যাপারে আমার না যাওয়াই ভাল।"

সুরমা বলল, 'দুখ করোনা ভাই, আমারও ফলোয়ার দু'দিন খুব ঘুরে গেছে।

হাসতে হাসতে মাধবী জবাকুসুম তেলের শিশি মধুময়ের হাতে দিয়ে সত্বর স্নান করে আসতে বলল।

চার্টে স্নানের সময় ১৫ মিনিট। ৫ মিনিটে স্নান সেরে এঘরে এসেই বলল, "স্নানের পর আমি এক মিনিট ও খেতে দেরী করতে পারি না। যদিও ক্ষিদে নেই তবুও চার্ট অমান্য করার সাধ্যও নেই। খেতে দাও, যা আছে কপালে তাই হোক।

মাধবী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এখনও ১৫ মিনিট দেরী, আর একটু ক্ষিধে হোক।

মধুময় বলল, 'তবেই হয়েছে ক্ষিধের খেতে হলে আজ আর দরকার হবে না। চার্ট অমান্য করতে পারব না, তাই,—

জ্যোৎস্না বড় আসন পেতে জায়গা করে দিল, সুরমা সোনার গ্লাসে জল দিল, মাধবী খাবারের থালাটা দিয়ে বলল, বসুন, জুড়িয়ে যাবে।

মধুময় বলল, "সব এনে ফেল আগে দেখি, এখনও দশমিনিট দেরী।

মাধবী বলল, "এক ক্লাস লোক আছে মাথায় জল পড়লেই পেট জ্বলে উঠে। থাক্ দেরী, আপনি খেতে বসুন।

মধুময় বললো, "তা না হয় বসছি, তবে পেট জ্বলছে বলে নয়, আইন শৃঙ্খলা রাখতে হবে নচেৎ শান্তিভঙ্গ হবে এই ভয়ে।"

মধুময়ের খাওয়া মাধবীর পছন্দ হচ্ছে না, কারণ মধুময় প্রায় কিছু খাচ্ছে না, হাত নাড়ছে মাত্র। কারণ পরিশ্রম নেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় চার্ট মাফিক দুর্লভ খাদ্য খাওয়া, ক্ষুধারও একটা সীমা আছে।

তার হাত দেখে মাধবী বলল, কচ্ছেন কী, অত অল্প খেয়ে যে পাখীতেও বাঁচেনা।

মধুময় হেসে বলল, 'যার অস্ত্র তার গলা কাটলে যে'—

মাধবী খুব আনন্দিত; দেখল মধুময়ের স্মৃতি ফিরছে, কারণ কুসুমের বিয়েতে পরিবেশন করা কালে মধুময়ই এই কথা তাকে বলেছিল। আবার চিন্তিতও হ'ল, স্মৃতি ফিরলে উনি চলে যেতেও পারেন।

সুরমা বলল, "নূতন বরের মত খেলেন যে, কষ্ট কী আমরা পাব?'

মধুময় বলল, 'যে পাবার সেই পাবে।'

সুরমা তাকাল মাধবীর দিকে, দেখল সে মুখ হাসিশূন্য, নিষ্প্রভ দীপের মত।

[বিয়াল্লিশ]

সেদিন বেলা তিনটা, মধুময়ের তখন ময়দানে হাওয়া খেতে যাওয়ার সময়। ড্রাইভারকে গাড়ী বা'র করতে বলে মধুময়কে কোঁচান ধুতি চাদর পাঞ্জাবী পরতে দিয়ে নিজে পাশের ঘরে সাজতে গেল, জ্যোৎস্নাও যাবে সে প্রস্তুত হচ্চে।

সকলে গাড়ীর কাছে এল। সুরমা ইসারায় জ্যোৎস্নাকে যেতে নিষেধ করল, রঘুকে মায়ের সন্ধ্যারতির দ্রব্যাদি কিনে আনতে বলল। মায়ের পূজার কথা শুনে মাধবী কোন আপত্তি করল না, বরং হাওয়া খাওয়া আজ বন্ধ রাখতে চাইলো। সুরমা বলল, "তোমার আইন তুমি ভাঙতে চাও? ওতে ওঁর শরীর যে খারাপ হবে। কেন মধুময় বাবু একটু কষ্ট করে চালিয়ে যান না।"

সুরমার চাপে অগত্যা মধুময়কেই গাড়ী চালিয়ে যেতে হল। গাড়ী চৌরঙ্গী এল, সেখান থেকে হাইকোর্ট ঘুরে রেড রোড ধরে গাড়ী ছুটছে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে। মাধবী দেখছে ও ভাবছে কী সুন্দর গাড়ী কণ্ট্রোল করার ক্ষমতা! প্রকাশ্যে বলল, "কী যে জানেন না, তাই ভাবি। এত লেখা পড়া এমন ব্যায়াম, দেশ-সেবা ও পরোপকার শিখলেন কি করে? একটু ইতস্ততঃ করে বললো, "আপনাকে যে পাবে সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবতী।"

মধুময় বলল, "তবে সে ভাগ্যবতী আজো জন্মায়নি।"

মাধবীর মুখ ম্লান হয়ে গেল, ক্ষুন্ন স্বরে বলল, "আপনি কি তাই জানেন? মানুষ কত টুকু জানে, সে জন্মেছে, শুধু তাই নয়, আপনার সঙ্গে তার পরিচয়ও আছে। আমি তাকে জানি।"

বটে ! বলতো কে সেই ভাগ্যবতী ? মধুময় সহাস্যে বলল।

মাধবী মধুময়ের মুখে মানসী, মলিনা, গায়ত্রীর নাম কয়েকবার শুনেছে ; ঐ বয়সের যা'ধর্ম্ম, সেই অনুসারে মধুময়ের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা আছে সন্দেহ করে নিজে অস্বস্তি বোধ করছিল। তাই তার অনুমান সত্য কিংবা অমূলক জানবার জন্য নিজের কথা চাপা দিয়ে মধুময়ের মনের কথাটা শোনার জন্য বললো, "বলবো ? সে মানসী।"

মধুময় বলল, "প্রায় ঠিক বলেছ, সে আমার সহোদরা।"

মাধবী লজ্জিত হ'ল, বুঝল তা'র সন্দেহটা খুব অন্যায় হয়েছে, আবার হয়ত কী অন্যায় হবে তাই আর গায়ত্রী মলিনার কথা তুলল না। মধুময় মনে মনে রাগ করেছে ভেবে ভুলিয়ে দেবার জন্য বলল, "আপনাকে রাগাতে কত চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই পারিনা, নাঃ, সত্যিই আপনার রাগ নেই। মধুময়ের মুখে হাসি নেই দেখে বললো, "আচ্ছা মধুময় বাবু মেয়েরা মোটর চালাতে পারে ?"

এবার মধুময় হেসে ফেললো ও বল্লো "তোমার কথাটা কিন্তু সেই গল্পটার মত হল।"

কি রকম ? মাধবী হেসে বলল।

মধুময় বললো, "শ্বশুর জামাই একসঙ্গে যাচ্ছে, কয়েকটা কথা বলার পর জামাই আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ চুপচাপ করে গেলেও শ্বশুর ভাববে মুর্খ জামায়ের হাতে মেয়ে দিয়েছে। তাই অনেক ভেবে ভেবে জামাই বললো, আচ্ছা শ্বশুর মশায় আপনার বিয়ে হয়েছিলো ?'

এবার দুজনে খুব হাসল, মাধবী বলল, "না মশাই, আমি অতটা নিরেট নই। বিনা অর্থে আমি কোন কথা বলিনা। উত্তর দিন।"

মধুময় বলল, "হ্যাঁ খুব গবেষণা করে দামী কথাটা আবিষ্কার করেছ ? যা হোক তোমার মাথা আছে।"

মাধবী বললো, 'তবু উত্তর দেবেন না, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন ? বলুন ?

মধুময় বলল, যাঁরা এক আঙ্গুলে এত বড় সংসার চালাতে পারেন, তাঁরা আর মোটর চালাতে পারেন না ? এতে আর কতটুকু বিদ্যে লাগে, ।"

মাধবী দেখল মধুময় রাগ করেনি, আর করলেও মেঘ কেটে গেছে। একটু

পয়ে বলল, শেখাবেন আমায় একটু কষ্ট করে? সব কিছু জেনে রাখা ভাল। সেদিন ডাকাতির সময় ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন, ব্যায়াম, কুস্তি, ড্রাইভিং আপনার জানা ছিলো তাই রক্ষে,'—বলেই মাধবীর হুঁস হ'ল, অসতর্ক মুহূর্তে কথা গুলো বেরিয়ে এল। ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিতে মাধবী বললো, "আচ্ছা মধুময় বাবু বলুনতো সুখী কারা?

মধুময় ফস করে বলল, "ধনী-কন্যারা বিশেষতঃ যাদের কোন ভাগীদার নেই।"

মুখ টিপে হাসল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বিমর্ষভাবে মাধবী বলল, "সুখী না ছাই, যদি জানতেন,....হঠাৎ ঘুরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে বলল, আকাশে মনের আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে ওই যে বলাকামিথুন, ওরাই সুখী!"

মধুময় মাধবীর কথার ইঙ্গিতটা বুঝল। তার মনের মুগ্ধভাব লাঘব করার জন্য বলল, "আবার ওরা বলে মানুষ কত সুখী। আর সব চেয়ে সুখী ধনীর দুলালীরা।"

মধুময়ের গায়ে মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে মাধবী বলল, "থামুন ফিলোলজিষ্ট মশায়, আপনি দেখছি জীবজন্তুর ভাষাও বোঝেন?"

"কেন বুঝব না, সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকলে সব কিছু বোঝা যায়।"

"মাধবী বলল, বলুন তো আমার মনের ভাষা কি?"

মধুময় কিছু কিছু বুঝলেও এখন সে ধারেও গেল না। রহস্য করার জন্য বলল, "বলব? মিঃ সেন সেই চলে গেছেন আর আসছেন না, ডাকাতি কেসে ফেলেও মধুময়ের কিছু করা গেল না, উৎপাৎ দূর হল না।"

মধুময়ের মুখ ডানহাত দিয়ে চাপা দিয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে মাধবী বলল, চুপ করুন দয়া করে, উঃ কী নিষ্ঠুর। আপনার সঙ্গে কথা বলব না। ফিরে বসল।

"কথা বলবে না, তা হলে আর মুখও দেখবে না কেমন?

মাধবী ফিরে বসল, চোখ অশ্রুসিক্ত, স্বর গাঢ়, বলল, "আপনি খুব নিষ্ঠুর"

গাড়ী ময়দানে একটা গাছতলায় রেখে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। হেসে মধুময় বলল, মেয়েরা মোটর ও সব কিছুই চালাতে পারে কিন্তু যে মেয়ে কথায় কথায় রাগ করে সে চাবুক ছাড়া আর কিছুই চালাতে পারে না" হাসল অনাবিল হাসি।

কান্নায় ফেটে পড়ার মত অবস্থা মাধবীর, বলছে, নাঃ এ বাক্যবাণ আর সহ্য হয় না, আমার হয়েছে কর্ণের মত অপযশের কপাল, ভাল কাজ করেও নাম নেই, দোষ না করেও দোষী হই পদে পদে।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মধুময় বলল, "জগতে এক ক্লাশ লোক আছে যারা কিছুতেই নিজের দোষ দেখতে পায় না, শুধু অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়।"

"কেন, আমি কি দোষ করেছি?"

"দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষছ, অথচ ছোবল খেতে পার না?

হেঁয়ালি বুঝলাম না, পরিষ্কার করে বলুন, কালসাপ কে? মাধবী বলল।

কেন, আমি। মধুময় বলল।

মাধবী বলল, "তা এটা কি চাবুক চালান হল না? সব দোষ আমার?"

মধুময় হেসে বলল, যাক্ শোধবোধ, এখন মোটর চালান শিখবে নাকি?

মাধবী বলল, "যদি দয়া করে শেখান তো শিখতে পারি, আমি তো আর গায়ত্রী নই, যে উপযাচক হয়ে শেখাবেন।

মধুময় হেসে বলল, "নাও, চাবুকের আর এক ঘা। খেয়ে উঠতে পারলেই হয়।"

মাধবী মধুময়ের হাত ধরে বলল, "আমি সে ভেবে বলিনি, নিন তবে মাঠে চলুন। রাস্তায় অনেক লোক, আবার হয়ত কাকে চাপা দিয়ে বসব!"

মধুময় "তথাস্তু" বলে গাড়ী মাঠে নিয়ে গেল। মাধবী পাশে বসে আছে, মধুময় মোটরের কোন্ পার্টটা কি কাজ করে বুঝিয়ে চলেছে, মাধবীর সেদিকে খেয়াল নেই। সে ভাবছে, 'মধুময় কেন বললো, সে ভাগ্যবতী আজও জন্মায় নি, আমার এত সেবাযত্ন কি ওঁর মনে কোন রেখাপাত করেনি? উনি কি ভাল বাসতে জানেন না? উনি কি পাষাণ? কিংবা সবটুকু ভালবাসা দিয়ে ফেলেছেন গায়ত্রীকে?' তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মধুময় কোন উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, "নাঃ তোমার দ্বারা চাবুক ভিন্ন গাড়ী চালান হবে না।"

মাধবীর বুক ফেটে যাচ্ছে সে বলল "হ্যাঁ, আমার তো ওই পেশা, সবাইকে দিনরাত চাবুক মেরে বেড়াচ্ছি," কেঁদে ফেলল অভিমানে।

মধুময় দেখল, মাধবী এবার সত্যিই রাগ করেছে, কথাটা বলা ভাল হয়নি।

তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "মাধবী রাগ করলে? দেখ, আমি যা' বলি ভেবেচিন্তে বলিনে, আর সে অধিকার তুমিই দিয়েছ। পথ থেকে মুমূর্ষু আমাকে কুড়িয়ে এনে আমার প্রাণ দান করেছ, এ আমি কোন দিনই ভুলব না। তা'ছাড়া এত সেবা যত্ন করেছ এত শান্তিতে রেখেছ, তাই আমার সাহস আরও বেড়ে যাচ্ছে। আরও বেশীদিন থাকলে হয়ত আরও কী অত্যাচার করে ফেলব, তাই ভাবছি, শীঘ্‌গির চলে যাবো।"

মাধবী অন্যদিকে ফিরে কাঁদছে, ভীষণ ব্যথা পেয়েছে সে এ কথায়। সে আগাগোড়া মধুময়ের চরিত্রের দৃঢ়তা লক্ষ্য করে আসছে, কোন সময়ই একটু বেফাঁস কথা বা কুৎসিৎ ইঙ্গিত সে কোনদিন করেনি। আর যা বলে সে তা করেও। তাই সে চলে যাবে বলাতে মাধবীর ভয় হলো। তার দিকে ফিরে বলল, "চলে তো যাবেনই, এখানে আপনার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে...."

সস্নেহে তার হাতখানা ধরে মধুময় বলল, "না ভাই, কোন কষ্ট এখানে আমার নেই, আমার অনেক কাজ রয়েছে। মলিনার বিয়ের...." একটু থেমে বলল "চলো ফিরি।"

মাধবীর ভিতরের জমাট বাঁধা অশ্রু তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনের "ভাই" সম্বোধনের স্নেহের উত্তাপে গ'লে ঝরণার মত বেরিয়ে এলো। সে কাঁদছে।

মধুময় মাধবীর মুখখানা নিজের হাতে তুলে বললো, "মাধবী, কাঁদছো? কী হয়েছে? নিশ্চয় আমি কিছু বলেছি। যদি বলেই থাকি, জেনো তোমার মনে আঘাত দেওয়ার জন্য নয়, মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে গেছে। তুমি আমার যা' করেছ, আমি কোনদিনই ভুলব না; যদি দিন পাই, তোমার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করব। মুখ তোল, কথা বল।"

মাধবী ভীষণ কাঁদছে ফু'লে ফু'লে।

মধুময় কারো কান্না সহ্য করতে বা কালোমুখ দেখতে পারে না! যেখানে গেছে, সকলকে সুখী করেছে, হাসি মুখ দেখেছে। কিন্তু আজ এই ধনীর দুলালীকে এমন আকুল হয়ে কাঁদতে দেখে সে কতকটা অপ্রতিভ হ'ল, কারণ খুঁজতে লাগল। আবার তার মুখটা তুলে বলল, "কেঁদনা মাধবী, তোমাদের শান্তির সংসারে আমিই অশান্তি এনেছি, তা আমি কালই চলে যাব।"

এই কথায় মাধবীর দুঃখ দ্বিগুণ বেড়ে গেল, অন্ধকারে কারণ খুঁজতে মধুময়

তার ক্ষতস্থানে আরও ব্যথা দিয়ে ফেলল। মাধবী আর সহ্য করতে পারল না, বলল, "আপনার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এখানে, থাকবেন কেন, আমি তো আর গায়ত্রী নই ? যাবেনই যদি, জ্বালাতে এলেন কেন, নিষ্ঠুর,........"

মধুময় রাগ করল না, স্নেহমাখা সুরে বলল, "আমিতো আসিনি, পথ থেকে মুমূর্ষু আমাকে কুড়িয়ে এনে বহুকষ্টে আমার প্রাণদান করেছ।"

মাধবী বলল, "তা হলে ও প্রাণটা কি আমার না ?"

মধুময় বলল, "সে দাবি তুমি করতে পার, তবে দান করা জিনিষ কি কেউ ফিরিয়ে নেয় ?"

মাধবী কাঁদতে কাঁদতে বলল, "কেউ নেয় কিনা জানি না, তবে আমি····" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেল।

মধুময় এ কথার আর উত্তর দিল না। চিন্তিতমুখে বলল, "চার্টের সময় চলে যাচ্ছে, ক'টা বাজল ? অভ্যাসবশে নিজের হাতঘড়ি দেখতে গেল, বলল, রূপকুমারকে দিইছি। মাধবীর হাত আঁচলের নীচ থেকে টেনে বলল, "ঘড়ি কি হল ?

"কুসুমকে দিয়েছি।"

মধুময় হেসে বললো, "দু'জনেরই একধারা দেখছি।"

বাড়ী এলো দুজনে। দেখে চার্টের একঘণ্টা বেশী সময় নষ্ট হয়েছে।

[তেতাল্লিশ]

রাত্রি এখন দশটা, চার্টমত মধুময়ের শোওয়ার সময়, তাই বাধ্য হ'য়ে শু'তে হয়েছে, এত সকালে কোন কালেই সে শোয় না, কিন্তু সে অনুপায়, না বলবার যো নেই। যাই হোক এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ তবু সে এখন হাসপাতালের রোগীর মতই কড়া শাসনে থাকতে হয়েছে, লেডি ডাক্তারের ফিট সার্টিফিকেট সে এখনও পাচ্ছে না, কবে যে ডিস্‌চার্জ্জ হবে তা তিনিই জানেন। মধুময় তার স্বাস্থ্য আগের মতই হয়েছে বলে অনেক যুক্তি প্রমাণ দিয়েছে কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। তাই পুতুলের মত চলছে আর মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। ঘুম আসছে না, নানা চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করছে।

মধুময় ভাবছে, মাধবী তার প্রাণদাত্রী, এমন অকুণ্ঠ সেবা সে দেখেনি। কী মধুর ব্যবহার! এরা ভালবাসতে ও পরকে আপন করতে জানে।

কিসে কি হ'ল, মাধবী কাঁদলো কেন? ও ছেলে মানুষ; ওর কোমল প্রাণে আমি হয়ত ব্যথা দিয়েছি। ও যেমনটা যা করতে বলে বা যতটা খেতে বলে ততটা পারি না, এ ছাড়া ব্যথা দেওয়ার মত কিছু করেছি বলে মনে হয় না।

আমি চ'লে যা'ব বলাতে ও রাগ করল, কেন? আমার থাকায় ওদের প্রচুর অর্থব্যয়, প্রভূত পরিশ্রম করতে হচ্চে। এমন চেহারা ওর কী হয়েছে, শুধু পরিশ্রমে, অনিদ্রায় ও উদ্বেগে। যদি আরও কিছুদিন থাকি, তা'হলে ওর অসুখ হবে। বাপ-মায়ের ঐ একমাত্র সন্তান। শান্তির বাড়ীতে অশান্তি আসবে, আর তার কারণ হ'ব আমি।

মানসী, মলিনা, গায়ত্রীর কথা ও প্রায়ই বলে এবং সেটা আমাকে কেন্দ্র করে। ওদের উপর ও যেনো সন্তুষ্ট নয়। মাধবী আমাকে ভালবাসে, সেটা আমি বুঝি, নচেৎ এমন অক্লান্ত সেবা কেউ করতে পারে না। ও আমাকে পেতে চায়? আজকের কথাবার্ত্তায় তাই মনে হয়। তা হ'লে?

বিয়ে তো আমি করব না,—যদি একান্তই করি তবে বিলাত থেকে ফিরে এসে। অনুপম বিয়ে করেই যাবে, তার মায়ের এই ইচ্ছা, কিন্তু আমার মায়ের ঐ ধনুকভাঙ্গা পণ, ছেলে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত বিয়ের নাম গন্ধ হতে দেবেন না। কতলোক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছে। এখন আর কেউ যায় না।

আবার ভাবছে, মাধবী যদি সেই আশায় আমাকে ভালবেসে থাকে, তা' হ'লেতো ও কষ্ট পাবে। ওর সরল প্রাণ দুঃখের আঘাতে ভেঙ্গে পড়বে, এমন কি তা'র জীবনহানি হতেও পারে। তাই এ অবস্থা আর বেশীদিন চল্‌তে দেওয়া উচিৎ নয়। এখনও হয়ত ও আমাকে ভুলতে পারে। আর এখানে থাকা আমার কোনও মতে উচিৎ না,—চলে যাওয়াই উচিৎ এবং আজই।

এঁদের কাছে আমার অনেক ঋণ আছে, তাই এঁদের শুভাশুভ দেখা আমার কর্ত্তব্য। আমার দ্বারা এঁদের কোনও ক্ষতি হ'তে দেবনা, আমি যাবো।

কিন্তু কী করে যাবো? এদের স্নেহের বাঁধন ক্রমশঃ শক্ত হচ্চে। বলে কয়ে

যাওয়া যাবে না, যেতে দেবেনা, আমার সাধ্যও হবে না, অথচ আমায় যেতেই হবে। নাঃ এই রাত্রির আঁধারে গা-ঢাকা দিতে হবে।

আবার ভাবছে, 'চোরের মত—পালাব? ওরা ভাববে কি। ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের মধ্যে বলছে, মাধবী অপাত্রে তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা দিওনা দুঃখ পাবে।

হঠাৎ ধড়মড় উঠে বসল বিছানায়, ঘড়ি দেখল, রাত্রি চারটা। বলল "উঃ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, রাত প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আর দেরী করব না, একটা চিঠি লিখে রেখে যাই।" তাড়াতাড়ি পাশের টেবিলের উপর থেকে কাগজ কলম নিয়ে ঘরের ডিম লাইটে যেমন তেমন করে লিখল,—

কল্যাণীয়াসু,—

মাধবী, তোমাদের কাছে যে ঋণ করেছি, সারাজীবনেও তা শোধ করতে পারবনা, তাই ঋণের বোঝা আর বাড়াবনা। তোমাদের অকৃত্রিম ভালবাসায় আমি মুগ্ধ, আর বেশীদিন থাকলে আমার দ্বারা তোমাদের ক্ষতি হ'তে পারে, তাই যাচ্ছি। দুঃখ করোনা, আমায় ভুলতে চেষ্টা করো আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।

ইতি তোমাদের শুভার্থী—মধুময়।

খুব সন্তর্পণে চিঠিখানা টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রেখে নিজের জামা-কাপড়গুলো পরলো, মাধবীর দেওয়া জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখল। খাট থেকে নেমে মাধবী ও জ্যোৎস্নাকে চলে যাওয়ার পূর্ব্বে আর একবার দেখবার জন্য ধীরে ধীরে ভেজান দরজার কাছে গেল। দরজাটা একটু ঠেলে ফাঁক দিয়ে দেখ্ছে,—এক খাটে যেন একটা স্বর্ণচাঁপা, ও অন্যটায় একটা নীলপদ্ম পড়ে আছে। ভাবল, মাধবী ভাল ঘুমায় না, ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে, ধরা পড়ে যাবো। আর কাল বিলম্ব না করে, নিজের ঘরের লাগা উত্তর পাশের সিঁড়িতে গেল, এদিক ওদিক দেখে, সিঁড়ি দিয়ে সোজা নীচে গেল, যাচ্ছে ও পিছনে তাকাচ্ছে। গেটের কাছে এলো, কোলাপসিবল্ গেট, তালাবন্ধ। পাশে দারোয়ানের ঘর, দরজার পাশে চাবি থাকে। মধুময় আস্তে আস্তে চাবিটা নিয়ে তালা খুলে বাইরে গেল। আবার বাহির থেকে তালাটা লাগিয়ে চাবিটা দরজার কাছে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চললো। ট্রাম এখনও খোলেনি—কাছে টাকা নেই, এ্যাকসিডেন্টের

দিনে পাঁচটাকা নিয়ে বেরিয়েছিল, সেটা মাধবী নিয়ে রেখেছে। মেসে এলো, কড়া নাড়ল, ঠাকুর উঠে দরজা খুলে দিল। ঠাকুর কত দুঃখ করে বলল, কতলোক এসেছে, বাড়ী থেকে মা লোক পাঠিয়েছেন প্রভৃতি অনেক কথা। মধুময় সংক্ষেপে ঘটনার কথা বলে উপরে নিজের বাক্স থেকে কিছু টাকা নিয়ে সাতটার গাড়ী ধরবার জন্য সত্বর রওনা হ'ল হাওড়া ষ্টেশনে।

[চুয়াল্লিশ]

—"চন্দনাটা অত ডাক্‌ছে কেনরে জোছনা? রাত্তিরে ও-তো কোনদিন ডাকেনা,?" উদ্বিগ্নভাবে মাধবী বলল। ধড়মড় করে উঠে সাপে বা বিড়ালে পাখীটাকে আক্রমণ করেছে কিনা দেখতে বাহিরে গেল। দেখল সে সব কিছুনা। পাখীটা তাকে দেখে আরও ডাকতে লাগল। তাকে ঠাণ্ডা করার মত অনেক কিছু করছে সে, এমন সময় টাইমপিস বেজে-উঠল। এখন স'পাঁচটা, 'জাগরণী' গানের সময়।

মাধবী দুঃখিত ভাবে বলল, "উঃ আজ খুব ঘুমিয়েছি, অন্যদিন রাত্রিতে দু'বার উঠি, আজ "মরণ ঘুম' ঘুমিয়েছি। জ্যোৎস্না, জাগরণী গানটা তুই গা।"

"দিদি, তোমার পায়ে পড়ি,—এটা তুমি গাও—অন্যসময় আমি গা'ব।"

হারমোনিয়াম মাধবীদের ঘরে থাকে, প্রত্যহ ভোরে প্রভাতী গান গেয়ে মধুময়ের ঘুম ভাঙ্গান হয়।

ঘরে এসে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে দেওয়ালে টাঙানো কালী মাতার ছবিকে বারবার প্রণাম করে বলল, মা, ওঁর সমস্ত আধিব্যাধি দূর করো, নিরাময় করো।"

পরে গাইল একখানা মনমাতানো গান। মধুময় গান ভালবাসে—মাধবী ভাবছে, মধুময় অন্যদিনের মত জেগে মুগ্ধ হ'য়ে শুন্‌ছে, এখনি অজস্র প্রশংসা পাবে সে, গান সে রোজই গায়, কিন্তু আজকার গানটি বড়ই বিষাদ করুণ। ব্যাথা বেদনায় ভরা। তার অন্তরাত্মা কেঁদে কেঁদে উঠছিল এক অজানা আশঙ্কায়, আসন্ন-বিচ্ছেদের গভীর ব্যথায়।

গান শেষ হ'লো। বলল, "জ্যোছনা, অন্যদিন গানের পর মনে কত শান্তি

পাই আজ মনটা কেঁদে কেঁদে উঠছে কেন? দেখতো ওঁর আবার কোন অসুখ-বিসুখ হলোনা তো?

জ্যোৎস্না উঠ্ছে,—কাপড়-চোপড় ও চুল গোছাতে গোছাতে বলল, কী যে অলক্ষুণে কথা দিদি, তোমার মন বড় সন্দিগ্ধ।

জ্যোছনার দেরী মাধবীর সহ্য হ'লনা। নিজেই উঠল, ভেজান দরজা ঠেলে ভিতরে গেল, দেখল ডিম লাইটটা নিভান, রোজ এটা জ্বালা থাকে। আলো জ্বাললো, মশারী তুলে দেখল বিছানায় কেউ নেই। যে দেবমূর্ত্তি বিছানা আলো করে থাকত, এখন তা অন্তর্হিত। তার পবিত্র স্পর্শ ও স্মৃতি বুকে নিয়ে পড়ে আছে শূন্যঘর ও শূন্য বিছানা।

মাধবী নিস্পন্দ নির্ব্বাক। বিছানার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঘর নিস্তব্ধ, শুধু ঘড়ি দু'টোর টিক্ টিক্ শব্দ ও বাইরে চন্দনার চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। দু'এক মিনিটের মধ্যে তার বিমূঢ়ভাবটা কাটিয়ে বলল, "জ্যোছনা, শীঘগির আয়, বোধ হয় মধুময়বাবু চ'লে গেছেন।"

সে-কি দিদি,—ছুটে এলো জ্যোছনা আলুথালু বেশে,—বললো, "এখনও যে রাত্তির, গেটবন্ধ, কোথায় যাবেন?"

মাধবী অশান্ত ব্যাকুল, আর চুপ করে থাকতে পারলনা। মুহূর্ত্তমাত্র কি চিন্তা করে তার পাশের নিভৃতাবাসে' গেল, দেখল সেখানে শুধু মধুময়ের ছবিখানাই আছে। হাতে নিয়ে কেঁদে বলল, 'আমার কথায় তুমি কি রাগ করেছ? কথাটাই ধরলে, মনটা বুঝলেনা?" ছবিটাতে চোখের জল পড়ল, রেখে দিল ছবিটা। ছুটে বাথরুমে গেল,—সেখানে নেই, সমস্ত বারান্দা দেখল,—নেই; উপরের সব ঘরগুলো, খাটপালঙ্কের তলা, তন্ন তন্ন করে খুঁজল,—কোন চিহ্নও নেই। নীচে গেল ত্রস্তপদে। জ্যোছনাও সঙ্গে সঙ্গে ছুট্ছে, নীচের ঘরগুলো দেখল,—নেই। ভাবল, হয়ত শিবমন্দিরে গেছেন ভোর বেলায়, খেয়াল হয়েছিল, সেখানে ছুটে গেল, দরজা ঠেলে ভিতরে দেখল,—পাষাণ-দেবতা ফুল বেলপাতার মধ্যে দিব্বি নির্ব্বিকার বসে আছেন।

পাতার উপরিস্থিত জল যেমন সামান্য আঘাতে ছড়্ছড়্ করে পড়ে, মঙ্গলময় শিবের দর্শনে মাধবীর মনে গভীর ব্যথা লাগলো, তার নেত্র-পল্লবে আবদ্ধ অশ্রু ঝর ঝর করে পড়তে লাগল। গুমরে কেঁদে বলল, "বিশ্বনাথ তোমার মনে

এই ছিলো প্রভু! তুমি শিব মঙ্গলময়, কী মঙ্গল করলে আমার! এই ব্যর্থ জীবনের পূর্ণাহুতি তোমাকেই গ্রহণ-করতে হবে, ঠাকুর।"

ছুটল লনের উপর দিয়ে গেটে; দেখল গেট তালাবন্ধ, চাবিটা দারোয়ানের দরজার সামনে পড়ে আছে।

মাধবী কাউকে ডাকছেনা,—কিছু বলছেনা, শুধু নিজেই চারিদিকে খুঁজছে। মধুময় যে না ব'লে চ'লে যাবে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেনা। ছাতে গেল, পেলনা, ছাদ থেকে তার ফুল বাগানে গেল—নেই। একগোছা ফুল তুলে জলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "যা, আমার মত তোরাও ভেসে যা।" পুকুরের চারিপাশ ঘুরছে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখছে, জলে নামার কোন চিহ্ন দেখতে পায় কিনা। ঘাটে এলো, দেখল, সাত আট হাত দূরে জলের উপর কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌, ঘাটের চাতালের উপর জলের দাগ। ভাবল, মাথার দোষ ঠিক সারেনি, হয়ত জলে ডুবেছেন। চিন্তামাত্র মন আতঙ্কে অধীর হলো, তাই নিজেই জলে নামছে। এখন বাড়ীর সকলেই উঠেছে ও চারিদিকে খুঁজছে। সুরমা জ্যোৎস্না জয়তী মাধবীকে ধরল। সুরদাস বলল, মা উঠুন, আমরা দেখছি। সুরদাস ও লছমন জলে ডুব দিচ্ছে ও খুঁজছে। মাধবী এখন ছুটে গেল গ্যারেজে, খুঁজল গাড়ীর আশেপাশে, ভিতরে বাহিরে।

ওদিকে মাধবীর বাবা দারোয়ানটাকে তিরস্কার করছেন গেট খোলা কেন?

মালুম নেই, হুজুর। কালতো চাবি দিয়েছিলাম।

চাবি খুলল কে?

দেখিনি, সারারাত জেগে একটু আগে ঘুমিয়েছি।

গ্যারেজ থেকে মাধবী আবার এলো গেটে, তালা ধরে টানল, দেখল, গেটের একদিকে তালা লাগানো। মাধবী এখন বুঝল দরজা খুলে নিশ্চয় তিনি চলে গেছেন এইমাত্র। রাস্তায় তখন দু'একজন লোক বেরিয়েছে, ট্রাম খুলেছে। মাধবী নিজেই দরজা খুলে পথ দিয়ে ছুটেছে,—ভাবছে এখনও বেশী দূর যেতে পারেন নি। একটু জোর পায়ে চললে ধরা যেতেও পারে। ছুটছে, আর মুখে মুখে বলছে, কী দোষ করেছি? তুমি না বলে চলে গেলে কেন? তোমার এখনও শরীর দুর্ব্বল, ফিরে এসো;—"

জ্যোছনা, জয়তী ছুটে গিয়ে মাধবীকে ধরল, আনলো তাকে তার ঘরে

যেখানে মধুময় ছিলো। ভীষণ হাঁপাচ্ছে সে, বসতে পারল না চোখ বুজে মেঝের শুয়ে পড়ল। একটু পরে বলল চলে গেলে, কেন বলে গেলেনা? আমি কি তোমায় বেঁধে রাখতাম? আমি কী দোষ করেছি?" বলতে বলতে মূর্চ্ছা গেল। মা মাথার কাছে বসে বাতাস দিচ্ছেন, সুরমা জ্যোৎস্না পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। সুরদাস ডাক্তারকে ডাকতে গেছে। প্রায় পনের মিনিট পরে তার জ্ঞান হ'ল। ডাক্তার এসে নাড়ী বুক পরীক্ষা করে, রোগ কিছু না শুধু দুর্ব্বলতা বলে একটা টনিকের প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেলেন। মা হরলিকস্ তৈরী করতে গেলেন।

টেবিলের উপর মধুময়কে মাধবীর দেওয়া জামাকাপড় ভাঁজ করা রয়েছে দেখেই বলল, কাপড়-জামাগুলো কি তুই গুছিয়ে রেখেছিস?

"না দিদি।"

"তিনিই ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন। "আমার দান নিলেন না। "এমন সময় টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া মাধবী দেখতে পেল। হাতে নিয়ে পড়তে গেল কিন্তু চোখ জলে পূর্ণ তাই পড়তে পারলনা, আঁচলে চোখ দুটো মুছে, পড়ল চিঠিখানা। রাগে-দুঃখে অভিমানে বুক জ্বলছে, ছুঁড়ে ফেলে দিল সে চিঠিখানা। কেঁদে বলল, মুখে মধু মনে বিষ, এই যদি মনে ছিল, বলেকয়ে গেলেইতো হোত। পাষাণ? আবার চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে ভাল করে পড়ল। জামার মধ্যে রেখে বলল, তোমায় পথ থেকে কুড়িয়ে এনে বাঁচালাম তার এই প্রতিদান! এক টুকরা কাগজে চারিটি কথা লিখে কর্ত্তব্য শেষ করলে? বলে গেলে কি আমি ধরে রাখতাম?"

জ্যোৎস্নাকে বলল, "জোছনা, ওঁর শরীর এখনও সারেনি,-দুর্ব্বলতাও যায়নি বেশীদুর যেতেও পারেনি, হয়ত পথে পড়ে গেছেন বা গাড়ী চাপা পড়েছেন হাঁসপাতালে ফোন কর, পুলিশে খবর দে," বলে নিজেই উঠতে গেল, হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল, সুরমা জ্যোৎস্না তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে খাটে শুইয়ে দিল।

এ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে মাধবীর আহার নিদ্রা নাই বললেই হয়, তার উপর দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও পরিশ্রমে তার শরীর বেশ ক্ষীণ হ'য়েছে, মন শ্রান্ত হলেও তার প্রাণরক্ষকের প্রাণ বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিতেও সে প্রস্তুত ছিল।

এখন মধুময়ের আকস্মিক অন্তর্ধানের আঘাত তার দুর্বল দেহমন আর সহ্য করতে পারলনা।

মা কেঁদে ছুটে এসে দুঃখ করে বললেন, "কী ভাগ্য আমি করেছিলাম—কেঁদেই আমার জীবন কাটল।"

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হ'ল। চোখ মেলে জ্যোৎস্নাকে ফোন গাইডটা আনতে বলল।

সুরমা বলল, "অত উতলা হ'য়োনা ভাই, তিনি ভালই আছেন, তুমি শান্ত হও।"

বাড়ীর কাছাকাছি একটা হাসপাতালের ফোন নম্বর বা'র করে নিজেই ফোন করল—"বি, বি, ফাইভ ওয়ান জিরো, হ্যালো, আমি মিস্ মাধবী রায়, বলছি, এইট, এ, কিষণ ষ্ট্রীট থেকে, দেখুন ভোর চারটার পর থেকে এ পর্য্যন্ত মধুময় চৌধুরী নামে কোন ইনজিওর্ড আপনাদের হাসপাতালে গেছে? অ্যাঁ,—হ্যাঁ, মধুময় চৌধুরী, ওঃ যাইনি, আচ্ছা, হ্যাঁ দেখুন, দয়া করে নামটা নিয়ে রাখুন, যদি যায়, তবে এই ঠিকানায় জানাবেন, ধন্যবাদ।"

ফোন রেখে হর্ষোৎফুল্ল ভাবে বলল, "জ্যোৎস্না বাঁচা গেল, এ্যাকসিডেণ্টে পড়েনি, মাকে বলে আয়, আজ যেন খুব ভাল করে পূজা করেন।" মাধবী পাশে তার নিভৃতাবাসে গেল, ছবিখানা হাতে নিয়ে বললো, "তোমায় অকৃতজ্ঞ বল্‌তে ইচ্ছে হয়না, কিন্তু এ-কি করলে? কেন করলে? কেমন করে এত নিষ্ঠুর হ'লে? কেন না ব'লে পালিয়ে গেলে? একটু পরে বলল, "কচও দেবযানীকে কাঁদিয়ে চ'লে গিয়েছিল, কিন্তু পালিয়ে যায়নি। দেবযানীকে ব'লেকয়ে তার অভিশাপ মাথায় নিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে গিয়েছিলো"। একটু পরে বলল, "দেবযানীর অভিশাপ দেওয়া উচিৎ হয়নি, যাকে ভালবাসা যায়, তাকে অভিশাপ দেওয়া যায়না। ভালবাসা দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া যায়না। কচ দেবতা, তাই গেলেন দেবসুলভ মহত্ব দেখিয়ে, আর মর্ত্তের মানুষ গেল চোরের মত পালিয়ে।—গুমরে গুমরে কাঁদছে;—মধুময়ের সমস্ত মূর্ত্তিটা তার মনের চোখে দেখতে পেল, ব্যকুল ভাবে কেঁদে উঠে বলল, "না, না, না, আমি ভুল করেছি,—অন্যায় করেছি, মাটীর পুতুল গ'ড়ে মানুষই তাতে দেবাত্মা জাগিয়ে তোলে, মানুষইতো দেবতা।

একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, "না, তিনি মহান, চোরের মত পালায়নি; ভগবান বুদ্ধ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও এমনি ভাবেই গিয়েছিলেন।" কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল, "পৃথিবী তাঁকে ডাকছে, তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে, তাই তিনি চলে গেছেন। শ্রান্ত হ'লে আবার ফিরে আসবেন,—আমার তীব্র আহ্বানে তাকে আসতেই হবে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, জ্যোছনা কাঁদছে। মমতাময়ী মাধবী তাকে আদর করে বলল, "তুই কাঁদছিস্ কেনরে পোড়ামুখী?" তার গায়ে হাত বু'লাতে বু'লাতে বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোরও কম কষ্ট হয়নি, তুইও তাঁর জন্ম অনেক কষ্ট করেছিস্, তোর ব্যাথা—আমি দূর করবো,—আমি শ্যামলবাবুকে....." এই কথা বল্‌তে বল্‌তে অন্যমনস্ক হ'ল, উদাসভাবে বলল, "নাঃ আর ভাববনা, তাঁর কপালে যা আছে আমি উল্টাতে পারব না, চাপা পড়ে তো আমি কি করব? আমিতো তাঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়নি। নিয়তির হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।" একটু পরে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেতকীর মা বলেছিলো 'শরীরটাকে খুব যত্ন করো বোন্, জেনো দেব পূজার প্রধান নৈবেদ্য ওটা।' দেবতা যখন বিদায় নিয়েছে, তখন কী হবে আর বৃথা নৈবেদ্য সাজিয়ে।"

মা খাবার আনলেন, মাধবী পরে খাবে বলে বিছানায় শু'য়ে পড়ল।

দুঃখের দিন কতই না দীর্ঘ, তবু গত হ'ল।

[পঁয়তাল্লিশ]

ষ্টেশনে বুকিং অফিসের সামনে এসে মধুময় দেখল, কয়েক জন বড় ঘরের যুবক-যুবতী ৩।৪টি ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলাবলি করছে,—"আদর্শপল্লী মধুপুর দেখতে যাচ্ছি—, কিন্তু নূতন জায়গা, কখনও যায়নি, সদ্য গিয়ে ফেরা যাবে কিনা সেখানে থাকার জায়গা আছে কিনা, ষ্টেশন থেকে কতদূর, কিসেই বা যেতে হয়" প্রভৃতি। না যাওয়ার কথাও কেউ কেউ বলছে।

ঐ কথাগুলো মধুময়ের কানে এলো, বুঝল' এরা আদর্শপল্লী—দেখ্‌তে যাচ্ছে। সে বলল, "চলুন, আমিও সেখানে যাচ্ছি, আমার ঐদেশে বাড়ী,—আপনাদের কোনও অসুবিধা—হবেনা।"

মেয়েদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'ল, কারণ ছুটীর দিন তারা প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছে কিন্তু নূতন জায়গায় রওনা হ'য়ে ষ্টেশনে এসে ভয় পাচ্ছিল। এখন সে ভয় দূর হ'ল। মধুময় সকলের টিকিট কাটতে গেল, ওঁরা মধুময়কে টিকিটের টাকা দিলেন।

সব চেয়ে আপ-টু-ডেট সুন্দরী তন্বী শান্তি নামে মেয়েটি বললে, "রাঙ্গাদা তুমি খুব চালাক, ভদ্রলোকের উপর দিয়ে টিকিট কেনার কষ্টটা বাঁচিয়ে নিলে ?"

রাঙ্গাদা তার ভগ্নিপতি, দিদিও সঙ্গে আছে। রাঙ্গাদা হেসে বলল, "আমরা ওঁদের 'গেষ্ট' হ'তে যাচ্ছি, একটু কষ্ট দেব বইকি ? একটু নিম্নস্বরে বলল, তা' ভদ্রলোকের জন্য তোমার মন এত টন্‌টন্ করে উঠল কেন ? ভদ্রলোকের চেহারার দিকে নজর পড়েছে বুঝি ?" সকলে হাসল।

শান্তি বলল, "নজর কার না পড়েছে ? আমার পড়ায় দোষ হ'ল ?

রাঙ্গাদা বলল, "আমাদের নজর আর তোমার নজর এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের নজরে "ধার" নেই, আর তুমি অতনুর তূণ থেকে চোখা চোখা বাণ দিয়ে ওঁকে জর্জ্জরিত করছ।"

শান্তি বলল, "যার যেমন মন, সে তেমনি দেখে।"

বাস্তবিক এই কয়দিন পরম আদরে রাজ-অতিথির মত বসে বসে পুষ্টিকর খাদ্য ও আনন্দ-সুধা সেবন করে সুদর্শন মধুময়ের দেহ-লালিত্য আরও বেড়েছে। তার দিকে স্ত্রী-পুরুষ কেউ না চেয়ে পারেনা, সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, শান্তির কোন দোষ নেই।

গাড়ী প্লাটফর্ম্মে এলো, একটা ইণ্টারক্লাশ-কেবিনে মধুময় ওঁদের সবাইকে উঠিয়ে মালপত্রগুলি সব গুনে তু'লে শেষে নিজে উঠল। সবার বসার জায়গা করে দিয়ে শেষে ওদের সামনের একটা সিটে নিজে বসল।

রাঙ্গাদা বলল, "আপনার বাড়ী কি মধুপুর ?"

মধুময় তার স্বভাব-সিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আজ্ঞে না, পাশের গ্রাম হরিহরপুর"

শান্তি বললো, "আচ্ছা ওখানে দেখার মত কি আছে ?"

মধুময় অসঙ্কোচে বলল, "মহানগরী কলকাতা ছেড়ে অজ পাড়াগাঁয়ে দেখার মত আর কী থাকৃতে পারে বলুন ? তবে সেখানে আছে,—অফুরন্ত প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্য ও মুক্ত প্রাণের খেলা। নেই সেখানে বিলাসের আড়ম্বর, অর্থের ঝনাৎকার, কুটিল ব্যাধির নিষ্ঠুর আক্রমণ, হীন স্বার্থের কদর্য্য উল্লাস। ওখানে এটাই দেখার মত যে, কচুরী-শেওলা, বিষাক্ত সাপ ও মশায় ভরা একটা প্রকাণ্ড বিলকে গ্রামের ছেলেরা দুর্জ্জয় সাহস, অফুরন্ত উৎসাহ ও সমবেত শক্তি দিয়ে ভরাট করে সেখানে গড়ে তুলেছে একটি পল্লী, যেখানে প্রবেশ করা মাত্র মনে একটা অনাবিল আনন্দের ঢেউ খেলে যায় ; মনে হয় সহরের বিষাক্ত ও আড়ষ্ট আবেষ্টনীর চেয়ে পল্লীমায়ের এই মুক্তস্নেহাঞ্চল অনেক ভাল। ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের সমারোহ সেখানে না থাকতে পারে, কিন্তু সরল শান্ত জীবন-যাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষের কোনও অভাব নেই সেখানে।"

"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিকানো-চোকানো খড়ের ছাউনী, মাটীর জোড়া ঘর, ধানের মরাই ও গোলা, মাছে-ভরা পুকুর, চাষের বলদ, দুগ্ধবতী গাভী, আম, নারিকেল, কলা, সুপারী প্রভৃতি গাছ প্রতি বাড়ীতেই দেখতে পাবেন।"

"আর দেখবেন হিন্দু-মুসলমানের কী অদ্ভুত মিলন, তারা যে দুটী' পৃথক জাতি এ তারা জানেনা। তারা জানে এক পল্লীমায়ের দুই সন্তান।"

"পল্লীবধুরা ভক্তিমতী, স্নেহশীলা ও অতিথিপরায়ণা। পুরুষেরা দরিদ্র হ'লেও সৎ, ভদ্র, কর্ম্মঠ ও হিংসাশূণ্য।"

শান্তির বড় ভাই সমীর বলল, "শুনে লোভ হয় এখানে এসেই বাস করি"।

রাঙ্গাদা বললো, "আচ্ছা পল্লীবালকদের এভাবে শিক্ষা দিল কে? তাঁর নাম জানেন?"

মধুময় একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিল, "মধুময় চৌধুরী, তবে তিনি বিশেষ কিছু করেননি, ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সব করেছে।"

রাঙ্গাদা বললেন, "তা-কি হয় মশায়? যাঁর নামে গ্রামের নাম রাখা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই একজন কৃতী সন্তান। আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি তাঁকে আমল দিতে চান না। সব জায়গায় দলাদলি।"

মধুময় দেখল, তার নূতন গ্রামের বদনাম হচ্ছে, তাই বলল, "না, কোন দলাদলি বা ভেদ বিভেদ নেই এ গ্রামে.—সেই মধুময় ডাকলে গ্রামের ছোট বড় সবাই এসে তার পাশে দাঁড়াবে।"

রাঙ্গাদা একটু হেসে বলল, "কি মশাই, তবে যে বলছিলেন তিনি বিশেষ

কিছু করেননি, কোন বিশেষ গুণ না থাকলে এতলোকে মানবে কেন ?"

সমীর বলল, "আচ্ছা এই মধুময়বাবু কতদূর লেখাপড়া শিখেছেন ? বয়স কত ?"

মধুময় বলল, "বয়স মন্দনা, আর লেখাপডা এমন বিশেষ কিছু না।"

যাইহোক্ ট্রেন সাড়ে এগারটায় যথাস্থানে থামল, মধুময় আগে নেমে ওদেরকে নামাল এবং নিজেই পোর্টারের মাথায় মোটগুলি তুলে দিয়ে নিজেও কয়েকটা নিয়ে চলল।

এই আদর্শপল্লী হবার পর খানচারেক রিক্সা এই রাস্তায় চলছে। তিনটি বাচ্ছা সমেত এরা ন'জন। চারটি রিকসাই মধুময় ডাকলো। মোট সমেত ওদেরকে চারিটী রিক্সাতে তু'লে দিয়ে রিক্সাওয়ালাদেরকে প্রথমে এঁদেরকে করুণাময়ীর মন্দিরে নামিয়ে দিয়ে মাকে ডেকে দেখা করিয়ে দিতে বলল।

একজন রিকসাওয়ালা বলল, "আপনি যাবেন না মধুদা ?"

মধুময় বলল, "আর রিক্সা নেই, আমি হেঁটে যেতে পারবখন।" মধুময় হেঁটে যাচ্ছে।

সেই তন্বী বলল, "ওঁকে একটাতে না নেওয়া ভাল দেখায় না, যিনি এত সার্ভিস দিলেন।"

রাঙ্গাদা বলল, "নাও তোমার রিক্সায়।"

শান্তি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আপনারা যদি না নেন আমি নিশ্চয়ই নিতে পারি দোষ কি তাতে ? যে ভদ্রলোক আমাদের জন্য এত করলেন তিনি হেটে যাবেন ? একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো ?"

সমীর বললো, "শুনেছ রাঙ্গাদা, রিকসাওয়ালা ওঁকে 'মধুদা' বলে ডাকল ? নিশ্চয়ই উনি এই আদর্শপল্লীর প্রতিষ্ঠাতা। লেখাপড়া খুব বেশী না জানলেও, চেহারা দেখে মনে হয় একেবারে মুখ্যু না। খুব ভদ্র ও মহৎ।"

শান্তির বড় বোন প্রীতি বলল, "লেখাপড়া পাড়াগাঁয়ে যতটুকু হবার মত হয়েছে, তবে মুখ্যু নয়।"

শান্তি বলল, "লেখাপড়া খুব বেশী জানেন, কথার ভাবে বুঝলেনা দিদি ?"

রাঙ্গাদা বলল, "নাও শান্তির গায়ে লেগেছে, বলি ও শান্তি, ওর সঙ্গে কি এক ক্লাসে পড়েছিলে নাকি ?"

শান্তি জোরের সঙ্গে বলল, "পড়তে হবে না মশায়, জিজ্ঞাসা করে দেখুন, যে বিড়াল শিকারী হয় তার গোঁফ দেখলে চেনা যায়।"

সমীর হেসে বলল, "ওর তো মোটেই গোঁফ নেই।"

শান্তি বলল, "দাদা, তোমার বুদ্ধিতে মরচে ধরচে দেখছি, গোঁফ মানে আকৃতি। যাক্ রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করোনা।

মধুময় মাঠের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। রিক্সাওয়ালা পচা এদের কথা শুনে বলল, "উনি সোণার মেডেল পেয়ে এম, এস, সি পাশ করেছেন, রিসার্চ্চ কোরছেন, শীগগির বিলেতে যাবেন।"

শান্তি বাদে সকলে বিস্মিত হল, কিছুটা লজ্জিতও। শান্তি বলল, "কিগো পণ্ডিত খাট্‌লো ?"

রাঙ্গাদা বলল. "বলছিলাম তোকে রাগাবার জন্য।" আমি জানতাম।

শান্তি বলল, "বুঝেছি, ওকে বলে চিতেন-বাজনা. কিছুতেই হারতে চান না।"

রাঙ্গাদা রিক্সাওয়ালাকে বলল, "আচ্ছা—উনি কি বিয়ে করেছেন ?

"না, বিলেত থেকে ফিরে এলে ওঁর মা বিয়ে দেবেন।" রিক্সাওলা বলল।

রাঙ্গাদা শান্তিকে বললেন—"ও শান্তি, হলনা।"

শান্তি বলল, "আপনি ভাল ঘটক না তাই, লগুড় দিয়ে ঘটক বিদায় করতে হবে দেখছি।"

সব নিয়ে গুছিয়ে রিকসা ছাড়তে একটু দেরী হল—মধুময় একটু এগিয়ে যাচ্ছে। রিকসা কাছে আসতে সমীর বলল—"আসুন আমাদের একটাতে,—

মধুময় বলল, "আর এইতো এসে গেছি, আপনাদের শান্তি হরণ করে লাভ কি ?"

সকলেই হেসে শান্তির দিকে তাকাল। রাঙ্গাদা বলল "শান্তি হরণ" এরই মধ্যে হয়ে গেছে।" মধুময় শুনতে পেলনা।

মধুময় বাড়ী পৌছে দেখে মায়ের সঙ্গে আগন্তুকদের কথাবার্ত্তা হচ্চে।

মানসী মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জেঠিমা রান্না ঘরে খাচ্ছেন। মধুময়কে দেখেই কেঁদে বললেন—"মধুময় এই ত্যাখ, বিকাশ ওই রাক্ষসীদের কথায় আমায় মেরেছে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেছে, বাড়ী উঠলে খুন করবে বলেছে, তুই সর্ব্বনাশীদের তাড়া বাবা,"—

মধুময় বলল, "আপনি এখন থামুন, ভদ্রলোকরা এসেছেন, পরে শুনব।" পল্লীবন্ধুরা অনেকেই এসেছে, মধুময় তাদের সাহায্যে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করল। তাঁরা পরম পরিতৃপ্ত হলেন এদের ব্যবহারে। পল্লীদর্শন করে খুব খুসীও হলেন।

মানসীর সঙ্গে ইতিমধ্যে শান্তির খুব ভাব জমেছে। তাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য শান্তি মানসীকে বারবার বলল।

রাঙ্গাদা বলল, "গ্রাম তো দেখলাম,—কিন্তু গ্রামের প্রতিষ্ঠাতাকে তো দেখলাম না ?

মধুময় চলে যাচ্ছে, কালিদাস বলল, "এইতো আপনাদের সামনে,—এই মধুদা।"

রাঙ্গাদা বলল, "ও মশায় মধুময়বাবু, আপনি দেখছি গভীর জলের মাছ, কিছুতেই ধরা দেন না যে। কালিদাসকে বলল—"আসার সময় ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম উনি সব গোপন করে বলেছিলেন লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না।

কালিদাস বলল, "উনি কেমিষ্ট্রিতে ফাষ্ট হয়ে এম, এসসি পাশ করেছেন—রিসার্চ্চ করছেন, জুন মাসে বিলাত যাবেন।"

শান্তি স্নেহ-মধুর দৃষ্টি হানছিল মধুময়ের দিকে, আর সমীর মানসীর দিকে। যাওয়ার সময় ওরা নিজেরা বলাবলি করছিল, এমন শান্তিময় সংসার খুব কম দেখা যায়। এদের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক পাতাতে হ'বে। ঘটনাচক্রে এরই এক সপ্তাহ পরে সমীরের পিতা এসে মানসীর সঙ্গে সমীরের বিবাহ স্থির করে গেলেন। সমীর ইঞ্জিনিয়ার।

ওদেরকে গাড়ীতে তু'লে দিতে গিয়ে মধুময় দেখল, "অনুপম আপ-ট্রেণ থেকে নাম্‌ছে। তাকে নিয়ে মধুময় বাড়ী ফিরে জেঠিমার কবলে পড়ল। তাঁকে আশ্বস্ত করে রাত্রি আটটায় মধুময় চললো মলিনাদের বাড়ী, আজ মলিনার বিয়ে। মলিনার বাবা-মা মধুময়ের হাতে মলিনাকে সমর্পণ করার আশা পোষণ করে আসছিলেন। কিন্তু নিরাশ হওয়ার রাগে মধুময়দের নিমন্ত্রণ করেন নি। মধুময় মা'র কাছে শুনেছে, তবু যাচ্ছে দেখতে মলিনার বিয়ে কেমন ঘরে হচ্ছে। কারণ সে মলিনাকে বোনের মত ভালবাসে।

অন্ধকারে বাড়ীর পিছনে যাওয়ামাত্র দেখল, তার গায়ে একটা মিষ্টি পড়ল। পরপর এখানে ওখানে আরও পড়ছে, টর্চ্চের আলোয় দেখল। ছু'চারটা কুড়িয়ে নিয়ে সত্বর উপরে গিয়ে দেখল বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষকে অপদস্থ করার জন্য কতক

খাচ্ছে ও কতক গোপনে ফেলে দিচ্ছে ও আবার চাচ্ছে। মধুময় পরিবেশনকারী দিগকে আর দিতে নিষেধ করে নিজের হাতে থাকা ধুলো-মাখা মিষ্টি যারা চাচ্ছে তাদের পাতে দিল। এই দেখে বরযাত্রীরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, "আমরা খাব না, ছোট লোকের বাড়ী, চাইলে দেয়না, ধুলো মাখিয়ে দেয়, বর তুলে নিয়ে যাব", প্রভৃতি ভীষণ গণ্ডগোল করতে লাগল। বরকর্ত্তা সেই নিমচাঁদ।

নিমচাঁদ মধুময়কে দেখেই বলল, "বদমায়েস, ওদের খাওয়া নষ্ট করলে?" ও মেয়ে তোর বে করতে হবে, আমি ছেলে নিয়ে চল্লাম।" তখনও বিয়ে হয়নি।

হরিহর এসে মধুময়কে দোষারোপ করছেন। তখন বরকর্ত্তা ও গ্রামের দু'চারজনকে নিয়ে মধুময় বাগানে মিষ্টি ফেলা দেখাল।

মধুময়কে গালি দেওয়ায় ছেলের দল খুব ক্ষেপে গিয়ে বরযাত্রী ও বরকর্ত্তাকে মারতে লাগল, সে কি এলোপাতাড়ি মার! বরও বাদ গেল না। সকলে পালালো, রাতের আঁধারে, যে যেদিকে পারে।

মধুময় দাঁড়িয়ে ভাবছে, 'একি হ'ল?' এতটা হবে সে বুঝতে পারেনি। "কী করা যায়, বিয়ে এখনও হয়নি।"

হরিহর বললেন, "আমার এ সর্ব্বনাশ কেন করলে মধুময়।"

খুড়িমা বললেন—"গায়ে হলুদ দেওয়া মেয়ে, সূর্য্যি ওঠার মধ্যে বিয়ে দিতেই হবে। যা' হয় ব্যবস্থা করো, এত শত্রুতা কেন করছ?"

মধুময় দেখল এঁদের মাথার ঠিক নেই; কন্যাদায়, এ এক অভিশাপ। সে রাগ করল না, চিন্তা করছে, কি করা যায় এখন। এতটা যে হবে সে বুঝতে পারেনি। কোত্থেকে কী হয়ে গেল।

হঠাৎ মাথায় একটা যুক্তি এল, ছুটল বাড়ীর দিকে, মাকে সব বলল, অনুপম তার ঘরে ঘুমাচ্ছিল। সে অনুপমকে ডাকল। তাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে মধুময়, পথে সব কথা তাকে বলল।

অনুপম পূর্বে এই সুশীলা মেয়েটিকে কয়েকবার দেখেছে, আলাপও করেছে। তার বাপ-মা প্রায়ই প্রকাশ করেন, তাঁরা ছেলের বিয়ে দেবেন গরীবের ঘরে। তাঁরা আরও বলেন, "অনুলোম বিবাহ-ই প্রশস্ত, সংসার সুখের হয়।"

মধুময়ের কথা শুনে অনুপম বলল, "মা-বাবা যদি রাগ করেন ?"

মধুময় বলল, "তার জন্যে আমি দায়ী, তোর বাপ-মাকে আমি চিনি।"

বরাসনে বসল অনুপম। জজের ছেলে সে, এম, এ, ও ল' পাশ, বিয়ের পর মধুময়ের সঙ্গে বিলাত যাবে।

এখন হরিহর দম্পতির আনন্দ আর ধরে না; আর মলিনার তো কথাই নেই। একটু আগেই বন্ধুদের সঙ্গে বলেছিল,—ঐ মুখ্যু ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে সে আত্মহত্যা করবে।"

মধুময়ের মা-বোন এলেন সেই বিয়েতে গহনা বস্ত্রাদি নিয়ে। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হতে দিলেন না। শুভকার্য্য সানন্দে সুসম্পন্ন হ'ল।

পরদিন বর-ক'নে নিয়ে বরকর্ত্তা মধুময় এলো কলকাতায়, বাড়ীর দরজায় এসে ডাকল' "মা-দোর খোল। তোমার বৌমা এনেছি।"

বসুধারা দেবী ছুটে এসে দরজা খুলে এই দৃশ্য দেখে একেবারে স্তম্ভিত। প্রথমটা তিনি রাগ করলেন, পরে সব শুনে তাঁরা খুব সুখী হলেন। জজসাহেব বললেন, "ভবিতব্য, দুঃখ করো না, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' বাংলা দেশের পণ-প্রথা কী সর্বনাশই না করছে!"

জজ দম্পতি খুব ঘটা করে প্রথম পুত্রের বিবাহ নিষ্পন্ন করলেন। মলিনার গা ভ'রে উঠল গহনায়,—মন আনন্দে। ফুলশয্যার রাত্রিতে গায়ত্রী মলিনাকে সাজাচ্ছিল, মধুময় সেখানে গিয়ে মলিনাকে বলল, "তোকে আজ সত্যিই ডুবিয়ে দিলাম, মলিনা।"

মলিনা লজ্জায় মুখ নীচু করল।

মধুময় তা লক্ষ্য করে বলল, "তবে কিন্তু জলে নয়, অন্নপূর্ণার সংসারে—ঐশ্বর্যে ও আনন্দে।"

[ছচল্লিশ]

মাধবীর মন আজকাল হচ্ছে ক্রমশঃ রুক্ষ। বাহিরে বেরোয় না, কারও সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না, খাওয়া-ঘুম নেই বললেই হয়। চুলে জট পড়ছে, চক্ষুঃ কোটরাগত, সে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিঃ নেই, যেন কতকাল রোগভোগ করেছে।

বেশী সময় কাটায় তার নির্জ্জন ঘরটায়। যে গৃহ আনন্দময়ীর হাস্তে-লাস্তে-নৃত্যে সঙ্গীতে ছিল আনন্দমুখর, আজ তা' যেন বিষাদের ঘন ছায়ায় নিমজ্জিত। সকলেই দুঃখিত ও চিন্তাকুল।

বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত এই একজনকে সুখী করার জন্য, কিন্তু কিছুতেই তার মন পাওয়া যাচ্ছে না।

ডাঃ ঘটক তাঁর বন্ধু ডাঃ রায়কে সুপাত্র সন্ধান করে কন্যার বিবাহ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি এ ইঙ্গিতও করেছেন মাধবী যদি কোন ছেলেকে ভালবেসে থাকে তো সেই ছেলের সঙ্গেই যেন মেয়ের বিয়ে দেন, তা'হলে তার মনোকষ্ট দূর হবে, শরীর স্বাস্থ্য ফিরবে।

মধুময়ের উপর কন্যার কিছুটা মমতা জন্মেছে, ডাঃ রায়ের এ ধারণা হয়েছে, কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়েছে সে খবর তিনি রাখেন না, কারণ বেশী সময় তিনি বাইরে থাকেন। যাই হোক্ যখন কন্যার বিবাহের কথা উঠেছে, তখন তাঁর মতে অজ্ঞাত কুলশীল মধুময় অপেক্ষা তাঁর পরিচিত স্নেহ-ভাজন মিঃ সেন অনেক ভাল পাত্র, এই বিবেচনা করে মাধবীর এই অসুখের সময় মাষ্টারকে এ বাড়ীতে এসে থাকার জন্য গোপনে পত্র দিয়েছেন। পত্র পেয়ে মাষ্টার ইতস্ততঃ করছেন, আসতে সাহস পাচ্ছেন না। দায়রা আদালত থেকে পলায়নের পর তিনি আর এ বাড়ীতে আসেন নি, তিনি বুঝেছেন এ বাড়ীর দরজা তার সামনে চিরদিনের মত বন্ধ হয়েছে। মাধবী ও তার পিতা তাঁর প্রতি কিছু প্রসন্ন থাকলেও বাড়ীর আর সকলে খুব বিরূপ। এটা তিনি ভালই জানেন। তবু মাধবীর আশা একেবারে ছাড়েননি, কারণ জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, অঘটনও ঘটে। কেমন ক'রে এ বাড়ীতে পুনঃ প্রবেশ করবেন চিন্তা করছিলেন, এমন সময় এই পত্র খানা পেলেন।

মাধবীর এখন একমাত্র দুঃখ হ'ল, দোষ না করেও সে দোষী হ'য়ে থাকবে চিরদিন? এত করেও সে মন পেল না? তার একটা মন রীতিমত বিদ্রোহ করছে মধুময়ের বিরুদ্ধে, তার পলায়নের পর থেকে। সে এখন প্রায়ই বলে, "মধুময়বাবুর আর যত গুণই থাক, তাঁর হৃদয়ে স্নেহ-ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা নেই। না, ওখানে সে সুখী হ'তে পারবে না, তাঁর চেয়ে মাষ্টার সেন অনেক ভাল। তাঁর হৃদয় আছে, আছে স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা। তাঁর কাছে সে যোগ্য সম্মানও পাবে।

চিন্তায় ক্ষোভে দুঃখে মাষ্টারের দিন কাটছিল, মধুময়ের প্রতি হিংসায় তার দেহমন দগ্ধ হচ্ছিল। কেমন করে মধুময়কে পৃথিবী থেকে সরান যায় তার পথ খুঁজছিলেন, সেজন্য পাটোয়ারী কয়েকজন লোকের সঙ্গে ইতিমধ্যে খুব গোপনে তিনি যুক্তি পরামর্শ চালাচ্ছেন। টাকার কোন প্রশ্নই নেই, যা প্রয়োজন খরচ করবেন তিনি। রাজত্ব ও রাজকন্যা একসঙ্গে খুব কম লোকের ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু এ বাড়ীতে পুনঃ প্রবেশের কোন সূত্র পাচ্ছিলেন না, এই পত্র হ'ল তার যোগসূত্র।

মিঃ সেন ভাবছেন, "এত কাণ্ড কারখানা হবার পরও যখন আবার তাঁর ডাক পড়েছে এ বাড়ীতে, তখন এর মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর ভাগ্য-লক্ষ্মীর অদৃশ্য-হস্ত কাজ করছে। তিনি এ আহ্বান উপেক্ষা করবেন না, তিনি যাবেনই, যত কিছু বাধা-বিঘ্ন আসুক সব ঠেলে।

আবার ভাবছেন,—"সেই মধুময় গুণ্ডাটা ওবাড়ীতে বা কাছাকাছি কোথাও থাকে কি না! জগতে আর কাউকে তিনি ভয় করেন না, কেবল ওই ডাকাত-টাকে। তার কথা মনে হ'লেই বুক শুকিয়ে যায়। স্মরণ মাত্র রাগ হ'ল মাধবীর উপর। যে জাল পেতেছিলেন তা' থেকে ওর উদ্ধারের কোন উপায়ই ছিল না, কিন্তু ওরাই সব ফাঁস করে দিল! যাক্, কালপূর্ণ না হ'লে কিছুই হয় না। সবুরে মেওয়া ফলে, সে আবার দেখবে, নতুন করে লাগবে, চাকা ঘুরিয়ে দেবেই, মধুময়ের ফয়শালা করবেই।

পত্র পেয়ে ভগ্নির সঙ্গে যুক্তি করলেন। মাধবীর জন্য ভাল একছড়া হার ও নিজের জন্য দামী একটা স্যুট কিনে ভাল ভাবে সেজেগুজে গাড়ীতে মাধবীর বাড়ীতে আসছেন। রাস্তার অসংখ্য লোকের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। একবার ভাবছেন,—"না, আজ থাক," আবার ভাবছেন, 'লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় সব নষ্ট করে দেয়, হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলা উচিত নয়।' এমনি সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে গাড়ী এসে পৌছাল মাধবীর গেটে। নামতেই দেখা হ'ল মাধবীর বাবার সঙ্গে, তিনি সমাদর করে নিয়ে বসালেন বৈঠকখানা ঘরে। চা'র ব্যবস্থা করে মাধবীকে সংবাদ দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন রোগী দেখতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাধবী সেখানে এলো, তাকে দেখেই মিঃ সেন বললেন, "হ্যালো, মিস্ রায়, একি চেহারা হয়েছে আপনার! চেনা যায় না যে!"

অসুখ বিসুখ হয়েছিল ? না বললে শুনবো না, নিশ্চয় হয়েছে ! নচেৎ আমার মন এত কাতর হবে কেন ? থাকতে পারলাম না, তাই শত অপমান সহ্য করেও দেখতে এলাম। খাঁটী ভালবাসা কোন আঘাতেই মরে না।"

জ্যোৎস্না কাজে ব্যস্ত ছিল, এখন এখানে তার আসার কথা না। তবু এসেছে, গোপনে পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে ও শুনছে। তার গা জ্বলছে, আপদটা—আবার এসেছে ! আর দিদি ওই বদমায়েসের সঙ্গে আবার কথা বলছে ? দিদির ওপর তার খুব রাগ হ'ল।

মাষ্টার ব্যস্তভাবে উঠে সেকহ্যাণ্ড করে মাধবীর হাত ধরে চেয়ারে বসালেন।

দিদিকে ছুঁতে দেখে জ্যোৎস্না রাগে লাল হ'য়ে বলল, "পিশাচ লম্পট দিদিকে ছুঁল ? নাঃ এ অসহ্য !"

মাধবী কথা বল্‌ছে না দেখে মাষ্টার বললেন, "মিস রায়, আমার ওপর আপনার রাগ কি এখনও যায়নি, যদি কোন দোষ করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।"

মাধবীর মনটা সুস্থ না। সে দেখল, মাষ্টারের কাছে কিছুদিন সে পড়েছে, তিনি যখন ক্ষমা চাচ্ছেন তখন আর কিছু মনে করা উচিৎ না, মৃদুহেসে বলল, "না মাষ্টারমশাই, আমার কাছে আপনি কোন দোষ করেন নি, আপনি ক্ষমা চাইবেন না।"

পাশের ঘরে জ্যোৎস্না রাগে কস্‌কস্ করে মৃদুস্বরে বলছে, "পোড়ামুখী, আবার ওর সঙ্গে হেসে কথা বল্‌ছে ; ও দোষ করেনি !"

চন্দ্রকেতু বললেন, "আমি জানি, আপনি দেবী, ক্ষমা না করে পারেন না," উঠে গিয়ে হাত ধরে বললেন, "বলুন তা' হ'লে ক্ষমা করেছেন, আমি আর ভাবতে পারি না, দেখুন, কি চেহারা কী হয়েছে।"

জোছনা বলল, "উঃ বেটার স্পর্দ্ধা তো কম না ! দিদির গায়ে হাত দিল ! মর্কট আবার চেহারার বড়াই করছে !"

মাধবী বলল, "দোষ যদি করে থাকেন, যার কাছে করেছেন, তার কাছে ক্ষমা চাইবেন।"

মাষ্টার বললেন, "জানি না, কার কাছে কি দোষ করেছি। ডাকাতকে ডাকাতি কেসে ফেলেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। যাক্ আপনার

ক্ষমা পেলেই সেই আমার যথেষ্ট। তা' দেখুন, আমি এইবার একটা অন্যায় করব, তারজন্য আগেই ক্ষমা চাচ্ছি," পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য কৌটা বা'র করে বললেন, "আমার অনেক দিনের আশা ওই স্বর্ণচাঁপাফুলের মত গলায় এই হারটা নিজের হাতে পরিয়ে দিই। কেনা ছিল, ঘটনাচক্রে দেওয়া হয়নি এত দিন। আজ দেওয়ার দিন এসেছে, তাই দিচ্ছি, নিয়ে আমায় ধন্য করুন।"

মাধবী চিন্তা করছে, মাষ্টার আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে একে মৌন-সম্মতি মনে করে উঠে গিয়ে মাধবীর গলায় হার পরাচ্ছে,—

জ্যোৎস্না আর স্থির থাকতে পারল না, অসহ্য হল, ভাবল, তার দিদির নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে, নচেৎ কেমন করে সে গলা বাড়িয়ে দিল, মাষ্টারকে মেরে তাড়াবে কিনা সে ভাবছে। ছুটে এঘরে এসেই বলল, "দিদি, মা ডাকছেন, শীঘগির এসো।" অহি-নকুলে আবার দেখা হ'লো। জ্যোছনার মারমুখীভাব। মাষ্টারও কটকট ক'রে তার দিকে তাকালো।

জ্যোছনার মুখের ভাব দেখে মাধবী বললো, "জ্যোছনা তুই যা, আমি যাচ্ছি, আর দেখ্ মাকে বলগে, মাষ্টার মশায় এবেলা এখানে খাবেন।"

জ্যোছনার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, আর দাঁড়াতে পারল না। একবার দিদির দিকে পরে মাষ্টারের দিকে তাকিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

মাষ্টারের খুব আনন্দ, তাঁর ভাগ্য ফিরছে, মাধবীর হৃদয়ে তাঁর স্থান আছে, তিনি এতদিন ভুল বুঝেছেন। সোৎসাহে বললেন' "শুধু এবেলা নয়, এখন থেকে বরাবরই এখানে থাকব ও খাব। এ যে আমার নিজের বাড়ী, তুমি আমার নিতান্ত আপনার। তোমাকে আমি আরও কাছে পেতে চাই।"

মাধবী নিরুৎসাহে বলল, "তা' কি হয়?"

মাষ্টার মনে করলেন, মাধবী লোক-লজ্জার ভয়ে ও-কথা বলছে। বললেন, "তা হয়না মানে? এই যে আপনার শরীর এত খারাপ, আমি যতদিন এসেছি কই তখন তো হয়নি? যেই আসা বন্ধ করেছি অমনি আপনি কঠিন অসুখে পড়েছেন, এখন ডাক্তারের অসাধ্য এ রোগ সারানো, তাই ভার পড়েছে এখন আমার উপর।" হাসলেন ও পকেট থেকে মাধবীর পিতার লেখা পত্রখানা দেখালেন।

মাধবী হাতে নিয়ে পত্রটি পড়ে ফিরিয়ে দিল, কোন কথা বলল না, পরে

তাঁকে নিয়ে 'মুনরাইজে' গেল, মাষ্টারও দিব্বি চলেছেন মাধবীর পাশে পাশে গর্ব্বোন্নত বুকে, যেন ওয়াটারলু জয় করে এসেছেন! দেখে সকলেই কুপিত হ'ল, কিন্তু সামনে কিছু বল্‌ল না। শুধু মুখফোঁড় জ্যোছনা বলল, "আবার বিপদ্‌কে ডেকে আনা হ'ল, কপালে দুঃখ থাকলে কে খণ্ডাবে?" মাধবী নিষেধ করল, সে সেখান থেকে চলে গেল। এইভাবে চন্দ্রকেতুর আবার যাতায়াত সুরু হল।

মধুময় চলে গেছে দশদিন, মাধবীর এখন কোন কাজ নেই। সুরমা মধু-ময়ের সন্ধান করার কথা তুলতে সে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আত্মহত্যা করবে বলল। এখন সে উঠে না, প্রায় সব সময় শু'য়ে থাকে, চন্দ্রকেতু সিনেমা থিয়েটারে নিয়ে যেতে চায়, মাধবী বিরক্ত হয়। খায় যৎসামান্য, 'পাখীর মত'। মাধবীকে খুসী করার জন্য চন্দ্রকেতু যখন তখন নানা প্রগল্‌ভ উক্তি করেন। যত কথা তিনি বলেন, তার বার আনা মধুময়ের বিরুদ্ধে, মাধবী চুপ করে শোনে।

সেদিন সন্ধ্যায় চা-এর টেবিলে মাষ্টার নিজের আত্মম্ভরিতায় পঞ্চমুখ হ'য়ে প্রকাশ করল, "মধু ডাকাতটাই যত নষ্টের মূল, তাদের মিলনের পথে অন্তরায়, অল্পের জন্য তাকে দ্বীপান্তরে পাঠানো গেল না, তাই এবার তাকে জন্মান্তরে পাঠাবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে, বলে প্রশংসা পাওয়ার জন্য মাধবীর মুখের দিকে তাকাল। মাষ্টারের দৃঢ় বিশ্বাস, মাধবীর মনের সাত-মহলা অন্দরে যে বসে আছে, সে আর কেউ নয়,—স্বয়ং চন্দ্রকেতু।

এই কথায় মাধবী হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলল, "দেখুন মাষ্টার মশাই, লোকের সর্ব্বনাশের ফন্দি আঁটবেন তো এখানে আর আসবেন না, আপনি কি জানেন না পরের মন্দ করতে গেলে নিজের সর্ব্বনাশ হয়? আপনার সংস্পর্শে আসার ফলে একবার নির্দ্দোষের সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হ'য়েছিলাম; 'ধর্ম্ম রক্ষতি ধার্ম্মিকম্' তাই সে রক্ষা পেল, আর আজ আমি মরতে বসেছি।"

মাষ্টার এখন বুঝলেন কথাটা এখনি এভাবে ফাঁস করা তার উচিৎ হয়নি, মাধবী যতই তার 'আপনার জন' হোক্ আসলে কোমল প্রাণা নারী, খুনজখমের কথা শুনলে ভয় পায়। তাই কথাটাকে লঘু করার জন্য বলল, "দেখুন চোর ডাকাত শাসন করা সকলেরই উচিৎ। মধুময় শুধু ডাকাত না, সে যে কোন অন্যায় করতে পিছপা নয়। শুনেছি তার জ্যেঠাকে রাতে খুন করতে যায়, জ্যেঠাকে

দেশছাড়া করে, জাল উইল সৃষ্টি করে বিরাট জমিদারী ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে, সে শয়তান, পিশাচ,—

মাধবী মধুময়ের ইতিহাস ডাকাতি কেসে অনেক শুনেছে, মধুময় না বললেও এপর্য্যন্ত তার কার্য্যকলাপ দেখে তার মহৎ চরিত্রে আকৃষ্ট হয়েছে, সে চলে যাওয়ায় তার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে। তাই ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে সেই কষ্ট ভুলবার জন্য মাষ্টারের সন্ধান করছিল। মাষ্টার মাধবীর গোপন মনের সংবাদ রাখেন না, মধুময়কে খুন করার কথা প্রকাশ করায় ও "শয়তান পিশাচ" বলে অহেতুক গালি দেওয়ায় মাধবীর ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল, নারীসংঘের গ্রুপ ফটোখানা পেড়ে এবং পাশের ঘর থেকে মধুময়ের ছবিখানা এনে পাশা-পাশি রেখে বলল, "দেখুন, দেখি, কে পিশাচ, চেহারায় মালুম হচ্চে কি ? চীৎকার করে বলল, "পিশাচ, শয়তান—" বলতে আপনার লজ্জা হল না। জিব খসে গেল না!" ছুটোছুটি করছে, জোছনা ধরল।

মাষ্টারের চোখ কপালে উঠল। তার সব আশা মৃতদেহের মত পুড়ে ছাই হয়ে গেল! মধুময়ের ছবি ও মাধবীর এই মূর্ত্তি দেখে তিনি আর ওখানে থাকতে সাহস করলেন না। উঠলেন।

মাধবী বলল, "এখনি উঠবেন না, বসুন, একদিন নির্দ্দোষকে আমার বাড়ীতে আপনি পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়েছিলেন, আজ আবার আপনিই তাকে খুন করার জন্য গুণ্ডা লাগিয়েছেন, তাই আমি থানায় ফোন করে পুলিশ এনে আপনাকে সেই আমার বাড়ীতেই গ্রেপ্তার করাব। হ্যাঁ, এখনই, বসুন।"

জ্যোছনার খুব আনন্দ হচ্চে। ফোন তুলল সে বলামাত্রই।

মাষ্টার চিরদিন ভীতু, মাধবীর এই মূর্ত্তি ও ভাব দেখে খুব ভড়কে গিয়ে হাত জোড় করে ও কাঁদ কাঁদ ভাবে বললেন, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার ছাত্রী, অন্ততঃ সে খাতিরে তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি আর কখনও ওসব কথা বলব না।"

কয়েক মিনিট কি চিন্তা করে মাধবী জ্যোৎস্নাকে ফোন রাখতে বলল। মাষ্টারের দিকে চেয়ে বলল, এখনি চলে যান, আর কখনও এখানে আসবেন না। আমি থানায় আপনার নামে ডাইরী করে রাখব। মধুময় বাবুর কোন ক্ষতি হলেই আপনাকে দায়ী করব। জেলে পুরব। যান্‌, আপনার এ

হারটা নিয়ে যান্।' গলা থেকে খুলে মাষ্টারের সামনে টেবিলে ফেলে দিল।

সেটা তুলে নিয়ে মাষ্টার নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। জ্যোৎস্নার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হোল। বলল, "যাক, এতদিনে দুষ্ট গ্রহ কাটল।"

[সাতচল্লিশ]

আজ সকালে মাধবী খুব ব্যস্ত। তার পত্র পেয়ে জ্যোৎস্নার বাবা এসেছেন। মাধবী তাঁর মত নিয়ে শ্যামলের সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ের কথা পাকা করে ফেলল। আগামী ২৬শে ফাল্গুন বিয়ের দিনও স্থির হ'লো। দিদির বিয়ে না হ'লে সে বিয়ে করবে না, জ্যোৎস্না জেদ ধরল। শ্যামল এখন অসঙ্কোচে যখন তখন আসে ও পূর্ব্ববৎ কাজকর্ম্ম করে। সব দিকেই উন্নতি হচ্ছে, কেবল মাধবীর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্চে ক্রমশঃ। মাধবী শ্যামলকে পূর্ব্বের মত "মিস্ চন্দ" বলেই ডাকে। শুনে সকলেই হাসে।

সন্ধ্যাবেলা সুরমার স্বামী এলেন। মাধবীকে দেখেই আশ্চর্য্যে হয়ে বললেন। "ওমা, একি চেহারা হয়েছে তোর? চেনা যায়না যে? কি হয়েছে বল?"

মাধবী বলল, "হবে আবার কি?"

অজয় বললেন, "No smoke without fire, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে—আমি অবিশ্যি কিছু কিছু শুনেছি, কিন্তু তোর বৌদির কথা সব বিশ্বাস করিনি।"

মাধবী বলল, "বৌদি বাড়িয়ে বলে তুমি বিশ্বাস করোনা।" সুরমা হাসছে। "তা না হয়, নাই করলাম, কিন্তু আর সাতদিনের মধ্যে তোর ওই দেহটা যে অশরীরী আত্মায় পরিণত হবে' এটা বিশ্বাস না করে যে পারি না।"

মাধবী বিমর্ষভাবে বলল, "শরীরে অসুখ থাকলে অমনি হয়।"

অজয় বললেন, "অসুখ আছে তুই না বললেও বুঝতে পাচ্ছি—কিন্তু যার বাবা বিলাত-ফেরতা বড় ডাক্তার, চারিদিকে যাঁর বন্ধু-বান্ধব বড় বড় ডাক্তার তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ের অসুখ সারাতে পারছেন না, এত বড় আশ্চর্য্য কথা!

সুরমা "বলল, প্রত্যহ বুড়ো ডাক্তার আসছেন, তিনি রোগ ধরতে পারছেন না,

শিশি শিশি ওষুধ দিচ্ছেন কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। যে রোগের সে ওষুধ না পড়লে কি রোগ সারে? আমার মনে হয় ওষুধ আর না দিয়ে মধুপুর চেঞ্জে নিয়ে গেলে টপ করে সেরে ওঠে।"

মাধবী বলল, "তুমি এখান থেকে যাওতো বৌদি, তোমায় দেখলে রাগ হয়। আমার সামনে মধুপুরের নাম করো না, যমপুর বল।"

সকলে হাসল। সুরমা বলল, "সে মধুপুর না, শিমুলতলা দেওঘর মধুপুর।"

অভিমান করে মাধবী বলল, "আমি এখান থেকে এক নিমতলা ছাড়া আর কোন 'তলায়' যাব না।"

সুরমা হেসে বলল, "ছিঃ ভাই, ও কথা বলতে নেই, আমরা যে কষ্ট পাই। তোমাকে নিমতলা, কেওড়াতলা কোথাও যেতে হবে না, তবে একবার কলাতলায় যেতে হবে সেটা নিশ্চয়ই, এবং খুব শীগগির। সেজন্য তোমার দাদাকে আনা হয়েছে। কাল থেকে মাধবীর প্রাণ-মাধবের সন্ধানে বেরুবেন ওঁরা; দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, মধুপুর যেখানেই থাকুন হিড় হিড় টেনে আনবেন মাধবীর কুঞ্জে।"

এমন সময় ডাক্তার এলেন। ভালভাবে পরীক্ষা করে বললেন, "রোগ কিছু নেই, শুধু দুর্ব্বলতা, তবে যে কোন রোগ এ্যাটাক করতে পারে, তখন জীবন নিয়ে টানাটানি পড়বে।"

অজয় বললেন, "রোগ নেই তবে অত রোগা হচ্ছে কেন ডাক্তারবাবু?

ডাঃ ঘটক বললেন, "দেখুন আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, আমরা ডাক্তার, আমাদের কাছে লজ্জা বলে কিছু নেই—মাধবী আমার মেয়ের মত,—"

মাধবী উঠে গেল অন্য ঘরে।

ডাঃ ঘটক বললেন, "রোগ ওর দেহে নয়, মনে; এবং সেটা যৌবনের রোগ। নিশ্চয় মা-টি আমার কাউকে ভালবাসে, তার কাছ থেকে প্রত্যাখান পেয়ে মনোকষ্টে শুকিয়ে যাচ্ছে। হার্ট খুব দুর্ব্বল। আপনারা সত্বর তার সন্ধান করে মিলনের ব্যবস্থা করুন। বিলম্বে জীবন হানিও হতে পারে।"

সুরমা বলল, "মধুময় নামে একটি যুবক ওর গাড়ী চাপা পড়ে। ও তাকে হাসপাতালে নিয়ে সারিয়ে বাড়ীতে আনে, সে আজ কয়দিন না বলে চলে গেছে!"

ডাক্তার বললেন, "অমন যা-তা' ছেলেকে আমার মাধবী-মা পছন্দ করবে না —অন্তঃকেউ আছে—তোমরা খোঁজ কর মা।"

সুরমা বলল, "যা-তা ছেলে নয় ডাক্তার কাকা, ছেলের মত ছেলে। লাখেও অমনটা মেলে না। সুরমা তখন মধুময়ের কিছু পরিচয় দিল। মাধবীর পাশের ঘরের দরজাটি ভুলক্রমে ভেজান ছিল জ্যোৎস্না সেই ঘরে গিয়ে উঁচু করে মধুময়ের ছবি দেখাল। গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের তিলক।

ডাক্তার বাবুর আর বুঝতে বাকি রইল না। হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে 'কার' নিয়ে সুরমা অজয় প্রথমে কুসুমদের বাড়ী এল,—মধুময়ের খোঁজ নিতে ও মধুপুরের পথ জানতে। কুসুম বলতে পারল না, তাই ওদের নিয়ে কুসুম বাগবাজারে তার শ্বশুর বাড়ী এলো।—মধুময়ের খবর তার স্বামী জানেন। খবর না দেওয়ায় রূপ খুব রাগ করল। যাই হোক সকাল সকাল সেখান থেকে খেয়ে নিয়ে মধুপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। রাস্তায় অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে মধুময়দের বাড়ী পৌছাল বেলা তিনটায়। সুনন্দা তখন কালী মন্দিরে ছিলেন।

মধুময় তার পিতার সঙ্গে নিকটবর্ত্তী মহালে গেছে, ফিরবে সন্ধ্যায়। বিকাশেরা খুব বাড়াবাড়ি করছে তারই একটা হেস্ত-নেস্ত করতে। তারা উইল মানবে না, ষোল আনাই দাবী করছে।

আগন্তুকেরা সুনন্দাকে দেখেই মুগ্ধ হল, গরদের লালপাড় শাড়ী পরা কপালে টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে আলতা যেন দেবী মূর্ত্তি। সকলেরই মনে হল, 'এমন মা না হ'লে কি অমন ছেলে হয়?' সকলেই ভক্তিতে আনত হয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হ'ল; সুনন্দা আগে মা করুণাময়ীকে প্রণাম করতে বললেন, সকলে তাই করল পরে সুনন্দার নিষেধ সত্ত্বেও মন্দিরের নীচে সকলে তাঁকে প্রণাম করল।

আগন্তুকদের বাড়ী নিয়ে বসালেন সুনন্দা। চা এর ব্যবস্থা করতে লাগল মানসী। এরা ভাবছে কথাটা কিভাবে তোলা যায়। শেষে সুরমাই কথা তুলল। বলল, "মা, পরিচয় না থাকলেও আমরা আপনারই সন্তান। বিপদে না পড়লে সন্তান মায়ের খোঁজ করে না, তাই বিপদে পড়ে আমরা মায়ের পায়ে আশ্রয় নিইছি। মা ছাড়া এখন কেউ রক্ষা করতে পারবে না।"

সুনন্দা ভাবছিলেন অনেকে যেমন মধুপুর দেখতে আসে এঁরাও সেইরকম এসেছেন। কিন্তু এদের কথা শুনে সুনন্দার কষ্ট হ'ল। বললেন, "কি বিপদ মা, সত্বর বল। আর করুণাময়ীকে ডাকো। তিনিই রক্ষা করবেন। আমি কিছু না। তা তোমরা কি আদর্শ পল্লী দেখতে আসনি?"

সরমা বলল, "অনেকদিন থেকে আসার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা বাধাবিঘ্নের জন্য আসা আর হয় না, তাই বোধহয় ভগবান মণিদীপটি নিভিয়ে দেওয়ার উপক্রম ক'রে আমাদেরকে এখানে আসতে বাধ্য করলেন আদর্শ পল্লী দেখতে ও আদর্শ রোগী শুশ্রূষাকারী আপনার ছেলেকে নিয়ে বাপ মায়ের সেই একমাত্র সন্তানকে বাঁচাতে। সে আজ মৃত্যুশয্যায়। তার বাপ-মা কাঁদছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, আমরা খুব বিপদে পড়েছি। মায়ের সন্তানকে মা না বাঁচালে কে বাঁচাবে মা? বড় আশা করে এসেছি।"

সুরমার চেহারা ও কথাবার্ত্তা সুনন্দার খুব ভাল লাগল, তিনি ভাবছিলেন মধুময় যে কোথায় কত আত্মীয় করে রেখেছে তার ঠিক নেই। প্রকাশ্যে বললেন, "সে তো বাড়ী নেই, আসুক বলে দেখি।"

সুরমা বলল, "অমন অ-ভরসা দেবেন না মা, নইলে একটা বাড়ীসুদ্ধ লোক মারা যাবে।"

কুসুম বলল, "মধুময় বাবু আমার দেওর।"

রূপকুমার বলল, "সে আমার বন্ধু।"

এমন সময় মধুময় বাড়ী আসছে, মন্দিরের মাঠে দামী একটা 'কার' দেখে ভাবল' কেউ পল্লী দেখতে এসেছে। কাছে এসে দেখল রঘুনন্দন গাড়ীতে বসে, মধুময়কে দেখেই সে 'জয়সীতারাম' বলে নমস্কার করল।

মধুময় ভাবল, হয়ত মাধবী জ্যোৎস্না এসেছে, জিজ্ঞাসা করল "তোমার 'মাইজী' এসেছে নাকি?"

রঘুনন্দন বলল—না, তাঁর খুব অসুখ।

উদ্বিগ্ন ভাবে মধুময় বলল, অসুখ। কী অসুখ। কেমন আছে?

"ভীষণ অসুখ, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।"

মধুময় দ্রুতপদে বাড়ী এলো, মুখ বিষণ্ণ।

রূপকুমার বলল, "মধুময় খুব বিপদে পড়ে মা'র কাছে এসেছি তাঁকে সব

বলেছি, এখনই তুমি না গেলে, কয়েকটা জীবন নষ্ট হয়, বেশী দেরী করলে, হবে না। এতক্ষণ কী হয়েছে বলা যায় না, ডাক্তার জবাব দেছে।"

মধুময় কী ভাবছে, একটু পরে বলল, "মায়ের মত না হলে,—"

মা বললেন, "এসময়ে আমি মত না দিয়েও তো পারি না, তুমি বাবা যেমন করে পারো মায়ের বাছাকে বাঁচিয়ে এস। তোমার বাবা বাড়ী থাকলে আমিও দেখতে যেতাম। গিয়েই আমায় সংবাদ দিও," খাওয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন।

রূপকুমার বলল, "না, মা তা'হলে দেরী হয়ে যাবে—ওদিকে কী হচ্চে জানিনা, রাস্তায় খাবার খেয়ে নেব।"

সকলে উঠলো দেবী করুণাময়ী ও সুনন্দা দেবীকে প্রণাম করে।

রঘুনন্দন গাড়ী ছাড়ছে। মধুময়কে ওরা ড্রাইভারের পাশে বসতে দিলনা, ভিতরে নিল একরকম জোর করে। মধুময় বুঝতে পেরে হেসে বলল, "এও একরকম হ্যাণ্ডকাফ্ দেওয়া হল।"

রূপকুমার বলল, "মনে কিছু করিস্ নে ভাই, তুই পরম আপনার জন তাই,…"

মধুময় কিছু না বলে হাসল। রঘুনন্দন গাড়ী ছাড়ল, ষ্টেশন পর্য্যন্ত যেতে না যেতেই একটা পোকা ড্রাইভারের চোখে এসে পড়ল। গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে বাঁধল, ও চোখ রগড়াতে লাগল, চোখ খুব লাল হ'লো, ফুলে উঠল, মধুময় তাড়াতাড়ি গিয়ে তার চোখ থেকে অতি কষ্টে পোকা বার করে দিল। কিছু উপশম হলো বটে কিন্তু রাত্রে আর সে গাড়ীচালাতে পারবে না। মুসকিল হ'লো কে গাড়ী চালায়, ওদিকে মাধবীর অবস্থা খুব খারাপ, অপেক্ষা করাও যায় না, সুরমা দুঃখ করতে লাগল। রূপকুমার মধুময়কে গাড়ী চালাতে অনুরোধ করল। মধুময় হেসে বলল, "এখন যদি পালাই,—"

সুরমা বলল, "মধুময়বাবু বিপদ থেকে লোককে উদ্ধার করেন, ফেলে পালান না, আমরা মানুষ চিনি, আর সব চেয়ে বেশী চেনে মাধবী, তা'ই আজ সে মরতে বসেছে,—"

মধুময় খুব ব্যথা পেল মাধবীর কথা শুনে। গাড়ী ছাড়ল নক্ষত্র বেগে যত আগে পৌছান যায়। ভাবছে, 'মাধবী মানবী নয়, দেবী; তারই জন্য আজ সেই দেবী মৃত্যুশয্যায়, মধুময়ের মন কেঁদে বলল, 'প্রেমের নৈবেদ্য

সাজিয়ে ঠাকুরের মত তোমার পূজা করেছে তার এই প্রতিদান? কি নিষ্ঠুর! লজ্জিত মধুময়, ভাবছে, কেমন করে সে মুখ দেখাবে।

সকলে দেখছে এই অদ্ভূত গাড়ী চালনা, আর মনে মনে প্রশংসা করছে। অবশেষে রাত্রি এগারটায় গাড়ী পৌছাল বাড়ীর দরজায়। বাড়ীর সকলেই ছুটে এলেন, মা এসে মধুময়ের হাত ধরে নামালেন, তাঁর মুখ ম্লান। মধুময় নেমেই তাঁকে প্রণাম করল, মা আশীর্ব্বাদ করলেন। কাঁদছেন তিনি নীরবে, মধুময় লক্ষ্য করল। মধুময়ের খুব কষ্ট হ'ল। সকলের আগে ছুটল সে ঘরের দিকে। কয়েকদিন আগে যে খাটে শুয়ে পরম আদরে সেবা যত্ন পয়েছিল সে, আজ সেখানেই শায়িত আছে গৌরাঙ্গিণী মাধবীর শীর্ণ কঙ্কাল। তার প্রাণ-দাত্রীর একি অবস্থা। সকলের মুখে বিষাদের ছায়া, এতটা যে হবে মধুময় ধারণা করতে পারেনি।

মধুময়য়ের হৃদয়-দ্বারে কে যেন সজোরে আঘাত করে বলল, "এর জন্য দায়ী কে?"

এই করুণ পরিবেশের মধ্যে এসে অনুতপ্ত মধুময় ভাবছে, সে—ই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মাধবী সরলা আত্মভোলা বালিকা, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না বুঝে প্রেম-বিষ পান করেছে, এখন বাঁচার জন্য কাতর হ'য়ে অসহায়ের মত হাত বাড়িয়েছে, সে কি তার হাত ধরে তুলে আনবেনা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে? কয়েক দিন আগে যার অকুণ্ঠ সেবায় বেঁচে উঠেছে সে, তার প্রতি কি তার কোন কর্ত্তব্য, কোন ঋণ নেই? মূহ্যমান্ মধুময় আর স্থির থাকতে পারল না, তার সেবা-ধর্ম্মী মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। মুহূর্ত্তে সে কর্ত্তব্য স্থির করে নিল। তার প্রাণদাত্রীকে বিশেষ করে "মায়ের বাছাকে" বাঁচতেই হবে, তার প্রাণের শেষ বিন্দু দিয়ে।

মা বললেন, "একি হ'ল বাবা, আমার কপালে এই ছিলো!" কাঁদছেন।

মধুময় তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "অসুখ-বিসুখ সকলেরই হয় আবার সারেও," ঘরের চারিদিকে দেখে নিল, বন্ধ দরজা জানালা গুলো সে খুলে দিল। এখন মাধবীর কাছে এলো, দেখল, চোখ বুঁজে আছে, মনে হ'ল ঘুমাচ্ছে। এত শীর্ণ হয়েছে যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে।

মধুময় ভাবছে, এই কয়দিনে এত রোগা হয়েছে! রোগে এত শীঘ্র অত রোগা করতে পারে না, নিশ্চয়ই এ রোগ নয়, অভিমানে আত্মহত্যা করতে চলেছে সে।

জ্যোৎস্না কয়েকবার ডাকল, কোন উত্তর পেলনা, ওষুধের গ্লাস মুখের কাছে নিয়ে ডাক্‌ছে সে, বার কয়েক ডাকার পরে "উঃ আর জ্বালাস্ না" বলে পাশ ফিরে শু'তে ওষুধের কিছুটা পড়ে গেল বিছানায়।

সুরমা জ্যোৎস্নাকে সরতে ব'লে মধুময়ের দিকে তাকাল। মধুময় ওষুধ নিয়ে পাশে বসে মাধবীকে ডাকল। মা এদের খাওয়ার যোগাড় করতে চলে গেছেন। দু'তিন ডাকের পর মাধবী ফিরে দেখল মধুময়কে একপলক মাত্র, আবার পাশ ফিরে শু'ল। মধুময়কে দেখেই মাধবীর মনে কী ভাব হ'ল ঠিক বোঝা গেল না, কারণ তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাই মধুময় স্নেহমধুর কণ্ঠে বলল, "মাধবী, এদিকে ফেরো ওষুধটা খেয়ে নাও।" এই প্রথম মাধবীকে নাম ধরে ডাকল মধুময় আপন ভেবে।

সুরমা মাধবীর মুখের দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "ঠাকুরঝি, মধুময় বাবু এসেছেন, ডাকছেন তোমায়, ফেরো।" নিজের হাতে মুখটা ফেরাল, দেখল দাঁত লেগে গেছে। বোধ হয় আনন্দের প্রতিক্রিয়া।

সকলেই ব্যস্ত হ'ল, মধুময় তার চোখে মুখে জল দিয়ে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে জ্ঞান হল।

মধুময় দেখছে মাধবীকে, ইতিপূর্ব্বে আর কোন দিন সে এমন ভাবে দেখেনি, চোখ মেলে মাধবী দেখল মধুময়কে, তার দুই চোখ জলে ভরে গেছে।

মধুময় দুঃখিত সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর এই শীর্ণ দেহ দেখে, দেখছে,-ওষ্ঠের সেই তিলটি, যে মুখখানাকে আরও সুন্দর করেছে, সেটি আজ খুব সঙ্কুচিত। মাধবী যেদিন বলেছিল, "জমিজমা একমুঠো চাল নয় যে চাওয়া মাত্র ভিখারীর ঝোলায় এসে পড়বে" এই কথা বলার সময়ে যে তিলটি ফুলে ফুলে ফণিনীর মত তাকে আঘাত করেছিল, আজ সে বড়ই লজ্জিত, করুণ চোখে করুণা চাচ্ছে।

মধুময় খুব অনুতপ্ত, তার হৃদয়ভরা স্নেহ দিয়ে মাধবীকে সারিয়ে তুলতে চায়। তার স্নিগ্ধ স্পর্শে মাধবীর দেহ মনে এলো পুলকের শিহরণ, যেমন মলয়-হিল্লোলে বনানীর বুকে জাগে আনন্দের প্রস্রবণ।

এবার চোখ মেলল মাধবী, দেখল মধুময়কে ভালভাবে, ওষ্ঠাধরে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। একটু পরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "এসেছো? অনেক বলার ছিলো বলা হলো না, যাচ্ছি।" হাঁপাচ্ছে সে।

দরদী কণ্ঠে মধুময় বলল, "কী বলছো মাধবী? অত হতাশ হয়ো না, কোথাও যেতে হবে না তোমায়, তুমি শীঘগির সেরে উঠ্‌বে।"

অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে মাধবী বলল, "সারব, না, সরব?"

নিশ্চই সেরে উঠবে, তোমার জীবনের এই তো সূচনা, তোমার কাছে পৃথিবীর অনেক পাওনা আছে, তা' শোধ করতে হবে তোমায়, তাই সেরে উঠতে হবে, যেমন আমি উঠেছি! নাও, ওষুধটা খেয়ে নাও।"

আপনাকে 'একজন' সরিয়ে তুলেছিল, কিন্তু আমাকে কে সারাবে?

মধুময় এ ইঙ্গিত বুঝে বলল, "কেন আমরা দশজনে তোমায় সারিয়ে তুলব। ভয় কি?"

শীর্ণ হাত খানি বাড়াল মাধবী, সযত্নে তার হাত খানি নামিয়ে মধুময় তাকে ওষুধ খাইয়ে দিল। মাধবী ওষুধ খেয়ে চোখ বুঁজল, তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে, মধুময় মনে খুব বেদনা বোধ করল, ভাবছে 'বলে গেলে এতটা বোধ হয় হ'তনা।' নিজের কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। তাকে সান্ত্বনা সাহস ও আনন্দ দিতে মধুময় বলল, "তুমি কত সেবা-যত্ন করে আমায় বাঁচিয়েছ,.........."

ব্যথাভরা কণ্ঠে বাধা দিয়ে মাধবী বলল, "থাক আর বলো না, বাজে কথা।

মধুময় বলল, "ভুল সবারই হয়, তার সংশোধন ও আছে।"

জোছনা এসে মধুময়ের হাত ধরে বলল, "দাদা উঠুন, বৌদি বসছে, আপনি হাত মুখ ধুয়ে টপ করে জপ সেরে, খেয়ে নিন। আপনার খুব কষ্ট হয়েছে, মা ব্যস্ত হয়েছেন।"

মধুময় দেখল তার কাপড়ের এক প্রান্ত মাধবীর হাতের তলায় চাপা। তা' মুক্ত করে নিতে বলল, "মা খেতে ডাকছেন, খুব ক্ষিধে পেয়েছে।"

কাতর চোখে তাকাল মাধবী মধুময়ের দিকে, তার অর্থ, যেন সে আবার গোপনে চলে না যায়। মধুময় তা বুঝে বলল, "কথা দিচ্ছি, তোমায় না সারিয়ে কোথাও যাবো না, বিশ্বাস করো," মধুময় সস্নেহে বলল।

ক্ষীণ কণ্ঠে মাধবী বললো, "তবুও যাবে ?"

মধুময় বুঝল তার যাওয়ার কথা শুনে মাধবী কষ্ট পেয়েছে, তাই সান্ত্বনা দিতে বলল, "যদি যাই, অন্ততঃ তোমাকে না ব'লে যাবো না।"

"বললেও যদি যেতে না দেই,—" হাসল ক্ষীণ হাসি।

মধুময় ম্লান হেসে বলল, "যদি যেতেই হয় তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবো।"

মাধবী হেসে বলল—"কোথায়, বিলতে ?"

মধুময় হাসল, ও বলল, "যাও যদি আপত্তি নেই" মধুময় উঠে গেল।

রাত্রি তখন তিনটা, জ্যোছনা সুরমা মাধবীর কাছে বসে ঢুলছে, পরিশ্রান্ত মধুময় নীলিমাদেবীর কথায় পাশের ঘরে শুয়েছে। এ ঘরে রোগী তখন জল চাইছে, কাকে যেন খুঁজছে, তার কাতরানি মধুময়ের কানে গেল, সত্বর উঠে এ ঘরে এলো, দেখল শুশ্রূষাকারিণীরা ঘুমে ঢুলছে, মধুময় বলল, "উঠুন ঘুমেরমাসী ঘুমেরপিসি, রোগী ছট্‌ফট্ করছে, আর আপনারা যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন ?"

সুরমার তন্দ্রার ভাব কেটে গেল, সে বললো, "তবু ভালো আমাদের মহা-নিদ্রায় পেয়েছে বলেননি, তা এ দরদ আগে দেখালে এমন করে ছাঁয়ে-মায়ে মরতে হ'ত না।" উঠে গেল সে।

মধুময় মাধবীর কাছে বসে কপালে হাত দিয়ে বলল—"জ্যোৎস্না, জ্বর বেড়েছে, থার্ম্মোমিটারটা আনোতো ?"

জোছনা থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখল জ্বর ১০২° ডিগ্রী।

মধুময় কপালে জলপটি দিয়ে বাতাস করতে লাগল ; রাত্রি তখন চারটা, মাধবী চোখ বুঁজে বলছে, "পচা বিলটা চেয়েছিলো, তাড়িয়ে দিয়েছিলাম ; তখন বুঝিনি, ওইটুকু না দেওয়ার জ্বালায় এত জ্বলতে হবে, উঃ কী যন্ত্রণা !"

ব্যস্ত ভাবে মধুময় বললো, "তুমি স্থির হয়ে ঘুমাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না, একদিন মরার মত ঘুমিয়েছিলাম, তাই পালাতে পেরেছিলে, আর

ঘুমাব না, তবে তোমার ইচ্ছা হলেই চলে যাবে, তোমায় ধরে রাখতে পারব না, বলো, আমার একটা কথা রাখবে ?"

"নিশ্চয়ই রাখবো, তবে ও সব বাজে কথা শুনব না," মধুময় বলল।

"আমার যাওয়ার পর তুমি যেখানে খুসি যেও, আমায় নিশ্চিন্তে যেতে দাও।" মধুময় দুঃখিত মনে বলল, "এ তুমি কী বলছ মাধবী, আমি যাবো কে বললে ?" আর তুমিই বা যাবে কোথায় ?"

মাধবী যেন সে কথা শুনল না, বিমর্ষভাবে বলল, "আমার এই দেহটাকে তুমি,—তুমি নিশ্চিহ্ন করে দিও নিজের হাতে।" একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, "কেতকীর মা বলেছিলো, 'শরীরটাকে যত্ন করিস বোন, জানিস দেব-পূজার ওটা প্রধান নৈবেদ্য।' বধির দেবতা, আমার ডাক শুনলে না; নিষ্ঠুর, আমার এ নৈবেদ্য নিলে না যদি, দয়া করে তুমিই সেটা চিতায় আহুতি দিও।" চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মধুময় ব্যাকুল হ'ল, মাধবী কাঁদছে, গুরু ব্যথা ওর বুকে, নিজে কাপড় দিয়ে মাধবীর চোখ মুছিয়ে দুঃখিতভাবে বলল, "এসব কথা ব'লে তুমি আমায় আর কষ্ট দিও না, এতটা হবে আমি বুঝতে পারিনি, তুমি সেরে ওঠ।"

উদাসভাবে মাধবী বলল, "হয়ত উঠব, কিন্তু তার আগে আমায় ভারমুক্ত করো; ক্ষণিকের ভুলে ঐ পচা বিলটা তোমায় দেইনি, তাই ওই এক টুকরো না দেওয়ার জ্বালা নিভাতে আজ আমায় সব কিছু তোমায় দিতে হচ্ছে,—সেই ভুলের মাশুল।" শীর্ণ কম্পিত হাতে বিছানার তলা থেকে মিস সিলভিয়াকে দেওয়া তার পিতার দলিল ও মাধবীকে দেওয়া মিস্ সিলভিয়ার দলিল দু'খানাই বার করে মধুময়ের ডানহাতখানি টেনে তার উপর রেখে বললো, "আমার এই প্রাণ তুমিই একদিন রক্ষা করেছিলে, তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ আছে জীবনে শোধ হবে না, তাই আমার বলতে যা' কিছু আছে আজ তোমায় সব **'সমর্পণ'** করে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। দয়া করে গ্রহণ করো, আমায় সুখে মরতে দাও," হাঁপাচ্ছে,—তার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ছে, কাঁদছে সে।

দলিল সমেত মাধবীর হাতখানি সস্নেহে ধরে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে মধুময় বলল, "মাধবী, তোমার সব কথা আমি রাখছি, তুমি শুধু আমার একটা কথা রাখো, তুমি অভিমান করে চ'লে যেওনা, মনে জোর নিয়ে সেরে উঠ। মাধবী চোখ

বুজিয়ে আছে ও কাঁদছে। মধুময় তাকে শান্ত করার জন্য অনেক কথা বলল; অভিমানিনী মাধবীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানছে না, মধুময় এবার বলল, "দেখ, আমি এখনও ভালভাবে সেরে উঠতে পারিনি, শরীর দুর্ব্বল, তুমি সেরে না উঠলে কে আমাকে সারিয়ে তুলবে? তুমি আজ যে ভার আমায় দিলে তা' বহিবার শক্তি আমায় দাও।"

মধুময় এখনও সেরে ওঠেনি, তার শরীর দুর্ব্বল এই কথা শুনে মাধবী মনে আঘাত পেল; মধুময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, "আমাকে বাঁচতে বলছ, কিন্তু এর পরেও কি কেউ বাঁচতে চায়? তুমিই বলনা," একটু পরে বলল, "বেশ, আমি বাঁচব তবে আমার জন্য নয়, তুমি আমায় বাঁচাও, আমার জীবন-মরণ এখন তোমার হাতে। কিন্তু দেখ, আমি বেঁচে উঠলে তুমি আবার পালাবে না তো?"

মধুময় সুখী হল, হেসে বলল, "নাগো না। এবার মায়ের আদেশ আছে। যেমন করে হোক "মায়ের বাছাকে" বাঁচাতে বলেছেন, তাই আমি সব কিছু দিয়ে,—প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিয়েও তোমায় বাঁচাব। তাই তোমার দেওয়া আমার এ প্রাণ আজ তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম, গ্রহণ করো।"

মাধবীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটলো, দ্বিতীয়ার চাঁদের মত। সে বলল, "আমারও প্রাণ তোমার দেওয়া, তাই এটিও তোমায় অনেক দিন আগেই দিয়েছি আজও দিলাম, তুমি নাও।"

সুরমা এই সময় ঘরে এসে উভয়কে ঐ ভাবে দেখে বলল, "এই যে, অল্‌রাইট দিব্বি কথা বল্‌ছে, তাইতো বলি, ওসব বুড়ো ডাক্তার,—চল্লিশসালের টাকা;—

বাধা দিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে মাধবী বলল, "তোমায় দেখলে রাগ হয় বৌদি তুমি যাও।

সুরমা খুব হেসে বলল, "কী আমায় চলে যেতে বলছ? হুঃ এখন তা তো বলবেই; কৃত্রিম ক্রোধে বলল, "এখন গাছে উঠে মই ফেলে দিচ্ছ? তা দেও কিন্তু আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে খেটেছে, মনে করো, আমি বলেছিলাম তুমি যে পুরুষদের মুণ্ডপাত করছ দিনরাত, এমন একদিন আসবে সেদিন তুমি তাদের 'একজনের' কাছে ক্ষমা চাইবে, তখন সে যদি তোমায় গ্রহণ করে, তোমার জীবন ভ'রে উঠবে কাণায় কাণায়। আজ তুমি তোমার সেই 'একজনকে,' পেয়েছ,

তাই তোমার রুক্ষ জীবন মধুময় হ'ল। যাই হোক্ ভাই, এখন মনের আনন্দে সত্বর সেরে উঠে প্রজাপতির খাতায় নাম লিখাও, এই মধুমাসে মধু-মাধবীতে মিলে মধু-চন্দ্রিকা করো, আর বিদগ্ধ-গৌড়জনকে ঐ মধুর আনন্দ কিছু দান করো, সেই-সঙ্গে এই মুখরা বৌদিকেও এক বিন্দু।

মাধবীর মুখ থেকে ঝ'রে এলো হাসির ছোট একটি কণা।

মধুমাস এনেছে মাধবীর বুকে পুলকের শিহরণ, প্রাণের স্পন্দন, জীবনের জয়গান। তার জীবন হ'ল রূপ, রস, মধু মাধুরীতে পরিপূর্ণ বিকশিত পুষ্পের ন্যায়, পূর্ণ হ'ল কানায় কানায়। তার প্রেম পূজা আজ সার্থক হ'ল।

তখন ভোরের আলো ঘরে প্রবেশ করেছে, তার সোণালী আভায় উভয়ের মুখ উজ্জ্বল, আনন্দে সমস্ত বাড়ী রোমাঞ্চিত হল, আকাশ বাতাস মুখরিত হ'ল। সেই বাউল-বৈষ্ণবী নীলিমা দেবীর শিব মন্দিরে বসে গাইছে।

[আটচল্লিশ]

আনন্দে মাধবীর দেহ-লাবণ্য চন্দ্র-কলার মত দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল সেই সঙ্গে বাড়ী দু'টিরও। দাসদাসী, আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী সরগরম হ'য়ে উঠেছে, সকলেই কর্মব্যস্ত ও প্রাণ-চঞ্চল। মধু-মাধবীর পরিণয় আসন্ন।

মধুময়ের বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু সম্ভব হ'ল না, অনুমতি পেল না। কাজেই বসুধারাদেবীর কাছেই গেল, গায়ত্রী, মলিনা, বসুধারা দেবী প্রভৃতি সব সংবাদ পেয়েছেন, ওঁরা শুনে খুব খুসী, বিশেষ করে গায়ত্রী, সে মাধবীকে খুব সুনজরে দেখছে; তার কথা প্রায়ই বলে তার মায়ের সঙ্গে। অনুপম গায়ত্রী, মলিনা বারবার আসছে এ বাড়ীতে, মাধবীর সঙ্গে ভাব পাতিয়েছে ভালবাসা দানা বেঁধে উঠছে।

বসুধারা দেবী মধুময়কে বললেন, "অনুপমের বিয়ে দিয়েছিলেন,....মধুময়ের মা তাঁর বাড়ী থেকে, তাই মধুময়ের বিয়ে দেবে অনুপমের মা, তার বাড়ী থেকে।" সকলেই সুখী; বসুধারা ছেলে-বৌ পাঠিয়ে মধুময়ের মা বাবা প্রভৃতি কে নিমন্ত্রণ করে নিজ বাটীতে আনালেন—সব কথা বললেন, ওঁরা আজ সব জানতে পারলেন ও মহাখুসী হলেন।

এলো মানসী ও তার স্বামী, এলেন উমাতারা ও দারোগা অমৃতবাবু, কেতকীর মা ও ডাক্তার বাবু; মধুময়ের পল্লীবন্ধুগণকে মধুময় খবর ও খরচ দিয়ে এনেছে; সানরাইজ ও মুনরাইজ বাড়ী দু'টো ভরে গেছে। এগুলো বাড়ী গাড়ী স্থাবর অস্থাবর সব কিছু এখন মধুময়ের, মাধবী দান করেছে। তবুও মধুময়ের মা বাবা উঠলেন অনুপমদের বাড়ী।

তাপস, অনুপম, হামিদ, কালিদাস প্রভৃতি বন্ধুগণ এই বিবাহ-উৎসবকে স্মরণীয় করার জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হচ্চে।

আজ সন্ধ্যায় শুভ-বিবাহ।

প্রশস্ত লনে বিবাহ মণ্ডপ সাজিয়েছেন কলকাতার প্রসিদ্ধ ডেকরেটার অপূর্বভাবে। প্রধান তোরণে বাজছে বাংলার বিখ্যাত সানাই প্রাণমাতানো সুরে। আলোকে ঝলমল, পুলকে উচ্ছল, চারিদিকে আনন্দ কোলাহল।

যথাসময়ে বর এ'ল অনুপমদের বাড়ী থেকে বিশেষ জাঁকজমক করে। এক সঙ্গে শত শঙ্খ বেজে উঠল, বাজাচ্ছে হাস্যময়ী সুন্দরী তরুণীর দল।

বরকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন ডাঃ রায়, আজ তিনি খাঁটী বাঙালী, মুখ তার প্রশান্ত হাস্যে উজ্জ্বল।

মধুময় বসেছে, বিবাহসভায় উচ্চ স্থানে, বরাসনে। একটু পরে অভিনব ভাবে সুসজ্জিতা মাধবীকে আনা হ'ল সেখানে, সৌন্দর্য্যের রাণী যেন সুন্দরের উপাসনায় চলেছে। পূর্ণ মহিমায় সভা আলো করে দুজনে বসেছে, সভাস্থ নরনারী সকলে একদৃষ্টে দেখছে মুগ্ধ-বিস্ময়ে!

এমন সময়ে অপূর্ব্বভাবে সজ্জিতা হয়ে সেখানে এলো আনন্দ-প্রতিমা সুরমা, সঙ্গে অনুরূপ ভাবে সজ্জিতা শুভ্রা জ্যোৎস্না। সুরমার হাতে হাতীর দাঁতের ফ্রেমে বাঁধানো নব-দম্পতিকে অভিনন্দনের উপহার।

জনতা নিস্তব্ধ হ'ল, সাধারণ উপহারগুলো বিলি করা হ'ল, বর-কনের পাশে দাঁড়িয়ে মাধবীকে ছোট একটু ঠাট্টা করে সুরমা বলল, "নারী প্রগতি সংঘের সভানেত্রীকে দেওয়ার মত আমার কিছুই নেই, তাই প্রাণের দুটো ছোট কথা উপহার দিলাম।" দাঁড়িয়ে পড়ছে,....

* * * * * *

"নূতন জীবন নিয়ে প্রবেশ কর বোন এই সংসারে, স্বামী-দেবতার হাত ধ'রে।

আজ এই মধুর ফাল্গুনের তরুণ প্রভাতের মত নারীত্বের মহিমায় রাঙিয়ে উঠুক তোমার জীবন, মাতৃত্বের নির্ম্মল জ্যোতিতে প্রোজ্জল হোক্ তোমার মুখমণ্ডল, পাতিব্রত হোক তোমার অঙ্গের আভরণ ; দয়া, ধর্ম্ম, প্রীতি, প্রেম এঁকে দিক তোমার দীপ্ত ললাটে জয়শ্রীর বিজয় টীকা। ধন্য হোক্, শুভ হোক্, সার্থক হোক্, তোমাদের এই মধুর মিলন, তোমাদের হাতের নোয়া, সিঁথির সিন্দুর চির অক্ষয় হোক্, এই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

ইতি আশীর্ব্বাদিকা তোমার বউদি,
'সুরমা'

পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কোট-প্যাণ্ট পরা একজন লোক পিছনের চেয়াব থেকে উঠে ডান হাতেএকছড়া হারও বাম হাতে একটি রিভলভার উঁচু করে তুলে বর-কনের মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ; প্রথমেই নজর পড়ল জ্যোৎস্নার। মাষ্টারের চোখ মুখের ভাব লক্ষ্য করে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ধরো মাষ্টারকে এগুতে দিও না, ধরো, কে আছ,—"

দারোগা অমৃতবাবু নিকটেই ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন ; দু'জন কনেষ্টবল, মধুময়ের কয়েকজন বন্ধু তাকে ঘেরাও করে ফেলল। মাষ্টার বলছে, "ছাড়ুন আপনারা, আমাকে বলতে দিন, শুনুন, আমি কারো কোন ক্ষতি করব না।"

দারোগাবাবু বললেন, "বলুন কী বলতে চান ?"

মাষ্টার বললেন, "আমি রাজ্য ও রাজকন্যা একসঙ্গে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার সব আশা আজ নষ্ট হয়ে গেল, আর তা' ব্যর্থ করে দিয়েছে ওই জ্যোৎস্না। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে এই উৎসবকে রক্তের নদীতে ডুবাতে আমি আজ প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। সঙ্গে দু'জন গুণ্ডাও ছিল, কিন্তু এই পবিত্র মিলন-উৎসবের আবহাওয়ার মধ্যে কিছুক্ষণ বসে আমি যেন কেমন বদলে গেছি, গুণ্ডা দু'টো ও আমার মধ্যের পিশাচটা আমাকে ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে। তাই আমার অনুতাপ হচ্ছে, প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করব, ওদের কাছে ক্ষমা চাইব।"

মধুময়ের দিকে ফিরে বললেন, "মধুময় বাবু, প্রাণ তুচ্ছ করে যেদিন আপনি ডাকাতদলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন সেদিন থেকেই আমি আপনার গুণমুগ্ধ হই,

কিন্তু হীন-লালসায় অন্ধ হয়ে আপনার মত দেবতাকে ধ্বংস করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু ধর্ম্মের জয় আছেই—তাই আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।"

মাধবীর দিকে ফিরে একটু পরে বললেন, "মাধবী শুধু নারী নয়, নারীরত্ন, এ রত্ন আপনারই যোগ্য; আজ যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যার মিলন হ'ল; আমার প্রাণ আনন্দে ভরে উঠল।"

আবেগে চন্দ্রকেতুর স্বর রুদ্ধ হ'ল, একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ধীরে বললেন, "মাধবী আমার ছাত্রী, তারই জন্য আমি আজ নূতন জীবনের সন্ধান পেলাম, এই হারটা আমি একদিন তাকে দিয়েছিলাম—সে ফিরিয়ে দিয়েছিল,....তাই রাত্রদিন প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে,—সেদিন যেভাবে দিয়েছিলাম....আজ আর সে ভাব আমার মধ্যে নেই; আজ আমি তাকে গুরু হিসাবে কন্যার মত মনে করে দিচ্ছি, সে যদি গ্রহণ করে আমি সুখী হই।"

জ্যোৎস্নার দিকে ফিরে বলল, "জ্যোৎস্না, নরকের পথে আমি ছুটেছিলাম, তুমি আমার সব চক্রান্ত নষ্ট করে আমাকে রক্ষা করেছ, তোমাকে দেওয়ার মত আমার কিছু নেই, শুধু একাক্ষরা 'মা' শব্দ তোমায় দিলাম। আজ থেকে তুমি আমার মা।

সভাস্থ সকলে আনন্দিত হ'ল মিঃ সেনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখে। মধুময় মাধবী উঠে এলো, মধুময় চন্দ্রকেতুকে আলিঙ্গন দিলেন, মাধবী প্রণাম করে হার গ্রহণ করল। জ্যোৎস্নাও দিদির দেখাদেখি মিঃ সেনকে প্রণাম করতে গেল, কিন্তু চন্দ্রকেতু প্রণাম নিল না, বলল, "তুমি যে মা।"

বলা বাহুল্য, পররাত্রে শুভলগ্নে শ্যামলের সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়ে গেল। মিলনানন্দে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে শান্ত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

জ্যোৎস্নার মন বিহঙ্গ আবার গাইলো,—

...."অভিশাপ মুছে যাক প্রেমের পরশে,
মধুরা হউক ধরা, উঠুক হরষে,—
মিলন-গুঞ্জন, গীতি, মধুর কাকলী,
মধুময় হোক এই পৃথিবীর ধূলি।"

—সমাপ্ত—

শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্যের

সমর্পণ—৬.০০

—প্রাপ্তিস্থান—

ডি. এম. লাইব্রেরী, মিত্রালয়, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, নিউ বুক এম্পোরিয়ম্, কো-অপারেটিপ বুক ডিপো ও অন্যত্র।

= অভিমত =

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলেন,—শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্য আপনার **সমর্পণ** পড়ে আপনার গল্প বলার শক্তিতে অভিভূত হয়েছি। উপন্যাসটিতে কত বিচিত্র ধবণের নরনারীর সমাবেশ হয়েছে, আপনি তাদেব সুখ দুঃখ ও নিয়তি রচনায় রূপদক্ষ-শিল্পীর মত মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। ভালোর পাশে মন্দ, আলোর পাশে অন্ধকার চিত্র-রচনায় আপনি সিদ্ধ-হস্ত। আজকাল উপন্যাস-কাহিনীতে সুলিখিত গল্পের বাজার বড মন্দা। হয় অতি নিপুণ সমাজ-বাস্তবতা, নয়, অতি সূক্ষ্ম মানস বিশ্লেষণই এ যুগের কথা-শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। সেদিক দিয়া আপনাব 'সমর্পণ' একখানি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। গ্রন্থখানি যদি আপনার প্রথম প্রয়াস হয়ে থাকে, তবে আমি সাহসের সঙ্গেই বলতে পারি যে, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করলে আপনি একদিন কথা-ভারতীর আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হবেন। আমার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর লিখেছেন,—"প্রিয় নিত্যনিরঞ্জন বাবু আপনার লেখা সমর্পণ পড়ে খুসী হলাম। দেশের অনেক সমস্যা নিয়ে আপনি ভেবেছেন এবং গল্পের মাধ্যমে নিজের আদর্শ পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। আপনার সাহিত্য-সাধনা সার্থক হোক, এই কামনা করি।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, পি, এইচ, ডি, লিখেছেন,—শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্যের **সমর্পণ** পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ক্ষেত্রে এখনও দুইটি প্রধান ধারা প্রবহমান। একটি প্রাচীন ও একটি নূতন। প্রাচীনতর ধারাটির যে একটি উচ্চনৈতিক আদর্শ ছিল নূতনতম ধারাটির মধ্যে তা বিসর্জিত হয়েছে। লেখক উচ্চনৈতিক আদর্শটকে সম্মুখে রাখিয়া অথচ সমসাময়িক নূতন জীবনের মধ্য হইতে তাঁহার কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইজন্য একদিক দিয়া তাঁহার রচনা যেমন এক উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ, তেমনি আর একদিক দিয়া তাহা যুগোচিত। নূতন যুগের কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া কাহিনীগত যে দৈন্য দেখা যায় 'সমর্পণ' উপন্যাসে তাহা নাই। ইহাতে স্বচ্ছ একটি কাহিনী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বলিষ্ঠ পাদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহা উপন্যাসটির একটি প্রধান গুণ। লেখকের ভাষা সরস এবং সহজ,। উপন্যাসখানি বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি মূল্যবান্ সংযোজন বলিয়াই গৃহীত হইবে।"

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র (পদ্মশ্রী) লিখেছেন, শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রীতিভাজনেষু, আপনার **সমর্পণ** পড়লাম। আপনি পেশাদার লেখক নন। রাজধানী থেকে দূরে কাজের অবসরে সাহিত্য-চর্চ্চা করেন। আপনার লেখায় রাজধানীর চাকচিক্য আর চাতুর্যের বদলে একটি অনাড়ম্বর সরলতা আছে। সমর্পণের চরিত্রগুলির ভেতর দুর্ব্বোধ্য কোন জটিলতা নেই। তারা এমনি একটি সাজানো গল্পের ছকে বাঁধা যে, সাধারণ পাঠকও অক্লেশে তা অনুসরণ করে আনন্দ পাবে বলেই মনে হয়। আপনার নিভৃত সাহিত্য-সাধনার ঐকান্তিকতা সত্যই প্রশংসনীয়। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন।

অধ্যাপক ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বলেন, বাংলার উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'সমর্পণ' একখানি স্মরণীয় ও বরণীয় সংযোজনা বলিয়াই আমার বিশ্বাস। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকার

ও বিভ্রান্তির যুগে বাংলার পারিবারিক জীবন, বিশেষ করিয়া নারীজীবন যখন নানাভাবে সত্যভ্রষ্ট ও কেন্দ্রচ্যুত, তখন উপন্যাস-সাহিত্যের যে জাতীয় চরিত্র সেই জীবনকে আত্মস্থ ও বলিষ্ঠ করিতে সক্ষম, ভট্টাচার্য মহাশয়ের গ্রন্থে তাহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন,—শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্য, "আপনার **সমর্পণ** পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। এই যদি আপনাব প্রথম উপন্যাস হয়, তা'হলে আপনাব বাহাদুরী আছে। আজকাল মানুষের জীবনে নানা সমস্যা, নানা দুর্ভাবনা। অন্যমনস্ক মানুষের সেই বিক্ষিপ্ত মনটিকে টেনে এনে আপনার রচিত গল্পের মধ্যে নিবিষ্ট করার যে পথটি আপনি অবলম্বন করেছেন, তা সত্যই অপূর্ব্ব। গল্প বলার এই সহজ পথটিকে ধরে রাখবেন, ভবিষ্যতে একদিন দেখবেন সারস্বত মন্দিরের অবরুদ্ধ সিংহদ্বার আপনার জন্য উন্মুক্ত ...।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্য **সমর্পণ** নামে যে উপন্যাস লিখেছেন তা' আমি পড়েছি। উপন্যাসটি দীর্ঘ ও ঘটনা-বহুল। ছোট বড নানা ধরণের চবিত্রের সমাবেশ রয়েছে। সদুদ্দেশ্য এবং আদর্শ-প্রাণিত এই উপন্যাসে লেখকেব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বিশেবভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'সমর্পণ' উপন্যাসে লেখক আমাদের জাতি ও সমাজের একটি পরিপূর্ণ আলেখ্য উপস্থিত করে উজ্জল আদর্শের আলোকে তাকে বিচার করতে চেয়েছেন এবং মাধবী ও মধুময়ের কল্যাণময় মিলনের মধ্য দিয়া তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেছেন। অনেকগুলি চরিত্র বেশ জীবন্ত মনে হ'ল। লেখক শুভচেতনা ও আন্তরিকতার যে প্রেরণায় বইখানি লিখেছেন তা পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই আশা করি।

আনন্দবাজার বলেন......যে বিষয় বস্তুকে অবলম্বন করে সমর্পণ উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে তা এক মহৎ ভাবনারই প্রকাশ। এই ভাবনা কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক সীমানার দ্বারাও চিহ্নিত করা যায় না একে, বরং বলা উচিৎ যে, সর্ব্বকালীন এক সত্য-

জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঠক আবার নূতন ক'রে ভাবতে সুরু করবে মানুষের চরিত্র কী অদ্ভুত, কী বিচিত্র! মিস্ সিলভিয়ার চরিত্রটিও দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

যুগান্তর বলেন............নায়ক নায়িকার মধ্যে মিলনের বাধা ছিল যেমন অনেক, তেমনি সুকৌশলী লেখক তাহার সুযোগও ঘটাইয়াছেন অনেক। ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা, রাজদ্বারে লাঞ্ছনা, সর্পহত্যা, মোটর-দুর্ঘটনা. প্রভৃতি নানা নাটকীয় ঘটনা ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া নায়ক ও নায়িকার ঘন ঘন সাক্ষাৎ ও সংঘাতের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে যখন উভয়কে শেষ পর্যান্ত বিবাহ সভায় পাশাপাশি আসনে বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে দেখা যাইবে তখন পাঠক পাঠিকারা নিশ্চয়ই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন।

অমৃত বলেন,—**সমর্পণ** উপন্যাস রচনায় শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য কাহিনী-সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে প্রতিটি চরিত্রই স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লেখকের আবেগময় বর্ণনাভঙ্গিই পাঠকমনকে সহজেই আকৃষ্ট করবে ·· ।

দেশ বলেন······ **সমর্পণ** উপন্যাসে মানুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্য সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ········শুকতারা ও তাহার সহযোগীদের চরিত্র বিশ্লেষণে লেখক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মধুময়ের কাছে মাধবীর আত্মসমর্পণের বিষয়টিও লেখক অতি সুনিপুণভাবে বিবৃত করিয়াছেন। লেখকের ভাষা সহজ, সরস ও সাবলীল········।